বাঙালি শিশুর প্রথম ভাষা অর্জন : একটি মনোভাষিক বিশ্লেষণ

মোঃ সাইফুল আলম

এম ফিল উপাধির জন্য উপস্থাপিত

২০০২

RB
B
401
ALB
M:P:L

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

M.Phil.

M. Phil

400621

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালী শিশুর প্রথম ভাষা অর্জন : একটি মনোভাষিক বিশ্লেষণ

মোঃ সাইফুল আলম
[এম ফিল রেজিস্ট্রেশন : ৫০৯ (১৯৯৬-১৯৯৭)]

এম ফিল উপাধির জন্য উপস্থাপিত
২০০২

Dhaka University Library
400621

400621

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালী শিশুর প্রথম ভাষা অর্জন : একটি মনোভাষিক বিশ্লেষণ

তত্ত্বাবধায়ক
আবুল মনসুর মুহম্মদ আবু মুসা
অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক
মোঃ সাইফুল আলম
এম ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন : ৫০৯ (১৯৯৬-১৯৯৭)
আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

400621

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

এম ফিল উপাধির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নপত্র

মোঃ সাইফুল আলমকে (রেজিঃ নং ৫০৯/৯৬-৯৭) "বাঙালী শিশুর প্রথম ভাষা অর্জন : একটি মনোভাষিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ফিল পরীক্ষার ডিগ্রী অর্জনের আংশিক শর্ত পূরণের জন্য উপস্থানের সুপারিশ করছি।

স্বাক্ষর ২৯.৬.২০০২

আবুল মনসুর মুহম্মদ আবু মুসা
তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
(বর্তমানে) মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

400621

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মানুষের মস্তিষ্কের ভাষিক ক্রিয়া-কর্মের সাংশ্রয়িক শৃঙ্খলা (systematic discipline) মনোভাষাবিজ্ঞান। মনোভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান বিধা প্রথম-ভাষা অর্জন। প্রস্তুত অভিসন্দর্ভে বাঙালী শিশুর প্রথম-ভাষা অর্জন ও তার মনোভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। মনোভাষাবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান-শাখা হলেও ভাষা-অর্জন বিষয়টি তার অনেক পূর্বকাল থেকে পর্যেষিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে বাঙালী শিশুর বাঙলা ভাষা অর্জন বিষয়ে মনোভাষাতাত্ত্বিক কোনো পর্যেষণা ইতোপূর্বে হয়নি। এই অভিসন্দর্ভে মনোভাষাবিজ্ঞান ও ভাষা-অর্জনের তাত্ত্বিক আলোচনাসহ প্রথম-ভাষা হিসেবে বাঙলা ভাষা অর্জনের একটি রূপরেখা চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অধ্যায়সমূহ হল– প্রথম অধ্যায় : মনোভাষাবিজ্ঞান : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ; দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রথম-ভাষা অর্জন: তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত পর্যালোচনা; তৃতীয় অধ্যায় : বাঙালী শিশুর প্রথম-ভাষা অর্জন : একটি মনোভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ; চতুর্থ অধ্যায় : উপসংহার।

প্রথম অধ্যায়ে মনোভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু এবং ভাষাবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের কোন্ পর্যায়ে মনোভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে বিকাশ লাভ করে তার আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। সেই সাথে প্রতীচ্য ও প্রাচ্যে বিশেষতঃ বাংলাদেশ ও ভারতে মনোভাষাবিজ্ঞান চর্চার বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম-ভাষা অর্জনের কালানুক্রমিক তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত বিষয়ে প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের আলোচনা দু'টি পরিচ্ছেদে করা হয়েছে এবং বাংলাদেশে বাঙলা ভাষা অর্জন বিষয়ে গবেষণা কর্মের উপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বাঙালী শিশুর প্রথম-ভাষা হিসেবে বাঙালা ভাষা অর্জন বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে চারটি পরিচ্ছেদে বাঙালী শিশুর কান্না ও ধ্বনি পর্যায় থেকে শুরু করে শব্দ, বাক্য ও সংলাপের উপাত্ত উপস্থাপন ও তার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যতাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়- উপসংহার, যেখানে অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক বিচার বিশ্লেষণের আলোকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ সমাপ্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে শিশুর জন্ম-মুহূর্ত থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত একক কোনো শিশুকে দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষণ (longitudinal) করা হয়নি আর তা করার অবকাশও ছিল না, সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে। তাই ভিন্ন ভিন্ন বয়সী শিশুর ভাষা অর্জনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের উপাত্ত পর্যবেক্ষণ ও সংগ্রহ করে বয়সানুক্রমিকভাবে তা উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেখা যায়, শিশু একটি ভাষার পূর্ণ ব্যাকরণিক অর্জন নিয়েই বিদ্যালয়ে গমন করে আর উক্ত বয়স বিদ্যালয় গমনের সন্ধিক্ষণ অর্থাৎ প্রাক-বিদ্যালয় শিশু।

Dhaka University Institutional Repository

শিশুদের ভাষিক উপাত্ত যে পদ্ধতিতে সংগৃহীত হয়েছে তাকে পর্যবেক্ষণ ও ক্রস সেকশনাল পদ্ধতি বলা যায়; তবে এখানে ক্রস সেকশনাল পদ্ধতি কঠোরভাবে প্রয়োগ না করে তা কিছুটা শিথিলভাবেই প্রয়োগ করা হয়েছে। কেননা, তা কঠোরভাবে প্রয়োগের মত বাস্তবতা অর্থাৎ লোকবল, পরিবেশ, যান্ত্রিক ও আর্থিক সুবিধা প্রভৃতি অনুকূল ছিল না।

প্রস্তুত এ গবেষণার জন্য আমি কৃতজ্ঞ আমার শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যাপক মনসুর মুসার কাছে, তাঁর বিজ্ঞ তত্ত্বাবধান ও অগাধ পাণ্ডিত্য আমাকে মনোভাষাবিজ্ঞানের বিশাল ও জটিল জ্ঞান-সমুদ্রে সঠিক দিশা দিয়েছে। অধিকন্তু তাঁর স্নেহ ও উৎসাহ আমাকে সাহস জুগিয়েছে। সেই সাথে তাঁর মহীয়সী পত্নী মহোদয়া শামসুন নাহার মুসার মাতৃস্নেহের কাছে হয়েছে অনেক ঋণ, তা পরিশোধের ইচ্ছা নেই কারণ তা অপরিশোধ্য।

আমি কৃতজ্ঞ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রশাসক ও ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যাপক মোহাম্মদ ফেরদাউস খান এবং তাঁর বিদুষী পত্নী শিশু-ভাষা গবেষণার পথিকৃৎ খাতেমন্ আরা বেগমের কাছে, সুপরামর্শ ও সহৃদয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য; যাঁরা আমার গবেষক-মনীষায় আজীবন অম্লান হয়ে থাকবেন।

আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি পারিবারিক পর্যায়ে আমার পর্যবেক্ষিত সকল শিশুর পিতা-মাতার প্রতি যাঁরা তাঁদের প্রাণ-প্রিয় সন্তানদের উপর আমাকে গবেষণা করতে সদয় সম্মতি দিয়েছেন ও মাঝে মাঝে তাদের ভাষিক উপাত্ত স্ব-উদ্যোগে সরবরাহ করেছেন; তদুপরি শত বাঁধা শর্তেও বাঙালীর অতিথিপরায়ণতার ঐতিহ্য থেকে তাঁদের বিরত রাখতে পারিনি। সেই সাথে আরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে পরিচালিত শিশু যত্ন কেন্দ্র ছায়ানীড়ের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকগণের প্রতি যাঁরা আমাকে ছায়ানীড়ের শিশুদের ভাষিক উপাত্ত সংগ্রহে সাদর অনুমতি ও সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

এই গবেষণার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমীর লাইব্রেরী ও কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী বিশেষভাবে ব্যবহার করেছি; লাইব্রেরীর সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সহযোগিতা আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে এই গবেষণা করার সুযোগ দেয়ায় আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিও কৃতজ্ঞ।

মোঃ সাইফুল আলম

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
মনোভাষাবিজ্ঞান : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা

১.১. মনোভাষাবিজ্ঞানের স্বরূপ

মনোভাষাবিজ্ঞান আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র একটি ভাষাশাস্ত্র যা মস্তিষ্কের ভাষাতাত্ত্বিক ক্রিয়া-কর্ম বিশ্লেষণে প্রয়াসী। তবে আক্ষরিক অর্থে 'মনোভাষাবিজ্ঞান পরিশব্দটি মনোবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞান এই দুই জ্ঞান-শৃঙ্খলার একটি সংকর নির্দেশ করে'[১] আর বিষয়গত ও তত্ত্বীয় দিক থেকে 'মনোভাষাবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উপাদানসমূহের এমন এক সমন্বিতরূপ যা ভাষা-অর্জন ও তা প্রয়োগের মানসিক প্রক্রিয়ার পর্যেষণার সাথে সম্পৃক্ত'।[২] অন্যভাবে বলা যায় যে, 'মনোভাষাবিজ্ঞান হচ্ছে মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পর্যেষণা যা ভাষার প্রয়োগকে সম্ভব করে তোলে এবং যা ভাষার উৎপাদন ও উপলব্ধির একত্র আসঞ্জনশীল তত্ত্বও বটে।[৩] কেউ বলেন, মনোভাষাবিজ্ঞান এমন একটি জ্ঞান-শৃঙ্খলা যেখানে ভাষার উপলব্ধি ও উৎপাদনের বিধাসমূহের বোধাত্মক পর্যেষণায় ভাষাতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের অন্তর্জ্ঞানে সুসম্পন্ন হয়ে থাকে।[৪] সুতরাং মনোভাষাবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞায়িত ধারণাগুলো থেকে বলা যায় যে, মনোভাষাবিজ্ঞান– ভাষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সমন্বয়ে ভাষাতত্ত্বের এমন একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র যেখানে ভাষা-অর্জন, ভাষা-উপলব্ধি, ভাষা-উৎপাদন ও বাক-ব্যাধিসমূহের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, গবেষণা-পর্যেষণাসহ তদ্‌সংক্রান্ত তথ্য ও তত্ত্বসমূহ সিদ্ধ লাভ করে। মনোভাষাবিজ্ঞানের কিছু বিধা মনোবিজ্ঞানে ও কিছু বিধা ভাষাতত্ত্বে পর্যেষিত হয়ে আসছিল সুদূর অতীত থেকে এবং তা বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মনোবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানীদের যৌথ প্রচেষ্টা ও আলোচনা-সমালোচনার শক্ত মধ্য দিয়ে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে স্বতন্ত্র জ্ঞান-শৃঙ্খলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্নায়ুবিজ্ঞানীরাও সাম্প্রতিক সময়ে এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এবং স্নায়ুভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে গবেষণা-পর্যেষণা করছেন। বিধায় মনোভাষাবিজ্ঞান দিন দিন মানুষের স্বরূপ সন্ধানের একটি অন্যতম প্রধান জ্ঞান-শাস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ জন্য মনোভাষাবিজ্ঞানকে ভাষাতত্ত্বের নবীন ও বিকাশমান শাস্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ পর্যায়ে মনোভাষাবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশের একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হল।

---

১ Aaronson, Doris & Rieber, R.W (1979): Controversial Issues in Psycholinguistics. In Aaronson, Doris & Rieber, R.W. (1979), Psycholinguistic Research : Implications and Applications. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Hilldale, New Jersey. P.3

২ Slobin, D.I.(1974) : Psycholinguistics. Scott. Foresman and Company, London, (First Published, 1971), Introduction.

৩ Garnham Alan (1994): Psycholinguistics : Central topics. Routledge, London, P. 1.

৪ Malmkjaer, Kirsten (ed. 1991) : The Linguistics Encyclopedia. Routledge, London., Reprinted, 1996 P. 362

Dhaka University Institutional Repository

১.২. মনোভাষাবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ

অষ্টাদশ শতক বা উনিশ শতকের প্রথম দিকে মনোভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষাকে বিশ্লেষণের তেমন কোন নজির পাওয়া যায় না; তবে তখন মনোবিজ্ঞানের আলোকে ভাষাশিক্ষণ বিষয়ে যে পর্যেষণা লক্ষ্য করা যায় তা সবিশেষ উল্লেখ্য—

> Psychological studies of 'verbal learning' dated from the concern of Ebbinghaus (1885) with memory and are tied to a strand of theory that can be followed back to the associationism of Locke (1632-1704). To the extent that verbal learning theorists in psychology were almost totally lacking in linguistic sophistication, it might be said that their research interests represented precisely what psycholinguistics was not.[৫]

এ শতকে ভাষাশিক্ষণের মনোবৈজ্ঞানিক পর্যেষণা হলেও ভাষার মনোভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষণা-পর্যালোচনা বিরলই ছিল।

উনিশ শতকের ষাটের দশকে Wilhelm Scherer (১৮৪১-৮৬) ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্র আবিষ্কার (১৮৬৮) করার মধ্য দিয়ে, নব্য-বৈয়াকরণ আন্দোলন ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যানুসন্ধানে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে; ব্রুগমান (১৮৪৯-১৯১৯), ওস্টোফ্ (১৮৪৭-১৯০৯) এ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন; তাঁদের মধ্যে পরবর্তীজন নব্য-বৈয়াকরণ গোষ্ঠীর জটিল মতাদর্শকে সরলীকরণ করেন এভাবে–'Sound-laws work with a blind necessity and all discrepancies to these laws were the workings of analogy.[৬] কিন্তু মনোবিজ্ঞানী Willhelm Wundt (১৮৩২-১৯২০) এই গোষ্ঠীর মতাদর্শে কিছুটা অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করেন। তাই তিনি Die Sprache (১৯০০)- তে ভাষার মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল নব্য-বৈয়াকরণ গোষ্ঠীর ভাষাতাত্ত্বিক কর্মের মনোবৈজ্ঞানিক আন্তঃপাঠ।[৭] উনিশ শতক ও বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে এটাই ছিল মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষার প্রথম বিশ্লেষণ।

বিংশ শতকের দুয়ের দশকে জে বি ওয়াটসন (১৯২৪) কর্তৃক আচরণবাদ বিকশিত রূপ লাভ করলে মনোবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব উভয়ই এই তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষিত হতে শুরু করে। এই ধারার ভাষা বিশ্লেষণের উদাহরণ হলো লিওনার্ড ব্লমফিল্ড-এর বিখ্যাত Language (১৯৩৩) গ্রন্থটি। এই তিনের দশকেই মনোভাষাবিজ্ঞান পরিশব্দটির প্রথম আধুনিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ক্যানটর (১৯৩৬) এটা ব্যবহার করেন একটি বিশেষণ হিসেবে এবং প্রোনকো (১৯৪৬) চল্লিশের দশকে এটি ব্যবহার করেন বিশেষ্য হিসেবে। তবে এই পরিশব্দটির (term) ব্যাপক ব্যবহার ও একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান-শৃঙ্খলা হিসেবে বিকাশ লাভ করে পাঁচের

---

৫ Rieber, R.W. & Vetter, Harold (1979) : Theoretical and Historical Roots of Psycholinguistic Research. In Aaronson, Doris & Rieber, R.W. (1979), Psycholinguistic Research : Implications and Applications. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hilldale, New Jersey. P.21.

৬ Malmkjaer, Kirsten (1991): The Linguistics Encyclopedia. Routledge, London. P. 194.

৭ Ibid. P.362.

Dhaka University Institutional Repository

দশকে। এ সময় জর্জ মিলার, চার্লস ওস্‌গুড সহ অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীগণ ভাষার মনোবৈজ্ঞানিক পর্যেষণার উপর গুরুত্ব দিয়ে ভাষাতত্ত্বের একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানকাণ্ডের পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা করেন।[৮]

মনোভাষাবিজ্ঞানের বিকাশে এবং এই পরিশব্দটির প্রতিষ্ঠার পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সোসাল সাইন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। '১৯৫১ সালে এসএসআরসি কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষিক-আচরণ বিষয়ে একটি আন্তঃশাস্ত্রীয় সেমিনার আয়োজন করে, সেখানে তিনজন মনোবিজ্ঞানী ও তিনজন ভাষাবিজ্ঞানী পরস্পর একত্রিত হন। তারা কেবল উভয়ের আগ্রহের বিষয়গুলোর মধ্যে পদ্ধতিগত ঐক্যের আবিষ্কারই নয়, বরং ভাষাপ্রপঞ্চসমূহ ও সেগুলোর সাংশ্রয়িক (systematic) পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে যৌথ আগ্রহের একটি প্রকৃত ভিত্তি বিদ্যমান অংশগ্রহণকারীগণ তা অনুধাবন করতে সক্ষম হন। কনফারেন্সের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে দু'টি তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। প্রথমটি হল এসএসআরসি কর্তৃক ভাষাতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ক একটি কমিটি পরবর্তী শরতে প্রতিষ্ঠা করা যেখানে মনোবিজ্ঞানীর মধ্যে জন ক্যারোল, জেম্‌স জেনকিন্‌স্‌, জর্জ মিলার ও চার্লস ওস্‌গুড এবং ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে জোসেফ গ্রীণবার্গ, ফ্লোইড লোউন্সবুরী ও টমাস সিবুক অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। দ্বিতীয়টি হল—মনোবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানীদের শব্দকোষে মনোভাষাবিজ্ঞান পরিশব্দটি সমভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ। তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভব না হলেও পরবতীকালে এর গুরুত্ব ও প্রভাব মনোভাষাবিজ্ঞানকে বিকশিত হতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

মনোবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানীগণের গবেষণার উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রচেষ্টা ও আগ্রহের বিষয়সমূহে পরিবেষ্টিত সমস্যাবলী এবং তদ্‌সংক্রান্ত বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় প্রকাশনাসমূহ অন্য একটি উপযুক্ত পরিশব্দের দ্বারা আচ্ছাদনের অভাবের কারণে মনোভাষাবিজ্ঞান পরিশব্দটি অল্পসময়ই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু রোজার ব্রাউন (১৯৫৮) এই পরিশব্দটির ব্যাপারে 'absurd but intrusive false etymology' বলে আপত্তি উত্থাপন করেন এবং তার প্রয়োগ নির্দেশ করেন 'চিত্তবৈকল্য বহুভাষাবিদ'(Psycho-linguist) হিসেবে। কিন্তু তাঁর গভীর বিবেচনা ছিল যে পরিশব্দটি ভাষাতত্ত্বের সাধারণ বিষয়াবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তা মনোভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষণার পরবর্তী বিকাশের ধারাকেই লাঘব করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানে ভাষার একটি বৃহৎ ক্ষেত্রের অনুসন্ধান পরিচালিত হচ্ছে উক্ত মনোভাষাতাত্ত্বিক শিরোনামের অধীনে; বলা যায় এটা ভাষার মনোবিজ্ঞানের (Psychology of language) উপর ছত্র স্বরূপ উপযুক্ত ও যথার্থ শিরোনামই বটে।

মনোভাষাবিজ্ঞানে পেশাগত মনোভাব আরো উদ্দীপ্ত হয় ১৯৫৪ সালে Psycholinguistics: A Survey of Theory and Research Problems শিরোনামে একটি একক-গ্রন্থ বা মনোগ্রাফ প্রকাশের মাধ্যমে, এটা ছিল ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএসআরসি-র উদ্যোগে আয়োজিত কনফারেন্সের ফল। এই

---

[৮] Aaronson, Doris & Rieber, Robert W (ed. 1979) : Psycholinguistic Research : Implications and Applications. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, New Jersey. P. 21.

Dhaka University Institutional Repository

একক-গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণের সম্পাদকীয়তে দিয়াবোলড্ (১৯৬৫) গ্রন্থটিকে 'Charter of Psycholinguistics' অর্থাৎ 'মনোভাষাবিজ্ঞানের সনদপত্র' বলে মন্তব্য করেন। পরবর্তী কয়েক বছরে এসএসআরসি-র বেশ কয়েকটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়; সেই কনফারেন্সসমূহে যে-বিষয়গুলো আলোচিত হয় সেগুলোর মধ্যে তুলনামূলক মনোভাষাবিজ্ঞান (Comparative Psycholinguistics), দ্বিভাষিক রীতি (bilingualism), বিষয় বিশ্লেষণ (Content analysis), ভাষিক আচরণে সামন্বিক প্রক্রিয়া (associative processes in verbal behavior), অর্থের বিভিন্ন মাত্রা (dimensions of meaning), ভাষাশৈলী (style in language), বাকব্যাধি (aphasia) এবং ভাষার সার্বজনীনতা (language universals) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সোল সাপোর্টা কর্তৃক ১৯৬১ সালে Psycholinguistics: A Book of Readings শিরোনামে প্রকাশিত সঙ্কলনে স্পষ্টতঃ যে মনোভাষাবিজ্ঞান একই সাথে একটি পরিশব্দ এবং আন্ত ঃজ্ঞানশৃঙ্খলা-প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে প্রতীয়মান হতে দেখা যায়।

প্রথম এসএসআরসি কনফারেন্স থেকে শুরু করে সাপোর্টার সংকলন পর্যন্ত এ দশকের অধিকাংশ সময়ই দেখা গেছে যে, সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষা বিশ্লেষিত হয়েছে আর ব্লুমফিল্ড, ফ্রাইস, হোকেট, পাইক প্রমুখ কর্তৃক এটা বিকশিত হয় ও বিস্তৃতি লাভ করে। মনোভাষাবিজ্ঞানের এই প্রতিষ্ঠাকালকে ম্যাকলে (১৯৭৩) মনোবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে সম্প্রীতিমূলক সম্পর্ক বৃদ্ধির কাল হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং তার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন, 'Common commitment to an operationalist philosophy of science and a division of labor that prevented a number of difficulties from becoming overt'.[৯] ফলে মনোভাষাবিজ্ঞান দ্রুত আধুনিক বিকাশ স্তরে উপনীত হয়। অতিসংক্ষিপ্তাকারে জর্জ এ মিলার (১৯৭৯) এ বিষয়ে চমৎকার বর্ণনা তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায় 'মনোভাষাবিজ্ঞানের বিকাশের সমস্যাসমূহ নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা লক্ষ্য করা গেছে যদিও সেগুলো ছিল এই ক্ষেত্রটি 'মনোভাষাবিজ্ঞান' নাম দ্বারা পরিবৃত্ত হওয়ার পূর্বে। কিন্তু অতিদ্রুত গতিতে এ ক্ষেত্রটি পরিবর্তিত ও বিকশিত হতে শুরু করে। চল্লিশ বছর পূর্বে এর কেন্দ্রীয় বিষয় যেখানে ছিল Lexical, Phonological, Perceptual; আর বিশ বছর পূর্বে তা বাক্যতত্ত্বের চমস্কীয় তত্ত্ব দ্বারা পর্যেষিত হয়ে বাক্যের ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্যাবলী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। অনেক চড়াই উৎরাইয়ের মধ্যেও এ বিষয়ে একাগ্র চিত্তাবিষ্টতার কারণে মনোভাষাবিজ্ঞান একদিকে সাধারণ মনোবিজ্ঞান থেকে, অন্যদিকে সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান থেকে স্বকীয়ভাবে যাত্রা শুরু করে।[১০] মনোভাষাবিজ্ঞানের বিকাশে নোয়াম চমস্কী ও জর্জ মিলারের ভূমিকাও কম নয়। ডোরিস আরোনসন ও আর. ডব্লিউ রিয়েবার (১৯৭৯) মনোভাষাবিজ্ঞানের আধুনিক বিকাশে চমস্কী ও মিলারের ভূমিকা উল্লেখ করে বলেন—'বিশ বছর পূর্বে ভাষাতাত্ত্বিক নোয়াম চমস্কীর সাথে মনোবিজ্ঞানী জর্জ এ মিলারের মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উদ্দীপিত হওয়া একটি অস্থিতিশীল

---

[৯] I bid. P.22-23.

[১০] Miller, George A. (1979) : Forward. In Aaronson, Doris & Rieber, Robert W (ed. 1979) : Psycholinguistic Research : Implications and Applications. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, New Jersey, P. ix.

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসের বা পর্যায়ের পর এই আন্তঃশৃঙ্খলামূলক ক্ষেত্রটির পুনর্জন্ম হয়। বিগত দুই দশক ধরে এই ক্ষেত্রটির অনুসন্ধান, আকার ও আয়তন বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে।[১১]

পাঁচের দশকে এভাবেই সংগঠনবাদী ও আচরণবাদী তাত্ত্বিক ঘরানার মধ্যে মনোভাষাবিজ্ঞান অগ্রসর হতে থাকে। তবে এর পূর্বেও ভাষায় মনোভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৩০ সনের শেষের দিকে এবং ১৯৪০ সনের প্রথম দিকে বেঞ্জামিন লী হোর্প এবং তার সমকালীন ব্যক্তিবর্গ ভাষা ও চিন্তা বিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ নির্মাণ করেন। যদিও হুরফীয় ধারণা আধুনিক মনোভাষাবিজ্ঞান থেকে অনেক দূরে অবস্থিত এবং ভাষা ও অবধারণের (cognition) মধ্যে সম্পর্কের সমস্যাসমূহই ছিল কেন্দ্রীয় বিষয়; তাই বলা যায় যে হুরফ নিজে একজন মনোভাষাবিজ্ঞানীও বটে। যাইহোক, হুরফের গবেষণায় অন্যান্য জ্ঞান-শৃঙ্খলার মত ভাষাতত্ত্ব খুব একটা ব্যবহৃত হয়নি, যেমনটি ব্যবহৃত হয়েছে নৃবিজ্ঞান এবং সামাজিক মনোবিজ্ঞান। তথাপি, তাঁর অনুকল্পনসমূহে সাধারণ ভাষাতাত্ত্বিক তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ নমুনা নিহিত আছে।'[১২] তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক আপেক্ষিকতার মূলনীতি (যা হুরফীয় অনুকল্পন নামে পরিচিত) প্রস্তাব করে যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার কথকেরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় যখন থেকে বাস শুরু করে তখন থেকে তারা তাদের ভাষার গঠন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে তাদের চিন্তার বিন্যাস বা চিন্তা ধারাকে ছাঁচ বদ্ধ করতে সক্ষম হয়। যদিও ভাষাতাত্ত্বিক ভিন্নতা হিসেবে হুরফ যা নির্দেশ করেন, এবং যা এখন ভাষার উপরি কাঠামো (surface structure) হিসেবে বিবেচিত হয়, সেটা তারই অংশ; এটা স্পষ্টতঃ যে তিনি সেগুলো বিবেচনা করেন মৌলিক বা ভাষার গভীর-তলীয় ঘটনা হিসেবে'।[১৩] তাই মনোভাষাবিজ্ঞানের প্রাথমিক বিকাশে তার ধারণাসমূহের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, এই কথা বলা যায়।

পাঁচের দশকই মূলতঃ মনোভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও চূড়ান্ত বিকাশের কাল। এ দশকে আচরণবাদী বি এফ স্কীনার ও মানসবাদী নোয়াম চমস্কীর অবদান সবিশেষ উল্লেখ্য। বি এফ স্কীনারের সূক্ষ্ম সমালোচনা করেন চমস্কী ১৯৫৯ সালে এবং তাঁর আচরণবাদী সকল যুক্তি খণ্ডন করে প্রতিষ্ঠা করেন স্বীয় বোধিজাত তত্ত্ব বা চৈতন্যবাদ বা মানসবাদ (mentalism)। এ সমালোচনার মধ্য দিয়ে মনোভাষাবিজ্ঞানের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয়। তাই বলা যায়— ১৭৮৬ সালে Comparative Philology [Sir William Jones (1746-1794) কর্তৃক কলকাতার রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রদেয় বক্তৃতা]; ১৯১৫ সালে সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্ব (Ferdinand de Saussure-এর 'Course in General Linguistics' গ্রন্থ প্রকাশ); ১৯৩৩ সালে সাংগঠনিক-বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Leonard Bloomfield- এর 'Language' গ্রন্থ প্রকাশ) ভিত্তি ভূমি যেমন করে সুদৃঢ় হয়। ঠিক তেমনি উক্ত সালে

---

[১১] Aaronson, Doris & Rieber, R.W. (1979): Controversial Issues in Psycholinguistics. In Aaronson, Doris & Rieber, Robert W (ed. 1979) : Psycholinguistic Research : Implications and Applications. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, New Jersey, P.3.

[১২] Houston, Susan, H. (1972): A Survey of Psycholinguistics. Mouton, The Hague, P.14.

[১৩] Ibid, P. 185.

Dhaka University Institutional Repository

ভাষাতত্ত্বের জগতে বি এফ স্কীনার নোয়াম চমস্কীর (১৯২৮) ভাষাতাত্ত্বিক তত্ত্ব (যথাক্রমে S-R ও U.G) আলোড়ন সৃষ্টি করে যা মনোভাষাবিজ্ঞানকে আধুনিক ও চূড়ান্ত বিকাশের স্তরে পৌঁছে দেয়। তাই চমস্কীর (১৯৫৭, ১৯৫৯, ১৯৬৫) ও বি এফ স্কীনারের (১৯৫৭) তত্ত্বের কিছুটা বিস্তৃতে আলোচনায় উপস্থাপনের দাবি রাখে নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হল।

নোয়াম চমস্কী ১৯৫৭ সালে প্রকাশ করেন 'সিন্‌ট্যাক্‌টিক স্ট্রাকচারস' (Syntactic Structures)। যেখানে চমস্কী বাক্যতাত্ত্বিক বর্ণনার একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন যা মনোভাষাতাত্ত্বিক পরীক্ষণসমূহের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত।[১৪] আসলে এ গ্রন্থে চমস্কী ভাষাতত্ত্বের জগতে বিপ্লবের পতাকা ছাড়া কিছুই উত্থাপন করেননি। চমস্কীর অধিকাংশ সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বের সমালোচনামূলক নিবন্ধের সার-কথাই ছিল 'ভাষাবোধ ও ভাষাপ্রয়োগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করা।[১৫] তাছাড়া চমস্কীর রূপান্তরমূলক ব্যাকরণ ভাষা ও চিন্তার সম্বন্ধের পর্যেষণাকেই অধিকতর গুরুত্ব দেয়, যাকে বলা হয় মনোভাষাবিজ্ঞান। রূপান্তর (Transformation) বলতে তিনি যা নির্দেশ করেন তা আসলে কথকের মধ্যে (within the speaker) ভাষাতাত্ত্বিক সংগঠন এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার একটি সমন্বিত সৃষ্টি (a combined product)।[১৬]

'আসপেক্টস্ অব দি থিওরী অব সিন্‌ট্যাক্স্(১৯৬৫)-এর মধ্যে চমস্কী ভাষাতত্ত্বের জন্য শুধুমাত্র একটি নতুন কাঠামো বা নমুনা paradigm-ই নির্মাণ করেননি; তিনি ভাষাতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংশ্রয়ের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সংযোগের সূত্রবদ্ধ বিবৃতিও প্রদান করেন। আচরণতাত্ত্বিক নকসার (behavioristic models) ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা ছিল যতক্ষণ না চমস্কীর তত্ত্ব কঠোরভাবে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সূচিত করে। পদ্ধতিগত স্তরে তিনি দেখাতে সক্ষম হলেন যে, এরূপ আচরণতাত্ত্বিক অনুকল্পনসমূহ একই বৃত্তে আবদ্ধ এবং এভাবেই এগুলো প্রায়োগিক আধেয় রহিত। এবং ভাষাতাত্ত্বিক তত্ত্বের স্তরে তিনি সত্যপ্রতিম প্রমাণ উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন যে আচরণতাত্ত্বিক ধারণাসমূহ সরলতম ভাষাতাত্ত্বিক সংগঠনকেও বর্ণনা করতে পারে না। মনোভাষাবিজ্ঞানের পর্যেষণাসমূহ এই কাঠামোর মধ্যে তাদের সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যাযোগ্য ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, শব্দ নয় বরং বাক্যই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক একক আর এটাই হচ্ছে রূপান্তরমূলক ধারণার একটি আদর্শ। চমস্কী প্রমাণে সক্ষম হন যে বহিঃসংগঠনের পরম্পরা গভীরতর সংগঠনসমূহে নিহিত থাকে এবং এই সকল গভীর সংগঠনসমূহ একটি বাক্যের অর্থতাত্ত্বিক আধেয় নির্ধারণ করে থাকে। এই সকল গভীর সংগঠনসমূহ অন্যান্য ভাষাতাত্ত্বিক নমুনা ছাড়াই কারো মনস্তাত্ত্বিক

---

১৪ Leuninger, Helen (1975): Linguistics and Psychology. In Renate Bartsch and Theo Vennemann(Ed 1975). Linguistics and Neighboring Disciplines. North-Holland Publishing Company, Amsterdam. P.195.

১৫ Aaronson, Doris & Rieber Robert W. (Ed. 1979): Psycholinguistic Research : Implications and Applications. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, New Jersey, P.23.

১৬ Cecco, John P. De (1967): The Psychology of Language. Thought and Instruction : Reading, Holt, Rinehart and Winston, Inc., London. P.4.

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থা চূড়ান্ত করতে পারে, এতে যে নির্দেশনা পাওয়া যায় তা হল, একটি ভাষাতাত্ত্বিক তত্ত্ব যা স্বাভাবিকভাবেই একটি পরিজ্ঞানমূলক তত্ত্বে রূপান্তরিত হতে পারে।[১৭]

চমস্কীর গবেষণাকর্ম ভাষাতত্ত্বকে নতুন দিক নির্দেশনা দেয়। শুধু তাই নয়, তাঁর ধারার ভাষাতাত্ত্বিকেরাও তাঁর তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদানের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে তাঁর তত্ত্বকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে; শুধু ভাষাতাত্ত্বিকই নয়, মনোবিজ্ঞানীগণও তাঁর তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে এই উভয় প্রয়াস মনোভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কাঠামোকে আধুনিক করে তোলে। ডি আই স্লোবিন (১৯৭৪) বলেন—নোয়াম চমস্কী ও তার ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলোজীর সহকর্মীগণ কর্তৃক বিকশিত ভাষাতত্ত্বের বিপ্লবাত্মক ধারণার দ্বারা বিশেষভাবে মনোবিজ্ঞানীগণ প্রভাবিত হয়। বিশেষতঃ ব্যাকরণ পর্যায়েই ছিল এই প্রভাব। ফলে মনোবিজ্ঞানের উপর আধুনিক ভাষাতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। এই গবেষণা কর্ম ক্রমে পরিজ্ঞান-মনোবিজ্ঞানে (Psychology of cognition) তত্ত্বে পরিণত হয় এবং মনোভাষাবিজ্ঞানের আবির্ভাবে যথোপযোগী ভূমিকা রাখে।[১৮]

এভাবে ক্রমে ক্রমে মনোভাষাবিজ্ঞান যখন তত্ত্ব, তথ্য ও গবেষণায় নিজের ক্ষেত্র বা ভিত্তি মজবুত ও বিস্তৃতি ঘটানোর প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হচ্ছে; ঠিক তখনই, অন্যদিকে প্রকাশিত হয় ভাষার উপর আচরণবাদীতত্ত্বের সর্বোচ্চ প্রয়োগ সম্বলিত গবেষণামূলক গ্রন্থ বি এফ স্কীনারের Verbal Behavior (1957), বাঙলায় 'ভাষিক আচরণ' বলা যেতে পারে। স্কীনারের এই 'ভাষিক আচরণ' (১৯৫৭)-এর প্রকাশনাকে মানুষের বা মানবিক ভাষার (human language) সকল ধরনের সমস্যার প্রথম আচরণবাদী বিবরণ হিসেবে অবহিত করা হয়।[১৯] বিশ বছরের অধিককাল ধরে ভাষিক আচরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গ্রন্থটি রচিত। স্কীনার তাঁর গ্রন্থটিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগের 'A functional analysis of verbal behavior; অংশে তিনি তাঁর গ্রন্থ ও ভাষিক আচরণের নতুন মাত্রা সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন — 'ভাষিক আচরণ সচরাচর বহুবিধ কারণের ফলাফল। পৃথক পৃথক পরিবর্তনশীল বস্তু তাদের প্রায়োগিক কর্তৃত্বমূলক নির্দেশনা সম্প্রসারিত করতে সংযুক্ত হলে আচরণের নতুন কাঠামো প্রকাশিত হয়; আর এমনটি হয় পুরাতন খণ্ডিত পরিবর্তনশীল বস্তুসমূহের পুনঃসংযুক্তির মাধ্যমে। এই সব কিছুর ফলাফল গিয়ে পড়ে শ্রোতার উপর; তখন তার আচরণ বিশ্লেষণের উপযোগী হয়ে ওঠে। সেই সাথে এক ধরনের সমস্যা দেখা দেয়, কেননা কথকও একজন শ্রোতা বটে।[২০] তাঁর ভাষায়—

> The speaker and listener within the same skin engage in activities which are traditionally described as 'thinking'. The speaker manipulates his

---

[১৭] I bid. P.193.

[১৮] Slobin, Dan. I. (1974): Psycholinguistics. Scott, Foresman and Company, London, Introduction.

[১৯] Cecco John P. De (1969): The Psychology of Language, Thought and Instruction : Readings. Holt, Rinehart and Winston, Inc. London. P. 308.

[২০] Skinner, B.F. (1957): Verbal Behavior. Applton-Century-Crofts, Inc., New York. P. 10.

Dhaka University Institutional Repository

> behavior; he reviews it, and may reject it or emit it in modified form. The extent to which he does so varies over a wide range, determined in part by the extent to which he serves as his own listener. The skillful speaker learns to tease out weak behavior and to manipulate variables which will generate and strengthen new responses in his repertoire. Such behavior is commonly observed in the verbal practices of literature as well as of science and logic. An analysis of these activities, together with their effects upon the listener, leads us in the end to the role of verbal behavior in the problem of knowledge.[২১]

এ্যালেন গার্নহাম (১৯৮৫) বি এফ স্কীনারের ভাষিক আচরণের তত্ত্বের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন— 'দুইটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অনুমানের পূর্ব ধারণার উপর ভাষিক আচরণ দাঁড়িয়ে আছে—

> 1.Behaviour should be explained in terms of input/output laws, relating what organism perceive, to a functional analysis of their behaviour. What is perceived must be described in terms of its physical properties, and behaviour must be described in terms of its function rather than its form. For example, an appropriate description of an animal's response is 'depressing a bar'. A detailed account of how the bar was pressed is of no interest.
>
> 2. No intervening variables enter into the explanation of behaviour. In particular an organism's mental state is not relevant to understanding what it does. Skinner argued that variables intervening between input and output had never been shown to have explanatory power in psychological theories'.[২২]

আচরণবাদী অবকাঠামোর মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক আচরণের প্রধান প্রধান বিধার একীভূত করার প্রথম বিরাট পরিসরের উদ্যোগ[২৩] বলে চমস্কী নিজেও এ গ্রন্থের প্রশংসা করেন।

বি এফ স্কীনার-এর আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ভাষাতত্ত্বে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না চমস্কী তার কঠোর সমালোচনার মধ্য দিয়ে স্কীনারের যুক্তিসমূহ খণ্ডন না করেন, বলা যায়–ততক্ষণ পর্যন্ত মনোভাষাবিজ্ঞান তাত্ত্বিকভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে জন্ম লাভ করেনি। ১৯৫৯ সালে চমস্কী 'Review of B.F.Skinner's Verbal Behavior' শিরোনামে স্কীনারের উত্থাপিত সকল যুক্তি একে একে খণ্ডন করেন।

---

২১ Ibid. P. 10-12.

২২ Garnham, Alan (1985): Psycholinguistics:Central Topics. Routledge, London, P.21.

২৩ Chomsky, Noam (1959): Review of Skinner's Verbal Behavior. Language, 35, P. 26-57.

Dhaka University Institutional Repository

চমস্কী তাঁর সমালোচনামূলক বক্তব্যে বলেন–'ভাষাতাত্ত্বিক আচরণের কোনো বিধাই এ গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়নি এবং যা হয়েছে তা রূপক বর্ণনা বা পাঠমাত্র, এ বিষয়ে প্রচলিত ধারণা ছাড়া এটা খুব একটা বৈজ্ঞানিক নয় এবং এগুলোর সঙ্গতি প্রায় দুর্লভ।[২৪] স্কীনার যে পরীক্ষণ উপাদানসমূহ দ্বারা ভাষিক আচরণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দাঁড় করিয়েছেন সে বিষয়ে চমস্কী বলতে গিয়ে বলেন– stimulus, response, reinforcement এই ধারণাগুলো bar pressing পরীক্ষণের জন্য খুবই চমৎকারভাবে সংজ্ঞায়িত।[২৫] তিনি আরও বলেন—

> If we take his terms in their literal meaning, the description covers almost no aspect of verbal behavior, and if we take them metaphorically, the description offers no improvement over various traditional formulations. The terms borrowed from experimental psychology simply lose their objective meaning with this extension and take over the full vagueness of ordinary language. Since Skinner limits himself to such a small set of terms for paraphrase, many important distinctions are obscured.... The questions to which Skinner has addressed his speculations are hopelessly premature. It is futile to inquire into the causation of verbal behavior until much more is known about the specific character of this behavior; and there is little point in speculating about the process of acquisition without much better understanding of what is acquired.[২৬]

চমস্কী (১৯৫৯) এবং বি এফ স্কীনারের (১৯৫৭) গবেষণাকর্ম নিয়ে পরবর্তীসময়ে ভাষাতাত্ত্বিকগণ অনেক বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। এ্যালেন গার্নহাম (১৯৮৫) চমস্কীর পর্যালোচনাকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন– চমস্কীর 'ভাষিক আচরণ'-এর পর্যালোচনা কিছুটা চাঁচাছোলা বলা যায় এবং হবে চমস্কী শুধুমাত্র পছন্দ -অপছন্দের খাতিরে বা পক্ষপাতমূলকভাবে যা প্রকাশ করেছেন তা থেকে উত্তীর্ণ হতে বেশ কিছু সংখ্যক পাঠ বা গবেষণার সমন্বয় প্রয়োজন। যাইহোক, এটা মূল্যবান প্রচেষ্টা, এছাড়া চমস্কী অনেক বিষয় উত্থাপন করেছেন যেগুলো বোঝা (খুবই) কঠিন ভাষিক আচরণের প্রকৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হিসেবে। তিনি স্বীকার করেন যে স্কীনারের অধিকাংশ লেখাই ভাসা-ভাসাভাবে সত্যপ্রতীম বা আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিশব্দসমূহের অর্থের দ্ব্যর্থবোধকতা থেকে আপাতযুক্তিগ্রাহ্যতা উত্থিত হয়েছে বলেও তিনি যুক্তিপ্রদর্শন করেন। আর এই কেন্দ্রীয় পরিশব্দসমূহ হল — উদ্দীপক (stimulus), সাড়া (response) এবং অনুঘটক (reinforcement)। প্রাণীর শিক্ষণ (learning) পর্যেষণায়, সংজ্ঞানুসারে, উদ্দীপক, সাড়া ও অনুঘটকসমূহ রীতিমত পরস্পর সম্পর্কিত। যদি তার পরিবেশের একটি নির্দিষ্ট বিধা (aspect) একটি

---

[২৪] Ibid. P. 26-57.
[২৫] Ibid. P. 26-57
[২৬] Ibid. P. 26-57

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণীর সাড়া উৎপাদনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে. যেমন ধরা যাক, আলোর একটি নির্দিষ্ট রঙ সাড়া উৎপাদনের জন্য উদ্দীপনা সৃষ্টি করে না তখন এ পরিশব্দগুলোর সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে। তবে স্কীনারের চৌহদ্দির মধ্যে, যেখানে পরিবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত সেখানে একটি নির্দিষ্ট আচরণের কার্য অনায়াসেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। সচরাচর পরিচিত উদ্দীপক, সাড়া ও অনুঘটকসমূহ যদি তারা প্রদর্শন করে তবে তা দেখে পরীক্ষা করা যেতে পারে। বাস্তবিকই এমন পারস্পরিক বিধিসম্মত সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। যাইহোক, স্কীনার যখন ভাষিক আচরণ ব্যাখ্যা করেন বা বর্ণনা করেন, তিনি এই সকল কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহ সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ব্যবহার করেন। মাঝে মাঝে তিনি সেগুলোকে ধারণার সাথে কার্যকরীভাবে সমতাবিধান করেন যেগুলো সাধারণভাবে ভাষিক আচরণের বিবরণ দেয়, যেমন, অর্থ (meaning) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেরও চেষ্টা করেন যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে সত্যপ্রতীম। প্রকৃতপক্ষে সেগুলো সাধারণ ধারণাসমূহের শব্দান্তরিত প্রকাশ মাত্র। অন্য সময়ে, তিনি উদ্দীপকসমূহ চিহ্নিত করেন তাঁর নিজের নিষিদ্ধ-ঘোষিত প্রক্রিয়ায় – সাড়ার পরিশব্দসমূহের মধ্যে যেখানে এগুলো তাদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যাবলী ব্যতীত অধিক কিছু উৎপাদন করে। উদাহরণ স্বরূপ– স্কীনার একটি ছবি সম্বন্ধে বলেন কারণ কেউ এটার সৌন্দর্য চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু তিনি ছবিটির বাহ্যিকভাবে আরোপিত বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করতে পারেন না। এভাবে উদ্দীপকসমূহের চিহ্নিতকরণ দাবী করে যে ভাষিক আচরণ শিক্ষণতত্ত্বের ব্যবহৃত ধারণাসমূহ দ্বারা বিশ্লেষিত হতে পারে।

স্কীনার শিক্ষাতত্ত্বের ইশতেহার বাদ দিয়ে নিজে নিজের উপদেশ অনুসরণ করতেন এবং বাহ্যিক পরিশব্দসমূহের মধ্যে উদ্দীপনাসমূহ চিহ্নিত করতেন। তিনি ভাষিক আচরণে যতটা করেছেন তার প্রস্তাবনাসমূহের ততটাই স্থূলভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে বলে মনে হয়। চমস্কী যুক্তি দেখান যে, স্কীনারের প্রোগ্রাম (programme) অবশ্যই ব্যর্থ। কারণ ভাষাতাত্ত্বিক আচরণ শুধুমাত্র পরিবেশের বৈশিষ্ট্যাবলী দ্বারা নির্ধারিত নয়। জৈবিক সংগঠনের বা প্রাণীসত্তার (organism) আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকর্ম আচরণ সংঘটনে অবদান বিদ্যমান। লোকে বলে, বিশ্বাস, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা এবং অন্যান্য মানসিক এককসমূহ যেগুলোর ব্যাখ্যা টিকে থাকতে পারে এমন বিষয়গুলো থেকে স্কীনার বিরত থেকেছেন। সেই সাথে চমস্কী প্রস্তাব করেন যে, ভাষিক আচরণের বিবরণের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে— একটি ভাষা ব্যবহার করার জন্য একজন ব্যক্তি অবশ্যই যা জানে তা সুনির্দিষ্টকরণ করা।[২৭]

চমস্কী (১৯৫৯) ও স্কীনার (১৯৫৭)–এর তুলনামূলক আলোচনায় অন্য একজন ভাষাতাত্ত্বিক বলেন – 'স্কীনারের ভাষিক আচরণ বিশ্লেষণে চমস্কীর প্রধান আপত্তি হচ্ছে কথকের স্নায়ুবৈজ্ঞানিক গঠন বিবেচনা ছাড়াই এই ভাষিক আচরণের কারণসমূহের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষণ ও ভাষা-প্রয়োগে কথকের যে অবদান তাও বিধৃত হয়নি। স্কীনারের কাছে জৈবিক সংগঠন বা প্রাণীসত্তা হচ্ছে অন্তঃসারশূন্য বা শূন্যগর্ভ (the organism is hollow) এবং সকল ধরনের আচরণ সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সর্বদাই বাহ্যিক উদ্দীপকসমূহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। চমস্কীর মতে, স্কীনার কথকের অবদান নগণ্য এবং

---

[২৭] Garnham, Alan (1985) : Psycholinguistics : Central Topics. Routledge, London P. 22

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক বলে খারিজ করে দেন। সাক্ষ্যপ্রমাণের চেয়ে প্রবচন অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভ বাণীর মাধ্যমে। স্কীনারের বিশ্লেষণের সঙ্কটপূর্ণ পরীক্ষা হচ্ছে আমাদের ভাষিক আচরণের জ্ঞান দিন দিন বৃদ্ধির সাথে এর সম্ভাব্য প্রকৃত সফলতা রক্ষা করা। চমস্কী মনে করেন যে, ভাষিক আচরণের সাধারণ বর্ণনার চেয়ে স্কীনারের উপস্থাপিত সমস্যা খুব বেশী বৈজ্ঞানিক নয়। 'রূপকী বিস্তৃতি' (metaphoric extension) দ্বারা স্কীনার গবেষণাগারের ভাষা মানুষের জটিল আচরণে প্রয়োগ করেন যা উদ্দীপক, সাড়া ও অনুঘটকের মত কিছু অর্থহীন গবেষণাগার পরিশব্দ উপস্থাপন করে। চমস্কী আরো মনে করেন যে, এই সকল পরিশব্দের গবেষণাগারের আবরণ (laboratory guise) তাদের মনস্তাত্ত্বিক ব্যবহারকে অব্যক্ত রাখছে।[২৮] তদুপরি বলা হয় যে, আচরণবাদী নকসার চমস্কীয় সমালোচনা স্কীনারের মৌলিক আচরণবাদী বিশ্লেষণকেই সংহত করেছে। যাইহোক, চমস্কীর যুক্তিসমূহ তাঁর ছাত্র ও সহকর্মীদের দ্বারা নব্য আচরণবাদী নকসাকে দ্রুত সম্প্রসারিত করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ফোডর (১৯৬৫), মোওরের ও ওস্‌গুড অর্থের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের একটি সুবিস্তৃত সমালোচনা উপস্থাপন করেন এবং বেভার, ফোডর, ও গ্যারেট (১৯৬৮) ভাষা ও পরিজ্ঞান বা অবধারণ সম্পর্কে নব্য আচরণবাদী বিচার-বিশ্লেষণকে চ্যালেঞ্জ করেন।[২৯]

এভাবেই দীর্ঘ আলোচনা-সমালোচনা, যুক্তি খণ্ডন ও নানা তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের পাঁচের দশকে মনোভাষাবিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে। আর এটা আচরণবাদী ধারার মধ্যে নিহিত ছিল।.... পরবর্তী দশকে, চমস্কীর তাত্ত্বিক দাবী মনোভাষাবিজ্ঞানে একচ্ছত্রভাবে আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। মনোভাষাবিজ্ঞান হচ্ছে অবধারণ বা পরিজ্ঞান সংক্রান্ত আবিষ্কৃত তথ্যাবলীর চূড়ান্ত রূপের দ্রুত বিকাশমান মানসবাদী ধারণা। যেখানে রীতি ও প্রতিস্থাপনের ব্যাখ্যামূলক শব্দভাণ্ডার তৈরী করা হয়েছে।[৩০] মনোভাষাবিজ্ঞানের বিকাশে এই সময়কে গুরুত্ব দিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক মনসুর মুসা বলেন—

> 'This was a turning point in the history of linguistic study as it was a period of shifting of the philosophical paradigm from behaviorism to mentalism (that has enhenced the interest in child language acqusition).[৩১]

দার্শনিক তত্ত্বের এই সন্ধিক্ষণে চমস্কীয় তত্ত্ব মনোভাষাবিজ্ঞানের বিকাশে যেভাবে ভূমিকা পালন করেছে, Frederick J. Newmeyer (১৯৮৮) তা সংক্ষিপ্তাকারে বস্তুনিষ্ঠভাবে উল্লেখ করেন এভাবে—

---

২৮ Cecco, John P. De (1967): The Psychology of Language, Thought, and Instruction. Holt, Rinehart and Winston, London P. 308.

২৯ Newmeyer, Frederick J. (ed. 1988): Linguistics : The Cambridge Survey. Vol-III, Language: Psychological and Biological Aspects. Cambridge University Press. Cambridge, P. 5.

৩০ Ibid. P.2.

৩১ Musa, Monsur (2001): Foreword, In Khataman Ara Begum (1956). The Language Development of Children. Institute of Education and Research, University of Dhaka., Dhaka, (AncyU pRb`ûeWw, 2001), P.V.

Dhaka University Institutional Repository

i) Chomsky's criticisms of behaviorist treatments of language and his view of the appropriate goals for linguistic theory played a major role in the development of cognitive science;

ii) Chomsky's formulation of the logical problem of language acquisition has provided a framework for developmental Psycholinguistics; and

iii) Chomsky's theory of transformational grammar guided much of the first decade of research in experimental Psycholinguistics. [৩২]

মনোভাষাবিজ্ঞানকে তাই প্রয়োগিক-মনোভাষাবিজ্ঞান ও বিকাশ-মনোভাষাবিজ্ঞানের পরিধির মধ্যে গোটা পাঁচের দশকে ও ছয়ের দশকে পর্যেবিত হতে দেখা যায়। চমস্কী ১৯৫৭ সাল থেকে একাধারে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ভাষাতত্ত্বকে যেমন আধুনিক করে তুলেছেন তেমনি মনোভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কাঠামো ও গবেষণাকে দিশা দিয়েছেন। একদিকে তার স্বীয় রচনাবলী (১৯৫৭, ১৯৫৯, ১৯৬৪, ১৯৬৫, ১৯৬৮) অন্যদিকে তাঁরসহকর্মী ও সমর্থক গোষ্ঠী এই সময়কালে যে গবেষণা-কর্ম পরিচালনা করে সেগুলোও বিশেষ ভূমিকা পালন করে; যেমন Bellugi, U (1967); Brown, R, & Bellugi, U(1964); Brown, R, & Fraser, C (1963); Ervin, S.M (1964); Ervin-Tripp, S (1966); Ervin-Tripp, S.M & Slobin, D.I (1966); Lanneberg, E. H (1967); McNeill, D (1966); Miller, G. A (1962); Osgood, C.E (1963); Slobin, D.I. (1966)। এভাবে মনোভাষাবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ধারা সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হয়ে ওঠে।

তবে প্রায়োগিক-মনোভাষাবিজ্ঞান ও বিকাশ-মনোভাষাবিজ্ঞানের উভয় ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী ব্যাখ্যামূলক কাঠামো রূপান্তরমূলক ব্যাকরণ প্রদান করতে অনেকাংশে ব্যর্থ হলে ১৯৭০ সালের দিকে এ সময়ে মনোভাষাবিজ্ঞান তার বিকাশের ধারায় ভাষাতাত্ত্বিক তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক কিছুটা শিথিল হতে দেখা যায়। মনোভাষাবিজ্ঞান বোধাত্মক বা পরিজ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞানের মূলস্রোতে মিশতে থাকে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিদ্রিয় (artificial intelligence) থেকে ধারণা গ্রহণ করে মনোভাষাবিজ্ঞান তার তত্ত্ব থেকেও বেশী কিছু দিতে শুরু করে। প্রায়োগিক মনোভাষাবিজ্ঞান ভাষা-প্রক্রিয়াকরণে ভাষা সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করে, এবং বিকাশ-মনোভাষাবিজ্ঞানে পরিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রটি অনুশীলিত হতে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে, linguistic minimalism এবং linguistic autonomy-র প্রস্তাবকগণের মধ্যে আবার বিতর্ক দেখা দেয় এবং বলিষ্ঠভাবে বক্তব্য উপস্থাপিত হলে মনোভাষাবিজ্ঞানে ভাষাতত্ত্ব পুনরায় চর্চিত হতে থাকে। এই সময়ে বোধাত্মক বিজ্ঞানের একটি নতুন subsymbolic paradigm মনোভাষাবিজ্ঞানের অনেক মৌলিক অনুমানসমূহকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী করে।[৩৩] যাইহোক না কেন, এ বিষয়ে জ্যাঁ পিঁয়াজে (Jean Piaget) ও নোয়াম চমস্কীর মধ্যে তীব্র বিতর্ক

---

[৩২] Newmeyer, Frederick J. (ed 1988): Linguistics: The Cambridge Survey. Vol-III, Language : Psychological and Biological Aspects. Cambridge University Press, Cambridge, P.2.

[৩৩] Ibid. P. 2-3

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; যা ঘটেছিল প্যারিসের কাছাকাছি Abbaye de Royaumont নামক স্থানে ১৯৭৫ সালে Centre Royaumont Pour une Science de l'Homme- এর আয়োজনে; যার বিস্তারিত বিবরণ অতি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন Massimo Piattelli-Palmarini (১৯৮০); তিনি তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের মুখবন্ধে তাঁদের বিতর্ক সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন —

> 'the well-known theory of cognitive development elaborated by Piaget and the equally famous theory of generative grammars elaborated by Chomsky were being compared more and more frequently – sometimes in terms of oppositions, sometimes in terms of complementarily — in courses, lectures, epistemological discussions and specialized reviews. However, an examination of the works of these two authors reveals that cross-references were few and unsystematic. The analyses of Piaget's theses in Chomskian terms and of Chomsky's theses in Piagetian terms were sketchy at best, and a reader could draw the most disparate conclusions. Taking into account the paradigmatic status assigned to the two theories in examinations of the relationships between what is innate and acquired and between biological and cognitive structures, we at the centre thought it would be a service to the scientific community to arrange a direct confrontation between Piaget and Chomsky. Beyond the intrinsic interest of such an encounter, we hoped to produce as complete and detailed a document as possible, to arrive at a transdisciplinary synthesis so that in the future all discussion on the oppositions or 'compromises' between Chomsky and Piaget would have a firmer base.[৩৪]

এভাবেই সাতের দশকে মনোভাষাবিজ্ঞান ভাষাতাত্ত্বিক তত্ত্বের মধ্য দিয়ে বিকশিত হতে দেখা যায়।

১৯৮০-র দশকে ভাষিক আচরণে ভাষাতাত্ত্বিক সংগঠনের ভূমিকার আগ্রহ পুনরায় দেখা যায়। এই প্রবণতা বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। বাক্যিক প্রক্রিয়াকরণ পর্যেষণা, যেখানে উনিশ শত সত্তরের অধিকাংশ মতামতই পরিত্যাগ করা হয় এবং এই ক্ষেত্রটি অতি দ্রুত আবার একটি উৎপাদনমুখী বা ক্রিয়াশীল ক্ষেত্রে পরিণত হয়। শব্দ শনাক্তকরণ পর্যেষণা, বাক্যতাত্ত্বিক ও অর্থতাত্ত্বিক সংগঠনের উচ্চতর স্তরে এবং রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক সংগঠনের নিম্নস্তরে সংযুক্ত ও পরিবর্ধিত হতে দেখা যায়। পরবর্তী প্রবণতা হচ্ছে শ্রুত শব্দ শনাক্তকরণ পর্যেষণা যেখানে মনোবিজ্ঞানীগণ একনিষ্ঠভাবে সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করেন যে প্রবিষ্ট শব্দসমূহের ব্যাকরণগত বর্ণনা বা পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করতেও তা সহজ করতে শ্রোতা ধ্বনিতাত্ত্বিক ও ছন্দ প্রকরণিক প্রতিস্থাপন

---

৩৪ Piattelli-Palmarini, Massimo (1980) : Language and Learning : The Debate Between Jean Piaget and Noam Chomsky. Routledge & kegan Paul, London, Preface, P. xiv.

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার করে থাকে। এমনকি এখনও মনোভাষাবিজ্ঞানে ভাষাতাত্ত্বিক-অর্থতত্ত্ব খুব কমই প্রভাব বিস্তার করে আছে, কারণ এর অধিকাংশ চর্চাকারী এটাকে উপেক্ষা করেছে এই বলে যে অর্থতত্ত্ব হচ্ছে মনোবৈজ্ঞানিক। যাইহোক, অর্থতত্ত্ব ডিসকোর্স প্রতিস্থাপনের মনোবৈজ্ঞানিকভাবে সত্যপ্রতিম নকসা আর এরূপ সাম্প্রতিক ধারণাসমূহের সমন্বয়ে শুরু হয় কম্পিউটরীয় ভাষাবিজ্ঞানের কাজ। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে এই নকসাসমূহ মনোভাষাবিজ্ঞানে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। আর এর পিছনে যথেষ্ট কারণও ছিল। পূর্বের তত্ত্বসমূহের চেয়ে বর্তমান ভাষাতাত্ত্বিক তত্ত্ব দ্বারা ভাষাতাত্ত্বিক সংগঠনের রীতি ও প্রতিস্থাপন অনেক বেশী সহজসাধ্য। ...তাছাড়া এ বিষয়ে ভাষাতাত্ত্বিকেরা যথেষ্ট আগ্রহ দেখায় এবং ভাষাতত্ত্বের মধ্যে মনোভাষাবিজ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ উপ-ক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়।[৩৫]

অদ্যাবধি অর্থাৎ বিংশ শতকের শেষ দশকের প্রথম দিক (early 1990s) পর্যন্ত মনোভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালিত হয়েছে—'naturalistic/ experimental methods, production/comprehension channels and written/spoken language modalities[৩৬]-এর ভারসাম্য বজায় রেখে। যাই হোক মনোভাষাবিজ্ঞান এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি শাস্ত্র। আর এই একবিংশ শতকে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় হচ্ছে — মনোভাষাবিজ্ঞান ও কম্পিউটরীয় ভাষাবিজ্ঞান।

মনোভাষাবিজ্ঞান বর্তমানে ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান প্রান্তীয় আন্তঃশৃঙ্খলা হিসেবে বিবেচিত; যা এখনও বিকাশমান। মানুষের ক্রিয়াশীল মস্তিষ্কের রহস্য যতদিন ভেদ না হবে ততদিন মনোভাষাবিজ্ঞানের বিকাশের ধারা অব্যাহত থাকবে; অন্যদিকে মনোভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিধার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ, গবেষণা-পর্যেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা মানুষের মস্তিষ্কের রহস্য ভেদেও সহায়ক ভূমিকা পালন তাই বলা হয় যে 'মনোভাষাবিজ্ঞান শুধুমাত্র ভাষা ও চিন্তা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়েই নিবৃত্ত নয় বরং it is... prototypic of the modern, interdisciplinary organized social science, taking from and contributing to an entire field of human inquiry."[৩৭]

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, জ্ঞান-শৃঙ্খলাসমূহের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে এই মনোভাষাবিজ্ঞান নামক আন্তঃশৃঙ্খলাটির প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না; কেননা সকল জ্ঞান-শৃঙ্খলাই মস্তিষ্ক ও ভাষার সমন্বিত স্বরূপ। এ কারণেই ভাষাতাত্ত্বিক মনসুর মুসা মনোভাষাবিজ্ঞানকে 'মানব মনের স্বরূপ উপলব্ধির অন্যতম প্রধান বিজ্ঞান[৩৮] হিসেবে বিবেচনা করেন; এবং ক্রিয়াশীল মস্তিষ্কের রহস্য এখনও স্বল্পানুদ্‌ঘাটিত বিধায় তিনি এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন 'তবে মনোবিজ্ঞানী, ভাষাবিজ্ঞানী, স্নায়ুতত্ত্ববিদ, মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞ ইত্যাকার বিজ্ঞানীরা যেভাবে বিদ্যাটির দিকে ঝুঁকেছেন তাতে এর ক্রমোন্নতি

---

৩৫ Newmeyer, Frederick J. (ed.1988): Linguistics: The Cambridge Survey. Vol-III, Language: Psychological and Biological Aspects. Cambridge University Press. Cambridge P. 2.

৩৬ Asher, R.E. (ed.1994) : The Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 6. Pergamon Press, Oxford, P. 3403.

৩৭ Houston, Susan H. (1972); A Suvey of Psycholinguistics. Mouton; The Hague, P. 13.

৩৮ মুসা, মনসুর (১৯৮৫) : মনোভাষাবিজ্ঞানের কথা। ভাষাপত্র, ৩য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্যম্ভাবী[৩৯] অর্থাৎ মস্তিষ্কের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে ভাষিক আচরণের মনোভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ও করছে। সেই সাথে মানুষের ভাষা-অর্জন, ভাষা উৎপাদন ও উপলব্ধি, বাক-ব্যাধিসমূহের তথ্য-উপাত্ত ও তত্ত্বের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দাঁড় করাতে সক্ষম হবে ও হচ্ছে। ইতোমধ্যে জ্ঞান-প্রযুক্তি ও আর্থিকভাবে উন্নত দেশসমূহে মনোভাষাবিজ্ঞান এখন একটি বিশেষ আগ্রহের বিষয় এবং এর গবেষণা-পর্যেষণা ক্রমবর্ধমান। সন্দেহাতীত যে, এই একবিংশ শতকে মনোভাষাবিজ্ঞান অভূতপূর্ব উন্নতি ও বিকাশ লাভ করবে।

১.৩ প্রাচ্যে মনোভাষাবিজ্ঞান চর্চা

প্রাচ্যের দেশসমূহের মধ্যে জাপান মনোভাষাবিজ্ঞানের অনুশীলন ও গবেষণায় ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সমপর্যায়ে বিকাশ লাভ করেছে। ভারত, বাংলাদেশে মনোভাষাবিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণা স্বল্প পরিসরে হলেও শুরু হয়েছে।

১.৩.১ ভারত

প্রাচীন ভারতে ভাষার যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে তা সেই সমকালীন গ্রীস ও রোমকেন্দ্রিক ভাষা চর্চার চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক, সাংশ্রয়িক ও বৈজ্ঞানিক। শুধু ভাষাতত্ত্বেই নয় অনেক বিষয়ই ভারতে চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিল; বলা হয়—

> 'In various branches of scientific literature, in phonetics, grammar, Mathematics, astronomy, medicine, and law, the indians also achieved notable results. In some of these subjects their attainments are, indeed, far in advance of what was accomplished by the Greeks.[৪০]

তাই ভারতে মনোভাষাবিজ্ঞানের চর্চার আলোচনায় ভারতে ভাষাতত্ত্বের চর্চা ও তার বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বিষয়টির যথোপযুক্ত উপাদান খুঁজে বের করা ও তার সাম্প্রতিককালের গবেষণাসমূহের কিছু তথ্য উপস্থাপন করা হল।

প্রাচীন ভারতে ভাষাতত্ত্ব চর্চার মূলে ছিল 'বেদ' অর্থাৎ বেদের 'সঠিক উচ্চারণ এবং আন্তঃপঠন'- এর প্রয়োজনে। ভারতীয় ঐতিহ্যগত ধারায় সমগ্র বেদ সূত্রাকারে গ্রথিত; যার অঙ্গ ছয়টি– শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, কল্প বা ধর্মীয় আচার এবং জ্যোতিষ বা নক্ষত্রবিদ্যা – এগুলো বেদাঙ্গ নামে পরিচিত।[৪১] অন্য কথায় বলা যায়— 'বেদ পাঠের জন্যে যে প্রস্তুতি দরকার, সেই প্রস্তুতি রচিত হত বেদাঙ্গের অনুশীলনে।... এগুলোর মধ্যে কল্প ও জ্যোতিষ বাদ দিয়ে বাকী চারটি অর্থাৎ শিক্ষা, নিরুক্ত, ব্যাকরণ ও ছন্দ হল ভাষারই বিভিন্ন

---

৩৯ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১.

৪০ Macdonell, Arthur A. (1917): A History of Sankskrit Literature. William Heinemann, London, First Published 1900. P. 10.

৪১ Ibid P. 264

Dhaka University Institutional Repository

দিকের আলোচনা, অর্থাৎ ভাষাবিজ্ঞানের অঙ্গ। এগুলোই প্রাচীন ভারতের ভাষাবিজ্ঞানের উৎস-স্বরূপ। এই উৎস থেকে যে চারটি ধারা প্রবাহিত তারই উত্তর-সাধনারূপে প্রাচীন ভারতে ভাষাবিজ্ঞানের চারটি শাখার বিকাশ। সেই চারটি ধারা হল যথাক্রমে ধ্বনিবিজ্ঞান, ব্যুৎপত্তি ও অভিধান, ব্যাকরণ এবং ছান্দ শাস্ত্র।... বেদাঙ্গের শিক্ষা শাখায় ধ্বনির প্রকৃতি, হ্রস্বতা-দীর্ঘতা, মাত্রাভেদ, স্বরাঘাত ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হত। সুতরাং আধুনিক কালে যাকে আমরা ধ্বনিবিজ্ঞান বলি বৈদিকযুগে 'শিক্ষা' বলতে তাই বোঝাত।[৪২]

বেদাঙ্গের অঙ্গ হিসাবে ব্যাকরণের স্বতন্ত্র ধারার স্বীকৃতি থাকলেও বেদাঙ্গের যুগে রচিত কোনো ব্যাকরণের নিদর্শন পাওয়া যায়নি।... প্রথম যে ব্যাকরণ গ্রন্থের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সেটি হল পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ'। ... এটি মূলত বেদোত্তর পর্বের ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতেরই ব্যাকরণ। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেছেন–খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পাণিনি তাঁর ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন।[৪৩] সংগঠনবাদী ভাষাবিজ্ঞানী লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড তা ৩৫০ থেকে ২৫০ খ্রীষ্টপূর্ব বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৪]

পাণিনির এই ব্যাকরণে আটটি অধ্যায় আছে। 'প্রথম অধ্যায়ে কতকগুলি সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং পরিভাষায় পরবর্তী অধ্যায়সমূহের সূত্রগুলি ব্যাখ্যার নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমাস, কারক-বিভক্তি ইত্যাদির প্রসঙ্গ আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আছে কৃৎপ্রত্যয়ের কথা এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে তদ্ধিত প্রত্যয়ের কথা। ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় স্বরাঘাত ও ধ্বনি-পরিবর্তন। অষ্টম অধ্যায়ে আছে স্বরাঘাতবিধি, সন্ধির নিয়ম ইত্যাদি।... পাণিনির ব্যাকরণের বিষয়-বিভাগ আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের মত নয়। পাণিনির এই বিষয় বিন্যাস আপাতদৃষ্টিতে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এটি পাণিনির আলোচনার ত্রুটি নয়, এটা তাঁর বিষয়বিন্যাসের নিজস্ব রীতি। বস্তুত রূপতত্ত্বের সঙ্গে ধ্বনিতত্ত্ব যেখানে যুক্ত (যেমন, morphophonemic change) সেখানে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরাও রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের এই পার্থক্য সর্বত্র মেনে চলেন না।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে প্রায় চার হাজার সূত্রের সাহায্যে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করা হয়েছে।... ব্যাকরণে সাত রকমের সূত্র আছে : (১) সংজ্ঞা (definition), (২) পরিভাষা (interpretation), (৩) বিধি (general rule), (৪) নিয়ম (particular rule), (৫) অধিকার (governing rule), (৬) অতিদেশ (extention rule) (৭) অপবাদ (exception) সূত্র। এই সব সূত্র পাণিনি এমন কৌশলে রচনা করেছেন এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, ব্যাকরণটি যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত ও সংহত হয়ে উঠেছে।... সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনায় পাণিনির পদ্ধতি হল এককালিক/বর্ণনামূলক। কারণ তিনি সংস্কৃত ভাষার বিভিন্নকালের বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করেননি, তার এককালের রূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এমন কি তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে গঠনসর্বস্ববাদী বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীর মত ভাষার রূপ বিশ্লেষণ করেছেন অর্থের

---

৪২ শ' রামেশ্বর (১৯৯২) : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃঃ ১২৪-১২৫।

৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-৩৫।

৪৪ Bloomfield, Leonard (1933): Language. George Allen & Unwin Ltd., London, Reprinted 1962, P. 11.

Dhaka University Institutional Repository

সাহায্য না নিয়ে শুধু ভাষার সংগঠনের দিকে দৃষ্টি রেখে।[৪৫] অনুরূপ মন্তব্য করেন R. E. Asher (ed. 1994/P.2918): Bloomfield (1933, Reprinted 1962/P. 10-11); Milka Ivic (1970/P. 23)।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে পাণিনির ব্যাকরণের সুদূর প্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্যে এর প্রভাব সম্পর্কে বলা হয় —

> 'western grammatical theory has been influenced by it at every stage of its development for the last two centuries. The early nineteenth century comparativists learned from it the principles of morphological analysis. Bloomfield modeled both his classic Algonquian grammars and the logical-positivist axiomatization of his postulates on it. Modern linguitics acknowledges it as the most complete generative grammar of any language yet written, and continues to adopt technical ideas from it.[৪৬]

সঞ্জননী ব্যাকরণ বা রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণে পাণিনির ব্যাকরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বলা হয় –

> 'many of the insights of Panini's grammar still remain to be recaptured, but thouse that are already understood constitute a major theoretical contribution. It's impact on generative grammar was felt first in phonology (the elsewhere condition, unmarked rule ordering), and more recently in syntax (linking theory)।[৪৭]

সুদূর প্রভাব প্রসারী এই ব্যাকরণ সম্পর্কে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩) বলেন 'one of the greatest monuments of human intelligence.[৪৮] 'শুধু বর্ণনামূলক বা সংগঠনবাদী ভাষাবিজ্ঞানীই নয়, একেবারে আধুনিক রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণবাদী ভাষাবিজ্ঞানী চমস্কীও পাণিনির ব্যাকরণে তাঁর নিজের অভিনব তত্ত্বের বীজ আবিষ্কার করেছেন। তিনি মন্তব্য করেন —

> 'What is more, it seems that even Panini's grammar can be interpreted as a fragment of such a 'generative grammar' in essentially the contemporary sense of this term.[৪৯]

---

৪৫ শ', রামেশ্বর (১৯৯২): সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃ. ১৩৪-১৪১।

৪৬ Asher. R.E. (ed. 1994) : The Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol-6, Pergamon press, Oxford, P. 2918

৪৭ Ibid. P. 2923.

৪৮ Bloomfield, Leonard (1933): Language. George Allen & Unewn Ltd., London, Reprinted 1962, P. 11.

৪৯ Chomsky, Noam (1965) : Aspects of the Theory of Syntax. The MIT press, Massachusetts, preface, P.V.

Dhaka University Institutional Repository

চমস্কীর এই স্বীকৃতি পাণিনির প্রতি শুধু উচ্ছ্বাসপূর্ণ শ্রদ্ধা-নিবেদন নয়, এর মধ্যে যে তথ্যনির্ভর সত্যের উদ্‌ঘাটন রয়েছে তা পরবর্তীকালের গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন। পাণিনির ব্যাকরণে চমস্কী-কথিত deep structure ও surface structure- এর তত্ত্বও আধুনিক অনুসন্ধানীরা পূর্বাভাসিত দেখেছেন।[৫০] সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে পাণিনির ব্যাকরণে মনোভাষাবিজ্ঞানের একাধিক বিধা পর্যেষিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখ্য যে –

> 'phoneticians have historically been closest to what is now called the Psycholinguistic approach, since their discussion of, for example, articulatory elements such as consonents and vowels has traditionally been in terms of the processes involved in the product : 'bilabial voiceless stop' defies a product in terms of the processes that are involved in its production,'[৫১]

আর ভাষার উৎপাদন মনোভাষাবিজ্ঞানের বিধাসমূহের অন্যতম প্রধান বিধা। তাই বলা যায়, প্রাচীন ভারতের ভাষা চর্চায় মনোভাষাবিজ্ঞানের বীজ উপ্ত ছিল। কিন্তু তা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হতে পারেনি।

প্রাচীন যুগের ভাষাতত্ত্বের গবেষণার ধারায় মধ্যযুগে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা কর্মের নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে আধুনিক যুগে ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা প্রশংসনীয় এবং তা কোনক্রমেই পাশ্চাত্যের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক উভয় ধারাতেই উল্লেখযোগ্য গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়েছে; বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণাও অপ্রতুল নয়। ভারতবর্ষে বাঙলাভাষা কেন্দ্রিক ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন শাখায়, বিশেষতঃ ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব, অভিধানতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব, শৈলীবিজ্ঞান, সমাজভাষাবিজ্ঞানে গবেষণামূলক কাজ যথেষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি Computetional Linguistics- এর চর্চা ও গবেষণাও শুরু হয়েছে।

প্রথাগত পদ্ধতিতে ১৯৫১ সালেই ভাষার মনোবৈজ্ঞানিক পর্যেষণা লক্ষ্য করা গেলেও; এ বিষয়টি তেমন উৎকর্ষ লাভ করেনি। মনোভাষাবিজ্ঞানের গবেষণা সম্পর্কে বলা হয়—

> 'Though some traditional but bold attempts have been made by Bose and Ganguli (1951), Bose (1943, 1947), Gupta (1947), Jalota (1933), Latif (1934, 1935), Prasad (1940, 1941, 1944), Prasad and Asthana (1947) and Sekher (1948), this is still a very neglected area of research in India. In some centres, the common problems between linguistics and the

---

[৫০] Subrahmanyam, S. P (1975) : Deep Structure and Surface Structure in Panini. In Indian Linguistic, Vol. 36, No. 4, P. 346

[৫১] Asher, R. E. (ed.1994) : The Encyclopedia of Language and Liguistics. Vol.6, Pergamon press, Oxford, P. 3395.

Dhaka University Institutional Repository

Psychology of verbal behaviour may be explored under the rubric of Psycholinguistics.[৫২]

তবে ভারতে মনোভাষাবিজ্ঞানের আওতায় বাঙলা ভাষা কেন্দ্রিক তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা পরিচালিত হয়েছে এমন তথ্য পাওয়া যায় না।

১.৩.২ বাংলাদেশ

প্রাচীন ভারতে ভাষাতত্ত্ব চর্চার যে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য, ইতিহাস ও মনীষার কৃতিত্ব, বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্ব চর্চা ও পর্যেষণা তারই উত্তরাধিকার।

ভাষাতত্ত্বের প্রধান দুই আধুনিক ধারা—ঐতিহাসিক-তুলনামূলক এবং সাংগঠনিক-বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব; বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্বের পথিকৃৎগণ উভয় ধারার প্রতিই সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) ছিলেন দুই ধারারই প্রতিভূ। বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বে তাঁর জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ থাকলেও তিনি ছিলেন মূলতঃ ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ববিদ। এ ক্ষেত্রে তাঁর তুল্য পাণ্ডিত্য ও অবদান এখনও বিরল।

বাংলাদেশে বর্ণনামূলক-সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বের প্রবর্তক প্রকৃত অর্থে ধ্বনিবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯)। তিনিই বাংলাদেশে ছয়ের দশকে বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্র তৈরী করেন। তাঁর রচিত 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' (১৯৬৪), বাংলাভাষার ধ্বনির প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক প্রধান গ্রন্থ। তদ্‌সংক্রান্ত তাঁর অন্য গবেষণা। 'A Phonetic and Phonlogical Study of Nasals and Nasalization in Bengali' (১৯৬০), দেশে-বিদেশে উচ্চ প্রশংসিত এবং ধ্বনি-গবেষণার একটি আদর্শ-নকসা হিসেবে এখনো বিবেচিত। যুগ্মভাবে রচিত তাঁর 'The Sound Structures of English and Bengali' (১৯৬১), বাঙলা ও ইংরেজী ভাষার ধ্বনির তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণে এক আকর গ্রন্থ। অন্যদিকে, তাঁর আগ্রহ, অনুপ্রেরণা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে একদল শিক্ষক-গবেষক আধুনিক ভাষাতত্ত্ব চর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং পরবর্তী সময়ে তাঁরা সকলেই আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। এভাবেই তিনি বাংলাদেশে বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চায় অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেন। তবে ভাষাতত্ত্বের প্রাচীন ধারার প্রতি তাঁর আগ্রহ ও আনুগত্য বরাবরই ছিল।

বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ভাষাতত্ত্বের প্রধান শাখাসমূহ– ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্বের বিভিন্ন বিধা নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা-কর্ম পরিচালিত হয়েছে এবং অন্যান্য প্রান্ত বা আন্তঃশৃঙ্খলা যেমন, সমাজভাষাবিজ্ঞান, প্রায়োগিক ভাষাতত্ত্ব, ভাষাপরিকল্পনা, অভিধানতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব, উপভাষাতত্ত্ব নিয়ে

---

[৫২] Mitra, Shib K. (1972): A Survey of Research in Psychology. Popular Prokashon, Bombay (Sponsored by ICSSR) PP. 149-150.

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। তবে ভাষাতত্ত্বের অন্যতম আন্তঃশৃঙ্খলা কম্পিউটোরীয় ভাষাবিজ্ঞান স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান ও নৃ-ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা পরিলক্ষিত হয় না।

সম্প্রতি বিশেষতঃ আটের দশক থেকে বাংলাদেশে মনোভাষাবিজ্ঞানের বিকাশ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে মনোভাষাবিজ্ঞান চর্চার উৎসাহী কর্মী মনসুর মুসা। এ বিষয়ে তাঁর গভীর আগ্রহ ও পাণ্ডিত্যের জন্য ইতোমধ্যে তিনি দেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত তাঁর 'মনোভাষাবিজ্ঞানের কথা' প্রবন্ধটি বাংলাদেশে মনোভাষাবিজ্ঞান চর্চার সূচনা করে। এ প্রবন্ধে আধুনিক মনোভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন তাত্ত্বিক দিক অতিসহজ সরলভাবে স্ব-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মনোভাষাবিজ্ঞানের একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরেছেন।

এছাড়া মনিরুজ্জামান (১৯৮৫) 'শিশুর ভাষা' প্রবন্ধে শিশুর ভাষা অর্জনের বিষয়টি এড়িয়ে মায়ের ভূমিকা, শিশু সাহিত্য ও শিশু সাহিত্যিকের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং শিশু সাহিত্যের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টিকে জাতীয় বিবেচ্য বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মহাম্মদ দানীউল হক (১৯৯৪) শিশুর ভাষা ও ভাষা-অর্জন বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা উত্থাপন করেছেন। মোঃ মনিরুজ্জামান (১৯৯৮) তাঁর অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভের শিরোনামে বিশেষণ হিসেবে 'Socio-Psycholinguistic'[৫৩] বাক্যাংশটি ব্যবহার করলেও তাঁর গবেষণায় বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজীতে দক্ষতা ও এই ভাষার প্রতি মনোভাব ও প্রেষণার বিষয়টি পর্যেষিত হয়েছে। এতদ্ভিন্ন মনোভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে তেমন কোনো মৌলিক প্রবন্ধ ও গবেষণাকর্ম লক্ষ্য করা যায় না।

তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মনোভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান বিধা ভাষা-অর্জন বিষয়ে ১৯৫৬ সালে খাতেমন আরা বেগম 'The Language Development of Children' শিরোনামে বাঙলা ভাষা অর্জনের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পরিচালনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এড ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন (গবেষণা-কর্মটির বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হয়েছে); অনন্য এই গবেষণাটি অনেক পূর্বেই মনোভাষাবিজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল; কিন্তু এর ধারাবাহিকতা বা ভাষা গবেষণায় মনোভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরবর্তী বিকাশ অবিকশিতই থেকে গেছে। যা পুনরায় মনোভাষাবিজ্ঞানের আধুনিক তাত্ত্বিক ধারায় নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু হয়েছে।

তাই পরিশেষে বলা যায়–বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাসে বাঙলাভাষা কেন্দ্রিক মনোভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে গবেষণা শুরু হয়েছে এবং বিষয়টির গুরুত্ব ও গবেষণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ অবদান রাখবে – প্রাচ্যে ভাষাতত্ত্বের প্রাচীন ইতিহাস সে ইঙ্গিত দেয়।

---

[৫৩] Md. Maniruzzaman (1998): A Socio- Psycholinguistic Study of the Interaction Between Attitudes and Motivation of Under-graduates and Their Proficiency in EFL. Ph.D Thesis. Unpublished, University of Dhaka, P. 20.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভাষা-অর্জন : তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত ক্রমবিকাশের পটভূমি

প্রথম পরিচ্ছেদ : ভাষা-অর্জন : তাত্ত্বিক পর্যেষণা

২.১. ভাষা-অর্জনের তত্ত্বের স্বরূপ

মানব-শিশু যে-ভাষিক পরিবেশে বেড়ে ওঠে সেই পরিবেশের ভাষাই অর্জন করে। শিশুর ভাষা-অর্জনের ক্ষমতা সহজাত নাকি পরিবেশগত তা নিয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান। ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ থাকলেও ভাষা অর্জনের তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ করা হয় সাধারণত দু'টি মতবাদের আলোকে; এক. আচরণবাদ বা অভিজ্ঞতাবাদ; দুই. মানসবাদ বা যুক্তিবাদ। লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩), বি এফ স্কীনার (১৯৫৭) আচরণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষা-অর্জনের বিষয়টি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন; অন্যদিকে নোয়াম চমস্কী (১৯৫৭) মানসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। ১৯৫৯ সালে স্কীনারের (১৯৫৭) সকল যুক্তি খণ্ডন করে ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে চমস্কী মানসবাদের আধিপত্য স্থাপন করেন এবং সাহজাত্যের অনুকল্পন প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভূমিকা মুখ্য নয় বরং তা একটি সহায়ক উপাদানের ভূমিকা পালন করে। 'চমস্কীর ভাষাতাত্ত্বিক তত্ত্ব বিপ্লবাত্মক হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে একটি হল যে এটা ভাষাতত্ত্বকে মানসবাদ বা যুক্তিবাদ (rationalism)-এর দিকে ফিরিয়ে আনে, যখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজমান আচরণবাদ বা অভিজ্ঞতাবাদকেই জোরালোভাবে সমর্থন করে এবং যা পূর্বোক্ত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত।'[১] ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে বর্তমানে চমস্কীর তত্ত্বের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এখনো আচরণবাদের আলোকে ভাষা-অর্জনের বিষয়টি পুরোপুরি বাতিল হয়ে যায়নি। তাই ভাষা-অর্জনে আচরণবাদ ও মানসবাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হল।

২.১.১ ভাষা-অর্জনে আচরণবাদ ও মানসবাদের ধারণা

ভাষাতত্ত্বে আচরণবাদী বা অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সূক্ষ্ম প্রতিফলন ঘটে লিওনার্ড ব্লুমফিল্ডের গ্রন্থ Language (১৯৩৩)-এ। ভাষা-অর্জনের বিষয়ে তিনি বলেন– 'জন্ম মুহূর্তে শিশু কেঁদে ওঠে এবং কিছুদিন পর সে gurgling ও babbling-এ উন্নীত হয় কিন্তু নির্দিষ্ট যে-ভাষাটি সে অর্জন করে তা পুরোটাই পরিবেশের কারণে। একটি শিশু যে বে-ওয়ারিশ বা পোষ্য হিসেবে কোনো বিশেষ অবস্থায় বেড়ে ওঠে; সে ঠিক ঐ ভাষাই অর্জন করে যা স্থানীয় পিতা-মাতার শিশুরা অর্জন করে। তাছাড়া যখন সে কথাবার্তা বলতে শেখে তখন তার পিতামাতা যে-ভাষাই কথাবার্তা বলুক না কেন তা তার (শিশুর) ভাষায় পরিলক্ষিত হয় না

---

১ Ingram, David (1989): First Language Acquisition : Method, Description and Explanation. Cambridge University press, Cambridge, (Reprinted, 1996), P. 20.

Dhaka University Institutional Repository

বা অনুমান করা যায় না।[২] তাছাড়া শিশু যে পরিবেশে ও যাদের সাহচর্যে বেড়ে ওঠে ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা মূখ্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩) বলেন— 'শিশু সে-সব ব্যক্তির কথন-অভ্যাস (Speech-habits) অর্জন শুরু করে যারা তার পরিচর্যা করে। সে তার মায়ের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী অভ্যাস আয়ত্ত করে; কিন্তু সে যথাযথভাবে তার উক্তি পুনরুৎপাদন করে না, কারণ সে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু কিছু গ্রহণ করে। এটা বিতর্কের বিষয় হতে পারে যে, স্বাভাবিক পর্যায়ে যে কোনো স্থায়ী অভ্যাস নিছক অনুকরণের অযথার্থ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়। পরবর্তী সময়ে শিশু পারিবারিক পরিমণ্ডলের বাইরে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে কথন/বাক-কাঠামো (Speech-forms) অনুকরণের মাধ্যমে অর্জন করে। শিশুর বয়স যতই বাড়ে এই পরিসীমাও ততই বাড়ে এবং তা সারাজীবন ধরে চলে। আর পোষ্য শিশুরা তাদের সাথীদের কাছ থেকে কথন-অভ্যাস বিকশিত করে থাকে। আর ভিন্ন ভিন্ন জনের কাছ থেকে এ অভ্যাস অর্জিত হওয়ার ফলে ভাষা অনন্য (unique) হয়ে ওঠে।[৩] স্পষ্টতঃ যে ব্লুমফিল্ড শিশুর ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে ভাষিক পরিবেশের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

শিশু যে প্রক্রিয়ায় ভাষা-অর্জন করে ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩) সে-সম্পর্কে যে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন ডেভিড ইনগ্রাম (১৯৯৬) কর্তৃক তার সারসংক্ষেপিত রূপ পাওয়া যায়। ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩) মনে করেন যে, 'যে কোনো জনগোষ্ঠীতে জন্ম গ্রহণকারী শিশু তার প্রথম বছরে কথন-অভ্যাস অর্জন এবং তদানুসারে সাড়া দিতে সমর্থ। এটা নিঃসন্দেহে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তিক কৃতিত্ব। তবে কিভাবে শিশু তা অর্জন করে এটা অজানা হলেও ভাষা-অর্জনের প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ[৪]—

১. 'শিশুরা সহজাতভাবে উচ্চারণক্ষম এবং কোন্‌টি অভিন্ন ধ্বনি আর কোন্‌টি ভিন্ন ধ্বনি শিশু তা বুঝতে সক্ষম। সে একটি পরিচিত বাক ধ্বনি পুনরাবৃত্তির অভ্যাস গড়ে তোলে; সেই ধ্বনিটি হল [da].

২. যখন কেউ, যেমন তার মা, শিশুর আধোবুলির ধ্বনিসমূহের একটির সাথে মিলে যায় এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করলে, সে এই শব্দটি তার কাছের বাক-রূপ (speech-form) দ্বারা অনুকরণ করে। উদাহরণ স্বরূপ 'doll' অনুকরণ করে তার পরিচিত আধোবুলি [da] দ্বারা।

৩. পুতুলগুলোর (dolls) প্রসঙ্গে মা যখন 'পুতুল' (doll) শব্দটি ব্যবহার করেন তখন পুতুল দেখার সাথে জড়িত ঘটনাটির জন্য যে ধ্বনিসমূহ জড়িত, সেই ধ্বনিসমূহকে সমন্বয় করতে শিশু প্রয়াসী হয়। পুতুলের দৃশ্য [da] বলার একটি উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে।

৪. নির্দিষ্ট ঘটনা প্রসঙ্গে শিশুর [da] বলার অভ্যাস; শিশুকে পুতুলের (doll) অনুপস্থিতিতেও [da] ঐ পুতুল প্রসঙ্গে [da] বলতে সক্ষম করে তোলে; যেমন, স্নানের পরে তাকে পুতুল দেয়া হল, পরে স্নানের পরে পুতুল না দিলেও সে পুতুল প্রসঙ্গে আগে যে [da] বলেছিল তা এখন পুতুলের অনুপস্থিতিতেই বলছে। এভাবে উক্তি (speech) ক্রমান্বয়ে বস্তুচ্যুত হয়।

---

২ Bloomfield, Leonard (1935): Language. George Allen & Unwin Ltd., London, First Published 1933. P. 43.

৩ Ibid. P.476.

৪ Ibid. P. 29

Dhaka University Institutional Repository

৫. উক্তির ক্ষেত্রে তার সকল প্রচেষ্টা হচ্ছে ভাষার উপাদানের সমন্বয়, যা তাকে বয়স্কদের মত উচ্চারণে সহায়তা করে। এবং তাঁর অযৌক্তিক বা অসঠিক প্রচেষ্টাসমূহ দূরীভূত হয়।[৫]

শুধু কথক (speaker) নয় একই সাথে শিশু শ্রোতার (hearer) ভূমিকায়ও উন্নীত হয়। এতে শব্দের অর্থের সঠিকতা নির্ধারিত হয়। ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩) এ প্রসঙ্গে বলেন– 'কথন-অভ্যাসের এই দু'ধরনের বৈশিষ্ট্য আরো বেশী একীভূত হয় কারণ পর্যায় দু'টি সর্বদা একই সঙ্গে ঘটে থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রে শিশু একটি সম্পর্ক শেখে সেটা হচ্ছে $S \rightarrow r$, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যখন সে পুতুল দেখে তখন সে পুতুল বলে; অন্যদিকে সে $s \rightarrow R$, সম্পর্কও শেখে অর্থাৎ যখন সে পুতুল শব্দটি শোনে তখন সে তার পুতুলের কাছে পৌঁছাতে বা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এই ধরনের কয়েকটি দ্বি-গুণ বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য শেখার পর, সে একটা অভ্যাস আয়ত্ত করে যা একটা আরেকটার সাথে জড়িত : শীঘ্রই সে নতুন শব্দ বলতে শেখে, সে এগুলোর সাড়াও দিতে সক্ষম যখন সে অন্য কথকের কাছ থেকে তা শোনে; এবং এর উল্টোটাও ঘটে; শীঘ্রই সে কিছু নতুন শব্দের সাড়া দিতে সক্ষম হয় এবং ঠিক ঠিক প্রসঙ্গে সে তা বলতেও পারে : পরবর্তী জীবনে, আমরা দেখি যে, একজন কথক অনেক বাক-রূপ বুঝতে পারে যা সে তার নিজের কথায় খুব সামান্যই প্রয়োগ করে বা কখনোই প্রয়োগ করে না।[৬] ভাষা-অর্জন ও প্রয়োগ সম্পর্কে ব্লুমফিল্ড যে আচরণবাদী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তাতে তিনি উদ্দীপক, অনুকরণ, অনুঘটক-এর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন; তবে এ বিষয়গুলির আরো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন বি এফ স্কীনার (১৯৫৭)। ব্লুমফিল্ড ভাষা-অর্জনের ব্যাপারে বিশেষতঃ শব্দ পর্যায়ে তার গুরুত্বপূর্ণ মতামত উপস্থাপন করলেও ভাষার ব্যাকরণ ও বাক্যতত্ত্ব অর্জন সম্পর্কে তেমন কিছুই বলেননি। ডেভিড ইনগ্রাম (১৯৯৬) ব্লুমফিল্ডের এ বিষয়টি সমালোচনা করে বলেন 'ভাষার বাক্যতত্ত্ব অর্জনের বিষয়ে তার কোনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নেই'[৭]।

লিওনার্ড ব্লুমফিল্ডের (১৯৩৩) পর ভাষাতত্ত্বে আচরণবাদী তত্ত্বের সূক্ষ্ম ও চরম পর্যেষণা লক্ষ্য করা যায় বিংশ শতকের অন্যতম আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানী বি এফ স্কীনার-এর দীর্ঘ গবেষণা গ্রন্থ Verbal Behavior, (1957)-এ। বলা হয়– ভাষা-অর্জনের বিষয়টি এখানে আচরণবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গির চূড়ান্ত প্রয়োগে বিশ্লেষিত হয়েছে। নোয়াম চমস্কী (১৯৫৯) স্কীনারের (১৯৫৭) তাত্ত্বিক কাঠামোর উপর আঘাত করেন এবং তীব্র সমালোচনা করেন এবং তাঁর সকল যুক্তি ও ধারণা খণ্ডন করতে সক্ষম হন; ভাষা-অর্জনের ব্যাপারে সর্বজনীন ব্যাকরণ (UG) ও সাহজাত্য-অনুকল্পন-এর ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হন। 'তবুও আচরণবাদের ধারায় ভাষার গবেষণা অব্যাহত আছে যার অধিকাংশ গবেষণা বাক্যতত্ত্বের চেয়ে শব্দ-যোজন বা শব্দকেন্দ্রিক। এ ধারার একটি প্রধান কাজ হল মোওরের (১৯৬০)-এর গবেষণা যেখানে আচরণবাদী পরিভাষায় ভাষা বিশ্লেষিত হয়েছে; যেনকিনস ও পালারমো (১৯৬৪)-র গবেষণা-কর্ম স্কীনারের মতামতকে

---

[৫] Ingram, David (1989): First Language Acquisition : Method, Description and Explanation. Cambridge University Press, Cambridge. Reprinted, 1996, P.19.

[৬] Bloomfield, Leonard (1935) : Language. George Allen & Unwin Ltd., London. P. 31.

[৭] Ingram, David (1989): First Language Acquisition : Method, Description and Explanation. Cambridge University Press, Cambridge, P. 20.

Dhaka University Institutional Repository

বিকশিত করেছে: তাঁরা দেখিয়েছেন সহজাত ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মনীতি অবলম্বন ছাড়াই কিভাবে বাক্যতত্ত্ব অর্জন করা যায়।[৮] তাই বলা যায়, চমস্কীর তাত্ত্বিক ধারার ভাষা-গবেষণার পাশাপাশি এখনও স্কীনারের আচরণবাদী তত্ত্বে ভাষা বিশ্লেষিত হচ্ছে; বিশেষকরে ভাষা-অর্জনের বিধাটি।

বি এফ স্কীনার যে আচরণবাদ বা অভিজ্ঞতাবাদের আলোকে ভাষা বিশ্লেষণ করেন, তার প্রাথমিক কথা হল —

> 'human mind are blank at birth and all ideas and knowledge subsequently developed in them are initially derived from experience obtained through the senses.[৯]

এই তত্ত্ব বিজ্ঞানের জগতে সপ্তদশ শতাব্দী এবং ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

শিশুর ভাষা-অর্জন বিষয়ে, বি এফ স্কীনার (১৯৫৭) মন্তব্য করেন— 'A child acquires verbal behavior when relatively unpatterned vocalizations, selectively reinforced, gradually assume forms which produce appropriate consequences in a given verbal community.[১০] প্রকৃতপক্ষে, ভাষা-অর্জনের বিষয়ে 'স্কীনারের প্রস্তাবনা stimulus, reinforcement এবং association- এর মূল ধারণার বিস্তৃত ব্যাখ্যা ছাড়া কিছুই নয় বলে ডেভিড ইনগ্রাম (১৯৯৬, পৃ. ২০) মন্তব্য করেন। তাছাড়া শিশুর ভাষা অর্জনের বিষয়ে স্কীনারের তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়—'শিশু অনুকরণের মাধ্যমে শেখে, যদিও অনুকরণ করতে কোনো সহজাত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না (কোনো কিছু সহজাত হতে পারে স্কীনারের আচরণবাদের মধ্যে এমন কোনো ধারণাই নেই), পিতামাতাগণ প্রথম দিকে অনুঘটনমূলক আচরণে অনর্গল ধ্বনি উৎপাদনের মধ্য দিয়ে সাড়া দেয় শিশুর মত। কিছু ধ্বনি শিশু যা স্বাভাবিক আচরণে উৎপাদন করে এগুলো তাদের পিতা-মাতার মত যা তারা উৎপাদন করে এবং শুধুমাত্র এগুলোই হবে পিতামাতা কর্তৃক অনুঘটিত। চমস্কী আপত্তি করেন যে শিশু তার পিতামাতার গভীরতলের ধ্বনিগুলো অনুকরণ করতে পারে না, তাই স্কীনার 'অনুকরণ' ব্যবহার করেছেন একটি selective way হিসেবে এবং ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়ায় শিশু কর্তৃক যে ভূমিকা পালিত হয় তা অনুধাবনে তিনি গভীর মনোযোগ দেননি।[১১] স্পষ্টতঃ যে স্কীনারের তত্ত্ব মৌখিক ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কিছুটা কার্যকরী হলেও ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁর তত্ত্ব সর্বদাই সমালোচিত এবং দুর্বল তাত্ত্বিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত।

---

৮ Ibid. p. 20-21.

৯ Malmkjaer, Kirsten (ed 1991): The Linguistics Encyclopedia. Routledge, London, Reprinted, 1996, P. 376.

১০ Skinner, B.F. (1957) : Verbal Behavior, Appleton-Century-Crofts. Inc., New York, P. 31.

১১ Malmkjaer, Kirsten (ed, 1991): The Linguistic Encyclopedia. Routledge, London, Reprinted, 1996, P. 55-56.

Dhaka University Institutional Repository

নোয়াম চমস্কীর ভাষাতাত্ত্বিক তত্ত্ব যে দার্শনিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তার মূল কথা হল— অভিজ্ঞতায় নয় বরং বিশুদ্ধ যুক্তির (pure reason) মধ্য দিয়ে সত্যিকার জ্ঞান অর্জিত হয়,... আর এটা সম্ভব স্বতন্ত্র ধারণা প্রতিপালনের মাধ্যমে যে ধারণাগুলো মানুষের সহজাত যা সে তা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে।[১২] মানসবাদের এই দার্শনিক তত্ত্বটি আচরণবাদ বা অভিজ্ঞতাবাদের পুরো বিপরীত। ভাষা তথা ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে চমস্কী আচরণবাদ বা অভিজ্ঞতাবাদের কঠোর সমালোচনা (১৯৫৯) করে মানসবাদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মানসবাদী বা সহজাতবাদী তত্ত্বের আলোকে চমস্কী ভাষাকে যে তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন, তা তাঁর Aspects of the theory of syntax (১৯৬৫)-কে অবলম্বন করে ডেভিড ইনগ্রাম (১৯৯৬) বলেন– 'সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন মত সহজাতবাদ অনুসারে, ভাষাকে একটি চূড়ান্তভাবে সমৃদ্ধ ও জটিল সংশ্রয়(system) হিসেবে দেখা হয় স্পষ্টতই শব্দসমূহের মধ্যে একটি ধারাবাহিক অনুসঙ্গের চেয়ে যা রৈখিকভাবে সুবিন্যস্ত। ভাষা উচ্চক্রম সংগঠন দ্বারা গঠিত এবং ভাষার অন্তত দু'টি স্তর আছে; একটি গভীরতল যা বহিঃতলে রূপায়িত হয় রূপান্তরের মাধ্যমে। যে কোনো ভাষার একটি সম্ভাব্য ব্যাকরণ কি হতে পারে তা নিয়ন্ত্রণ করতে ভাষার সর্বজনীন মূলনীতিসমূহ (universal principles) প্রয়োগ করা হয়। এই সর্বজনীন মূলনীতিসমূহই নির্ধারণ করে যেকোনো মনুষ্য ভাষার কাঠামো। যাকে সর্বজনীন ব্যাকরণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সহজাতবাদ মত পোষণ করে যে এই সর্বজনীন মূলনীতিসমূহ বা সর্বজনীন ব্যাকরণ হচ্ছে সহজাত (innate), অর্থাৎ এগুলো শিশুর জেনেটিক প্রোগ্রামের অংশ এবং শিশু তা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে থাকে।[১৩] ইতোপূর্বে কেহই ভাষার এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরতে সক্ষম হননি যা ভাষা সম্পর্কিত পূর্বের সকল তত্ত্ব ও তথ্য-কে দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হয়। চমস্কী (১৯৬৫) ভাষা-অর্জন বিষয়ে অভিজ্ঞতাবাদের সমালোচনা করে বলেন— 'ভাষা-অর্জনের অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্বসমূহ সম্পূর্ণ নয় বরং খণ্ডণীয়, তাছাড়া পরবর্তী অভিজ্ঞতাবাদী অনুমানসমূহ আরো অন্তঃসারশূন্য ও পর্যাপ্ততথ্যরহিত। অন্যদিকে, মানসবাদী তত্ত্ব সাম্প্রতিক গবেষণা রূপান্তরমূলক ব্যাকরণের তত্ত্ব দ্বারা স্বরূপায়িত এবং প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে, এটা সৃষ্টিশীল, এবং ভাষা সম্পর্কে জানতে চাওয়া সকল তথ্যের সমন্বয়। তাছাড়া এটা ভাষা-অর্জনের সংশ্রয়ের সহজাত সংগঠন সম্বন্ধে একটি অনুকল্পন দাঁড় কারিয়ে অন্তত আশার সঞ্চার করতে পেরেছে।[১৪]

চমস্কী তাঁর ভাষা-অর্জনের সংশ্রয়টিকে LAD (Language Acquisition Device) বা ভাষা-অর্জন প্রকোষ্ঠ (ভাঅপ্র) নামক একটি এককের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষা-অর্জনে LAD বা ভাষা-অর্জন প্রকোষ্ঠের ভূমিকা ও ক্রিয়া কৌশল সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। ডোরিস আরোনসন ও রবার্ট ডব্লিউ, রিবার (১৯৭৯) বলেন – চমস্কীর (১৯৬২) 'ভাষা-অর্জন প্রকোষ্ঠ' একটি যথার্থ শিশু প্রতিভা যা ১০ বছর এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ভাষা-অর্জনের সাথে জড়িত এমন একটি নতুন পথ

---

[১২], I bid. P. 375.

[১৩] Ingram, David (1989): First Language Acquisition : Method, Description and explanation. Cambridge University Press, Cambridge, P. 25.

[১৪] Chomsky, Noam (1965) : Aspects of the Theory of Syntax. The M.I.T. Press, Massachusetts. P. 54.

Dhaka University Institutional Repository

তৈরীতে সাহায্য করে– তারপর এর গুরুত্ব একেবারেই কমে যায়। ভাষা-অর্জন প্রকোষ্ঠ ভাষার নিয়ম (rules) আবিষ্কারের একটি উপায় যার দ্বারা একটি ভাষার গ্রহণযোগ্য বাক্যসমূহকে পূর্ণ রূপদানের জন্য একত্র করা যায়। এর ইনপুট বা প্রবিষ্ট উপাত্ত হচ্ছে ভাষার নমুনা এবং আউটপুট বা উৎপাদ হচ্ছে বাক্যতাত্ত্বিক নিয়মের সেট বা বিন্যাস, যেগুলো ভাষায় সম্ভাব্য সকল চমৎকার বাক্য সৃষ্টি করে। ভাষা অর্জনকারীর ভাষার সর্বজনীনতা বিষয়ে সহজাত উপলব্ধিই হচ্ছে এটার আবিষ্কার বা স্বীকৃতির ভিত্তি।[১৫] ক্রিস্টান মামজার (১৯৯৬), এর গুরুত্ব ও অনিবার্যতা প্রসঙ্গে বলেন–'ব্যাকরণ একটি জটিল প্রকৌশল, তৎসত্ত্বেও একটি কচি শিশু এটা অর্জন করে, একই সাথে যখন তার সাধারণ বোধাত্মক বিকাশ ঘটে না, কিন্তু এরূপ জটিলতা অর্জন করতে সক্ষম। সত্য হল যে শিশু ব্যাকরণ অর্জন করে আর এটাকে ব্যাখ্যা করা যায় একমাত্র সহজাত ক্ষমতা (innate faculty) দ্বারা, এটাই হল ভাষা-অর্জন প্রকোষ্ঠ (LAD) যা অধিকতর বিকশিত– কারণ শিশুর অন্যান্য ক্ষমতা থেকে এটা সহজাতভাবেই পূর্ণাঙ্গ।[১৬] সাম গ্লুকসবার্গ ও যোশেপ এইচ ডান্‌কস্ (১৯৭৫) ভাষা-অর্জন প্রকোষ্ঠের একটি চমৎকার কার্যকরী বর্ণনা ও চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে– 'ভাষা-অর্জন প্রকোষ্ঠ অনন্য ক্ষমতা বা সামর্থ্য দ্বারা গঠিত যা কেবল ভাষা-অর্জনের জন্যই বিশেষায়িত বা উপযোগী এটি sensory, perceptual, conceptual ও Social mechanism-সহ সাধারণ বোধাত্মক সামর্থ্যের গ্রথিতকরণ দ্বারা গঠিত। যেটাই হোক না কেন, ভাষা-অর্জন প্রকোষ্ঠ হচ্ছে আমাদের বোধাত্মক উপাদানের (apparatus) উপ-সংশ্রয় (subsystem) যা শিশুর পোক্ততার সাথে সাথে ব্যাকরণের ধারাবাহিক বিকাশ ঘটায়। এই ব্যাকরণের প্রবণতা হল বয়স্ক-ব্যাকরণের কাছাকাছি বা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানো। ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে ভাষা-অর্জন প্রকোষ্ঠের ভূমিকা ছকবদ্ধরূপে উপস্থাপন করা হয় নিম্নরূপে—

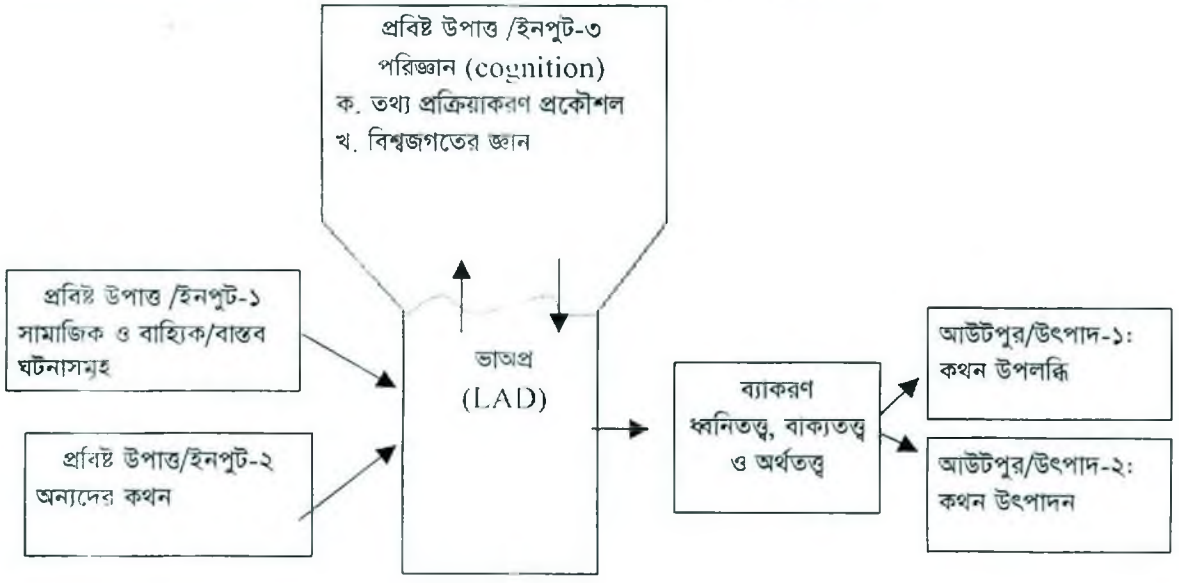

[১৫] Aaronson, Doris & Rieber, Robert W. (1979): Psycholinguistic Research: Implications and Applications. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, New Jersey, P. 266.

[১৬] Malmkjaer, Kirsten (ed. 1991): The Linguistics Encyclopedia. Routledge, London, P. 378.

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যাচ্ছে যে, ইনপুট-১ হচ্ছে বাস্তব ও সামাজিক ঘটনাসমূহের উপলব্ধ বিষয় এবং ইনপুট-২ হচ্ছে সেই পরিবেশেই অন্যদের কথোপকথন; ইনপুট-৩ শিশুদের ধারণাগত সংশ্রয়ের বিকাশকে উপস্থাপন করে। ভাষা-অর্জন প্রকোষ্ঠ নিজেই ঐ ধারণাগত-বোধাত্মক সংশ্রয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ অথবা পৃথক প্রকৌশল হিসেবে বিবেচিত যা পরিজ্ঞান (cognition) থেকে তথ্য গ্রহণ করে এবং ফেরৎ পাঠায়। অন্যদিকে, ভাষা-অর্জন প্রকোষ্ঠ সকল ধরনের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে ব্যাকরণ নির্মাণ করে। ব্যাকরণের দুটি অংশ থাকে: একটি উপলব্ধির অংশ অন্যটি উৎপাদনের অংশ। কথন উপলব্ধিকরণ এবং অর্থতাত্ত্বিক ও বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রকৌশল থাকে এই উপলব্ধির অংশে। উৎপাদন অংশ ব্যাকরণের নিয়মসমূহ অর্থের উপরে প্রয়োগ করে যেন একটি শিশু প্রত্যক্ষ কথনের এই সকল অর্থ উপলব্ধি ও প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করে।[১৭]

উপর্যুক্ত আলোচনায় স্পষ্টতঃ যে ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে চমস্কীর LAD-এর তত্ত্ব অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও যুক্তিগ্রাহ্য; ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে এ তত্ত্ব এখন অদ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া LAD-এর তত্ত্বকে ১৮৬১ সালে আবিষ্কৃত ব্রোকার অঞ্চল এবং ১৮৭৪ সালে ভার্নিক আবিষ্কৃত অঞ্চলের কার্যাবলীকে প্রায় প্রমাণ সাপেক্ষ করে তুলেছে,— বলা যায়। ১৮৮৪ সালে Lichtheim তাঁর এক প্রকাশিত গবেষণা-প্রবন্ধে ভাষার সাথে জড়িত এ অঞ্চলদ্বয় সম্পর্কে যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন, তা ডেভিড ক্যাপলান (১৯৯৫) সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেন এভাবে – 'ব্রোকার অঞ্চল ও ভার্নিকের অঞ্চল সম্পর্কে তিনি চিন্তা করেন যে, প্রথমটি কথন উৎপাদনের সাথে জড়িত এবং বিশ্বাস করতেন যে এতে উচ্চারণগত দিকও নিহিত যা উচ্চারণের জন্য প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়টিতে তিনি ভার্ণিকের ধারণার সাথে একমত যে এটি শব্দের শ্রুতিগ্রাহ্য স্মৃতি এবং এটার প্রাথমিক কাজ হল কথনের উপলব্ধিকরণ।[১৮] তাই বলা যায় চমস্কীর সাহজাত্যের অনুকল্পনের ধারণাই ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে সঠিক প্রক্রিয়া আবিষ্কারে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত তথ্য সাহজাত্যের অনুকল্পনের বিরোধী নয়। তাছাড়া ভাষার জীবতাত্ত্বিক ভিত্তির বিষয়টি লেনেবার্গ (১৯৬৭) সর্বজনীন করে তোলেন। ভাষা ও শরীরতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর পর্যেষণা উক্ত বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেছে। তিনি বলেন—

> The development of language, also a species-specific phenomenon, is related physiologically, structurally, and developmentally to the other two typically human characteristics, cerebral dominance and maturational history. Language is not an arbitrarily adopted behavior, facilitated by accidentally fortunate anatomical arrangements in the oral cavity and larynx, but an activity which develops harmoniously by necessary

---

[১৭] Glucksberg, Sam & Danks, Joseph H. (1975) : Experimental Psycholinguistics: An Introduction. Lawrence, Erlbaum Associates, Publishers, New Jersey, P. 120-121.

[১৮] Caplan, David (1987) : Neurolinguistics and Linguistic Aphasiology: An Introduction. Cambridge University Press, Cambridge, Reprinted, 1995, P.55

Dhaka University Institutional Repository

integration of neuronal and skeletal structures and by recieprocal adaptation of various physiological progresses.[১৯]

তাছাড়া স্নায়ুতত্ত্ববিদেরা ভাষার স্নায়ুতাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণে বেশ অগ্রসর হয়েছেন। তাই অনুমান করা অমূলক নয় যে, নোয়াম চমস্কীর ভাষিক তত্ত্ব অদূর ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সাপেক্ষ হয়ে উঠবে। তাছাড়া, আচরণবাদের শুধুমাত্র পরিবেশের উপর গুরুত্বের এ তাত্ত্বিক দুর্বলতা, অন্যদিকে মানসবাদের সাহজাত্যের ক্ষমতা ও ভাষিক পরিবেশ উভয়ের উপর গুরুত্ব – এ তত্ত্বকে শক্তিশালী ও অধিক গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। বর্তমানে ভাষাবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, মনোভাষাবিজ্ঞানী, এমনকি স্নায়ুতত্ত্ববিদগণ ভাষা-বিশ্লেষণে ও ভাষার রহস্য উদঘাটনে মানসবাদের দিকে ঝুঁকছেন। তাই বলা যায়, ভাষা-অর্জনের রহস্য সম্পূর্ণরূপে উদঘাটন করে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সাপেক্ষ করে তুলতে মানসবাদের অনুকল্পনের প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হতে হবে। ভাষা-অর্জনের তত্ত্ব – আচরণবাদ ও মানসবাদের স্বল্পপরিসরে এ আলোচনায় ভাষা-অর্জনের তাত্ত্বিক দিকটির যে প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া গেল তাতে চমস্কীর ভাষা-অর্জন প্রকোষ্ঠের আবিষ্কার ভাষা-অর্জনের রহস্যকে অনেকটাই উন্মোচিত করেছে এবং মানসবাদের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে।

যে সব গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে মনোভাষাবিজ্ঞানের জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে, তার অধিকাংশই পাশ্চাত্যের ভাষাকে কেন্দ্র করে। বাঙলা ভাষা সম্পর্কিত গবেষণার উপস্থিতি নেই বললেই চলে। বর্তমান গবেষণায় বাঙালী শিশুর বাঙলা ভাষা সংক্রান্ত গবেষণার দিকে মনোনিবেশ করার অঙ্গুলি সংকেত করা হয়েছে।

---

[১৯]. Lenneberg, E.H. (1967) : Biological Foundations of Language. John wiley & Sons, Inc., New York, 175.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভাষা-অর্জনের পদ্ধতি ও গবেষণা : প্রতীচ্য ও প্রাচ্য

২.২.১. ভাষা-অর্জনের স্বরূপ

সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ ভাষা অর্জন করে। ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়া আছে। অর্থাৎ মানুষ একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভাষা অর্জন করে। ভাষা অর্জন একটি জীবন-ব্যাপী প্রক্রিয়া। যদিও তিন-চার বছরের মানব-শিশু একটি ভাষার ব্যাকরণিক কাঠামো আয়ত্ত করতে সক্ষম যা পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির সাথে তুলনীয়। উক্ত বয়সের পরে, বলা যায়, ভাষা বহুমাত্রিকভাবে বিকশিত হতে থাকে। মানুষ একাধিক ভাষাও অর্জন করতে সক্ষম। ভাষা-অর্জন বলতে মূলতঃ প্রথম-ভাষা অর্জনকেই বোঝায়। শিশু প্রথম যে ভাষা অর্জন করে তাই প্রথম-ভাষা অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশু যে-ভাষিক পরিবেশে বেড়ে ওঠে এবং ক্রমে যে-ভাষাটি অর্জন করে সেটিই তার প্রথম-ভাষা।[১] এটি সব সময় হয়ে থাকে একটি স্থানীয় ভাষা। আর এই স্থানীয় ভাষা (native language) হল একটি জনগোষ্ঠীর ভাষা। এ জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩) বলেন—

> 'The particular speech sounds which people utter under particular stimuli, differ among different groups of men.... A group of people who use the same system of speech-signals is a speech-community.[২]

তাহলে একটি ভাষিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বেড়ে ওঠা শিশুর প্রথম-ভাষা হল ঐ ভাষিক-সম্প্রদায়ের ভাষাটি যারা একই বাক-সংকেত ব্যবহার করে। ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩) ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে বলেন— 'শিশুটিকে ঘিরে থাকা ব্যক্তিবর্গের কথার মতই শিশু কথা বলতে শেখে। আর মানব শিশু প্রথম-ভাষা হিসেবে তার স্থানীয় ভাষাতেই কথা বলতে শেখে। অর্থাৎ সে ঐ ভাষার একজন স্থানীয় কথক।[৩] শিশু তার এই স্থানীয় ভাষা বা প্রথম-ভাষা অর্জনে যে কৃতিত্ব দেখায় তা সত্যিই বিস্ময়কর। ডি আই স্লোবিন (১৯৭৪) বলেন—

> 'each child rapidly becomes a full-fledged member of his language community, able to produce and comprehend an endless variety of novel yet meaningful utterances in the language he has mastered.[৪]

তবে পরবর্তীকালে দ্বিতীয় ভাষা-অর্জনে অনুরূপ কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায় না।

আর এই প্রথম-ভাষা অর্জন প্রক্রিয়াটি কেবল শিশুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; কেননা শিশুকেই প্রথম-ভাষা অর্জন করতে হয়। তাই একটি ভাষিক-সম্প্রদায়ের শিশুর প্রথম-ভাষা অর্জন প্রক্রিয়াটিই ঐ ভাষিক-সম্প্রদায়

---

১ Malmkjaer, Kirsten (1991): The Linguistics Encyclopedia. Routledge, London. Reprinted, 1996, P. 239.

২ Bloomfield, Leonard (1935): Language. George Allen & Unwin Ltd., London. P. 29.

৩ Ibid. P. 43.

৪ Slobin D. I (1974): Psycholinguistics. Scott, Foresman and Company, London, P. 40.

Dhaka University Institutional Repository

বা জনগোষ্ঠীর প্রথম-ভাষা অর্জন প্রক্রিয়া – এমন স্বতঃসিদ্ধ মেনে না নেয়ার কোন যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে না।

শিশুর ভাষা-অর্জন বিষয়ে কৌতূহল প্রাচীন হলেও এ বিষয়ে উনিশ শতকের পূর্বে তেমন কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা লক্ষ্য করা যায় না। তদ্‌পূর্বেও অনুরূপ কিছু কৌতূহলী গবেষণা-কর্ম পরিলক্ষিত হলেও তা ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কেবলমাত্র ভাষা-অর্জন গবেষণার জন্য সম্পন্ন হয়েছিল তা বলা যায় না। শিশুর ভাষা-অর্জনের বিষয়টি তাই তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগতভাবে অনেক বন্ধুর পথ পেরিয়ে একটি নিজস্ব এলাকা মনোভাষাবিজ্ঞানের পরিধির মধ্যে এসে উপনীত হয়েছে। পূর্বের অধ্যায়ে ভাষা অর্জনের তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে; এখানে ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত পদ্ধতি ও গবেষণাসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হবে।

ভাষা-অর্জনের বিষয়টি অনেক বছর ধরেই বিকাশ মনোবিজ্ঞানের একটি উপ-ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হত যেখানে বয়সের উপর ভিত্তি করে শব্দ, ধ্বনিমূল ও বাক্যের প্রকারভেদ গণনা করা হত[৫]। এরূপ গবেষণা-কর্মগুলো 'শিশু ভাষা পর্যেষণা' (studies of child language) নামে অবহিত হত। তবে চমস্কীর (১৯৫৭) পরবর্তীকালে এমন ধারণার অবসান হয়। তাছাড়া ভাষা-অর্জন বিষয়ে মনোবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানীদের আগ্রহের বিষয়সমূহও ছিল ভিন্ন; ভিন্ন অভিধাও প্রয়োগ করতেন। বলা হয়;

> Linguists working in the Chomskian tradition have tended to be interested primarily in language acquisition, while Psychologists have tended to be interested primarily in child language.[৬]

ওয়াশো(১৯৮৩) [৭] সে কারণেই চমস্কী পূর্ববর্তী গবেষণা-কর্মগুলোকে 'শিশু-ভাষা' (child language) এবং পরবর্তী গবেষণা-কর্মগুলোকে 'ভাষা-অর্জন' (language acquisition) এর ধারণার অধীনে চিহ্নিত করতে আগ্রহী। আবার ইনগ্রাম (১৯৮৯)[৮] এ দু'য়ের সমন্বয় ঘটাতে প্রয়াসী হয়েছেন; তিনি এ ক্ষেত্রটিকে 'শিশুর ভাষা-অর্জন' (child language acquisition) বলে অবহিত করেছেন— যা ক্ষেত্রটিকে একটি পারিভাষিক পূর্ণাঙ্গতা প্রদান করেছে। তবে মনোভাষাবিজ্ঞানের এ বিধাটি আধুনিক কালে 'প্রথম-ভাষা অর্জন' (first language acquisition) হিসেবে অধিক পরিচিতি লাভ করছে।

২.২.২ ভাষা-অর্জনের পদ্ধতি ও গবেষণা

মিশরের রাজা Psammetichos-এর একটি প্রাচীন পরীক্ষণে ভাষা-অর্জনের ধারণাটি প্রতিফলিত হয়; এটি করা হয় খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে; তাছাড়া খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে Herodotos-এর পরীক্ষণও অনুরূপ ছিল। যদিও তা করা হয়েছিল কোন্ ভাষা প্রাচীনতম তা প্রমাণ করার জন্য। সেটাই স্বাভাবিক ছিল কেননা তখন ভাষার উৎপত্তির ধারণাটি methology-র প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। এই পরীক্ষণটি ভাষা-

---

৫ Bloomfield , Leonard (1933) : Language. George Allen & Unwin Ltd., London. P.41.
৬ Malmkjaer, Kirsten (1991) : The Linguistics Encyclopedia. Routledge, London P. 240.
৭ Ibid. P. 240.
৮ Ibid. P. 241.

Dhaka University Institutional Repository

অর্জনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে।[৯] তাই বলা যায়– ভাষা-অর্জনের বিষয়টি অতি প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের দ্বারা পর্যেষিত হয়ে আসছে। তাছাড়া ভাষা দৈব্য-প্রদত্ত না প্রাকৃতিক–এরূপ দার্শনিক মতামত দ্বারাও ভাষা পর্যেষিত হয়েছে; এবং উনিশ শতকের পূর্বে ভাষার জীবতাত্ত্বিক ভিত্তির কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিলক্ষিত হয়নি এবং তদ্‌পূর্বে ভাষা-অর্জনের তেমন কোনো পদ্ধতিগত গবেষণা পরিলক্ষিত হয় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মানের প্রাণীবিজ্ঞানী Tiedemann (১৭৮৭) কর্তৃক একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপরিচালিত হতে দেখা যায়; এটি ছিল 'শিশুর বিকাশের বর্ণনাত্মক উপাত্তের সংকলন।'[১০] এ শতাব্দীতে অনুরূপ কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণার তথ্য আর পাওয়া যায় না। স্পষ্টতঃ যে ভাষা-অর্জনের ধারণাটি ছিল এ শতকে শিশু বিকাশের একটি সাধারণ পর্যেষণার অধীন। তবে শিশুর ভাষা-অর্জনের বিষয়টি উনিশ শতকে ক্রমে গুরুত্ব লাভ করে এবং স্বতন্ত্রভাবে পর্যেষিত ও বিকশিত হতে দেখা যায়। উনিশ শতকের শেষার্ধে ১৮৭৬ সালে এম টাইনের (M. Taine) শিশুর ভাষা-অর্জনের গবেষণাটি এই ক্ষেত্রে সূচনা বিন্দুতে পরিণত হয়, কালগত ও পদ্ধতিগত দিক থেকে। বিংশ শতকে এসংক্রান্ত গবেষণা বৃদ্ধি পায়।

উনিশ শতক ও বিংশ শতকে প্রথম-ভাষা অর্জন বিধাটির পর্যেষণাসমূহকে কালানুক্রমিক ও পদ্ধতিগত ক্রমোন্নতির দৃষ্টিকোণ থেকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

১. দিনপঞ্জী পর্যেষণার কাল (১৮৭৬-১৯২৬)

২. বিরাট সংখ্যক নমুনা পর্যেষণার কাল (১৯২৬-১৯৫৭)

৩. দীর্ঘমেয়াদী পর্যেষণার কাল (১৯৫৭-)[১১]

শিশুর ভাষা-অর্জন বা প্রথম-ভাষা অর্জনের পদ্ধতিগত ও কালগত উপর্যুক্ত বিভাজনের আলোকে প্রতীচ্যের ও প্রাচ্যের শিশুর ভাষা-অর্জন বা প্রথম-ভাষা অর্জনের পর্যেষণাসমূহ এ পর্যায়ে পর্যালোচনা করা হল।

২.২.৩ উনিশ শতকে ভাষা-অর্জন পর্যেষণা

দিনপঞ্জী পর্যেষণা

এম টাইনে (১৮৭৬) কৃত গবেষণা-কর্মটি ভাষা-অর্জনের দিনপঞ্জী পর্যেষণা বা অধ্যায়ন পদ্ধতির সূচনা করে যা ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে প্রথম সফল গবেষণা এবং ভাষা-অর্জনের বিষয়ে তাঁর তাত্ত্বিক ধারণায় চমস্কীর দার্শনিক তত্ত্বের আভাস মেলে।

---

[৯] Marx, Otto (1967) : The History of the Biological Basis of Language. In E.H. Lenneberg (1967), Biological Foundation of Language. John Wiley & Sins, Inc., New York, PP. 443-444

[১০] Campbell, Robin & Wales, Roger (1970) : The Study of Language Acquisition. In John Lyons (ed . 1970), New Horizons in Linguistics, Harmondsworth, Penguin, P. 243.

[১১] Ingram, David (1989): First Language Acquisition: Method, Description, and Explanation. Cambridge University Press, Cambridge, Reprinted, 1996, P. 7.

Dhaka University Institutional Repository

এম টাইনে একটি কন্যা-শিশুকে জন্ম মুহূর্ত থেকে তিন বছর এক মাস বয়স পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর এই গবেষণা-কর্মটি প্রবন্ধাকারে ১৮৭৬ সালে Revue Philosophique (No. 1, January 1876)-এ প্রকাশিত হয়। পরবর্তী বছর এই গবেষণা-কর্মটি মনোবিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের বিখ্যাত পত্রিকা Mind (No. 6. April. 1877)-এ রিপোর্ট আকারে প্রকাশিত হয় এবং এই গবেষণা প্রবন্ধটি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়—

> 'a remarkable series of observations on the development of language in a young child,... such a record has been too rarely attempted, and the Psychological value of this one is very evident'.[১২]

বাস্তবিকই ভাষা-অর্জনের ইতিহাসে এ গবেষণা-কর্মটি মাইলফলকের ভূমিকা দখল করে রেখেছে।

এম টাইনের পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে তিনি ১২ মাসের পূর্বে ভাষা-অর্জনের তেমন কোন তথ্য উপস্থাপন করেননি। ১২ মাস বয়সী পর্যবেক্ষিত কন্যা-শিশুটির ভাষিক আচরণ সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করতে গিয়ে বলেন— 'সারাদিন শিশুটি... স্পর্শ করে, অনুভব করে, চারদিকে ঘোরে, বসে পড়ে, স্বাদ নেয় ও পরীক্ষা করে যা কিছু সে তার আয়ত্তের মধ্যে পায়; বল, পুতুল, বা যেকোনো খেলনা জিনিসই হোক না কেন; যেকোনো একটি বস্তু সম্পর্কে জানা হয়ে গেলে সে সেটা পাশে ছুঁড়ে ফেলে দেয়: এটা নতুন কিছু নয়, এটা থেকে তার আর জানার বা শেখার কিছুই নেই এবং এই বস্তুটি সম্বন্ধে তার আর কোনো আগ্রহই প্রকাশ পায় না। এটা পুরোপুরি তার কৌতূহল; শারীরিক চাহিদা হিসেবে এটাকে গণ্য করা যায় না; মনে হয়, তার ছোট্ট মস্তিষ্কে ইতোমধ্যে সকল ধরনের প্রত্যক্ষকরণ (perception) সমপস্থিত; এভাবেই শিশু ভাষার ব্যবহার আয়ত্ত করে। যদিও এখনও সে তার উচ্চারিত কোনো শব্দেই অর্থ (meaning) সংযুক্ত করতে পারে না, কিন্তু দুই বা তিনটি শব্দের মধ্যে অর্থের সংযোজন ঘটাতে সক্ষম হয় যখন সে সেগুলো শোনে।[১৩] অর্থাৎ এ পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে শিশু বিভিন্ন বস্তু স্পর্শ করছে এবং এক একটি বস্তুর প্রতি তার কৌতূহল খুবই ক্ষণস্থায়ী; বিষয়টি শুধুমাত্র 'কৌতূহল' অনুরূপ মন্তব্য পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। বলা যায়— এ ব্যাপারটি শিশুর মধ্যে বস্তু-ধারণা বিকাশে সহায়তা করছে। এরূপ অনুশীলন বা পরীক্ষণের মধ্য দিয়েই দেখা যায় অল্প কিছু দিনের মধ্যেই শিশুর মধ্যে একটি ধারণা জন্মে কোন্‌টি ধরা নিরাপদ ও কোন্‌টি ধরা বিপদজনক। এ পর্যায়ে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে শিশু যে অল্পসংখ্যক শব্দ (word) উচ্চারণ করে তার সাথে অর্থের সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে না তবে দু-তিনটি শব্দ অন্যের কাছ থেকে শুনে অর্থের সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে। এই শব্দগুলি কি কি; তার কোন তথ্য-উপাত্ত (data) তিনি উল্লেখ করেননি। তবে শব্দের সাথে অর্থের সঙ্গতি রক্ষিত হোক বা না হোক উচ্চারিত শব্দটি যদি প্রচলিত ভাষা অনুমোদিত হয় তবে ঐ শব্দটি তার শব্দভাণ্ডারের তালিকায় ধরা যেতে পারে; কারণ ধরা যাক শিশুটি 'মা' শব্দটি অর্জন করেছে এবং সে তার মা ব্যতীত অন্য নারীকেও 'মা' বলছে কিন্তু কোন পুরুষকে দেখে সে 'মা' বলছে না; একইভাবে

---

১২ Taine. M. (1877) : The Acquisition of Language by Children. In George Croom Robertson (ed 1877), Mind, No. 6, April, P. 252.

১৩ Ibid. P.253.

Dhaka University Institutional Repository

বাবার জন্য অর্জিত শব্দ 'বাবা'; আপন বাবা ব্যতীত অন্য পুরুষকে দেখেও বলছে কিন্তু কোন নারীকে দেখে 'বাবা' প্রয়োগ করছে না। বিষয়টি গভীরভাবে দেখলে শিশু ঐ শব্দটির অর্থের যে স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য তার অধিকাংশই আয়ত্ত করেছে। তাই যখনই শিশু ভাষার একটি শব্দ উৎপাদন করতে সক্ষম তখনই শব্দটির অর্থ শিশুর চেতন মনে আংশিক ও অবচেতন মনে আংশিক বিরাজ করে; বিষয়টি ভাষার Surface structure ও Deep structure-এর সাথে তুলনীয়। আর এ দু'য়ের সমন্বয় ঘটলেই শব্দটির সঠিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তাই অর্থ সংযোজনের পূর্বে উচ্চারিত বা উৎপাদিত শব্দটিকে শিশুর শব্দভাণ্ডারের তালিকায় গণনা করা যেতে পারে। এম টাইনে এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং অনুরূপ ধারণাই পোষণ করেছেন। তিনি যখন তাঁর পর্যবেক্ষিত শিশুটির 'প্রথম সাধারণ শব্দ'[১৪] (first general word)-এর কথা বলেন তখন তিনি উক্ত বিষয়টিই সমর্থন করেন। এই প্রথম শব্দটি হল 'Bébé'[১৫]— যা শিশু-যীশুর ছবিকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হত; যখন তাকে তা বোঝানোর জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হত তখন সে তার মাথা চারদিকে ঘুরিয়ে ফ্রেমে বাঁধানো ঐ ছবিটি খুঁজতে থাকত। এম টাইনে এ শব্দটিকে শিশুটির প্রথম শব্দ বলেছেন। যদিও অর্থ সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় না; তবে আমরা বলব অর্থ সঙ্গতি হয়েছে, কেননা Bébé উচ্চারিত হওয়ায় শিশু অন্য কোন ব্যক্তি বা আসবাবপত্রের দিকে না তাকিয়ে সে বাঁধানো ছবির দিকেই তাকানোর চেষ্টা করেছে এবং তাতে সফলও হয়েছে। প্রথম-শব্দ বা first word আবিষ্কারের মত সূক্ষ্ম বিষয়টি এম টাইনে এড়িয়ে যাননি; আধুনিক ভাষা-অর্জন সংক্রান্ত গবেষণাসমূহের মধ্যে বিশেষ করে দিনপঞ্জী পর্যেষণায় প্রথম-শব্দের তথ্য বেশ গুরুত্ব পেয়েছে; এটা এম টাইনের গবেষণারই প্রভাব ও ধারাবাহিকতা।

তিনি তাঁর তিন বছর এক মাস পর্যবেক্ষণের মধ্যে পর্যায়ক্রমিকভাবে সতের মাস বয়স পর্যন্ত শিশুটির ভাষিক বিকাশ তথা ভাষা-অর্জনের তথ্য তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর ভাষিক তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন—

> ' Fourteen months and three weeks. The acquisitions of the last six weeks have been considerable; she understands several other words besides *bébé* and there are five or six that she uses attaching meaning to them. To the simple warbling which was nothing but a succession of vocal gestures, the beginnings of international and determinate language have succeeded. The principal words she at present utters are *papa*, *mama*, *titi* (nurse), oua-oua (dog), *koko* (chicken), *dada* (horse or carriage), *mia* (puss, cat), *kaka* and *tem*... From the 15th to the 17th month. Great progress. She has learnt to walk and even to run, and is firm on her little legs. We see her gaining ideas everyday and she understands many phrases, for instance: 'bring the ball', 'Come on papa's knee,' 'go down', 'come here', & She begins to distinguish the tone of displeasure from that of satisfaction, and leaves off doing what is forbidden her with a grave face and voice; she often wants to

[১৪] Ibid. P. 254
[১৫] Ibid. P. 254

Dhaka University Institutional Repository

be kissed, holding up her face and saying in a ceaxing voice *papa* or *mama*— but she has learnt or invented very few new words. The chief are *Pa* (Paul), *Babert* (Gilbert), *bébé* (baby), *Beéé* (goat), *Cola* (chocolate), *oua-oua* (anything good to eat), *ham* (eat, I want to eat). There are a good many others that she understands but cannot say, for instance *grand-père* and *grand-mére*, her vocal organs having been too little exercised to produce all the sounds that she knows, and to which she attaches meaning.[১৬]

তিনি তাঁর গবেষণা-কর্মটি এভাবে শব্দ পর্যায়েই সীমিত রেখেছেন। বাক্য পর্যায়ের কোনো বর্ণনা পরিলক্ষিত হয় না।

অতঃপর তিনি কুড়ি মাস, ২ বছর ৬ মাস, তিন বছর এবং তিন বছর এক মাস বয়সে ভাষা সংক্রান্ত মানসিক অবস্থা ব্যাখ্যা করেন। এখানে তার দুটি অবস্থা উপস্থাপন করা হল —

'If we speak to her of an object at a little distance but that she can clearly represent to herself from having seen either it or others like it, her first question always is 'What does it say?' —'What does the rabbit say?' —'What does the bird say?' —'What does the horse say?' — 'What does the big tree say?' Animal or tree, she immediately treats it as a person and wants to know its thoughts and words; that is what she eares about; by a spontaneous induction she imagines it like herself, like us; she humanizes it. ... when her dolls had their heads broken she was told that they were dead. One day her grandmother said to her, 'I am old, I shall not be always with you, I shall die.' 'Then shall you have your head broken?' She repeated this idea several times and still (three years and a month) with her 'to be dead' is to have the head broken.[১৭]

শব্দ, অর্থ ও ধারণা এ তিনের সমন্বয় করতে যে মানসিক পর্যায়গুলো উত্তীর্ণ হতে হয় তার একটি চমৎকার আভাস এখানে পাওয়া যায়।

ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে পুরো কৃতিত্বই এম টাইনে শিশুকে দিয়েছেন; পরিবেশের প্রভাবকে নগণ্য মনে করেছেন; তিনি বলেন—

'She has acquired the greater part quite by herself, the rest thanks to the help of others and by imitation.[১৮]

তাঁর এ উক্তি সাহজাত্যের বিষয়টিকেই সমর্থন করে। তাছাড়া তখনও আচরণবাদ বিকশিত হয়নি (বলা যায়)।

ভাষা-অর্জনের পর্যায়সমূহ সুস্পষ্টভাবে বা পৃথক পৃথকভাবে এ গবেষণায় উপস্থাপিত না হলেও সেই পর্যায়সমূহের প্রতিফলন রয়েছে। তিনি ধ্বনি-পর্যায় থেকে শব্দ পর্যায়ের বর্ণনা দিয়েছেন এবং এরপর বাক্য-

---

১৬ Taine. M. (1877): The Acquisition of Language by Children. Mind, No. 6, April, PP. 254-256.
১৭ Ibid. P.258.
১৮ Ibid. P.252.

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত পরিলক্ষিত না হলেও এ পর্যায়ের কিছুটা তথ্য পাওয়া যায় ২ বছর থেকে ৩ বছরের পর্যবেক্ষণের বর্ণনায়। এ বিষয়ে তিনি শিশু প্রদত্ত তথ্য উপস্থাপনের চেয়ে নিজের বর্ণনার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ এ গবেষণা-কর্মটির ঐতিহাসিক মূল্য ও ভাষাতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম।

এম টাইনের গবেষণা-কর্মটির অনুরূপ একটি গবেষণা-কর্ম হল চার্লস ডারউইন (১৮৭৭)-এর গবেষণাকর্ম যা দিনপঞ্জী পর্যেষণা বা অধ্যায়ন পদ্ধতিতে সম্পন্ন, দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গবেষণা। তিনি তাঁর নিজের শিশুকে ৩ বছর ২৩ দিন পর্যবেক্ষণের বিস্তৃত বর্ণনা প্রকাশ করেন 'A Biographical Sketch of an Infant' শিরোনামে বিখ্যাত পত্রিকা Mind (No. 7, July, 1877)-এ। এম টাইনের প্রকাশিত গবেষণা-কর্মটি চার্লস ডারউইনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি তাঁর কৃত-গবেষণাটি প্রকাশ করেন এবং এ সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

> 'M. Taine's very interesting account of the mental development of an infant, ... has led me to look over a diary which I kept thirty-seven years ago with respect to one of my own infants.[১৯]

উল্লেখ্য যে, তিনি এম টাইনের গবেষণাকে 'শিশুর মানসিক বিকাশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন; যদিও এম টাইন নিজেই তার গবেষণার শিরোনাম 'শিশুর ভাষা-অর্জন' হিসেবে অবহিত করেছেন।

চার্লস ডারউইন গবেষণা-কর্মটি সম্পন্ন করেছিলেন এম টাইনের গবেষণা-কর্মের প্রায় ৩৭ বছর পূর্বে অর্থাৎ (১৮৭৭-৩৭) ১৮৪০ সালে। আর এটিও ছিল দিনপঞ্জী কেন্দ্রিক গবেষণা। তারপরও এম টাইনের গবেষণাকেই ভাষা-অর্জনের ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করা সঙ্গত, কারণ প্রকাশনার দিক থেকে এম টাইনের গবেষণাই প্রথম। ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে এম টাইনের গবেষণার চেয়ে চার্লস ডারউইনের গবেষণা বেশ দুর্বল বলা যায়; তিনি ভাষা বিকাশ বা ভাষা-অর্জনের উপর এককভাবে গুরুত্ব না দিয়ে শিশুর সামগ্রিক বিকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন; সে দিক থেকে ডারউইনের চেয়ে এম টাইনের গবেষণা অনেক সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল কারণ তিনি ভাষা-বিকাশ বা ভাষা-অর্জনের বিধাটির মধ্যেই তার পর্যবেক্ষণ সীমিত রেখেছেন। ডারউইন নিজেই তা স্বীকার করেছেন এবং এ বিষয়ে বলেন —

> 'I had excellent opportunities for close observation, and wrote down at once whatever was observed. My chief object was expression... but as I attended to some other points, my observations may possibly possess some little interest in comparison with those by M.Taine, and with others which hereafter no doubt will be made. I feel sure, from what I have seen with my own infants, that the period of development of the several faculties will be found to differ considerably in different infants.[২০]

---

[১৯] Darwin, Charles (1877): A Biographical Sketch of an Infant. Mind. No. 7, July, P. 287.
[২০] Ibid. P. 287.

Dhaka University Institutional Repository

ডারউইনের পর্যবেক্ষণ শুধু ভাষা-বিকাশ বা ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল না বরং তা ছিল ভাষাসহ অন্যান্য অনুষদসমূহের বিকাশের যথাসাধ্য বিবরণ। তিনি যে অনুষদসমূহ পর্যবেক্ষণ করেন, তা হল–১. পেশীজ দক্ষতার বিকাশ ২. ক্রোধ ৩. ভয় ৪. আনন্দঘন সংবেদন/অনুভূতি ৫. প্রীতি-ভালবাসা ৬. ধারণা, যুক্তি ইত্যাদির গ্রথিতকরণ ৭. নৈতিক জ্ঞান ৮. অচেতনতা, লজ্জা ৯.সংজ্ঞাপনের উপায় ।

তিনি শুধুমাত্র 'সজ্ঞাপনের উপায়' পর্বে ভাষা-বিকাশের বা অর্জনের আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন অর্থাৎ ভাষা-বিকাশ বা অর্জনকে তিনি 'সংজ্ঞাপনের মাধ্যম' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

তিনি তাঁর তথ্য-প্রদায়িনীকে (informant) তিন বছরের অধিককাল পর্যবেক্ষণ করলেও ভাষা-অর্জনে ১ বছর এবং ১৮-২১ মাস বয়সের তথ্য-উপাত্ত লক্ষ্য করা যায়; সংকলিত তথ্য-উপাত্তও খুব বেশী নয়। তিনি যে ভাষিক-তথ্য দিয়েছেন তা হল — 'এক বছর বয়সের পূর্বে intonations এবং gestures এর ব্যবহার; সেই সাথে কয়েকটি শব্দ ও বুঝতে সক্ষম এমন ছোট বাক্য। উচ্চারিত শব্দগুলোর ব্যাখ্যা নিম্নে উপস্থাপন করা হল —

ক. 'da'— সাড়ে পাঁচ মাস বয়সে উচ্চারিত ধ্বনি; যার কোন অর্থ ছিল না।

খ. 'mum'— ঠিক এক বছর বয়সে খাদ্যের জন্য উদ্ভাবিত শব্দ। শুধু তাই নয় ক্রিয়া (verb) হিসাবেও এটি ব্যবহৃত হত, তখন এই শব্দটির অর্থ হত – 'আমাকে খাদ্য দাও'।

গ. 'shu-mum'— অর্জিত 'mum' শব্দটি বিচিত্র অর্থে ব্যবহৃত হত; যেমন sugar কে বলত – shu-mum.

ঘ. 'black'—'shu-mum' শব্দটি অর্জনের অল্পদিনের মধ্যেই 'black' শব্দটি অর্জন করে।

ঙ. 'black-shu-mum'— 'black' শব্দটি অর্জনের পর পরই শিশুটি যষ্ঠিমধু বা liquorice কে বলত black-shu-mum-food অর্থাৎ কালো-চিনি-খাদ্য (black-sugar-food)।

চ. 'Ah'— একটি বিস্ময়সূচক ধ্বনি; যখন সে একজন ব্যক্তিকে চিনতে পারে বা আয়নায় তার ছবি দেখে, তখন সে এ ধ্বনিটি ব্যবহার করে।[২১]

উপর্যুক্ত ভাষিক-তথ্য থেকে স্পষ্টতঃ যে একটি শব্দ অর্জন, তার বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার, সেই শব্দটির সহজরূপ থেকে জটিল ও জটিলতর রূপে উত্তীর্ণ হওয়ার একটি রূপতাত্ত্বিক ক্রমের চমৎকার বর্ণনা তুলে ধরেছেন। তিনি যদি আরও ভাষিক-তথ্য উপস্থাপন করতেন তবে ভাষা-অর্জনের একটি ভাষাতাত্ত্বিক তথ্য সমৃদ্ধ গবেষণা, বিষয়টিকে আরও সমৃদ্ধ করত। তবে ১৮-২১ মাস বয়সে তিনি আর একবার ভাষা-প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন —'he modulated his voice in refusing peremptorily to do anything by a defiant whine, so as to express 'that I won't' and again his humph of assent expressed 'yes, to be sure'.[২২] চার্লস ডারউইনের (১৮৭৭) গবেষণা-কর্মে তাঁর নিজের আলোচনা ও

---

২১ Ibid. P.293-294.
২২ Ibid. P. 293

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপিত ভাষিক-তথ্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সে সময় ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষা-বিকাশ বা ভাষা-অর্জন প্রক্রিয়ার ভিত্তি বা তাত্ত্বিক-কাঠামো তেমন মজবুত ছিল না।

এম টাইনে (১৮৭৭) তাঁর গবেষণায় পূর্ববর্তী অনুরূপ কোন গবেষণা-কর্মের বা কোন তথ্য-সূত্র উল্লেখ করেননি। অন্যদিকে চার্লস ডারউইন (১৮৭৭) তাঁর গবেষণায় এম টাইনে (১৮৭৭)-র গবেষণালব্ধ ফলাফলের কিছু বিষয় নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। যেমন- ডারউনের শিশুটি ১ বছর বয়সে 'খাদ্য' বোঝানোর জন্য 'mum' শব্দটি ব্যবহার করত এবং এটাই ছিল তার প্রথম-শব্দ; অন্যদিকে এম টাইনের (১৮৭৭) শিশুটি অনুরূপ বিষয় বোঝানোর জন্য ব্যবহার করত 'ham' শব্দটি, যা সে ১৪ মাস বয়সে অর্জন করে। আর তাঁর শিশুর প্রথম-শব্দ হিসাবে ১২ মাস বয়সে অর্জন করে 'Be'be', যা দ্বারা বোঝাত বা নির্দেশ করত 'শিশু-যীশুর ছবি ও 'যে কোনো শিশু' উভয়কে। এ থেকে ধারণা করা যায় যে তাঁর পূর্বে এ ধরনের গবেষণালব্ধ কাজ হয়নি। এই তুলনামূলক আলোচনায় আর একটি বিষয় স্পষ্টতঃ যে প্রথম-শব্দ অর্জন একেক শিশুর ক্ষেত্রে একেক রকমের শব্দ অর্জন।

সুতরাং এম টাইনে (১৮৭৭) এবং চার্লস ডারউইন (১৮৭৭)-এর গবেষণাদ্বয় ভাষা-বিকাশ তথা ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রেটিকে তাত্ত্বিক ভিত্তি ও পদ্ধতি নির্মাণে ত্বরান্বিত ও প্রভাবিত করেছে। এ প্রসঙ্গে ডেভিড ইনগ্রাম (১৯৯৬) একই মত পোষণ করে বলেন- 'These papers led to much better and more intensive diaries in both English and other languages,[২৩]

উনিশ শতকে এ ধারার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হল প্রিয়ের (১৮৮২) এর গবেষণা। ক্যামবেল ও ওয়ালস্ (১৯৭০) গবেষণা-কর্মটির পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বলেন-

> 'it was in the superb, detailed study of the Garman physiologist Preyer (1882), who made detailed daily notes throughout the first three years of his son's development, that the study of child language found its true founding father.[২৪]

প্রিয়ের তাঁর গবেষণায় 'ভাষাতাত্ত্বিক বিকাশসহ পেশীজ দক্ষতার বিকাশ ও সঙ্গীত বিষয়ে সচেতনতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।[২৫] এ প্রসঙ্গে ডেভিড ইনগ্রাম (১৯৯৬) মন্তব্য করেন–In Europe, the most extensive general diary was by Preyer (1882) on the development of his son Axel, a work which contains excellent linguistic information[২৬] উপর্যুক্ত মন্তব্য ও আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রিয়ের (১৮৮২)-এর গবেষণাটি ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তৃত তথ্য-সমৃদ্ধ ছিল

---

২৩ Ingram, David (1989): First Language Acquisition : Method, Description and Explanation, Cambridge University Press, Cambridge, P.8.

২৪ Campbell, Robin and Wales, Roger (1970): The study of Language Acquisition. In, John Lyons (ed 1970), New Horizons in Linguistics. Harmondsworth, Penguin Books, P.243.

২৫ Malmkjaer, Kirsten (1991): The Languistics Encyclopedia, Routledge, London, P.239.

২৬ Ingram, David (1989): First Language Acquisition : Method, Description and Explanation. Cambridge University Press, Cambridge, P. 8

Dhaka University Institutional Repository

এবং এ ক্ষেত্রটিতে যথেষ্ট প্রভাবও ফেলেছিল কেননা 'তাঁর গবেষণাকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে Sully (১৮৯৫) এবং Shinn (১৮৯৩) তাঁদের গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন।[২৭]

উনিশ শতকের এই দিনপঞ্জীমূলক গবেষণাসমূহ ভাষা-অর্জনের উদ্দেশ্য ও তা যে-তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা এমন—

> The diarists' main aim was to describe the child's language and other development, although some explanatory hypotheses were also drawn. These typically emphasized the child's 'genius' (Taine, 1877), an inbuilt language faculty which, according to Taine, enabled the child to adopt to the language which others presented it with, and which would, had no language been available already, have enabled a child to create one.[২৮]

তখন ভাষা-অর্জনের বিধাটি ছিল শিশুর সামগ্রিক বিকাশের পর্যেষণার অংশ; এককভাবে এ বিধাটি পর্যেষিত হয়নি। তাছাড়া আচরণবাদ বা মানসবাদ–এর আলোকেও এ বিধাটি পর্যেষিত হয়নি। তবে উক্ত পর্যেষণাসমূহে মানসবাদেরই আভাস পাওয়া যায়; এবং ক্রমান্বয়ে ভাষা-অর্জনের বিষয়টি শিশুর সামগ্রিক বিকাশের পর্যেষণা থেকে সরে এসে এককভাবে শিশুর ভাষা-অর্জনের পর্যেষণার নতুন ক্ষেত্র তৈরী করে— আর এটা হয় বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই।

২.২.৪. বিংশ শতকে ভাষা-অর্জন পর্যেষণা

বিংশ শতকে ভাষা-অর্জন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বে ও তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ভাষা-অর্জন বিষয়টি হয়ে ওঠে মনোভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম গবেষণার বিষয়। এই শতকে প্রতীচ্যে ও প্রাচ্যে এ বিষয়ে যে গবেষণাসমূহ পরিচালিত হয় সেগুলো দিনপঞ্জী পর্যেষণা ছাড়াও বিরাট-সংখ্যক নমুনা পর্যেষণা ও দীর্ঘমেয়াদী পর্যেষণা পদ্ধতি দ্বারা সম্পন্ন। নিম্নে এ বিষয়টি পর্যালোচিত হল।

২.২.৪.১.দিনপঞ্জী পর্যেষণা

শিশুর সামগ্রিক বিকাশের পাশাপাশি নয় বরং শুধুমাত্র শিশুর ভাষা নিয়ে পর্যেষিত প্রথম প্রকাশনা হল C. and W. Stern-এর *Die Kindersprache*(1907); যা ভাষা-অর্জনের স্তরসমূহের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে।[২৯] এই গবেষণা কর্মটিকে 'প্রথম ধ্রুপদী গবেষণা'[৩০] (first classic work) হিসেবে অবহিত করা হয়। C. & W. Stern তাঁদের দুই সন্তান Hilde ও Gunter- এর ভাষা-অর্জন বা ভাষা বিকাশের উপর পরিচালিত এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্মটি দুর্লভ। এই গবেষণা-কর্মটি এখনও ইংরেজীতে অনুদিত হয়নি; হলে

---

২৭ Campbell, Robin and Wales, Roger (1970): The study of Language Acquisition. In, John Lyons (ed 1970), New Horizons in Linguistics. Harmondsworth, Penguin Books, P.243.

২৮ Malmkjaer, Kirsten (1991): The Linguistics Encyclopedia. Routledge, London, P. 239.

২৯ Ibid, P. 239

৩০ Ingram, David (1989): First Language Acquisition : Method, Description and Explanation.Cambridge University Press. Cambridge, P. 8

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা-অর্জনের অনেক তথ্য আমরা সহজেই পেতাম যা এ ক্ষেত্রটিকে আরও তথ্য-বহুল করে তুলতে কার্যকর ভূমিকা রাখত। এই দুর্লভ গবেষণা-কর্মটির গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে এম এম লেউইস(১৯৩৬) বলেন—

> 'a book which, when it was published in 1907, summarised in a masterly fashion the observations which had been so plentiful during the preceding twenty or thirty years. Although many years have passed, this book still remains the indispensable guide of all who study the subject, and will, there is little doubt, prove to be the foundation of much further work.[৩১]

ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ভাষা-অর্জনের স্তরসমূহ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এ গবেষণা-কর্মটি অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করে আসছে।

অন্যদিকে, ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে উত্তর আমেরিকায় G. Stenley Hall- এর অবদান অনস্বীকার্য। শিশুর ভাষা-অর্জনের বিধাটিকে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ডেভিড ইনগ্রাম (১৯৯৬) তাঁর অবদানকে সংক্ষিপ্তাকারে বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করেন এভাবে—

> 'In north America, the main force of the work on language acquisition was stimulated by G. Stanley Hall of Clark University.While Hall worte little on language acquisition, he stimulated work through his encouragement of baby biographices, such as the one done by Hogan (1898). Hall contributed also in two other ways. First, as editor of Pedagogical Seminary, he encouraged the publication of articles on language acquisition. During this period, the Journal was constantly publishing reports on children's early language, e. g. Bateman(1916), Brandenburg (1915), Chamberlain & Chamberlain (1904,1905, 1909), Nice (1917, 1920), Pelsma (1910). Lukens (1894) remains a very readable review of the findings to that date on children's language acquisition. These early works grew in number so rapidly that the first bibliography in Pedagogical Seminary by Wilson(1898) listed 641 entries, many dealing with language. Second. Hall planned to build at Clark University a Child Study Institute, with an entire floor devoted to child language. He had already begun a project to archive as mich child language data as possible from other languages as well as English. Unfortunately both the onset of the world war and a shift in theoretical focus aborted this ambitious plan.[৩২]

---

[৩১] Lewis, M.M. (1936): Infant Speech : A Study of the Beginnings of Language. Routledge & Kegan Paul Ltd., London, P.1 (Second Edition 1951).

[৩২] Ingram, David (1989) : First Language Acquisition : Method, Description and Explanation. Cambridge University Press, Cambridge, P. 9.

Dhaka University Institutional Repository

G. Stanley Hall-এর উদ্যোগ ও প্রেরণা ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রটিকে বিকশিত করতে যথেষ্ট সহযোগী ভূমিকা রেখেছে এবং তার পরিকল্পনাটি বাধাগ্রস্ত না হলে ভাষা-অর্জন ক্ষেত্রটি অনেক আগেই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেত এবং ভাষা-অর্জনের গবেষণা তত্ত্বে ও তথ্যে সমৃদ্ধ হত। দুটি বিশ্ব যুদ্ধ শুধু ভাষা-অর্জনের বিধাটির বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেনি বরং জ্ঞানের সকল বিষয় ও ক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্ত করেছিল।

উপর্যুক্ত পর্যেষণাসমূহ মূলতঃ পিতামাতার দিনপঞ্জী পর্যেষণা পদ্ধতিতে সম্পন্ন। ডেভিড ইনগ্রাম (১৯৯৬) কর্তৃক বিভাজিত ভাষা-অর্জনের পদ্ধতিগত কাল-সীমার (১৮৭৬-১৯২৬) মধ্যে পরিচালিত গবেষণা-কর্মসমূহের মধ্যে উপর্যুক্ত পর্যেষণা ব্যতীত আর বেশী তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে ১৯২৬ সালেই যে দিনপঞ্জী পর্যেষণা পদ্ধতির অবসান ঘটেছে তা নয়; ডেভিড ইনগ্রাম (১৯৯৬)ও তা স্বীকার করেন। উক্ত সালের পরেও গুরুত্বপূর্ণ দিনপঞ্জী পর্যেষণা পদ্ধতিতে গবেষণা পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। এই গবেষণা-কর্মগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'the four-volume work by Leopold (1939-49) on his daughter Hildegard from birth to age 2 years. .. perhaps the next most detailed book is that of Lewis (1936, 2nd edn. 1951) who reported on the early language of a boy referred to as 'k'.[৩৩]

লেউইস তাঁর 'K' নামের এই শিশুটির উপর তিন বছরের পর্যেষিত উপাত্তের বিশ্লেষণ করেন; এবং তাঁর পূর্বে অনুরূপ কয়েকটি বিশেষ গবেষণা কর্মের [W. Preyer (1882), G. Deville (1890), W. Ament (1899), P. Guillaume (1925, 1927), A. Hoyer & G. Hoyer (1924), C.W. Valentine (1930), C. and W. Stern (1928)] সাথে তুলনামূলক আলোচনা করেন; এবং তথ্য-উপাত্ত IPA-তে উপস্থাপন করেন। শিশুর ভাষা-অর্জনের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে তাঁর পূর্বে কেউ IPA -ব্যবহার করেননি বলা যায়। যাইহোক, তিনি তাঁর গবেষণায় দিনপঞ্জী পর্যেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন এবং পূর্ববর্তী অনুরূপ গবেষণা-কর্মের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন তাই তাঁর গবেষণাটিকে একটি তুলনামূলক দিনপঞ্জী পর্যেষণা বলা যেতে পারে; যা ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারণা সংযোজন করে। কেননা তাঁর পূর্বে অনুরূপ গবেষণা পরিলক্ষিত হয় না।

এম এম লেউইসের (১৯৩৬) গবেষণার পর এ পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য গবেষণা-কর্মটি হল স্মিথ (১৯৭৩)-এর গবেষণা। তিনি তাঁর পুত্র 'A'-এর ধ্বনিতাত্ত্বিক বিকাশের তথ্য ও বিশ্লেষণ এতে উপস্থাপন করেন। অন্য আর একটি গবেষণা-কর্ম হল Weir (১৯৬২)-এর; তিনি তাঁর পুত্র এন্থোনি-র ঘুমানোর পূর্বের monologues-এর তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করেন। তাছাড়া অন্যভাষায় যে গবেষণাসমূহ লক্ষ্যণীয় তা হল-ফ্রান্স (Gregoire 1937, 1947), রাশিয়ান (Givozdev,1949) এবং পোলিশ (Zarebina 1965)।[৩৪]

উপর্যুক্ত বিংশ শতকের দিনপঞ্জী পর্যেষণা পদ্ধতিতে সম্পন্ন গবেষণাসমূহের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে ডেভিড ইনগ্রাম (১৯৯৬) বলেন – 'অধিকাংশ গবেষণা-কর্ম বর্ণনামূলক; যা

---

৩৩ Ingram, David (1989) : First Language Acquisition : Method, Description and Explanation. Cambridge University Press, Cambridge, P. 10.

৩৪ Ibid. P. 10.

Dhaka University Institutional Repository

সামান্যই তত্ত্ব নির্মাণে বিবেচ্য; প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ বিভিন্ন রকমের গুরুত্ব ও ভূমিকা পালন করে থাকে, পরবর্তী গবেষণা সম্পন্ন করার জন্য; তাছাড়া শিশুর উপলব্ধি ক্ষমতা শব্দ উৎপাদনের চেয়ে যে বেশী তা এ পদ্ধতি ও পর্যেষণা দ্বারাই প্রমাণ সাপেক্ষ করে তোলা সম্ভব।[৩৫] সুতরাং বলা যায়, দিনপঞ্জী পর্যেষণা ভাষা-অর্জনের মানসিক প্রক্রিয়ার সন্ধান দিতে সক্ষম। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে গবেষণা-কর্মসমূহই পরবর্তীকালের পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিকাশের সোপান হিসেবে বিবেচিত। এ পদ্ধতিতে এখনও ভাষা-অর্জন প্রক্রিয়ার গবেষণা অব্যাহত রয়েছে।

২.২.৪.২.বিরাট সংখ্যক নমুনা পর্যেষণা

দিনপঞ্জী পর্যেষণা পদ্ধতির পর ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতির আবির্ভাব দেখা যায় তা হল বিরাট সংখ্যক নমুনা পর্যেষণা (Large sample studies) পদ্ধতি। এই পদ্ধতির এমন নামকরণের কারণ হল এই 'বিরাট-সংখ্যক নমুনা' সাধারণত গবেষণার সাথে জড়িত বহুসংখ্যক শিশুর নমুনাকেই নির্দেশ করে। তাছাড়া 'মনোনীত শিশুদের মাধ্যমে সতর্কতার সাথে পরিবেশগত প্রভাব নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই পর্যেষণাগুলো পরিচালিত হয়। আর এই শিশুগুলো একই আর্থ-সামাজিক শ্রেণী থেকে আগত এবং ছেলে-মেয়ে উভয় শিশুর সংখ্যা সমান থাকে। এই পদ্ধতিতে স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে কি বর্ণিত বা বিবৃত হতে পারত গবেষকগণ তা নির্ধারণেও আগ্রহী হয়ে ওঠেন।[৩৬]

এই পদ্ধতি আচরণবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বিকাশ লাভ করে। তাছাড়া ১৯২৪ সালে জে বি ওয়াটসনের আচরণবাদী তত্ত্বের আলোকে আচরণবাদী ভাষাতত্ত্ব (behaviourist Linguistics) ক্রমান্বয়ে অনুশীলিত ও বিকশিত হতে শুরু করে। ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রটিতেও এর যথেষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়। এই তাত্ত্বিক কাঠামো পূর্ববর্তী গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং শিশুর সহজাত ক্ষমতার বিরোধী। বলা হয়—

> 'Behaviorism differed from the previous observations of behavior in two respects : the role of the child in the learning of language, and the measurement of observable behavior. Behaviorists wanted to develop a theory of learning where the child's changes in behavior were traced back to, or explained by, observable conditions of the child's environment. The emphasis was on observable events in the interaction of the child and its surrounding linguistic community. Within this view, the child is seen as passively controlled by the environment; this is in contrast to the belief of the earlier diarists that the active spontaneous behavior of the child is central. Taine and others supplied the internal structure and abilities of the child, i.e its 'genius', that were rejected by the behaviorists as unmeasurable.[৩৭]

---

৩৫ Ibid. 9-11.

৩৬ Ibid. P. 12-13

৩৭ Ibid. P.12.

Dhaka University Institutional Repository

আচরণবাদের এই তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে ভাষা-অর্জনের বিধাটি বিরাট সংখ্যক নমুনা পর্যেষণা পদ্ধতিতে পর্যেষিত হতে থাকে। লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩) ও বি এফ স্কীনার (১৯৫৭)-এর আচরণবাদী ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি এ সময়ে ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত ও বিকশিত করতে প্রধান ভূমিকা রাখে।

বিরাট সংখ্যক নমুনা পর্যেষণা পদ্ধতিতে প্রধান প্রধান পর্যেষণাসমূহ হল— Smith (1926), McCarthy (1930), Day (1932), Fisher (1934), Davis (1937), Young (1941) এবং Templin (1957)। ১৯২৬ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে এ পদ্ধতিতে প্রধান যে গবেষণাসমূহ পরিচালিত হয়; সেগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিম্নে উপস্থাপন করা হল —

Study	Sample characteristics	Topic
Smith (1926)	124 children between 2 and 5; one-hour conversations	Length of sentences and general aspects of sentences development.
McCarthy	140 children between 1;6 and 4;6 50 sentences each	Length of sentences and general aspects of sentence development.
Day (1932)	160 children between 2;0 and 5;0 50 sentences each	Study of language in twins
Fisher (1934)	72 children between 1;6 and 4;6 three hour samples	Study of gifted children.
Davis (1937)	173 singletons, 166 twins, all between 5;6 and 6;6 50 sentences each	Comparison of twins with singletons
Young (1941)	74 children between 2; 6 and 5;6 Six hours of conversation	Comparison of lower- and middle-class children
Templin (1957)	430 children between 3; 0 and 8;0 50 sentences each	Length of sentences and general aspects of sentence development.[৩৮]

উল্লেখ্য যে, ১৯৫৭ সালের পরেও এ পদ্ধতিতে গবেষণা-কর্ম পরিচালিত হয়েছে। তাই বলা হয়— '১৯২৬ সালের পরও যেমন দিনপঞ্জী পর্যেষণা পদ্ধতিতে গবেষণা পরিচালিত হয়েছে ঠিক তেমনি ১৯৫৭

৩৮ Ibid P. 14.

Dhaka University Institutional Repository

সালের পরও বিরাট সংখ্যক নমুনা পর্যেষণা পদ্ধতিতে গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ওল্‌মস্টেড (Olmsted) কর্তৃক ১৯৭১ সালে পরিচালিত ১০০টি শিশুর ধ্বনিতাত্ত্বিক বিকাশের পর্যেষণা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য'।[৩৯]

সুতরাং ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে বিরাট সংখ্যক নমুনা পর্যেষণার গুরুত্ব এখনও বিদ্যমান। তাছাড়া এখনও অনেক ভাষা রয়েছে যেখানে এ পদ্ধতিতে কোন পর্যেষণাই পরিচালিত হয়নি; যেমন, বাঙলা ভাষা। এ পদ্ধতি ভাষা-অর্জনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে। ফলে এ পদ্ধতির উপযোগিতা ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে আরও অনেকদিন থাকবে বলা যায়।

২.২.৪.৩. দীর্ঘমেয়াদী ভাষা নমুনায়ন পর্যেষণা

১৯৫৭ সালে চমস্কীর ভাষাতাত্ত্বিক তত্ত্ব ভাষা-অর্জন প্রক্রিয়ায় মানসবাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এবং ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যয়নে আচরণবাদী তত্ত্বের যুগের সমাপ্তি ঘোষণা করে।[৪০] ফলে ভাষাতত্ত্বের প্রতিটি ক্ষেত্র বা বিধা চমস্কীর তত্ত্বে প্রবাহিত হয় এবং সে মতানুসারে ভাষার বিচার-বিশ্লেষণ শুরু হয়। ভাষা-অর্জনের তত্ত্ব ও তথ্যের ক্ষেত্রেও এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। চমস্কীর রূপান্তরমূলক ব্যাকরণ (TG) বাক্যতত্ত্ব কেন্দ্রিক এবং ব্যাকরণিক বাক্য গঠনের নিয়মাবলী পর্যেষণাই এর প্রধান কাজ; সেজন্য দেখা যায় যে, ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে শিশু বাক্য গঠনের নিয়মাবলী কিভাবে অর্জন করে সেটাই চমস্কীয় তত্ত্ব গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।[৪১] ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে এ সময়ে যে পদ্ধতিটি বিকশিত হয় তা হল দীর্ঘমেয়াদী ভাষা নমুনায়ন পর্যেষণা (Longitudinal language sampling studies) পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটি বিকাশের ব্যাপারে ডেভিড ইনগ্রাম (১৯৯৬) বলেন, '১৯৫০ সালের শেষের দিকে শিশুর ভাষা-অর্জনের পর্যেষণায় স্বতন্ত্র তিন দল পর্যবেক্ষকের আগ্রহ দেখা যায়। তাঁরা হলেন— ম্যারিল্যান্ডের বেথেসডায় অবস্থিত ওয়ালটার রীড হাসপাতালের মার্টিন ব্রেইন; বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সুসান এরভিন ও উইক মিলার; এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রোজার ব্রাউন। তাঁরা প্রত্যেকেই দীর্ঘমেয়াদী ভাষা নমুনায়নের নিজ নিজ পদ্ধতি বিকশিত করেন। আর এই দীর্ঘমেয়াদী ভাষা নমুনায়নে পূর্বনির্ধারিত বিরতিতে শিশুকে পরিদর্শন করা হয়, প্রয়োজনীয় সময় বা একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে শিশুর কাছ থেকে ভাষার নমুনা সংগ্রহ করা হয়। দিনপঞ্জী পর্যেষণার সাথে এর পার্থক্য হল এ পদ্ধতিতে মনোনীত শিশুরা পর্যবেক্ষকের সন্তান নয় এবং পূর্বনির্ধারিত একটি সময়ে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং তারা সংখ্যায় একের অধিক, কমপক্ষে তিনজন।[৪২]

---

৩৯ Ibid, PP. 15-16.

৪০ Malmkjaer, Kirsten (1991): The Linguistics Encyclopedia. Routledge, London, P. 240.

৪১ Ingram, David (1989): First Language Acquisition: Method, Description and Explanation. Cambridge University Press. Cambridge, P. 23.

৪২ Ibid, P.21.

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘমেয়াদী ভাষা নমুনায়ন পদ্ধতিতে সম্পন্ন প্রধান গবেষণাসমূহের পদ্ধতিগত দিক সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে আলোচিত হল—

এম ডি এস ব্রেইনে (১৯৩৬,a) :

ব্রেইন ১৯৩৬ সালে যে-গবেষণাটি সম্পন্ন করেন তার শিরোনাম ছিল 'The Ontogeny of English Phrase Structure : The First phase'; এটি Language (39 : 1-13) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ গবেষণায় তিনি তিনজন ভিন্ন বয়সের শিশুকে পর্যবেক্ষণ করেন— (১) এন্ড্রু, ১৯ মাস থেকে ২৩ মাস পর্যন্ত (২) গ্রেগরী, ১৯ মাস থেকে ২২ মাস বয়স পর্যন্ত ও (৩) স্টেভেন, ২৩ মাস থেকে ২৪ মাস বয়স পর্যন্ত। তাঁর পর্যবেক্ষণের Sampling schedule ছিল— 'Parental diary of all multi-word utterances produced. For steven, there were tape-recordings for four hours over a four-week period (12 sessions)।

ডব্লিউ মিলার এবং এস এরভিন (১৯৬৪)

গবেষকদ্বয় যে গবেষণা পরিচালনা করেন তার শিরোনাম ছিল 'The Development of Grammar in Child Language; ভাষার ব্যাকরণ অর্জন করার এ গবেষণা ভিন্ন বয়সী, পাঁচ জন শিশুর উপর পরিচালিত হয়। তারা হল— সুসান, ২১ মাস বয়সী; লিজা, ক্রিস্টি, হারলান এবং কার্ল প্রত্যেকে ২৪ মাস বয়সী। তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন তা হল — 'initially weekly in 45-munite sessions, later every two months for 2 or 3 sessions for 4-5 hours. Sampling over a two-year period.

আর ব্রাউন (১৯৭৩)

১৯৭৩ সালে ব্রাউন ভাষা-অর্জনের উপর যে গবেষণা করেন তার শিরোনাম ছিল 'A First Language : The Early Stages, গবেষণাটি তিনি তিনজন শিশুর উপর পরিচালনা করেন ; তারা হল— এডাম যাকে ২৭ মাস থেকে ৪৪ মাস বয়স পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেন; (২) ইভ, ১৮ মাস থেকে ২৭ মাস পর্যন্ত (৩) সারাহ, ২৭ মাস থেকে ৪৪ মাস বয়স পর্যন্ত। এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহীত হয় —'Two hours every two weeks; two observers present, half-hour every week.

এল ব্লুম (১৯৭০)

১৯৭০ সালে সম্পন্ন ব্লুম-এর গবেষণা কর্মটি ভাষা-অর্জনের বিশেষ করে ব্যাকরণ বিধাটি গুরুত্ব পেয়েছে: তাঁর গবেষণার শিরোনাম Language Development : Form and Function in Emerging Grammars. এ গবেষণা-কর্মে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেন—'eight hours over three or four days, every six weeks. তিনি ভিন্ন বয়সী যে তিনটি শিশুর উপর পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করেন: তারা হল— (১)

Dhaka University Institutional Repository

এরিক, ১৯ মাস থেকে ২৬ মাস বয়স পর্যন্ত; (২) গিরা, ১৯ মাস থেকে ২৭ মাস ও (৩) ক্যাথরিন, ২১ মাস থেকে ২৪ মাস বয়স পর্যন্ত।[৪৩]

উপর্যুক্ত দীর্ঘমেয়াদী ভাষা নমুনায়ন পদ্ধতিতে সম্পন্ন গবেষণা কর্মসমূহ সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে গবেষণাসমূহের সাথে দিনপঞ্জী পর্যেষণার কিছুটা মিল আছে; দিনপঞ্জী পর্যেষণায় শিশুর সামগ্রিক বিকাশের বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণ করা হয় আর দীর্ঘমেয়াদী ভাষা নমুনায়নে শুধু ভাষা-অর্জনের উপাত্তই প্রাধান্য পায়। তাই বলা হয়—'Diary studies are longitudinal, but they usually consist of notes rather than complete language samples for some predetermined length of time.[৪৪]

দীর্ঘমেয়াদী ভাষা নমুনায়ন, ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বশেষ পদ্ধতি; এ পদ্ধতিতে এখন ভাষা-অর্জন পর্যেষিত হচ্ছে তবে এখনও অপর দু'পদ্ধতি দিনপঞ্জী পর্যেষণা ও বিরাট সংখ্যক নমুনা পর্যেষণা-র উপযোগিতা বিদ্যমান।

তাছাড়া ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে ডি আই স্লোবিন দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন এবং পদ্ধতিগত দিক থেকে তিনি Crossliguistic study বা সর্বাংশ পর্যেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করতে আগ্রহী। তিনি বলেন—

> 'Crossliguistic study constitutes a method for the discovery of general principles of acquisition... The crosslinguistic method can be used to reveal both developmental universals and language-specific developmental patterns in the interaction of form and content.[৪৫]

ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁর এই পদ্ধতিগত ও তত্ত্বগত অবস্থান আধুনিক মনোভাষাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

উপরে, ঐতিহাসিক ও পদ্ধতিগত দিক থেকে ভাষা-অর্জনের বিকাশের প্রতীচ্য ধারার পর্যেষণাসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হল যা ভাষা-অর্জনের ক্রমবিকাশের একটি রূপরেখার প্রতিফলন ঘটিয়েছে; তবে এ বিষয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে; বলা সঙ্গত হবে যে, উপর্যুক্ত আলোচনাটি ভাষা-অর্জন বিষয়ক তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত আলোচনার একটি প্রাথমিক ছকবদ্ধ রূপের ভূমিকা হিসেবে গণ্য হতে পারে।

২.২.৫. ভাষা-অর্জন গবেষণা : প্রাচ্য

প্রাচ্য বলতে এখানে ভারত ও বাংলাদেশকে বোঝানো হয়েছে। পাশ্চাত্যের তুলনায় ভারত ও বাংলাদেশে মনোভাষাবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস দীর্ঘ নয়। এতদাঞ্চলে মনোভাষাবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছে মাত্র এবং এর বিকাশ ক্রমবর্ধমান। প্রাচ্যে মনোভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম বিধা ভাষা-অর্জনের পর্যেষণা তেমন ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায় না। তবে এ বিষয়ে একেবারেই যে গবেষণা হয়নি তা নয়। ভারত, বাংলাদেশ

---

৪৩ Ibid. P. 22

৪৪ Ibid. P. 21.

৪৫ . Slobin. D.I. (1985) : The Crosslinguistic Study of Language Acquisition. Vol. 1. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Hillsdale, P.5

Dhaka University Institutional Repository

উভয় দেশেই ভাষা-অর্জনের উপর গবেষণা পরিচালিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এ বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করা হল।

২.২.৫.১. ভারত

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোসাল সাইন্স রিসার্চ (আইসিএসএসআর)-এর সহায়তায় সম্পাদিত মনোবিজ্ঞান বিষয়ে এক গবেষণা জরিপে ভাষা-অর্জন সম্পর্কিত গবেষণা-কর্ম সম্পর্কে বলা হয়—

> 'The acquisition of language by the child and the learning of a new language by the adult are potentially very fertile fields of research. There are rich dividends to be had here in the context of the language questions in India. Yet as Rath (1972) has pointed out, this remains the weakest link in Indian social psychology. As far as comprehensive and systematic longitudinal research is concerned, language acquisition remains virtually unexplored. The lone and significant exception is the developmental norms project of the National Council of Educational Research and Training (Bevli, 1974). In a somewhat analytical study at the phonological level Sankaran and Patil (1972) have stressed the roles of speech hearing, feed back and sound patternization in the development of speech articulation. The observational study of Vauhini Sharma (1972) also touches on language acquisition. But for isolated studies such as these, very little of the work of psychologists the area of language behaviour has been concerned with these aspects.[৪৬]

স্পষ্টতঃ যে ভাষা-অর্জন ভারতে আশির দশকের পূর্বে পর্যেষিত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায় না। এ সময়ে, উপর্যুক্ত আলোচনায় যে তিনটি প্রধান গবেষণা লক্ষ্য করা যায় তা হল— (১) Bevli (1974), যাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিল Language Development of Indian Children: Comparative norms; (২) Sankaran & Patil (1972), যাঁদের গবেষণার শিরোনাম ছিল 'Hearing and Production of speech এবং (৩) Sharma (1972), 'The Phonology of Speech Development in Early Childhood শিরোনামে গবেষণা পরিচালনা করেন। তাছাড়া এ বিষয়ে আর যে গবেষণার অনুসন্ধান পাওয়া যায় তা হল— Srivastava, G.P. (1974): A child's Acquisition of Hindi Consonents (Indian Linguistics, 35 : 2, 112-18); এবং Girijadavi, A (1972) : Acquisition of Language by a Malayali child (Procedings of First Conference of Dravidian Linguistics, held 1971, P. 420-23)।[৪৭] দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দি ও অন্যান্য

---

[৪৬] Pareek, Udai (ed. 1981): A Survey of Research in Psychology, 1971-76, Part II, Popular Prakashan, Bombay, P. 377.

[৪৭] মনিরুজ্জামান (১৯৮৫) : ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাদেশিক ভাষার ভিন্ন ভিন্ন বিধার অর্জন বিষয়ে গবেষণা হয়েছে; যদিও তা অপ্রতুল। এ বিষয়ে গবেষণার ধারা অব্যাহত রয়েছে।

২.২.৫.২ বাংলাদেশ

বাঙলা ভাষা কেন্দ্রিক ভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাস আড়াইশ' বছরের অধিক (পাদ্রী মনোএল দ্য আস্‌সুম্পসাঁ রচিত Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez, 1743-কে ভিত্তি হিসাবে ধরলে)। তবে এদেশীয় বাঙালী পণ্ডিতদের হাতে ভাষাতত্ত্বের চর্চা শুরু হয় আরও পরে; বলতে গেলে, '১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে; এ সালে প্রকাশিত হয় রামমোহন রায় রচিত গৌড়ীয় ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণেই আমরা লক্ষ্য করি বাঙলা ভাষার প্রকৃতি বিশ্লেষণে প্রথম বারের মতো বাঙ্গালী মনীষা যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়েছে।[৪৮] আবার ভাষাতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ও তাত্ত্বিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক দ্বারা বাঙলা ভাষা চর্চা-অনুশীলন-গবেষণা শুরু হয় মূলতঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর (১৮৮৫-১৯৬৯) ভাষাতত্ত্বে এম এ ডিগ্রী প্রাপ্তির পর, সেটা ১৯১২ সালের ঘটনা; তিনি বাঙলা ভাষাকে ভাষাতাত্ত্বিকভাবে বিচার বিশ্লেষণের সূত্রপাত করেন এবং এ ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক গভীর গবেষণা পরিচালনা করেন। সুতরাং বলা যায় - বৈজ্ঞানিকভাবে বাঙলা ভাষার বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণার ইতিহাস শত বছরের অধিক নয়। আর এ স্বল্প সময়ে বাঙলা ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিপুল গবেষণা হয়েছে— বাঙলা ভাষার প্রথাগত ব্যাকরণ রচনা থেকে শুরু করে এর আঞ্চলিক ভাষার অভিধান পর্যন্ত; অন্যদিকে কালানুক্রমিক ও তুলনামূলক ধারা থেকে শুরু করে সাংগঠনিক ও সর্বাধুনিক তত্ত্ব রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের তাত্ত্বিক কাঠামোতেও বাঙলা ভাষা অনুশীলিত হয়েছে।

মনোভাষাবিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণা সম্প্রতি সূচিত হয়েছে। 'প্রতিদিনের ভাষা ব্যবহারের মধ্যকার মানস-প্রক্রিয়া এবং মনবীয় ক্ষমতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধান মনোভাষাবিজ্ঞানের বিষয়। এরই অনুষঙ্গী হিসেবে আলোচিত হয় শিশুর ভাষা-অর্জনের স্বাভাবিক ক্ষমতার ব্যাপার।[৪৯] শিশুর এই ভাষা-অর্জন প্রক্রিয়ার গবেষণা সম্পর্কে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত নেতিবাচক মন্তব্য করা হয়েছে। এ বিষয়ে বলা হয়– 'বাঙলা ভাষায় শিশুর ভাষা-অর্জন প্রক্রিয়া, শব্দজ্ঞান পরীক্ষা কিংবা বাক্য গঠন প্রণালী যাচাই বিষয়ক কোন বই-পুস্তক নেই'[৫০] অর্থাৎ ধারণা করা যায় যে, এ বিষয়ে তেমন কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। তখন পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে 'শিশুর ভাষা-অর্জন সম্পর্কিত নয়; সাধারণভাবে শব্দের পৌনঃপুনিকতা সম্পর্কে যে কয়েকটি কাজ আমাদের দেশে হয়েছে তার মধ্যে দেব চৌধুরীর 'Word Frequency in Bengali : Expert Committee- এর নব্য সাক্ষরদের জন্য নির্ধারিত শব্দ-তালিকা এবং ওবায়দুল্লাহর 'Pattern of Bengali Vocabulary' উল্লেখযোগ্য।[৫১]

---

৪৮ মুসা, মনসুর (১৯৮৪) : ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য। প্রবন্ধ। মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ. ৩১.

৪৯ মুসা, মনসুর (১৯৮৫) : মনোভাষাবিজ্ঞানের কথা। ভাষাপত্র, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ২৪

৫০ মুসা, মনসুর; কবির, আহমেদ ও ইসলাম, আতহারুল (১৯৯৩) : শিশুর শব্দভাণ্ডার জরিপ। আলম, শফিউল (সমন্বয় ১৯৯৩): স্তর ভিত্তিক শব্দভান্ডার: প্রতিবেদন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, পৃ. ১.

৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১.

Dhaka University Institutional Repository

অথচ বাঙলা ভাষা অর্জন বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-কর্ম (খাতেমন আরা বেগম, ১৯৫৬) পরিচালিত হয়েছে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে (তখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ছিল; পরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে)। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, আধুনিক মনোভাষাবিজ্ঞানের বিকাশের অনেক পূর্বে ভাষা-অর্জন বিধাটির নথিবদ্ধ গবেষণা ও চর্চার ইতিহাস লক্ষণীয়; কালের সীমায় তা দু'শ বছরের অধিক; তাছাড়া প্রাচীনকালে ও খ্রীষ্টপূর্ব কালেও এ সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার ইঙ্গিত ও পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ লক্ষ্য করা যায়– যা পূর্বে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা গেল। অর্থাৎ বাংলাদেশে বিংশ শতকের শেষে বা একবিংশ শতকের প্রথমে যখন মনোভাষাবিজ্ঞান চর্চা সূচিত হচ্ছে তখন এই মনোভাষাবিজ্ঞানের প্রধানতম বিধা ভাষা-অর্জনের উপর গবেষণা পরিচালিত হয়েছে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর আগেই। তাই বলা যায়– মনোভাষাবিজ্ঞানের বিকাশের ইতিহাসের চেয়ে যেমন ভাষা-অর্জনের ইতিহাস দীর্ঘ; বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তেমনি মনোভাষাবিজ্ঞানের চর্চার ইতিহাসের চেয়ে ভাষা-অর্জনের ইতিহাস দীর্ঘ।

২.২.৫.৩. বাঙলা ভাষা অর্জন পর্যেষণা

বাংলাদেশে ১৯৫৬ সালে বাঙলা ভাষা অর্জন প্রক্রিয়ার উপর গবেষণা পরিচালনা করেন গবেষক খাতেমন আরা বেগম (১৯২২-)। গবেষণাটির শিরোনাম ছিল 'The Language Development of Children; এটি ছিল তাঁর চার সন্তানের ভাষা-বিকাশের একটি দিনপঞ্জী পর্যেষণা। মূলতঃ এই গবেষণা-কর্মটিই বাঙলা ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রথম ও অনন্য গবেষণা। অনুরূপ কোন গবেষণা এখনও পরিচালিত হয়নি। একজন মা তাঁর আপন সন্তানের ভাষা-অর্জনের উপর পরিচালিত গবেষণা শুধু বাংলাদেশে নয়, পাশ্চাত্যেও বিরল। গবেষক খাতেমন আরা বেগম এই বিরল কাজটিই করেছেন। গবেষক খাতেমন আরা বেগম তাঁর সময়ে তাঁর সেই গবেষণা-কর্মটির অদ্বিতীয়তা সম্পর্কে নিজেই বলেন – Intensive research is now being carried on in the field of child vocabulary in the west. In Pakistan this is probably the first venture of its land.[৫২] ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যাপক মনসুর মুসা একবিংশ শতকে এসে এ গবেষণা সম্পর্কে মন্তব্য করেন— 'it is a lone case of linguistic study on the acquisition of Bengali vocabulary by Bengali children.[৫৩] অথচ এই গবেষণা-কর্মটি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে প্রকাশিত হয়নি। এমনকি দুর্ভাগ্যবশতঃ এ কাজটির কোনো প্রসঙ্গ সূত্রও তেমন কোথাও উল্লেখিত হতে দেখা যায় না। এ গবেষণা-কর্মটির পরবর্তী অনুসন্ধানও কেউ করেনি। যতদূর মনে হয় কাজটির আন্তর্জাতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে

---

৫২ Begum, Khateman Ara (1956) : The Language Development of Children. Institute of Education and Research. University of Dhaka, Dhaka, (First Published, 2001), P. 10

৫৩ I bid. P. Foreword, vi.

Dhaka University Institutional Repository

গবেষক কিংবা তাঁর তত্ত্বাবধায়ক কেউ সচেতন ছিলেন না।[৫৪] তবে শিক্ষাবিদ মোহাম্মদ ফেরদাউস খান ও গবেষক খাতেমন আরা বেগম যুগ্মভাবে রচিত 'শিশু' (১৯৮৫) পুস্তিকায় এ গবেষণাটির প্রসঙ্গসূত্র উল্লেখিত হলেও এ বিষয়ে পরবর্তীকালে কোনো গবেষণা না হওয়ায় উক্ত গবেষণাটির গুরুত্ব ভাষা-গবেষক মহলে তেমন দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়নি।

কিন্তু এরূপ একটি গবেষণা-কর্মের অনুসন্ধান অনেক দিন ধরে করছিলেন বাংলাদেশে মনোভাষাবিজ্ঞান চর্চার অগ্রপথিক ভাষাতাত্ত্বিক মনসুর মুসা; তিনি বলেন, বিগত একটি দশক ধরে আমি একটি ভাষাতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার উত্তর অনুসন্ধান করছিলাম। জিজ্ঞাসাটি বাঙালী জীবনের একটি মৌলিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে। এই জিজ্ঞাসাটিকে সহজবোধ্য ভাষায় উত্থাপন করলে তা এই দাঁড়ায় : বাঙালী শিশুরা বাঙলা ভাষা অর্জন করে কোন প্রক্রিয়ায়।... আমার ধারণা ছিল এ ধরনের কোনো কাজ দেশে কিংবা বিদেশে হয়নি। অন্যান্য ভাষা অর্জনের বৈজ্ঞানিক-বিবরণী আমরা পাই কিন্তু বাঙলা ভাষা অর্জনের বৈজ্ঞানিক-বিবরণী পাই না। সেজন্য অন্য অনেকের মত আমাদেরও বিশ্বাস ছিল বাঙালী শিশুর বাঙলা ভাষা অর্জনের কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই।[৫৫] কিন্তু উক্ত গবেষণা-কর্মটির আবিষ্কার এ ধারণাকে ম্লান করে দিয়েছে। তবে এটাও সত্য যে প্রস্তুত এই অভিসন্দর্ভের জন্য গবেষণার সূত্রপাত না হলে উক্ত গবেষণা কর্মটির আবিষ্কার আরও বিলম্বিত হত; এমনকি চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। তাই উক্ত গবেষণা-কর্মটি যে বর্তমান অভিসন্দর্ভের গবেষণা কাজের তথ্যানুসন্ধানের ধারাবাহিকতায় আবিষ্কৃত হয়, এমনটি বলা অযৌক্তিক হবে না। এই গবেষণা কর্মটির আবিষ্কার ও তা প্রকাশের সামগ্রিক কৃতিত্ব ভাষাতাত্ত্বিক মনসুর মুসার; তিনি এটির আবিষ্কার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন– 'বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বৎবল্লভ শ্রী কৃষ্ণকীর্তনের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেছিলেন গোয়াল ঘরের মাচা থেকে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন নেপালের দরবার লাইব্রেরীর বদ্ধ ঘরে। তেমনি বাঙালী শিশুর বাঙলা অর্জনের প্রথম বৈজ্ঞানিক-বিবরণী পাওয়া গেল পরিত্যক্ত কাগজপত্রের মধ্যে। বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়াতে জানা গেল পাশ্চাত্যের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় বড় অধ্যাপকেরা শিশুর ভাষা নিয়ে যখন গবেষণা করেছেন, তার প্রায় প্রাথমিক যুগে বাঙলার এক গৃহবধু গবেষণা করেছেন বাঙলা ভাষা অর্জন সম্পর্কে।[৫৬] তিনি এই গবেষণা-কর্মটির গুরুত্ব সম্পর্কে এক অসাধারণ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন—

> 'This is a very interesting piece of study relating to acquisition of Bengali Language by Bengali Children. The actual process of Bengali Language acquisition by Bengali Children was not known to the scholarly world because no such study, neither empirical nor case-study has ever been carried out... To our utter surprise we have found that a Bengali mother wrote a thesis on the language development of her children as early as

[৫৪] মুসা, মনসুর (২০০১): বাঙালী শিশুর বাঙলা ভাষা অর্জন সম্পর্কিত প্রথম অভিসন্দর্ভ। বই, ৩২ বর্ষ ১১শ সংখ্যা, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা, পৃ. ৮

[৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

[৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

> 1956. The date 1956 is important to us because the date procedes the date of the publication of Noam Chomsky's 'Syntactic Structure (1957) at least by a year... interest in child language acquisition in western academic circles has increased tremendously since the publication of Chomsky's scathing criticism (1959) of B.F. Skinner's Verbal Behavior (1957).[৫৭]

বাঙালী শিশুর ভাষা অর্জনের বৈজ্ঞানিক পর্যেষণার একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে খাতেমন আরা বেগমের (১৯৫৬) গবেষণাকর্মটি বাঙলা ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাসে এক অপূর্ব নিদর্শন।

২.২.৫.৪. খাতেমন আরা বেগম (১৯৫৬)

বাঙালী শিশুর বাঙলা ভাষা অর্জন সম্পর্কে গবেষক খাতেমন আরা বেগম কর্তৃক ১৯৫৬ সালে গবেষণাকৃত এবং ২০০১ সালে প্রকাশিত এই অমূল্য ভাষাতাত্ত্বিক-গুরুত্ব সমৃদ্ধ গবেষণা-কর্মটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

গবেষণা কর্মটির প্রথম অধ্যায়ে গবেষক তাঁর গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেন। তিনি একটি বিষয় লক্ষ্য করেন যে শিশুরা পিতা-মাতার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও আদরের অথচ এই শিশুরা কিভাবে ভাষা অর্জন করে সে-সম্পর্কে পিতা-মাতারা খুব অস্পষ্টই জানেন; তিনি বলেন— 'how ignorant we parents are in respect of the language development of our children– our dearest objects on earth.[৫৮]

পিতামাতাদের তেমন কোন সচেতনতা নেই তাঁদের সন্তানরা কিভাবে ভাষা অর্জন করে সে বিষয়ে এবং এ বিষয়ে কোনো গবেষণাও নেই। এ ব্যাপারটি গবেষককে তাঁর গবেষণা-কর্ম পরিচালনায় উৎসাহিত করে; তিনি বলেন —

> 'My keen interest in the language learning of children was aroused in 1948 when all of a sudden it dawned upon me that in this respect children are performing a marvellous feat, the worth of which we adults often fail to appreciate. I kept systematic, almost day-to-day records of language development of our four children.[৫৯]

স্পষ্টতঃ গবেষক তাঁর ব্যক্তিগত কৌতূহল এবং তাঁর স্বামী শিক্ষাবিদ মোহাম্মদ ফেরদাউস খানের উৎসাহে ও পরামর্শে তাঁর সন্তানদের ভাষা-অর্জনের তথ্য নথিবদ্ধ করা শুরু করেন। অর্থাৎ ভাষা-অর্জনের দিনপঞ্জী পর্যেষণা শুরু করেন। অতঃপর তিনি তাঁর গবেষণার উদ্দেশ্যের বর্ণনা তুলে ধরেন। উল্লেখিত উদ্দেশ্যাবলীর

---

৫৭ Musa, Monsur (2001) : Foreward. In Khataman Ara Begum (2001) : The Language Development of Children. Institute of Education and Research, University of Dhaka, Dhaka. P.V.

৫৮ Begum, Khataman Ara (1956): The Language Development of Children. Institute of Education and Research, University of Dhaka, Dhaka. P. 8.

৫৯ Ibid. P. 10.

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও মনোবৈজ্ঞানিকও শিক্ষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। তবে সেখানে ভাষাতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্ত ও বিচার-বিশ্লেষণই ছিল মুখ্য।

শিশুরা যে ভাষিক পরিবেশে বেড়ে ওঠে, সেই ভাষিক পরিবেশ, শিশুর ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গবেষক সে কারণেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার শিশুদের বেড়ে ওঠার পরিবেশের বর্ণনা বিস্তারিতভাবেই তুলে ধরেছেন। তবে তিনি ভাষিক পরিবেশ (Environment of Language) না বলে শুধু পরিবেশ (Environment) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর বর্ণনায় ঘর-গৃহস্থালীর পরিবেশ ও ভাষিক পরিবেশ উভয়ের বর্ণনাই নিপুণভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ভাষিক পরিবেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—

> All the inmates of the house used the Chittagonian dialect, which is a very deviated form of Bengali. Chittagonian words are mostly drawn from Bengali language but their pronunciations are so shortened as to make the words difficult of recognition.[৬০]

বাঙলা ভাষার একটি উপভাষা চট্টগ্রামী ভাষা; এই চট্টগ্রামী-ভাষিক পরিবেশে তাঁর শিশুরা বেড়ে ওঠে এবং সেই ভাষা অর্জন করতে থাকে; তবে এই ভাষিক পরিবেশের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫২ সালে যখন তিনি তাঁর স্বামীর চাকুরীর বদলিসূত্রে ঢাকায় চলে আসেন এবং এখানেই শিশুর প্রমিত বাঙলা ভাষার সংস্পর্শে আসে তবে পরিবারে চট্টগ্রামী-বাঙলাই সর্বদা ব্যবহৃত হত।

তাঁর ভাষ্য মতে স্পষ্টতঃ যে পারিবারিক ভাষিক পরিবেশ সর্বদাই চট্টগ্রামের উপভাষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। ঢাকায় আসার পর শিশুরা প্রমিত কথ্য-বাঙলার (S.C.B.) সংস্পর্শে এলেও সেই পরিবেশের প্রভাব খুবই কম; কেননা শিশুদের ঐ বয়সে নিজের ফ্ল্যাট ব্যতীত অন্য ফ্ল্যাটে বা নীচের মাঠে অন্য শিশুদের সাথে খেলতে যেতে দেয়া হয় না; হলেও সঙ্গে নিজের পরিবারের একজন সাথে সাথে থাকে। তাই বলা যায়– আশ-পাশ থেকে কথ্য-বাঙলা শুনলেও তা অনুশীলনের কোনো সুযোগ পায়নি। তাই তিন বছর বয়সী শিশু তার ভাষিক পরিবেশের ভাষাই অর্জন করবে– এটাই স্বাভাবিক; এবং করেছেও তাই। এ অধ্যায়ে গবেষক কর্তৃক ভাষিক পরিবেশের বর্ণনা, পরবর্তী গবেষকগণের কাছে অনুসরণীয় হতে পারে; এমন নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়টি উক্ত গবেষণা-কর্মটির প্রধান অধ্যায়; এই অধ্যায়ে গবেষক তাঁর তথ্যদাতাদের (informant) প্রদত্ত সকল ভাষিক তথ্য উপস্থাপন করেন; যা তিনি দিনের পর দিন নথিবদ্ধ করেছেন। এই অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী অধ্যায়সমূহ রচিত অর্থাৎ এই অধ্যায়ের তথ্য-উপাত্ত ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্যান্য অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে গবেষক তাঁর সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তসমূহ তিন মাস পর পর ভাগ করে উপস্থাপন করেছেন এবং তথ্য-দাতাদের শব্দভাণ্ডারের বৃদ্ধির একটি ক্রম রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের মধ্যে ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য রয়েছে। গবেষক তাঁর চার সন্তানের উপর

---

[৬০] Ibid. P. 11-12.

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালিত শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধির, সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তৈরী একটি ছকবদ্ধ চিত্র নিম্নরূপে উপস্থাপন করা যায় —

তথ্য-দাতা: নাম, জন্ম তারিখ ও স্থান	শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি ও বয়স								
	১ বছর	১ ; ৩	১ ; ৬	১; ৯	২ ; ০	২ ; ৩	২; ৬	২; ৯	৩ ; ০
১. নাঈমা খানম (নমি) ২৮শে এপ্রিল, ১৯৪৯, চট্টগ্রাম	৬	৩৯	৭৯	১৯৫	২৯৫	৩৮৮	৪৭৪	৫৩৬	৫৭৯
২. ফৈয়াজ খান ২৬শে জুলাই, ১৯৫০, চট্টগ্রাম	৬	১৩	২৮	৪৩	৮০	১৬৩	২৪৫	২৮২	৩০৯
৩. আরশাদ খান ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২, চট্টগ্রাম	৪	১০	৩১	১০৫	২০৯	২৯৫	-	-	-
৪. ফাহিমা খানম ৬ই জানুয়ারী ১৯৫৪, ঢাকা	০	১	১৩	৭৬	-	-	-	-	-

উল্লেখ্য যে, নাঈমা খানম ও ফৈয়াজ খানকে গবেষক পূর্ণ তিন বছর পর্যন্ত, পর্যবেক্ষণ করেছেন; অন্যদিকে আরশাদ খান ২ বছর ৩ মাস এবং ফাহিমা খানম ১ বছর ৯ মাস বয়স পর্যন্ত পর্যবেক্ষিত হয়েছে। গবেষক তাঁর এই চার সন্তানের প্রদত্ত বিপুল উপাত্ত পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। এ সকল তথ্য-উপাত্ত থেকে মনোভাষাতাত্ত্বিকগণ তাঁদের কাঙ্ক্ষিত তথ্য উদ্ধার করে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করার মত যথেষ্ট অবকাশ এখনও রয়েছে।

পূর্বোক্ত অধ্যায়ে যে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপিত হয়েছে তার একটি বিশ্লেষণমূলক বর্ণনা করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়। এই বিশ্লেষণের মধ্যে রয়েছে — কোন্ শিশু কোন্ বয়সে মোট কতটি শব্দ এবং তাদের মধ্যে কতটি নতুন শব্দ আয়ত্ত করেছে তার ছক ব্যবহার করা হয়েছে এবং সে তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে একটি লেখচিত্রও অঙ্কন করা হয়েছে। তাছাড়া উপ-শিরোনাম যেমন Early Vocalization; Using words by Association; Learning of First few words; Learning of verbs- ব্যবহার করে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে শিশুদের প্রাথমিক শব্দাবলীর কিছু বর্ণনা উপস্থাপন করেন। গবেষক যাকে initial vocalizations of our babies হিসেবে চিহ্নিত করেন। প্রথমেই তিনি first word অর্থাৎ প্রথম-শব্দ

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর পর্যবেক্ষিত চারটি শিশুর প্রথম-শব্দ কি; কোন্ বয়সে অর্জিত হয়েছে এবং কেন তা অর্জন করে তার কারণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। দেখা গেছে– চার সন্তানের প্রথম তিনজনই প্রথম-শব্দ হিসেবে 'আম্মা' (for calling mother) শব্দটি ৮ মাস বয়সে অর্জন করেছে এবং চতুর্থ সন্তান ১ বছর ৩ মাস বয়সে তার প্রথম শব্দ 'মাম্মা' (for calling mother) অর্জন করেছে। তিনি অন্যান্য যে ৩০ জন মায়ের সাথে যোগাযোগ (contacted) করেছিলেন তাদের প্রত্যেকের শিশু ১ বছরের পূর্বেই প্রথম-শব্দ হিসেবে 'মা', 'আম্মা', 'মাম্মা' শব্দগুলো অর্জন করেছে বলে উল্লেখ করেন। প্রথম-শব্দ হিসেবে এ শব্দটি অর্জনের কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন—

> 'both intensity of need and frequency of use decide which words a particular child would learn first ... The helpless child is solely dependent on his mother and feels secure in her lap; mother feeds him, caresses him and carefully attends to all his needs. Therefore it is but natural that the child feels intensely the necessity of uttering a sound signifying mother. This explains the reason for almost all the children's learning the word 'আম্মা' first.[৬১]

সকল শিশু একই বয়সে সমসংখ্যক শব্দ বা একই ধরনের শব্দ অর্জন করে না। এ বিষয়টি এ অধ্যায়ের 'Individual variation' উপ-শিরোনামে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন, নমি তার ১ বছর ৩ মাস বয়সে অর্জন করেছে মোট ৩৯টি শব্দ যেখানে একই বয়সে ফৈয়াজ অর্জন করেছে ১৩টি শব্দ। এই ব্যক্তিক বৈচিত্র্যের কারণ হিসেবে দায়ী করেন—i) Illness ii) Nature of environment iii) Discouragement এবং এগুলোর সপক্ষে প্রমাণসহ বিশদ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে— 'বালিকারা বালকদের পূর্বে ভাষা অর্জন করে, প্রচলিত এ বিশ্বাসটি তিনি উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়, 'হাঁটা ও বলা' (walking and talking) যুগপৎ কিনা সে ব্যাপারেও তাঁর কৌতূহল লক্ষ্য করা যায়; তবে এ বিষয়টি শক্ত কোনো তত্ত্ব বা তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে নেই।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভুল-উচ্চারিত ধ্বনিসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি ভুল-উচ্চারিত ধ্বনি বা mispronounced sounds এর ব্যাখ্যা দেন এভাবে— 'in pronouncing words some children face special difficulties in uttering some sounds at the early stage of language development.[৬২] উদাহরণ স্বরূপ—ফাহিমা খানম ২ বছর পর্যন্ত 'ক' এর স্থানে 'ত' উচ্চারণ করেছে; অনুরূপভাবে ফৈয়াজ 'হ'-এর স্থানে 'খ' এবং 'ছ'-এর স্থানে 'স' উচ্চারণ করেছে ৩ বছরের অধিক বয়স

---

৬১ Ibid. P.51.

৬২ Ibid. P. 61

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত। লক্ষ্যণীয় যে, এই সমস্যাটি ক্ষণস্থায়ী; বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশু সঠিক ধ্বনিটি উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়।

সপ্তম অধ্যায়ে বিপরীত শব্দের সমস্যা (difficults of opposites) সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, বিপরীতার্থক শব্দ অর্জন শিশুদের জন্য কঠিন, তবে বয়সের বৃদ্ধির সাথে এ সমস্যার নিরসন ঘটে। আর এ সমস্যা শুধু বাঙালী শিশুদের জন্যই নয় বরং বলা যায় এটা সর্বজনীন (universal)। এ সমস্যাটি অনেক শিশুর ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেখা যায়। আরশাদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা ৪ বছর বয়সে ও ফৈয়াজের ক্ষেত্রে ৫ বছর ৬ মাস বয়সেও দেখা গেছে।

অষ্টম অধ্যায়ে শিশুদের দ্বারা উদ্ভাবিত নতুন শব্দ বিষয়ে চমকপ্রদ আলোচনা করেছেন। শিশুরা মাঝে মাঝে নতুন নতুন শব্দ উদ্ভাবন করে। সকল শিশুর ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে এটি লক্ষ্যণীয়। গবেষক এ অধ্যায়ে এ বিষয়টি তাঁর সন্তানদের উদ্ভাবিত নতুন শব্দসমূহের বর্ণনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন— 'Children are sometimes found to coin a new word; e.g. Arshad at the age of 1 year 6 months used the sounds 'অক্কু' to denote 'পোকা'. This sound 'অক্কু' was changed to 'উকা' at the age of 1 year. 9 months and to 'পোকা' at the age of 2 years.[৬৩] তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে শব্দটির জন্য শিশু নতুন শব্দ উদ্ভাবন করে, পরে বয়সের বৃদ্ধির এক পর্যায়ে সে প্রকৃত শব্দটি অর্জন করে। এটিও ভাষা অর্জনের একটি উপায় বা পন্থা বলা যায়।

নবম অধ্যায়ে শব্দের প্রকৃত যোজনা (original mobilization of words) বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। বয়স্করা যে-সংখ্যক শব্দ দ্বারা একটি দীর্ঘ-ভাব প্রকাশ করে, শিশু ঠিক একই ভাব প্রকাশ করে নিজের মত করে, সহজ শব্দ প্রয়োগ করে তাতে কৃতকার্যও হয়। এটি শিশুর সৃষ্টিশীলতা ও অর্থর সাথে শব্দের সমন্বয়ের একটি অপূর্ব কৌশল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়— নাঈমা তার ২ বছর ৩ মাস বয়সে 'আমি নতুন বউয়ের মত সুন্দর কাপড় পরব' এটা বোঝাতে ব্যবহার করে 'বউ পিন্দম' যার আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় 'বউ পরব'। কিন্তু শিশু যখন 'বউ পিন্দম' বলে তখন বয়স্করা আক্ষরিক অর্থ নয় বরং তার প্রকৃত অর্থ বা গূঢ় অর্থই বোঝে। সহজ সরল শব্দ দিয়ে সৃষ্টিশীল শিশু বয়স্কদের কঠিন ও জটিল ভাব ও বাক্যকে কত সহজভাবেই না প্রকাশের ক্ষমতা রাখে।

গবেষণার সর্বশেষ অর্থাৎ দশম অধ্যায়ে গবেষক তাঁর গবেষণা-কর্মের একটি সারমর্ম তুলে ধরেছেন, যা নিম্নে উপস্থাপন করা হল—

১. (ক) দুই বছরের কাছাকাছি বয়সে শব্দ ভাণ্ডারের পরিমাণ অধিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং তারপর তা ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হয়ে যায়। আর শব্দভাণ্ডারকে সংহত করণের বা দৃঢ়করণের জন্যই এই ক্ষীয়মানতা। একে 'বাক্য-প্রভাব' হিসেবে অবহিত করা হয়েছে কারণ তখন শিশুর আকর্ষণ মূলতঃ বাক্য-তৈরীর দিকে পরিচালিত হয়।

খ) শব্দভান্ডার বৃদ্ধির হার পাঁচ বছরের পূর্বে আরেক বার পরিলক্ষিত হয়।

---

৬৩ Ibid. P. 66.

Dhaka University Institutional Repository

গ) লক্ষ্যণীয় যে— ছয় বছরের সকল বাঙালী শিশুর শব্দভাণ্ডার প্রায় একই (১৫০০-১৬০০ শব্দাবলী) তবে এ বিষয়টি আরও পুনঃপরীক্ষণের অবকাশ রাখে।

২. উচ্চারণ অর্থপূর্ণ শব্দে পরিণত হয় একটি সংক্ষিপ্ত বাক প্রক্রিয়াকরণের সাহায্যে। স্বরধ্বনির বাক-প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যঞ্জনধ্বনির বাক-প্রক্রিয়াকরণ সাধারণতঃ যথাক্রমে ৩-৪ মাস ও ৫-৯ মাস বয়সে সংঘটিত হয়। প্রথম অর্থপূর্ণ শব্দ (যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'মা' অথবা 'মাম্মা') সচরাচর ১ বছর বয়সের পূর্বে উচ্চারিত হয়। প্রয়োজনের প্রবলতা (intensity of need) এবং ব্যবহারের পৌনঃপুনিকতা (frequency of use) উভয়ই হচ্ছে অর্থপূর্ণ শব্দ শিখার উপাদান।

৩. ভাষা বিকাশের প্রাথমিক বছরগুলোতে শিশুরা তাদের শব্দভাণ্ডারের অপর্যাপ্ততা বা ন্যূনতা পূরণ করে একই শব্দ দ্বারা বেশ কিছু সংখ্যক সম্পর্কিত বোধ বা চেতনা (senses)-কে নির্দেশ করে।

৪. শিশুদের মধ্যে ভাষা বিকাশের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। শারীরিক বা মানসিক গঠন, রোগব্যাধি (Illness), পরিবেশের প্রকৃতি বা নিরুৎসাহ— এই তারতম্য বা পার্থক্যের কারণ হতে পারে। 'দেরীতে কথাবলা' কম বা বেশী বুদ্ধিমত্তার (I.Q.) পরিচায়ক হতে পারে না।

৫. মেয়েরা সাধারণতঃ ছেলেদের চেয়ে আগে কথা বলতে শুরু করে।

৬. কথা বলা এবং হাঁটা শুরু একই সাথে সর্বজনীন বলে বিবেচিত হতে পারে না।

৭. ভুল উচ্চারিত (mispronounced sounds) ধ্বনিসমূহের মধ্যে ট-ধ্বনি (এমন ঘটনা আছে যেখানে 'ত'-ধ্বনি 'ট' হিসেবে বা 'ক'-ধ্বনি 'ট' হিসেবে উচ্চারিত হয়) দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

৮. বিপরীতার্থক শব্দের (antonymous words) ব্যবহার শিখতে শিশুর অভিজ্ঞতা বেশ বাধার সম্মুখীন হয়। এই 'বিপরীতের জটিলতা' (difficulty of opposities) সর্বজনীন হতে দেখা যায়।

৯. শিশুরা মাঝে মাঝে নতুন শব্দ অর্জন করে। তার চারপাশের বয়স্ক ও অন্যান্য শিশুদের কাছে এ নতুন শব্দগুলো সহজভাবে গ্রহণের জন্য এগুলো কিছুটা দীর্ঘকাল ধরে চলে।

১০. শিশুরা তাদের জানা কিছু শব্দ প্রায়ই একত্র বা সমবেত করে— একটি নতুন ধারণা (new idea) প্রকাশের জন্য এবং এটা তাদের ইচ্ছামত ব্যবহারের ক্ষমতার অন্তর্গত আর এমনটি করার কারণ হল তাদের শব্দের ঘাটতি।

বাঙলা ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে খাতেমন আরা বেগমের গবেষণা-কর্মটি ভাষা-অর্জনের প্রাথমিক পদ্ধতি দিনপঞ্জী পর্যেষণা পদ্ধতিতে সম্পন্ন এক অমূল্য গবেষণা, যার ঐতিহাসিক ও প্রয়োগিক গুরুত্ব অপরিসীম। গবেষণা-কর্মটিতে যে তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত আছে তা ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরও বিশ্লেষিত হলে বাঙালী শিশুর বাঙলা ভাষা অর্জনের অনেক তথ্য হাজির করা সম্ভব। বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে বিশেষ করে মনোভাষাবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে এটি একটি মাইলফলক।

২.২.৫.৫. বাঙলা ভাষা অর্জন বিষয়ক অনুরূপ আর কোনো গবেষণা-কর্ম পরিলক্ষিত হয় না। তবে ভাষা-অর্জন নয়, ভাষা-অর্জনে সহায়ক এমন একটি বিধা হল শিশু-বুলি (Baby Talk)। বাঙালী শিশু-বুলি নিয়ে আফিয়া দিল গবেষণা করেছেন ১৯৭১ সালে যা Word পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; শিরোনাম ছিল —

Dhaka University Institutional Repository

'Bengali Baby Talk: ১৯৭৮ সালে Bangla Academy Journal (vol. 6, No. 12, P. 83-102) এ পুনঃপ্রকাশিত হয়।

বাঙালী পরিবারে যখন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং বয়স কয়েক সপ্তাহ হলে পরিবারে শিশু-বুলি শুরু হয় এবং তা অব্যাহত থাকে যতদিন না শিশু নিপুণভাবে বয়স্কদের মত কথা বলতে শেখে। তাহলে শিশু-বুলি হল বয়স্কদের কথাবলার বৈচিত্র্য, বিশেষত মহিলাদের, যখন তারা শিশুর সাথে কথা বলে। অর্থাৎ শিশু যে উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে কথা বলে সেই উচ্চারণ বৈচিত্র্যে বয়স্করা শিশুর সাথে কথা বলার যে শৈলী প্রদর্শন করে তাই শিশু-বুলি। আফিয়া দিলের (১৯৭১) উক্ত গবেষণায় দেখা যায় যে বয়স্করা শিশুর সাথে কি ধরনের শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করে, বিশেষতঃ খাওয়ানো, ঘুমপাড়ানো প্রভৃতি পরিস্থিতিতে; তাছাড়া কি ধরনের প্রচলিত ছড়া (যেমন, আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা...) তারা ব্যবহার করে তারাও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এ গবেষণায় বিস্তৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। শিশু-বুলি শিশুকে ভাষা-অর্জনে সহায়তা করে। অর্থাৎ বয়স্করা শিশুর স্তরে নেমে শিশুকে বয়স্কদের স্তরে উন্নীত করার একটা মিথস্ক্রিয়া। আফিয়া দিলের (১৯৭১) পর এ বিষয়ে আর কোনো গবেষণা লক্ষ্য করা যায় না। বাঙালী শিশু-বুলি নিয়ে এটাই প্রথম গবেষণা।

পরবর্তীতে সময়ে মোহাম্মদ ফেরদাউস খান ও খাতেমন আরা বেগম যুগ্মভাবে 'শিশু' (১৯৮৫) নামে স্বল্প পরিসরের একটি পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকটিতে শিশুর সামগ্রিক বিকাশ ও শিশুর পরিচর্যা বিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত হয়েছে। শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে জোর দেয়া হয়েছে। তাছাড়া শিশুর ভাষা ও শিশু সাহিত্যের ভাষা বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এখানে শিশুর ভাষা অংশটি পূর্ববর্তী গবেষণা-কর্মটির (খাতেমন আরা বেগম ১৯৫৬) একটি অতি সরল সার-সংক্ষেপ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই পুস্তকটিকে পারিবারিক শিশু পরিচর্যার একটি আদর্শ পুস্তক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

মনিরুজ্জামান (১৯৮৫)-এর একটি প্রবন্ধের শিরোনাম 'শিশুর ভাষা' হলেও এটি শিশুর ভাষা-অর্জন বা শিশুর ভাষা বিকাশের তেমন কোনো তথ্য উপস্থাপিত হয়নি বরং এটি শিশু সাহিত্যের ভাষা কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করে তা শিশু সাহিত্যিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি নির্ধারক সংস্থাসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, ভাষাতাত্ত্বিকদের দ্বারা বাঙলা ভাষা অর্জন বিষয়ে গবেষণা ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। একবিংশ শতকে বাংলাদেশে মনোভাষাবিজ্ঞান ও তার অনুসঙ্গী প্রধান বিধা প্রথম-ভাষা অর্জন বিষয়ে গবেষণা প্রাধান্য পাবে এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
বাঙালী শিশুর প্রথম-ভাষা অর্জন : একটি মনোভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাঙালী শিশুর প্রথম-ভাষার উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

বাঙালী শিশুর প্রথম-ভাষা অর্জনের মনোভাষিক বিশ্লেষণে দু-ভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে :

এক. পরিবার কেন্দ্রিক শিশু ও

দুই. শিশু যত্ন কেন্দ্রে আগত শিশু।

এক. পরিবার কেন্দ্রিক শিশু

জন্ম-মুহূর্ত থেকে ৩৩ মাস বয়স পর্যন্ত ১১টি শিশু তাদের বয়সের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষিত হয়েছে। (শিশুদের পরিচিতি পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে)।

শিশু নির্বাচন

পারিবারিক শিশু নির্বাচনের বিষয়ে তেমন কোনো মাপকাঠি ছিল না; তবে এখানে শিশুর উপর গুরুত্বের চেয়ে তার পরিবারের সম্মতির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বেশী; অর্থাৎ যে পরিবারের সম্মতি পাওয়া গেছে সে পরিবারের শিশুকেই প্রস্তুত গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। তবে উক্ত শিশুর ভাষিক পরিবেশের উপর সতর্ক দৃষ্টিপাত রাখা হয়েছিল। প্রথম বৈঠকেই যে শিশুর ভাষিক পরিবেশ আঞ্চলিক বা উপভাষা প্রধান (dialectal) মনে হয়েছে সে শিশুর পারিবারিক সম্মতি সত্ত্বেও তাকে নির্বাচিত করা হয়নি। তাছাড়া শিশু নির্বাচনে শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং নির্বাচিত সকল শিশুই ছিল স্বাভাবিক বিকাশমান।

ভাষিক পরিবেশ

সকল শিশুর পরিবারের সদস্যগণ বিশেষতঃ বাবা-মা ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রমিত বাঙলা-ভাষায় সর্বদা কথপোকথন প্রচলিত ছিল। তাই বলা যায় শিশুদের ভাষা অর্জনের ভাষিক পরিবেশ ছিল প্রমিত কথ্য বাঙলা (SCB) ভাষার। পারিবারিক তথ্য ও ভাষিক পরিবেশ নির্ণয়ের জন্য যে প্রশ্নপত্রটি সরবরাহ করা হয়েছিল তা পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ভাষিক উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

পর্যবেক্ষণ স্থান ছিল স্ব স্ব শিশুর বাসার বিশেষতঃ ড্রইং রুম; শিশুদের কোলে নিয়ে, তার সাথে খেলাধূলায় অংশ নিয়ে অর্থাৎ শিশুর সাথে মিশে তার ভাষিক উপাত্ত তৎক্ষণাৎ নোটখাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিছু কিছু ভাষিক তথ্য বাবা-মা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গবেষককে একই বৈঠকে সরবরাহ করেছেন, তা সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ভাষিক উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপারে পূর্বনির্ধারিত নির্দিষ্ট কোন বিরতির

Dhaka University Institutional Repository

ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি। তবে প্রতিটি পরিবারের বাবা-মার সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে এবং প্রতিটি বাবা-মাকে একটি করে বাঁধাই করা খাতা (১০০ পৃষ্ঠা) সরবরাহ করা হয়েছে এবং প্রথম বৈঠকেই তাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে আপনাদের সন্তানটি যখন যে নতুন শব্দ ও বাক্য উচ্চারণ করে তখন তা লিখে রাখতে; প্রথমে সবাই উৎসাহ দেখিয়েছিলেন কিন্তু কয়েকদিন পরেই তাদের উৎসাহ একেবারেই দমে যেতে দেখা যায়। কাজটি তারা খুব সহজ মনে করেছিল আসলে কাজটি তা ছিল না বলে তাঁরা মন্তব্য করেন। কোনো পিতামাতাই তাদের সন্তানের ভাষিক আচরণ ও উপাত্তের লিখিত বর্ণনা দিতে সক্ষম হননি। তবে গবেষক যখন শিশুটির ভাষিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য গেছেন তখন সেই পিতামাতা কিছু তথ্য-উপাত্ত মুখে মুখে স্বউদ্যোগে অতি আগ্রহের সাথে সরবরাহ করেছেন যা পূর্বেই বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কেবল একটি শিশুর পিতা তার শিশুর (পূর্ণা) কিছু ভাষিক তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহকৃত খাতায় লিপিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

পর্যবেক্ষিত শিশুসমূহের উপস্থাপিত সকল ভাষিক উপাত্ত গবেষক নিজে বিভিন্ন বৈঠকে (সেশন) শুনেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। এভাবে শিশুর বাসায় নোট-খাতায় সংগৃহীত ভাষিক তথ্য-উপাত্ত প্রতিটি বৈঠকের পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রত্যেকটি শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণ ও ব্যবহারের প্রসঙ্গসহ বিস্তারিত বর্ণনা অভিসন্দর্ভের জন্য প্রস্তুত চূড়ান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কখনই একদিনে একাধিক শিশুর সাথে বৈঠক করা হয়নি।

পারিবারিক শিশুসমূহের ক্ষেত্রে ভাষিক তথ্য সংগ্রহের জন্য টেপরেকর্ডার ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছে তবে তথ্য-সংগ্রহে গবেষক একা হওয়ায় অর্থাৎ অন্য কোনো সহযোগী না থাকায় টেপরেকর্ডার ব্যবহার করা অত্যন্ত কঠিন ও তথ্য সংগ্রহ বিঘ্নিত হচ্ছে অনুভূত হওয়ায় তা বাদ দেয়া হয়েছে। কারণ সর্বদা শিশুর মুখের সামনে রেকর্ডার ধরে রাখা সম্ভব নয়, হাতে বা পাশে তা রেখে দিলে বার বার শিশুর মনোযোগ সেই রেকর্ডারের দিকে থাকে, তাছাড়া পাশে রেখে শিশুর সঙ্গে খেলছি শিশু দৌড়ে দূরে চলে গেলে বা ড্রইং রুম থেকে অন্য ঘরে গেলে তখন তার পিছনে পিছনে গিয়ে তৎক্ষণাৎ টেপরেকর্ডার দিয়ে তা রেকর্ড করা অতি কঠিন মনে হয়েছে। বরং রেকর্ডার ছাড়া স্বাধীন ভাবে শিশুর সাথে খেলে, দৌড়াদৌড়ি করে ফিরে এসে নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করা অনেক সহজ মনে হয়েছে। তাই টেপরেকর্ডার ব্যবহার থেকে বিরত থাকা হয়েছে। তবে একজন সহযোগীসহ শিশুর ভাষিক তথ্য সংগ্রহে টেপরেকর্ডার ব্যবহার সহজ হত বলে মনে হয়েছে; কেননা তখন শিশুকে পরিচালিত করত গবেষক আর টেপরেকর্ডারকে নিয়ন্ত্রণ করত তার সহযোগী।

দুই. শিশু যত্ন কেন্দ্রে আগত শিশু

ছায়ানীড় শিশু যত্ন কেন্দ্রে আগত শিশুদের মধ্যে ১২ জন শিশুর উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে ভাষিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। ভাষিক উপাত্ত সংগ্রহ বিষয়ে নিম্নে বিস্তারিত আলোকপাত করা হল —

Dhaka University Institutional Repository

ছায়ানীড়ের বিবরণ

'ছায়ানীড়' শিশু যত্ন কেন্দ্রটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২ নং কক্ষে অবস্থিত। এই কক্ষটির মোট দৈর্ঘ্য ৩৭ ফুট এবং প্রস্থ ২৫ ফুটপ্রায় কক্ষটি হার্ডবোর্ড দিয়ে দু'অংশে বিভক্ত— এক. শ্রেণীকক্ষ (১০ ×২৫), দুই. শিশুদের যত্ন, খেলাধূলা, ছবি আঁকার জন্য কক্ষ (২৪ ×২৫)।

দ্বিতীয় কক্ষেই পর্যবেক্ষণ পরিচালিত হয়েছে। এই কক্ষে আসবাবপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — শিশুদের বসার উপযোগী ছোট ছোট চেয়ার ৪০টি; বড় গোলটেবিল ৩টি (ছবি আঁকার সময় এক টেবিল ঘিরে ১০টি চেয়ার থাকে); দোলনা ২টি; কাঠের ঘোড়া ২টি; স্লীপার ১টি (উপর থেকে নীচে নামার খেলনা); স্টীলের আলমারী ১টি (অফিসের দলিল দস্তাবেজ ও আনুসঙ্গিক ব্যবহারের জন্য); ৩০টি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটি স্টীলের আলমারী-সদৃশ্য (wardrobe) যেখানে প্রতি প্রকোষ্ঠ (box) এক একটি শিশুর আনা পোশাক-টিফিন ইত্যাদি রাখার জন্য বরাদ্দ, অফিসের ব্যবহারের জন্য একটি চৌকোণ টেবিল, শিক্ষকদের বসার জন্য ৪টি চেয়ার, ১টি স্ট্যান্ড ফ্যান; তাছাড়া ৪টি সিলিং ফ্যান, ৫টি হোল্ডারে ১০টি টিউব বাল্বের ব্যবস্থা আছে তবে ৮টি বাল্ব ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে।

কক্ষটির পশ্চিম প্রান্তের প্রায় অধিকাংশ দেয়াল জুড়ে গাঢ় সবুজ বোর্ড (১৭ ×৭) যেখানে শিশুরা চক দিয়ে ছবি আঁকে কিংবা চক দিয়ে যে যার খেয়াল খুশি মত লিখতে ও এঁকে থাকে; বোর্ডের উত্তর দিকের দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো ঘোড়ার ছবি, সিংহের ছবি এবং বোর্ডের উপরে ফুল ও গাছপালার দু'টি ছবি। পূর্বদিকের হার্ডবোর্ডের দেয়ালে বিভিন্ন ছবি সম্বলিত পোস্টার আছে; যেমন, মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, গৃহপালিত পশু পাখি, বন্য পশু (দেশী), বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক, বাংলাদেশের ফুল, বিভিন্ন রকমের মাছ; উত্তর দিকের দেয়ালে হেলান দেয়া একটি পারটেক্স বোর্ডে শিশুদের আঁকা বিভিন্ন রকমের সুন্দর ছবিগুলো পিন দিয়ে গেঁথে রাখার ব্যবস্থা আছে।

ছায়া নীড়ে সার্বক্ষণিক তিনজন শিক্ষিকা; ১ জন নার্সারী পর্যায়ের শ্রেণী শিক্ষক, অন্য দু'জন শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিশুর সাথে খেলাধূলা, ছবি আঁকা, শরীর চর্চা, ছড়া বলা, বিভিন্ন শিশুদের বইয়ের ছবির সঙ্গে পরিচয় ও তৎসংক্রান্ত গল্প বলা প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকেন; সপ্তাহে এক দিন একজন গানের শিক্ষিকা আসেন এবং সকল শিশু এ ক্লাসে অংশ গ্রহণ করে থাকে।

এ ছাড়া আয়া আছেন দুই জন; তারা কখন্ কোন্ শিশুর কি প্রয়োজন তার দিকে লক্ষ্য রাখেন— যার যার টিফিন তাকে দেয়া, ছবি আঁকার সময় রঙ-পেন্সিল বের করে দেয়া, কেউ কাঁদলে কোলে নেয়া, কাউকে দোলনায় দোল দেয়া ইত্যাদি এবং তারা শিশুদের সঙ্গে খেলায় অংশ গ্রহণও করে থাকেন। সকল শিশুরা

Dhaka University Institutional Repository

তাদের সাথে মেশে এবং তাদের নাম ধরেই অধিকাংশ শিশু ডাকে তবে কেউ কেউ তাদের নামের শেষে আপু সম্বোধনাত্মক শব্দটি ব্যবহার করে (যারা উচ্চারণ করতে সক্ষম)।

একজন মহিলা সুইপার আছেন তিনি সর্বদা কক্ষের বাইরে বারান্দায় বসে থাকেন এবং শিশুদের টয়লেট সংক্রান্ত যাবতীয় দেখা-শোনা করেন।

ভাষা পরিস্থিতি

শিক্ষকগণ প্রমিত বাঙলা ভাষায় কথা বলেন। আয়া প্রমিত বাঙলা ও মাঝে মাঝে ঢাকার উপভাষা ব্যবহার করতে দেখা গেছে।

শিশু নির্বাচন

পর্যবেক্ষণের প্রথম দিন থেকেই শিশুদের সঙ্গে খেলতে খেলতে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলার সাথী হয়েছে, তদুপরি স্বাস্থ্যবান ও স্বাভাবিক বিকাশের, অনর্গল কথাবার্তা বলতে প্রয়াসী, চঞ্চল প্রকৃতির অর্থাৎ পুরো পরিবেশটাকেই যারা মাতিয়ে রাখে এমন শিশুদেরই ভাষিক তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে; তদুপরি কম চঞ্চল কথাবার্তায় ধীরগতি সম্পন্ন কিন্তু গবেষককে যথেষ্ট পছন্দ করেছে এবং গবেষকের কাছে কাছেই থেকেছে, খেলায় অংশ নিয়েছে, তাদের তথ্যও সংগৃহীত হয়েছে। প্রতিদিন শিশুদের উপস্থিতি গড়ে ২০ জন হলেও তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ৪-৫ জনের অনধিক শিশুর কাছ থেকে। শিশু যত্নকেন্দ্রে শিশুর পারিবারিক ভাষিক পরিবেশ নির্ণয়ের জন্য কোন সমীক্ষা পরিচালিত হয়নি বা তার সুযোগও ছিল না; তবে শিশু যত্ন কেন্দ্রে রক্ষিত শিশুর ভর্তি ফরম থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা নির্বাচিত সকল শিশুর পিতা-মাতা (উচ্চ শিক্ষিত); শিশু নির্বাচনের ব্যাপারে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে; তা হল — শিশুটির ব্যবহৃত ভাষা চলতি বাঙলা প্রধান নাকি আঞ্চলিক বাঙলা প্রধান; আঞ্চলিক বাঙলা ভাষা ব্যবহারকারী শিশুকে সচেতনভাবেই গবেষণা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। যাদের কাছ থেকে ভাষিক-তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাদের পরিচিতি পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ভাষিক উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহের প্রতিটি পর্বে (সেশন) ছায়ানীড়ে উপস্থিত সকল শিশুর সাথে তাদের খেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে; যেমন হাঁড়িপাতিল সাজানো, রান্নাবান্না, রান্নার পর তাদের সাথে খাওয়া; প্লাস্টিকের টুকরোসমূহ দিয়ে রেলগাড়ী তৈরী, ঘর-বাড়ী তৈরী, বোর্ডে ছবি আঁকতে সহযোগিতা, দোলনায় দোল দেয়া, স্লীপারে তুলে দেয়া ও তা থেকে নামতে উৎসাহ দেয়া, ঘোড়ায় তুলে দেয়া এমনকি মাঝে মাঝে নিজেকেই ঘোড়া সাজতে হয়েছে, শিশুরা পিঠে উঠেছে, কোলে উঠেছে এবং এভাবে তাদের সাথে একাত্ম হয়ে নির্বাচিত শিশুদের যেদিন যে উপস্থিত থেকেছে তার ভাষিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। শিশুরা গবেষকের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

কথা বলেছে, নিজেদের মধ্যে কথা বলেছে, শিক্ষকদের সাথে কথা বলেছে — বলার পরমুহূর্তে টেবিলে রাখা নোট খাতায় তা প্রায় সাথে সাথেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে টেবিলে রক্ষিত নোট খাতার কাছে আসতে আসতে ঠিক কি বাক্য উচ্চারণ করেছিল তা ভুলে গেলে তখন আর জোর করে মনে করার চেষ্টা না করে আবার তাদের সাথে খেলায় নেমেছি, এমনও হয়েছে শিশুদের কাছ থেকে ভাষিক তথ্য টেবিলে এসে লিপিবদ্ধ করার সময় দু'একজন শিশু পিছে পিছে ছুটে এসেছে, বলেছে— কি করো? কি লিখো? কি করছো? আমি তাদের আদর করে দিয়ে বলেছি 'তোমরা যাও, আমি একটু পরে আবার তোমাদের সাথে খেলবো, তারা চলে গেছে'; অনেক সময় শিক্ষকরা তাদের বাধা দিয়েছে, লেখার সময় আমার কাছে না আসতে। এভাবে তাদের নিজেদের মধ্যে সংলাপ, শিক্ষক ও গবেষকের সঙ্গে কথা ও সংলাপ সংগ্রহ করা হয়েছে।

পারিবারিক শিশুদের ক্ষেত্রে যে কারণে টেপ রেকর্ডার ব্যবহার থেকে বিরত থাকা হয়েছে ঠিক একই অসুবিধার কারণে শিশু যত্ন কেন্দ্রেও শিশুদের ভাষিক উপাত্ত টেপ রেকর্ডারে ধারণ করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য যে, এখানে একটি নতুন সমস্যা লক্ষ্য করা গেছে তা হল— চার-পাঁচ জন যখন কথা বলছে এবং তাদের পাশে বসে তাদের কথোপকথন টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড (১টি সেশন টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করা হয়েছিল) করার পর, পরে যখন ঐ ক্যাসেট শুনে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে তখন কোন্ শিশুর কণ্ঠ কোন্‌টি তা নির্ণয় করতে প্রায় ব্যর্থই হয়েছি বলা যায়। তবে এ সব ক্ষেত্রে দুই এক জন সহযোগী ছাড়া এককভাবে সফল হওয়া কঠিন। তাই টেপ রেকর্ডারে শিশুর ভাষিক উপাত্ত সংগ্রহের পরিকল্পনা পরিশেষে বাদ দিতে হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ প্রসঙ্গে

গবেষক ছায়ানীড়ে শিশুদের পর্যবেক্ষণ শুরু করেন ২২শে মে, ২০০০ সালে এবং তা অব্যাহত রাখেন ২২শে ফেব্রুয়ারী, ২০০১ সাল পর্যন্ত, মোট ৯ মাস; তন্মধ্যে পর্যবেক্ষণ দিন ছিল মোট ২৩ দিন, পর্যবেক্ষণ সময় ছিল মোট ৩৩ ঘন্টা ৪৫ মিঃ। পর্যবেক্ষণ পারিচালিত হয়েছে সাধারণত সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে। প্রতিদিনের পর্যবেক্ষিত তথ্য-উপাত্তকে এক একটি সেশনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট বিরতিতে তথ্য সংগৃহীত হয়নি বরং কখনো একদিন পর, কখনো সপ্তাহ, কখনো পক্ষকাল এমনকি কখন মাসের অধিককাল বিরতিতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং প্রতিবারে নির্বাচিত শিশুদের কেন্দ্র করেই তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে গবেষক সচেতন থেকেছেন।

উপর্যুক্ত বিস্তৃত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে বাঙালী শিশুর প্রথম-ভাষা অর্জনের ভাষিক উপাত্ত সংগ্রহে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও একই সাথে ভাষা-অর্জনের সাম্প্রতিক বহুল প্রচলিত cross sectional method বা সর্বাংশ পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙালী শিশুর প্রথম-ভাষার উপাত্ত সংগ্রহের সমস্যাসমূহ

বাঙালী পরিবার অতিথিপরায়ণ হলেও গবেষণা-পরায়ণ খুব একটা নয়। অপরিচিত কেউ পারিবারিক কোনো উপাদান বা বিষয় নিয়ে গবেষণা করবে বা করতে চায় শুনলেই তাদের হাস্যোজ্জ্বল মুখ কেমন যেন তৎক্ষণাৎ পাণ্ডুর হয়ে যায়। তবে গবেষক যদি বোঝাতে সক্ষম হয় যে এতে পরিবারের কোনো অসুবিধা হবে না তবে তাতে প্রথমে নিমরাজী জ্ঞাপন করে এবং গবেষণা শুরুর দু'এক দিনের মধ্যে যখন গবেষণার বিষয় সম্পর্কে পরিবারের ব্যক্তিবর্গ বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারে যে পরিবারের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না এবং ভবিষ্যতেও অনুরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নেই তখন ঐ পরিবারটি গবেষণামনস্ক হয়ে ওঠতে দেখা যায়। বাঙালী পরিবারে শিশুর ভাষা গবেষণায় যে অসুবিধা বা সমস্যাসমূহ পরিলক্ষিত হয়েছে তা নিম্নরূপ—

১. শিশু পরিবারের অতি আদরের; আর মা-বাবার কাছে তো সাত-রাজার ধন। সেই শিশুটির উপর গবেষণা! বিষয়টি প্রথম যখন শুনেছে তখন দেখা গেছে— কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিশুর বাবা-মা সহ পরিবারের সবাই এক বাক্যে রাজী হয়েছেন, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মা-বাবা রাজী কিন্তু দাদা-দাদী নিমরাজী; বাবা সম্মতি দিলেও মা সম্মতি দিতে দেরি করছেন আবার উল্টোটাও হয়েছে; এমনকি কোনো কোনো পরিবার সরাসরি না করে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, পর্যবেক্ষিত শিশুর পরিবারের সকল বাবা-মা আমার অতি পরিচিত ছিল বিধায় কেহই প্রথমে একেবারে অসম্মতি জানায়নি; তবে গবেষণাকাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে এমন উৎসাহ প্রথমে অনেকেই দেখায়নি, অনেকে প্রথমে নীরব থাকতে পছন্দ করেছেন। শিশুর ভাষা গবেষণায় পরিবারের উপর্যুক্ত মনোভাব গবেষককে প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করেছিল।

২. নির্বাচিত প্রতিটি পরিবারে যখন এক-দুই-তিন দিন গিয়ে তাদের শিশুটির সঙ্গে শুধুই খেলাধূলা করেছি এবং খেলাধূলার ফাঁকে ফাঁকে টেবিলে রক্ষিত নোট খাতায় ভাষিক উপাত্ত লিপিবদ্ধ করেছি তখন পরিবারের সবাই আমার গবেষণা কাজে সহযোগিতা করার জন্য বেশ উৎসাহ দেখিয়েছেন কারণ তারা ইতোমধ্যে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পেরেছেন এ গবেষণা তাদের শিশুর জন্য মঙ্গল জনক ও মানসিক বিকাশে সহায়ক কেননা তারা দেখেছেন শিশুটি গবেষকের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলছে আর গবেষক নিজে থেকে শিশুর উপর কোনো কিছু পরীক্ষণ (experiment) চালাচ্ছে না বরং শিশুর খেলায় সহযোগিতা করছে, বিভিন্ন রকমের খেলনা দিয়ে তাকে নিয়ে খেলছে; তাকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দোলনায় দোল দিচ্ছে, তাকে খাওয়ার সময় মাকে সহায়তা করছে, তার সাথে সারাক্ষণ কথা বলে যাচ্ছে; তখন পরিবারের

Dhaka University Institutional Repository

মা-বাবা বা অন্যান্য সদস্যরা গবেষককে শিশুর ভাষা গবেষক মনে না করে গবেষককে তাদের শিশুর সহযোগী বন্ধু বলে মনে করেছেন। কয়েকদিন পর পরিবারের সদস্যগণ নিশ্চিন্তে গবেষকের তত্ত্বাবধানে তাদের শিশুকে রেখে তারা তাদের সংসারের স্ব স্ব কাজে ব্যস্ত থেকেছেন, অথচ প্রথমে গবেষকের সঙ্গে পরিবারের কেউ না কেউ সর্বদা থেকেছে ও কি করা হচ্ছে তা অতি সতর্কতার সাথে তারা লক্ষ্য রেখেছিল।

৩. শিশুর সাথে প্রথম-পরিচয়ে সে সহজে কাছে আসতে চায়নি; বাবা-মা যখন প্রথমে তাদের শিশুকে নিয়ে গবেষকের কাছে এসেছেন তখন শিশুর হাত ধরে কিংবা চিবুক ধরে কিংবা মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেও সে দূরে সরে গেছে; লজ্জার ভাব তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে; মায়ের বা বাবার কোলে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। ফলে গবেষককে দীর্ঘক্ষণ শিশুর 'বাবা-মা'র সঙ্গে গল্প করতে হয়েছে এরই মাঝে মাঝে শিশুটি কাছে এসেছে, আবার দূরে সরে গেছে; বাবা-মার কাছাকাছি ঘোরাফেরা করেছে; এ সময়ে তার চোখে চোখ রাখতে (eye contact) বার বার চেষ্টা করা হয়েছে। যখন শিশুর চোখ সাবলীল হয়ে এসেছে, লক্ষ্য করা গেছে যে শিশু গবেষকের কাছে আসতে শুরু করেছে অর্থাৎ চোখ দিয়ে শিশু-শিকার খেলা বা বশ করা। শিশুকে বশে আনা সমস্যাপূর্ণ তবে শিশুর মনস্তত্ত্ব বুঝে গবেষক যদি শিশুসুলভ কথা ও আচরণ করতে সক্ষম হন তবে শিশুকে সহজেই বশবর্তী করা যায়। উল্লেখ্য যে এক শিশু গবেষককে এক পর্যায়ে এসে বাবা বলেও সম্বোধন করেছে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সামনে অনুরূপ সম্বোধনে বিশেষতঃ শিশুর মায়ের করুণ ও দ্বান্দ্বিক মূর্তি কল্পনা করা যায় লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন বটে। এতে গবেষকও বেশ লজ্জাবোধ ও অসহায়বোধ করেছেন।

৪. গবেষক পুরুষ বিধায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ বিশেষতঃ নারী-যুবতীদের প্রথম দিকে গবেষকের প্রতি আন্তরিকতাপূর্ণ মনোভাব ও আচরণের অভাব লক্ষ্য করা গেছে। তবে গবেষককে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই চারিত্রিকগুণে ও ভাষিক আচরণে তাদেরকে জয় করতে হয়েছে; যতদিন না তা সম্ভব হয়েছে ততদিন অন্যান্য কক্ষে গবেষকের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত থেকেছে। তাদেরকে জয় করা পুরুষ গবেষকের পক্ষে খুব সহজ ছিল না তবে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সে প্রকৌশল আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছিল এবং পরবর্তী যে কোনো পরিবারে যে কোন বয়সী নারী-পুরুষ সদস্যের সঙ্গে প্রথম বৈঠকই তাদেরকে জয় করার ক্ষমতা অর্জিত হয়েছিল। সেই প্রকৌশল বা ক্ষমতাটি তেমন কিছুই নয়, সেটা হল তাদের মনস্তত্ত্ব বুঝে তাদের অনুকূলে কথা বলা। হয়ত পুরুষ-গবেষকের সাথে একজন নারী-সহযোগী থাকলে এককভাবে পুরুষ-গবেষককে যে অসুবিধা ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা হয়ত প্রথমেই অতি সহজেই উত্তীর্ণ হতে পারা যেত।

৫. শিশুর সাথে সকল ধরনের আচরণে হ্যাঁ-সূচক জবাব ও ক্রিয়া প্রদর্শন করা জরুরী তা না হলে শিশুকে আয়ত্তে রাখা খুবই কঠিন ব্যাপার। সে কোনো কিছু ভাঙতে চাইলে, ফেলে দিতে চাইলে তাকে তা

Dhaka University Institutional Repository

করতে সহযোগিতা করতে হবে তা হলে সে খুবই খুশী হয় অর্থাৎ তার সঙ্গে তাল মেলাতে পারলেই তার প্রিয়পাত্র হওয়া যায়। আর একবার প্রিয় পাত্র হতে পারলেই, অনুরূপ কোনো কাজে তার সাথে তাল না মিলিয়ে তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে সক্ষম করে তোলা যায় যে এটা করা বা বলা ঠিক নয় তখন শিশু তা শোনে এবং তা মেনে নেয়। তাই আনেক সময় দেখা গেছে যে শিশু পিতা-মাতার কথা অমান্য করে কোন ক্ষতি বা লোকসানমূলক ক্রিয়াকর্মের জন্য তার পিতা-মাতা তা থেকে তাকে বিরত রাখার জন্য বা বিচার করার জন্য গবেষকের কাছে শিশুকে উপস্থাপন করেছেন। পরিবারের সদস্য না হয়ে শিশুর প্রিয়পাত্র হওয়া যে কি কঠিন একমাত্র যে হয় সেই জানে।

৬. শিশুদের সাথে বৈঠকে মিলিত হওয়ার পূর্বে প্রতি বারেই পিতা-মাতাকে টেলিফোনে যোগাযোগ করে শিশুর বাসায় উপস্থিত হতে হয়েছে। এতে দেখা গেছে কোনো দিন শিশুর পিতা বাসায় নেই তাই ঐদিন আর ঐ শিশুর বাসায় যাওয়া সম্ভব নয়; তবে সব নির্বাচিত পরিবারের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য ছিল না। কোনো দিন পরিবারের কেউ অসুস্থ; পরিবারে আত্মীয়-স্বজন এসে ভরে গেছে; কিংবা শিশুর পিতা-মাতার অন্যত্র আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ আছে; কোনোদিন শিশু নিজেই অসুস্থ ইত্যাকার সমস্যা মাঝে মাঝে গবেষককে হতাশ করেছে। বিরক্তির উদ্রেকও করেছে। প্রথম দিকে উক্ত বাধাসমূহ নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যবেক্ষণে অন্তরায় হওয়ায় পরবর্তীসময়ে পর্যবেক্ষণের নিয়মিত বিরতি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

৭. শিশু যে ভাষিক উপাত্ত যে মুহূর্তে প্রদর্শন করল তা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে এমনও হয়েছে যে গবেষক তা ভুলে গেছে কিংবা একটি বাক্য আংশিক মনে আছে, তখন তা জোর করে বা অনুমান করে না লিখে, পুনরায় উপাত্ত সংগ্রহ শিশুর সাথে মেতে উঠতে হয়েছে।

৮. শিশুর বাসা থেকে গবেষককে কিছু না খেয়ে কোনো দিনও শিশুর বাবা-মা আসতে দেয়নি; চা-নাস্তা তো ছিলোই অধিকন্তু কোনো কোনো দিন তাদের সাথে দুপুরের খাবারও খেতে হয়েছে; শত নিষেধ ও অনুরোধ সত্ত্বেও তা থেকে পরিবারের সদস্যগণ বিশেষতঃ বাবা-মাকে বিরত রাখা যায়নি। গবেষণা কাজে আতিথ্যগ্রহণ প্রথমে নিজের কাছে কিছুটা বিব্রতকর হলেও পরে এই আতিথ্যতাই গবেষককে শিশু ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের খুব কাছে এনে দিয়েছিল। আর এই অন্তরঙ্গতার কারণে প্রয়োজনে পরিবারের রান্না ঘরেও ঢুকার অনুমতি পাওয়া গেছে।

৯. শিশুর বাসায় প্রথম দিকে যাওয়ার সময় শিশুর জন্য চকলেট, চুইংগাম প্রভৃতি নিয়ে গেলে লক্ষ্য করা গেছে যে পরিবারের সদস্যগণ বিশেষতঃ মা তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পছন্দ করেননি: এর কারণ এমনও হতে পারে, তাদের শিশু যে ধরনের ও মানের চকলেট খায় এগুলো সে-ধরনের নয়। কিংবা অন্যের ক্রয়কৃত এ ধরনের জিনিসপত্রে তাদের আস্থা কম বা এগুলো খেলে শিশুর কোনো ক্ষতি হতে পারে এমন আশঙ্কাও হয়ত তাদের ছিল। তাই পরবর্তী সময়ে এ ধরনের জিনিস নেয়া থেকে বিরত থাকা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১০. শিশুর পিতা-মাতা ব্যতীত অন্যান্য সদস্য বিশেষতঃ দাদা-দাদী কিংবা নানা-নানী সম্পর্কের ব্যক্তিবর্গ গবেষককে একজন শিশু বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রথমে মনে করেছেন; তারা তাদের আদরের নাতি-নাতনিদের আচরণের বিবরণ দিয়ে বলেছেন এমনটি করে কেন; বা কখনো পর্যবেক্ষণকালে বলেছেন– আপনার কি মনে হয় আমার নাতিটি/নাতনিটি বড় হলে প্রতিভাবান হবে কিংবা এখন থেকে কিভাবে বড় করলে সে বড় হয়ে বড় ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে? পারিবারিক শিশুর ক্ষেত্রেই নয় ছায়ানীড়ে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের প্রায় ৫ বছরের শিশু (ছেলে) তখনও কথা বলা অর্জন করেনি, কারো সাথে মিশে একত্রে খেলাও করে না, কোনো কিছুতে বাধা দিলে মুখে 'আ' বলে চিৎকার করে, তাকে ডাকলে সাড়া স্বরূপ চোখ ফেরায় না– শিশু বিশেষজ্ঞ autism হিসেবে চিহ্নিত করেছেন– শিশুর মা উচ্চ শিক্ষিত, প্রতিদিন ছায়ানীড়ে তাকে নিয়ে আসেন তাকে শিশু-সঙ্গ দেয়ার জন্য, প্রথম দিনেই তিনি তার সন্তানের আচরণের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে গবেষকের কাছে কোনো সমাধান আছে কি না জানতে চেয়েছিলেন। যদি কিছু করা সম্ভ হত, তার কতই না খুশী হতেন। সত্যিই এ ধরনের পরিস্থিতিতে গবেষক নিজের কাছে অসহাবোধ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙালী শিশুর প্রথম-ভাষার ভাষিক উপাত্ত ও প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা

শিশুর প্রাক-ভাষাতাত্ত্বিক বিকাশ: কান্না ও ধ্বনি পর্যায় (০-৬ মাস)

শিশুর জন্ম-মুহূর্ত থেকে প্রথম-শব্দ উচ্চারণ পর্যায়ের পুর্ব পর্যন্ত সময়কে প্রাক-ভাষাতাত্ত্বিক পর্যায় হিসেবে অবহিত করা হয়। তবে এ পর্যায়ে আধোবুলি পর্বের (৬+ মাস) পূর্বাবস্থাকে শিশুর প্রাক-ভাষাতাত্ত্বিক বিকাশের 'কান্না ও ধ্বনি' পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

শিশু জন্ম-মুহূর্তে কেঁদে ওঠে; একে সুতীব্র চীৎকারও বলা যায়। শিশুর এই প্রথম-কান্নায় স্বরধ্বনির প্রলম্বন লক্ষ্যণীয়। শিশুর এই প্রথম কান্না সম্পর্কে কবি-সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্ত্বিকগণের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। কবি-সাহিত্যিকেরা কল্পনার রঙে তার ছন্দবদ্ধ, বাক্যবদ্ধ দার্শনিক ব্যাখ্যা-বর্ণনা দিতে আগ্রহী, অন্যদিকে ভাষাতাত্ত্বিকেরা তার শরীরতত্ত্বীয়, মনোবৈজ্ঞানিক, মনোভাষাবৈজ্ঞানিক, বস্তুনিষ্ঠ বিচার বিশ্লেষণে সচেতনভাবে মনোযোগী। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচিত হল।

সাহিত্যিক ধারণা

বাঙলা সাহিত্যে শিশুর কান্নার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দুর্লভ তবে শিশুর প্রথম-কান্না কবি-সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি যে একেবারেই এড়িয়ে গেছে তা বলা যায় না। কবি গোলাম মোস্তফা (১৩২৯) শিশুর প্রথম-কান্নার এক হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি তা বিবৃত করেন এভাবে যে "শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে অতি দুর্বল, অতি কোমল। সে যেন জমাট বাঁধা খানিকটা পবিত্রতা; সে যেন আকাশের শিশু, তারারা যেন তার ভাই, খেলা করতে করতে পথ ভুলে গিয়ে সে যেন এ বিশ্বমায়ের কোলে আশ্রয় নিয়েছে। কতকালের চেনা ঘর সে ফেলে এসেছে, তাই যেন তার এ অজানা অচেনা নতুন দেশে মন টিকেনা ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে কেঁদে বলে– 'কোথায় আসলাম! ওগো আমি কোথায় আসলাম?'[১] (চলতিরীতি) শিশুর প্রথম-কান্নার সাহিত্যিক-কল্পনা যুক্তিবাদী মনকেও নাড়া দেয়; মন বলে ঠিকই তো! মন মেনে নিতে চায়, যদিও এতে কোনো যুক্তি নেই, বৈজ্ঞানিক প্রমাণের কোনো অবকাশ নেই। আবেগ-অনুভূতি সম্পন্ন মানুষের এ এক রহস্যময় অনির্ণিত বৈশিষ্ট্য। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'ছাড়পত্র' কবিতায় জন্মমুহূর্ত কান্নাকে 'চীৎকার' বলে অবহিত করেছেন — এই চীৎকারের অন্তর্নিহিতভাব ব্যক্ত করেছেন কাব্যিক-কল্পনায় যেখানে ধ্বনিত হয়েছে পরিবেশ-পরিজন তথা রাষ্ট্রের কাছে শিশুর অধিকার। কবি শিশুর কান্নার যে দার্শনিক বর্ণনা তুলে ধরেছেন তা তাঁর ভাষায়—

[১] গোলাম. মোস্তফা (১৩২৯ বঙ্গাব্দ): শিশুর শিক্ষা। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা : পঞ্চম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলিকাতা, পৃঃ ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

"যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম :
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চীৎকারে।
খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত
উত্তোলিত, উদ্ভাসিত
কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়।
সে ভাষা বোঝে না কেউ,
কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার[২]।"

জন্ম-মুহূর্তে শিশুর মুষ্টিবদ্ধ হাতের প্রতিজ্ঞা যাইহোক না কেন, এটা সদ্য-আগত শিশুর শরীরতত্ত্বের বিষয়; তাছাড়া শিশুর কান্নাসহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের একটি ভাষার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে-ভাষা কেউ বোঝে না। তাই তার চারপাশের পরিজনেরা শিশুর এ দুর্বোধ্যভাষা শুনে কেউ হাসে, কেউ তিরস্কার করে; এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে শিশুর জন্য তাদের গভীর মমত্ববোধ, আত্মিক-সম্পর্ক। তাই তার পরিজনেরা তাদের শিশুর এই ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষমতাকে তাদের ভাষায় উন্নীত করার প্রক্রিয়ায় অবতীর্ণ হয়।

কবি-সাহিত্যিকেরা শিশুর আগমন ও তার কান্নাকে এ সমাজে তার অধিকার প্রতিষ্ঠার একটা ইঙ্গিত স্বরূপ দেখেছেন এবং সমাজ জীবনের সকল প্রপঞ্চ শিশুকে আয়ত্ব করানোর সহযোগিতামূলক মানসিকতাকে ইতিবাচক প্রভাবে প্রভাবিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এতদ্ব্যতীত, শিশুর কান্না নিয়ে আর তেমন কোনো সাহিত্যিক ধারণা কোথাও পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিশু বিষয়ক কবিতার সমাহার গ্রন্থ 'শিশু'-র প্রথম কবিতা 'জন্মকথা'। এ কতবিতায় শিশুর জন্ম রহস্য বিষয়ে কবি মায়ের দেহ-মন-তনু-র যে আবেগ মিশ্রিত পৌরাণিক ও দার্শনিক প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন তা সত্যিই সকল পাঠক-গবেষককে বিস্মিত করে বটে; কিন্তু শিশুর প্রথম-কান্নার কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। শিশু বিষয়ক অন্যান্য কবিতাগুলোতে হাসি, খেলা ইত্যাকার বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা থাকলেও কান্না খুব একটা স্থান পায়নি। কাজী নজরুল ইসলামের শিশু-সাহিত্যেও প্রথম-কান্না বা কান্নার বর্ণনা দুর্লভ।

ভাষাতাত্ত্বিক ধারণা

"শিশু-জীবনের প্রথম বছরটি হচ্ছে প্রাক-ভাষাতাত্ত্বিক কাল এবং এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শিশু স্বাভাবিকভাবে শব্দ উৎপাদন করতে সক্ষম হয় না। শিশুর ভাষা-অর্জনের তত্ত্বের অংশ হিসেবে এটি পর্যেষিত হয় এবং প্রাক-ভাষাতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিকাশের মধ্যে যে সংযুক্তি বা সংযোগ তা প্রতিষ্ঠাই মূলতঃ এই প্রাক-ভাষাতাত্ত্বিক বিকাশ পর্যেষণার লক্ষ্য'[৩]। এই প্রাক-ভাষাতাত্ত্বিক পর্যায়ে স্থূল অর্থে বিশ্লেষিত হয় – কান্না, একক ধ্বনি, আধোবুলি।

---

[২] প্রশান্ত, ভট্টাচার্য (১৩৮৯) : সুকান্ত-সমগ্র। সারস্বত লাইব্রেরী, পঞ্চদশ মুদ্রণ, কলিকাতা, পৃঃ, ২৫।

[৩] Malmkjaer, Kirsten (1991) : The Linguistics Encylopedia. Rontledge, London. Reprinted, 1996, P. 242.

Dhaka University Institutional Repository

শিশু জন্ম-মুহূর্তে কাঁদতে অর্থাৎ ধ্বনি সৃষ্টি করতে সক্ষম কারণ শিশুর 'অন্তঃকর্ণ জন্মের সময়ই পূর্ণ গঠিত ও বিকশিত থাকে এবং ধারণা করা হয় যে মাতৃ-গর্ভেই শিশু শুনতে সক্ষম'[৪]। শিশুর প্রথম কান্না সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক এম এম লেউইস (১৯৩৬)-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন–

> 'The very first cry that we hear is merely a sign that the child has begun to breathe. The centres which control respiration are stimulated. As the child breathes, the passage of air through the vocal organs produces a characteristic sound which has the phonetic quality of a or ɛ.'[৫]

তাই বলা যায় — জীবতাত্ত্বিক এই কারণসমূহ শিশুকে তার প্রথম-কান্না বা ধ্বনি সৃষ্টিতে সক্ষম করে তোলে। আর শিশুর 'এই জন্ম-মুহূর্তের কান্না তার জীবনে ধ্বনির গুরুত্বকেই বিঘোষিত করে'[৬]। তাছাড়া এই 'কান্না থেকেই প্রাথমিক শব্দসমূহ সাধিত হয়'[৭] এমন ধারণাও করা হয়। শিশু যতক্ষণ না শব্দ-পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় ততক্ষণ সে তার কান্নাকে ভাষার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, ' শিশুর নিজের এবং তার সামাজিক পরিবেশের মধ্যে কান্না দ্রুত একটি মূখ্য হাতিয়ারে পরিণত হয়ে ওঠে, তবে খাদ (defects) হচ্ছে প্রাথমিক কথনের ভিত্তি যে কান্না তা স্বীকৃতির ব্যর্থতাই শিশুর ভাষাতাত্ত্বিক বিকাশের পর্যেষণার প্রধান অসুবিধা'[৮]। তবে শিশুর ভাষাতাত্ত্বিক বিকাশের পূর্বাবস্থা হিসেবে যখন প্রাক-ভাষাতাত্ত্বিক বিকাশের একটি স্তর ইতোমধ্যেই স্বীকৃত তখন ভাষাতাত্ত্বিক এম এম লেউইস (১৯৩৬)- এর উক্ত ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে কান্নাই প্রাথমিক কথনের সূত্রপাত।

ক্লার্ক এণ্ড ক্লার্ক (১৯৭৭) শিশুর ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কান্না চিহ্নিত করণের ব্যাপারে বলেন — 'শিশু তার প্রথম দিনের কান্নার ধ্বনির পর শীঘ্রই সে তার ধ্বনিভাণ্ডারে ভিন্ন ধরনের কান্নার ধ্বনির সংযোগ ঘটায়; যেমন cooing ধ্বনিসমূহ'[৯]। 'শিশু cooing ধ্বনি তিন মাস বয়সে উৎপন্ন করে যা velar ব্যঞ্জন ও উচ্চ স্বরধ্বনির সমন্বয়'[১০]। তিন মাসের পূর্বের পর্যায়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করতে দেখা যায় –

> 'This stage is characterized by a majority of 'reflexive' vocalizations, such as cries, wheezes, conghs and burps: ...In addition, some nonreflexive vowel-lie sounds occur.'[১১]

---

৪ Ibid, p. 242.

৫ Lewis, M.M. (1936) : Infant Speech : A study of the Beginnings of Language. Routledge & Kegan paul ITD. London. p.21, Reprinted 1951.

৬ Cruttenden, Alan (1979) : Language in Infancy and Childhood. Manchester University Press, Manchester. p.1.

৭ Piaget, Jean (1926) : The Language and Thought of the Child. Routledge & Kegan Paul Ltd. London. Reprinted 1952, p.3.

৮ Lewis, M.M. (1936) : Infant Speech : A Study of the Beginnings of Language. Rontledge & Kegan Paul Ltd. London, Reprinted 1951, p. 7.

৯ Clark, Herbert H. & Clark, Everv, (1977) : Psychology and Language : An Introduction to Psycholinguistics. Harcourt Brace Jovanovich, Ine., New York, P. 389.

১০ Malmkjaer, Kirsten, (1991) : The Linguistics Encyclopedia. Routledge, London. P. 242.

১১ Asher, R.E. (1994) : The Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol-1, Pergamon Press, Oxford. P. 294.

Dhaka University Institutional Repository

'তিন থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে পিতামাতারা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন কেননা এ সময়ে কান্নার কোনো প্রসঙ্গ থাকে না এবং Pain, hunger ও surprise- এর কান্না পৃথক করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে । সাত-আট মাস বয়স থেকে পিতা-মাতা সঠিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির কান্না সনাক্ত করতে সক্ষম হন; যেমন — অনুরোধের কান্না, আনন্দের কান্না, ক্ষুধার কান্না এবং বিস্ময়সূচক কান্না।[১২] কান্নার প্রকৃতি নিয়ে তেমন মতানৈক্য দেখা না গেলেও বয়সের ব্যাপারে মতভেদ লক্ষ্যণীয়। পি এইচ উলফ (1969) শিশুর প্রাক-ভাষাতাত্ত্বিক বিকাশ পর্যায়ের কান্না ও অন্যান্য উচ্চারিত ধ্বনিসমূহের ইতিবৃত্তসহ এক অসাধারণ বিশ্লেষণী গবেষণায় 'শিশুর প্রথম দু'সপ্তাহ বয়সের মধ্যে তিন ধরনের কান্না চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। সেগুলো হল —

১. প্রধান কান্না বা ক্ষুধাজনিত কান্না— ক্ষুধা পেলে বা ক্ষুধার্ত হলে শিশু যে কান্না প্রদর্শন করে। এ কান্না অর্ধ-সেকেন্ড পর পর খানিক বিরতি দিয়ে চলে যা ছন্দময়।

২. ব্যথাজনিত কান্না - প্রায় চার সেকেন্ড পর পর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ অকস্মাৎ ঘোষ শ্বাসত্যাগের কান্না।

৩. জেদী-কান্না বা প্রতিবাদী কান্না –কোনো কিছু শিশুর কাছ থেকে কেড়ে নিলে বা জোর করে ছিনিয়ে নিলে অনুরূপ কান্না শুরু করে। এ কান্না ক্ষুধাজনিত কান্নার মতই তবে এ কান্নায় ঘৃষ্ট ব্যঞ্জনের আভাস পাওয়া যায়।

তাছাড়া শিশুর তৃতীয় সপ্তাহ পরে আর এক ধরনের কান্না চিহ্নিত করতে সক্ষম হন; সেটি হল— মেকি কান্না বা বায়নাজনিত কান্না। শিশু কোনো কারণ ছাড়াই শুধু অন্যের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এরূপ কান্না প্রদর্শন করে ।

এই সময়ে কান্নার উপজাত (by-product) হিসেবে কিছু বিভাজ্য ধ্বনি (segmental) লক্ষ্য করা যায়। সেগুলো সাধারণতঃ গ্লটিসজাত স্পর্শধ্বনি বা স্বররন্ধ্রীয় স্পর্শধ্বনি, গ্লটিসজাত ঘৃষ্টধ্বনি, গ্লটিসজাত ঘর্ষণজাত ধ্বনি, এবং ওষ্ঠ্যজাত ধ্বনি। এছাড়া দুধ-পান/স্তন-পান কালে এক ধরনের ধ্বনি লক্ষ্যণীয় যা কাকুধ্বনি (click sounds) হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।[১৩]

শিশু-ভাষা গবেষণার অগ্রপথিক C & W stern (1907, 1928) কান্নার পৃথকীকরণ সম্পর্কে বলেন — 'শিশু কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অন্যান্য অস্বস্তিমূলক উচ্চারণসমূহ থেকে ক্ষুধাজনিত কান্না পৃথক করা সম্ভব এবং এ বিষয়ে তিনি প্রিয়ের (১৮৮২), মজের (১৯০৬), ও'সী (১৯০৭) (O'shea, 1907), হোয়ের (১৯২৪) এবং সি. বুলার (১৯৩০) – এর সাথে একমত প্রকাশ করেন। তবে বিভিন্ন অবস্থার সাথে সম্পর্কিত উচ্চারণসমূহের মধ্যে যে পার্থক্য তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে অধিকাংশ পর্যবেক্ষকই সক্ষম হননি। একমাত্র' হোয়ের বলেন— সাধারণ অস্বস্তিমূলক কান্না ক্ষুধার কান্নার চেয়ে অধিক নাসিক্য প্রধান; বুলার দুধ-পান/স্তন-পানের সময় শিশুর বৈচিত্রময়তার কিছু কথা বলেন। তবে এটা নিশ্চিত যে শিশুর বিভিন্ন ধরনের কান্না অথবা বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়ার অবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ করা খুবই কঠিন।[১৪]

---

১২ Clark, Herbert H. & Clark, Eve V. (1977) : Psychology and Language : An Introduction to psycholinguistics. Harcourt Brace Javanovich, Ine, New York, P. 389.

১৩ Cruttenden, Alan (1979) : Language in Infancy and Childhood. Manchester University Press. Manchester. P.1-2.

১৪ Lewis. M.M. (1936): Infant Speech : A Study of the Beginnings of Language. Rentledge & Kegan Paul Ltd. London P. 22.

Dhaka University Institutional Repository

এম এম লেউইস (১৯৩৬) শিশুর ভাষা গবেষণায় এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী অনুরূপ গবেষণাসমূহ এবং নিজের পর্যবেক্ষণের তথ্য সমন্বয়ে সমৃদ্ধ গবেষণায় শিশুর ভাষা অর্জনের বিভিন্ন বিধার তথ্য-বহুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন যা অনন্য ও প্রশংসনীয়। তিনি শিশুর কান্না তথা অন্যান্য ধ্বনির যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাষাতাত্ত্বিক বর্ণনা দেন তা অনুরূপ কোনো গবেষণায় এখনও দুর্লভ। তিনি C. & W. Stern (১৯২৮)-এর সাথে একমত হন তিনি এ বিষয়ে বলেন — 'জন্মের কিছুকাল পরপরই শিশু দু'টি সাধারণ কার্যকরী অবস্থার মধ্যে অবস্থান করে :

১. অস্বস্তিকর অবস্থা — বৈশিষ্ট্যসূচক অভিব্যক্তিপূর্ণ কান্নায় তা প্রতীয়মান হয়।

২. অভিন্ন অবস্থা -এ অবস্থায় শিশু চুপচাপ বা নীরব থাকে।

কয়েকমাস পরে আরো কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়; যা শিশু তার অস্বস্তি ও স্বস্তিকর অবস্থায় বৈশিষ্ট্যসূচক কিছু উচ্চারণসহ প্রকাশ করে থাকে।[১৫]

এম এম লেউইস (১৯৩৬) তাঁর গবেষণায় পর্যবেক্ষিত শিশু 'K'- এর ভাষা অর্জনের তথ্য-উপাত্ত থেকে প্রাক-ভাষাতাত্ত্বিক বিকাশ অর্থাৎ কান্না, অস্বস্তি ও স্বস্তিমূলক ধ্বনিসমূহের এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন যা নিম্নে উপস্থাপিত হল —

বয়স	অস্বস্তিকর অবস্থায়		স্বস্তিকর অবস্থায়	
	ধ্বনি	উচ্চারণকাল	ধ্বনি	উচ্চারণকাল
১৪ দিন	ɯɛ uɛ, ɛ, a, ua, lɛ	কান্না	—	—
১ মাস ১০ দিন	—	—	ga	খাওয়ানোর পর
১ মাস ১১-১৩ দিন	le, lɛ, la, ne, nɛ na, ŋɛ, ŋɛ, ŋa	কান্না ও স্নানকালে	—	—
২ মাস ২ দিন	ɛ, ũ ɛ, ŋɛ, lɛ ũa ,ŋɛ, *ja* , *la*	অস্বস্তির ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে	g r	খাওয়ানোর পর
২ মাস ১২ দিন	ŋ gɛ̃, nɛ̃	কান্না	—	—
২ মাস ২০ দিন	—	—	ɛɛɛɛ, gɛ gɛ	খাবার পর
৩ মাস ১২ দিন	নতুন কোনো ধ্বনি পর্যবেশিত হয়নি		আধ-বুলি স্বরতরঙ্গ ও সুরের বৈচিত্র্যসহ	খাবার পর
৪ মাস	নতুন কোনো ধ্বনি পরিলাক্ষিত হয় না		আধ-বুলি, উপরোক্ত ধ্বনিসমূহের পুনরাবৃত্তি	খাবার পর[১৬]

[১৫] Ibid. P. 21.

[১৬] Ibid. P. 271-272.

জার্মান শরীরতত্ত্ববিদ প্রিয়ের (১৮৮২) তাঁর পুত্রের প্রথম তিন বছরের ভাষা-বিকাশের সুবিস্তৃত নথিবদ্ধ বর্ণনা করেন যা ভাষা-বিকাশের পাশাপাশি পেশীজ-বিকাশের বর্ণনাও বিদ্যমান। এই গবেষণা-কর্মটি এইচ ডব্লিউ ব্রাউন কর্তৃক ১৮৮০-১৮৯০ সালের মধ্যে নিউইয়র্ক থেকে 'The Mind of the Child' শিরোনামে ইংরেজীতে অনুদিত হয়। এই গবেষণার কর্মে শিশুর প্রাক-ভাষাতাত্ত্বিক বিকাশ অর্থাৎ অস্বস্তি ও স্বস্তিমূলক ধ্বনি ও কান্নার যে সাংশ্রয়িক উপাত্ত পাওয়া যায়; তা নিম্নরূপ —

বয়স	অস্বস্তিকর অবস্থায়		স্বস্তিকর অবস্থায়	
	ধ্বনি	উচ্ছারণের স্বরূপ	ধ্বনি	উচ্ছারণের স্বরূপ
১ম মাস ০ দিন	*uä*	কান্না	—	—
১ম মাস ১৫ দিন	—	—	amma	স্বস্তিকর অবস্থায়
২ মাস ০ দিন	—	—	örrö, ärrä	"
২ মাস ৮ দিন	ma	কান্না	—	—
২ মাস ৯ দিন	nei nei	কান্না	—	—
২ মাস ১০ দিন	—	—	la, aho, ma	"
২ মাস ২০ দিন	*nä, näi – n*	অস্বস্তি ও ক্ষুধা	—	—
২ মাস ২২ দিন	—	—	habu	স্বস্তিকর অবস্থায়
৩ মাস ০ দিন	—	—	a-i,uão, äoä,äaa, oäo	স্বস্তিকর অবস্থায়
৩ মাস ১৪ দিন	löna	কান্না	ntö, ha	স্বস্তিতে
৩ মাস ২১ দিন	∫ *nannana*, nä̃ - nä̃, *nanna*	প্রত্যাখ্যানকালে	—	—
৪ মাস ০ দিন	*uä, amme – a*	তীব্র চিৎকার বা আর্তনাদকালে	—	—
৫ মাস ০ দিন	—	—	k, gö, kö	হাই তোলার সময়
৬ মাস	mä, uä, lä, p	কান্না খুবই কম; আর্তনাদকালে	örrö p	-স্বস্তিকর অবস্থায় -খুবই কম;স্বস্তির সময়[১৭]

[১৭] Ibid. P. 265-266.

Dhaka University Institutional Repository

C. and W. stern (১৯০৭. ১৯২৮). তাঁদের গবেষণায় শিশুর কান্না, ও অন্যান্য ধ্বনিসমূহ অর্থাৎ প্রথম-শব্দ অর্জনের পূর্বে যে ভাষাতাত্ত্বিক বিকাশ পর্যবেক্ষণ করেন, তা নিম্নরূপ —

বয়স	অস্বস্তিকর অবস্থায়		স্বস্তিকর অবস্থায়	
	ধ্বনি	উচ্চারণের স্বরূপ	ধ্বনি	উচ্চারণের স্বরূপ
প্রথম কয়েক দিন	ähä. ä	কান্না	—	—
১ মাস ১৪ দিন	—	—	krä krä	খাবার পর
২ মাস ০ দিন	—	—	erre, ähä	খাবার পর বা খেলার পর
৭ মাস ১৪ দিন	—	—	rrr (আলজিহ্বা)	আনন্দের সময়
৮ মাস ০ দিন	—	—	p	স্বস্তির সময় এমন উচ্চারণ করে তবে সন্দেহাতীত নয়।
৮ মাস ১৪ দিন	—	—	ä, a	স্বস্তির সময় [১৮]

তাছাড়া হোয়ের (১৯২৪) দেখিয়েছেন যে তাঁর পর্যবেক্ষিত শিশু জন্মের কিছুক্ষণ পরের কান্নায় যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে তা হল — ä, ১১-তম দিনের কান্নায় uä, uâ এবং তিন মাসের কান্নায় m ধ্বনি। এছাড়া ২১-তম দিনে ক্ষুধাজনিত ধ্বনি ä, ব্যথাজনিত ধ্বনি uä (নাসিক্য) এবং অস্বস্তির জন্য mää (নাসিক্য) ধ্বনির কথা উল্লেখ করেন। [১৯]

[১৮] Ibid. P. 267-268.

[১৯] Ibid. P. 269.

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালী শিশুর প্রাক-ভাষাতাত্ত্বিক বিকাশ : কান্না ও ধ্বনি পর্যায়

শিশু-ভাষা গবেষক খাতেমন আরা বেগম (১৯৫৬) বাঙালী শিশুর বাঙলা ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়াটি জন্ম-মূহূর্ত থেকে পর্যবেক্ষণ করলেও চার মাস পূর্বের কোনো তথ্য-উপাত্ত বা বর্ণনা উপস্থাপন করেননি। তিনি শিশুর কান্নার কোনো প্রসঙ্গ বা বর্ণনা দেননি। তাঁর গবেষণায় বাঙালী শিশুর প্রাক-ভাষাতাত্ত্বিক বিকাশের যে তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ —

শিশু–১ :	বয়স	ধ্বনি
	৪ মাস	আ, আউ, আও,
	৫ মাস	এ-এ, ওঁ-ওঁ-ওঁ, বু-উ-উ
	৬ মাস	বা-আ-আ, মা-আ-আ, অম্-মা

শিশু – ২ :	বয়স	ধ্বনি
	৪ মাস	আ-উ, ও, ও-ও,
	৫ মাস	আ-উ-উ, বা-আ-আ
	৬ মাস	এ-এ-এ, বু-বু-উ-উ

শিশু – ৩ :	বয়স	ধ্বনি
	৪ মাস	আ, আ-উ
	৫ মাস	আ-ও, বু-ই-ই, বা-আ-আ
	৬ মাস	অম্-মা, বু

শিশু – ৪ :	বয়স	ধ্বনি
	জন্ম-মুহূর্ত - ৬ মাস	আ, আ-আ, উ-উ-উ[২০]

দেখা যাচ্ছে যে, বাঙালী শিশু তার প্রাক-ভাষাতাত্ত্বিক বিকাশের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ প্রথম ৬ মাসের মধ্যে যে ধ্বনিসমূহ অর্জন করে; তা হল— আ, আ-আ, আ-উ, আ-উ-উ, আ-ও, উ-উ-উ, এ-এ, এ-এ-এ, ও, ও-ও, ওঁ-ওঁ-ওঁ, বা-আ-আ, বু-উ-উ, বু-বু-উ-উ, বু, অম্-মা, মা-আ-আ। স্পষ্টতঃ যে শিশুর প্রথম স্বরধ্বনিটি /আ/, তারপর দ্বি-স্বরধ্বনিস্তর পেরিয়ে ব্যঞ্জন ধ্বনি পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়, আর ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহের প্রথম পর্যায়ে যে ব্যঞ্জন ধ্বনি অর্জন করে তা হল — /ব/, /ম/।

---

[২০] Begum. Khataman Ara (1956) : The Language Development of Children. Institute of Education and Research, University of Dhaka, First Published 2001, PP. 14, 26, 33, 38.

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষকের পর্যবেক্ষণ

বাঙালী শিশুর জন্ম-মুহূর্তের কান্নায় যে ধ্বনিসমূহ লক্ষ্যণীয়, তা হল শিশু — /ওঁয়া / , / উঁয়া/ দ্বি-স্বরধ্বনিগুলোর প্রলম্বন। জন্মমুহূর্তের কান্নায় শুধু /ওঁয়া / ধ্বনির প্রলম্বন নাকি শুধু/ উঁয়া / ধ্বনির প্রলম্বন তা নিয়ে মতানৈক্য আছে। তবে পিতা-মাতাদের অধিকাংশই / ওঁয়া / ধ্বনির পক্ষে মত পোষণ করেছেন। গবেষক দু'টি শিশুর (প্রত্যয়, অরিত্র) জন্ম-মুহূর্তের কান্না পর্যবেক্ষণ ও পর্যেষণার প্রস্তুতি নিলেও তাতে ব্যর্থ হন কারণ প্রসব-কক্ষে গবেষকের প্রবেশ নিষেধ ছিল। তাছাড়া প্রসবের পূর্ব-মুহূর্তে পরিবারের সদস্যগণ উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত থেকেছেন এবং গবেষকের উপস্থিতি 'উদ্দেশ্যের কারণে" তাঁদের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়েছে; শিশুর কান্না যে গবেষণার বিষয় হতে পারে এ নিয়ে অনেক পারিবারিক সদস্যই দ্বিধান্বিত মনোভাব প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, জন্ম-মুহূর্তের ১৫ দিন পূর্বে কোনো শিশুর সাথে সাক্ষাৎ করতে ব্যর্থ হয়েছেন গবেষক; তাও পারিবারিক নিষেধের কারণে। ১৫ দিন পর তাদের (প্রত্যয় ও অরিত্র) কান্না শুনতে সক্ষম হই — যেখানে / ওয়া/,/ ওঁয়া / ধ্বনির প্রলম্বন লক্ষ্য করেছি।

শিশুর ১ থেকে ৩ মাসের মধ্যে স্বস্তি-অস্বস্তিমূলক কান্না, ক্ষুধাজনিত কান্না, ব্যথা/আঘাতজনিত কান্না, স্নানের সময় কান্নার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া প্রতিবাদী/জেদী কান্না অর্থাৎ শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এমন কোনো বস্তু তার কাছ থেকে কেড়ে নিলে বা সরিয়ে ফেললে যে কান্না শুরু করে, তারও একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এসব কান্নার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও; স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যময় হলেও, সেগুলোর ধ্বনিগত বিচার-বিশ্লেষণ সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করা কঠিন (audio-visual recording ব্যতীত)। তবে এ সব কান্নায় / ওয়া/, / ওঁয়া/,/এ/, /এঁ / ধ্বনিসমূহের প্রাধান্য রয়েছে, শুধু স্বর-তরঙ্গের ওঠা-নামা, বায়ু সঞ্চালন প্রক্রিয়ার তারতম্যের কারণে কান্নাগুলোর পার্থক্য ধরা পড়ে ও বৈশিষ্ট্যময় হয়ে ওঠে। অস্বস্তিমূলক কান্নায় / এ/, / এঁ/ ধ্বনিসমূহের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়।

এ বিষয়টি শিশুর পিতামাতাদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা এ পার্থক্যগুলো ধ্বনিদ্বারা প্রকাশ করতে সক্ষম হননি তবে তাঁরা তাদের সন্তানদের কান্না শুনে ঐ কান্নার মর্মার্থ বুঝতে পারেন; ঐ কান্না উপলব্ধি করতে পারেন। তবে উপরে যে ধ্বনিসমূহ ও স্বরতরঙ্গের ওঠা-নামার কথা উপস্থাপিত হয়েছে তা তাঁরা সমর্থন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালী শিশুর প্রথম ছয় মাসের প্রাক-ভাষাতাত্ত্বিক বিকাশ নিম্নরূপ —

শিশু	বয়স	ধ্বনি	উচ্চারণের স্বরূপ
প্রত্যয়	১ মাস	ওয়া, ওঁয়া; উয়া, উঁয়া	কান্না
পূষণ	১ মাস ১৫ দিন	এঁ-এঁ-	কান্না
প্রত্যয়	২ মাস	ও-ও, ওয়, অও, আও	কোলে নিয়ে তার সাথে কথা বললে হঠাৎ এরূপ
			ধ্বনি উচ্চারণ করে।
প্রত্যয়	৩ মাস	উম্, ওম্, ওউ	"
অরিত্র	৪ মাস	আ, আউ, ও	"
সীমন্ত	৫ মাস	এ-এ, আ-আ, আউ-আও, এ	"
জোআদ (যমজ)	৬ মাস	বা, বা-আ,বা-হ্	"
		উহ্	-অস্বস্তি
জাবির		আঁআঁ..	- কান্না, অস্বস্তি

তাছাড়া এ বয়সের শিশুদের মধ্যে বায়ু ভিতরে টেনে নিয়ে এক ধরনের অদ্ভুত ধ্বনি উৎপাদন করে; শিশু অতি আনন্দিত হলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাসিভরা মুখে এমন ধ্বনি উৎপন্ন করে। এরূপ উৎপাদিত ধ্বনিকে click বা কাকু ধ্বনি বলে অবহিত করা হলেও, এ ধ্বনি বয়স্ক click এর মত নয়, এটাকে শিশু click ধ্বনি বলা যেতে পারে। Werner F. Leopold (১৯৩৯) শিশুর ২-৩ মাস বয়সে palatal click ধ্বনি লক্ষ্য করেছেন।[২১] বাঙালী শিশুদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য মনে হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, শিশু তার কান্না দিয়ে উচ্চারণ শুরু করে; কিছু দিনের মধ্যে তার চারপাশের ভাষার ধ্বনির প্রতি সাড়া দেয় এবং ক্রমে তা অর্জন করে, তার বাকযন্ত্রের সামর্থ্য অনুযায়ী তা প্রদর্শন করে। শিশুর ভাষা অর্জনের সহজাত ক্ষমতা এভাবে একটি জনগোষ্ঠীর ভাষায় সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে।

---

[২১] Leopold, Werner F. (1939) : Speech Development of a Bilingual Child. In Lois Bloom (edited) : Readings in Language Development. John Wiley & Sons, Inc. New Yourk, 1978, P.6.

Dhaka University Institutional Repository

"কিন্তু শিশুর প্রাথমিক কান্না ও ধ্বনিসমূহকে অনেক পণ্ডিতই ভাষা হিসেবে বিবেচনা না করে শিশুর স্বস্তি-অস্বস্তি-ক্ষুধার জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করতে আগ্রহী।[২২] শিশুর কান্না সুনির্দিষ্ট কোনো ভাষা যে নয় তা স্বীকার করতে বাধা নেই তবে এটা যে শিশুর প্রাক-ভাষাতাত্ত্বিক স্তর তা ইতোমধ্যেই ভাষাতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। যেহেতু এই প্রাক-ভাষাতাত্ত্বিক পর্যায়ের বিকাশ ও তার উৎপাদ দিয়েই শিশু তার ঐ বয়সের জীবনের প্রয়োজনীয় চাহিদা ও অভিব্যক্তি (সুখ, দুঃখ, আনন্দ) সঠিকভাবে প্রকাশ করছে এবং তার চারপাশের পরিচর্যাকারীরা শিশু-বুলি-এর মাধ্যমে শিশুর ঐ স্তর থেকে তাকে উপরের স্তরে উত্তীর্ণের পচেষ্টা অব্যাহত রাখছে; বিধায় শিশুর এ পর্যায়কে তার 'প্রাক-ভাষা' বলা খুব একটা অযৌক্তিক হবে না। স্পষ্টতঃ যে ঐ বয়সে বাগযন্ত্রের ঐ পোক্ততায় ঐ সকল ধ্বনি বা অভিব্যক্তি উচ্চারণ করতে সক্ষম; এর বেশী সম্ভব নয়; তদুপরি মস্তিষ্কের বিকাশের বিষয়টি এর সাথে জড়িত। তাই দেখা যায় – যতই পোক্ততা বাড়ে ততই ভাষিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিকশিত ও সুনির্দিষ্ট হয়। তাই এ পর্যায়কে ভাষার পূর্বাবস্থা এবং পরবর্তী বিকশিত ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এমনটি বলা যায়।

---

[২২] Fromkin, Victoria & Rodman, Robert, (1974) : An Introduction to Language. Holt, Rinchart and Winston, New York, Reprinted, 1978, P. 244-245.

Dhaka University Institutional Repository

আধোবুলি পর্যায় (৬-১০ মাস)

আধোবুলি : সংজ্ঞা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

শিশু তার জীবনের দ্বিতীয় ছয় মাস বয়স থেকে আধোবুলি বলতে আরম্ভ করে।[১] আধোবুলি হচ্ছে 'সাধারণত অক্ষরের বা সিলেবলের পনুরাবৃত্তির সমন্বয়'।[২] এই আধোবুলি কান্নার তুলনায় অনেক বেশী ভাষা-সদৃশ যা স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির সিলেবল-সদৃশ পরম্পরা (Syllable-like sequences); যেমন, bababa, memememe, gugugu[৩] বা dadada, mamama[৪]; These sequences may be produced with something of a monotone or have some kind of intonational rise and fall superimposed on them.[৫] শিশুর এই উচ্চারণগুলো কেবল অভিব্যক্তিমূলকই নয়, নিজ-খাতিরেও বটে।[৬] আধোবুলি সম্পর্কে সর্বজনবিদিত এই ধারণার পাশাপাশি এম এম লেউইস (১৯৩৬) আধোবুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে এক নান্দনিক সংজ্ঞা প্রদানে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর মতে-

> 'Babbling is rudimentary art...babbling presents in a rudimentary form the features of the aesthetic use of language... the child's babbling is actually the beginning of his aesthetic use of words: so that almost from the very outset the practical and the aesthetic functions of language develop side by side. Thus there are twin impulse in the development of language in the child's life : On the one hand, the satisfaction of his primary needs, and, on the other, the satisfaction of aesthetic tendencies which, arising in the first instance out of his expression of these needs, soon become an independent activity.[৭]

তাই বলা যায়—আধোবুলিকে যখন ভাষার নান্দনিক ব্যবহার, শব্দের নান্দনিক ব্যবহার ও ভাষার কার্যকারিতার বিকাশের যোগসূত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয় তখন তাতে আধোবুলির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই প্রতিফলিত হয়; অন্যদিকে এটাকে যখন শিশুর প্রাথমিক চাহিদাসমূহের প্রাপ্তির তুষ্টি হিসেবে বিবেচনা করা

---

১ McNeill, David (1970): The Acquisition of Language : The Study of Developmental Psycholinguistics. Harper & Row, Publishers, New York. P. 130.

২ Malmkjaer, Kirsten (1991) : The Linguistics Encyclopedia. Routledge, London, Reprinted, 1996, P. 242.

৩ Clark . Herbert H. & Clark, Eve V. (1977) : Psychology and Language : An Introduction to Psycholinguistics. Harcourt Brace Jovanovich, Inc., New York, P. 389.

৪ Malmkjaer, Kirsten (1991) : The Linguistics Encyclopedia. Routledge, London, P. 242.

৫ Clark . Herbert H. & Ckark, Eve V. (1977) : Psychology and Language : An Introduction to Psycholinguistics. Harcourt Brace Jovanovich, Inc., New York, P. 389.

৬ Lewis. M.M. (1936) : Infant Speech: A Study of the Beginnings of Language. Routledge & Kegan Paul Ltd., London. Second Edition 1951. P. 55.

৭ Ibid, P.69.

Dhaka University Institutional Repository

হয় তখন তাতে আধোবুলির প্রায়োগিক দিকটিই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিশুর আধোবুলি পর্যায়টি ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বজনীন।

শিশুর ভাষা অর্জনের এ পর্যায়কে ভিন্ন পরিশব্দ (term) দিয়েও অনেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। স্টার্ণ (১৯২৮) 'Lallen' পরিশব্দটি ব্যবহার করেছেন, ধ্বনির অনুশীলন বোঝাতে (Play with sounds), এমনকি স্বস্তিকর অবস্থায় উচ্চারিত সকল ধ্বনি, সেগুলো অভিব্যক্তিপূর্ণই হোক আর আনন্দের খাতিরেই হোক। ফরাসী 'babillage' পরিশব্দটি দিয়ে এ দু'বৈশিষ্ট্যকে বিবৃত করেছেন Delacroix (১৯৩০)। তাছাড়া K. Buhler (১৯৩০) ও Lorimer (১৯২৮) ইংরেজী babbling পরিশব্দটি একই অর্থে ব্যবহার করেছেন।[৮] তবে এম এম লেউইস (১৯৩৬) কেবল নিজ খাতিরে বা স্বেচ্ছা প্রণোদনার জন্য উচ্চারিত ধ্বনিসমূহকেই babbling হিসেবে অবহিত করতে আগ্রহী। অন্যদিকে, অভিব্যক্তিমূলক উচ্চারণসমূহের জন্য তিনি 'Expression' পরিশব্দটি সংরক্ষণ করার পক্ষপাতী।[৯] শিশুর ভাষা-অর্জনের এই পর্যায়কে ব্যাখ্যা করার জন্য বাঙলা ভাষায় অনুরূপ কোন পরিশব্দ পরিলক্ষিত হয় না তবে বর্তমান গবেষণায় babbling এর পরিভাষা হিসেবে 'আধোবুলি' পরিশব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শিশু জীবনের ছয় মাস থেকে প্রথম-শব্দ উচ্চারণ বা প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত শিশুর অভিব্যক্তিপূর্ণ, আনন্দপূর্ণ, তুষ্টিপূর্ণ, স্বেচ্ছা প্রণোদনায় কিংবা নিজ-খাতিরে যাইহোক না কেন সকল ধরনের ধ্বনি বা ধ্বনি পরম্পরাকেই 'আধোবুলি' হিসেবে অবহিত করা হয়েছে। তাছাড়া 'প্রাক-কথন', 'অস্ফুট বুলি', 'অস্ফুট ভাষ', 'বুদ্বুদ ধ্বনির চেয়ে 'আধোবুলি' পরিশব্দটি অনেক বেশী অর্থপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরিশব্দটি একদিকে সহজ, সুন্দর ও অর্থপূর্ণ; অন্যদিকে এর সামাজিক ভিত্তি ও পরিচিতিও বিদ্যমান।

আধোবুলি সম্পর্কে এ্যালেন ক্রুটেনডেন (১৯৭৯) গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্য ও মতামত উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে —'সুনির্দিষ্ট অর্থ (meaning) ব্যতীত আধোবুলি বা ধ্বনির অনুশীলন, প্রথম-শব্দ অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে; এমনকি তা প্রথম-শব্দ উচ্চারণের পাশাপাশি কয়েক মাস ধরে অব্যাহত থাকতে দেখা যায়। প্রথম-শব্দ দৃষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যায়ে (সচরাচর ৯-১৩ মাসের মধ্যে প্রথম-শব্দ প্রকাশিত হয়) শিশুর ধ্বনি ভাণ্ডারে একটি চাপ সংঘটিত হয় যা 'আধোবুলি-প্রবাহ' (babbling drift) নামে পরিচিত। এই পর্যায়ে স্পৃষ্টধ্বনি (plosives) এবং নাসিক্যধ্বনির (nasals)-এর আধিক্য লক্ষ্যণীয়। আর [b d g m n] ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহকে এই আধিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি হতে দেখা যায়। এই ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহকেই সচরাচর যে-কোন ভাষায় প্রথম ফোনেমিক স্বতন্ত্রপূর্ণ (the first phonemic distinction in any language) হতে দেখা যায়।[১০] তাহলে কি সকল ভাষার সকল শিশুদের আধোবুলি একই সংশ্রয়াশ্রিত নাকি ভিন্ন ভিন্ন; এ জিজ্ঞাসারও উত্তর দিয়েছেন এ্যালেন ক্রুটেনডেন (১৯৭৯)। তিনি বলেন —

> 'babies babbling (and perhaps crying too) varies according to the language which their parents speak, i.e. that babbling drift is specifically in the direction of the mother-tongue. It seems likely that such language-specific

---

[৮] Ibid, P. 55.

[৯] Ibid. P. 55.

[১০] Cruttenden, Alan (1979) : Language in Infancy and Childhood : A Linguistic Introduction to Language Acquisition. Manchester University Press, Manchester, P. 3

Dhaka University Institutional Repository

variation as occurs concerns primarily prosodic characteristics, e.g. pitch, loudness, tempo and voice-quality, although it is by no means proven that such variation does occur at all.[১১]

তিনি বিষয়টিকে পরিশেষে প্রমাণ সাপেক্ষ ব্যাপার হিসেবে ইঙ্গিত দিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষিক পরিবেশের শিশুদের আধোবুলি ভিন্ন ভিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। যদিও 'the child at the height of his babbling is capable of producing all conceivable sounds[১২] তা সত্ত্বেও বলা সমীচীন যে, শিশু তার প্রথম ভাষার ভাষিক পরিবেশের সাপেক্ষেই আধোবুলি অর্জন করে এবং সে-প্রক্রিয়ায় সে তার প্রথম-শব্দ থেকে শুরু করে প্রথম-ভাষার ভাষিক-সংশ্রয় অর্জনে ক্রমে অগ্রসর হয়। এ প্রসঙ্গে ডেভিড মেকনেইল (১৯৭০)- এর গভীর পর্যেষণা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যা শিশুর আধোবুলির ক্রমের প্রয়োগিক দিকটি তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছে। তাঁর মতে — 'আধোবুলির এই সময়ের পূর্বে বাক-প্রক্রিয়াকরণ বা কণ্ঠিকরণ (vocalization) সীমিত থাকে এবং এই সময়ের পরে কথন/বাক সঠিক হতে শুরু করে। এই আধোবুলিকালে বিচিত্র ধ্বনি (sounds) কণ্ঠিকরণের মাত্রা বেড়ে যায়, এমনকি তা অধিক জটিল বিন্যাসে রূপ নেয়। তবে এমনটি বলা হয় যে, শিশুর জীবনকালের প্রথম ছয় মাসের সীমিত বাগোচ্চারণ (vocalization) এবং পরবর্তী সংজ্ঞাপন উপযোগী সক্ষম উক্তি বা কথনের আবির্ভাবের মধ্যে আধোবুলি পর্যায় একটি সেতু হিসেবে কাজ করে। প্রথম বছরে মুখবিবরের পশ্চাৎ থেকে সম্মুখ দিকের ব্যঞ্জন-সদৃশ (consonent-type) ধ্বনিসমূহ এবং সম্মুখ থেকে পশ্চাৎ দিকের স্বরধ্বনি-সদৃশ (vowel-type) ধ্বনিসমূহ বিকশিত হতে দেখা যায়। দ্বিতীয় বছরে অনুরূপ বিকাশের ধারা একেবারেই বিপরীতক্রম। বাক-ধ্বনিতে (speech sounds) প্রথমে সম্মুখ ব্যঞ্জনসমূহ এবং পশ্চাৎ স্বরধ্বনিসমূহকে দেখা যায়। প্রাক-কথন পর্যায়ে বা স্তরে উচ্চারিত পশ্চাৎ ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহ এবং সম্মুখ স্বরধ্বনিসমূহ চূড়ান্তভাবে একটি ভাষাতাত্ত্বিক সংশ্রয়ের মধ্যে উপনীত হয়।... সম্মুখ ব্যঞ্জনধ্বনি ও পশ্চাৎ স্বরধ্বনি শিশুর প্রাথমিক ভাষাতাত্ত্বিক সংশ্রয় যা আধোবুলিতেও সংঘটিত হয়। যাইহোক, অন্যান্য অনেক ধ্বনি আধোবুলিতে সংঘঠিত হয়, এমনকি সম্মুখ স্বরধ্বনি i ও u সহ পশ্চাৎ ব্যঞ্জনধ্বনি k ও g যা শিশুর ভাষাতাত্ত্বিক সংশ্রয়ে যুক্ত হয় পরবর্তী বিকাশের (আধোবুলির পর) বেশ কয়েক মাস পর।... শিশুরা দ্রুতগতিতে একটি সমৃদ্ধ বাক-প্রক্রিয়াকরণ বা বাক-কণ্ঠিকরণকে অতিক্রম করে যোগাযোগের জন্য কিছু ধ্বনির উপর মনোযোগী হয়ে ওঠে। এটা অনেক ধ্বনি থেকে নির্বাচনের (selecting) কোনো প্রশ্ন নয়; বরং এটা একটা প্রশ্ন যে কেন একই নির্দিষ্ট ধ্বনিসমূহ প্রত্যেক শিশুর ফোনেমিক সংশ্রয়ের শুরুতে ঘটে থাকে।[১৩]

---

[১১] Ibid, P. 4.

[১২] Cruttenden, Alan (1979) : Language in Infancy and Childhood: A Linguistic Introduction to Language Acquisition. Manchester University Press, Manchester, P. 4.

[১৩] McNeill, David (1970) : The Acquisition of Language : The Study of Developmental Psycholinguistics. Harper & Row, Publishers, New York, PP. 130-131.

Dhaka University Institutional Repository

আধোবুলির কার্যাবলী সম্পর্কে এ্যালেন ক্রুটেনডেন (১৯৭৯) বলেন– 'আধোবুলির কার্যাবলী দু'টি। প্রথমত এবং কম বিরোধীতাপূর্ণ যে, এটি আনন্দদায়ক ধ্বনির ধারণাই আধোবুলির শুরু। শিশুর আনন্দ প্রথমে সহজ সুন্দরভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস, স্বরতন্ত্রীজাত ও উচ্চারণমূলক প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনার সাথে নিহিত থাকে। কিন্তু আনন্দটি খুব শীঘ্রই বেড়ে যায় যখন সে আবিষ্কার করে কোন ধরনের ধ্বনি সে তৈরী করতে পারে এই সকল অর্থে। তারপর সে ক্রমে একদিকে কণ্ঠনালীতে, স্পর্শান্দ্রিয়গ্রাহ্য ও গতিশক্তি সম্পর্কিত অভিব্যক্তি; অন্যদিকে কানে শ্রুতিমূলক অনুভূতিসমূহের মধ্যে সংযোগ নির্মাণ করে। শিশু অর্জন করে কিভাবে নির্দিষ্ট ধ্বনি উৎপাদন করতে হবে। আধোবুলির এ ধরনের মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্থিত হয় বোধির শিশুদের নজির দ্বারা। এ ধরনের শিশুদের ক্ষেত্রে আধোবুলি স্বাভাবিক বয়সেই আরম্ভ হয়ে কিছু দিন চলার পর তা ক্রমেই নিষ্প্রভ (fades) হয়ে যায়। এটা অনুমেয় কারণ বোধির শিশু তাঁর নিজের উচ্চারণসমূহের শ্রুতির প্রতিক্রিয়া শুনতে পায় না। ফলে অন্যদের কথা বা উচ্চারণও শুনতে সক্ষম হয় না।

আধোবুলির অন্য আর একটি কাজ হচ্ছে বেশ বিতর্কমূলক। যেখানে প্রথমে আধোবুলি হচ্ছে কেবলমাত্র আনন্দ; আর এই দ্বিতীয় অনুকল্পন (hypothesis) দাবী করে যে আধোবুলি হচ্ছে 'operant conditioning' বা সাপেক্ষীকরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর সাথে জড়িত ঘটনাসমূহের ধারাবাহিকতা নিম্নরূপে নির্দেশিত —

i) মায়ের কথার ধ্বনি ও ধ্বনিসমূহ খাদ্য গ্রহণের সাথে প্রাথমিকভাবে সংগঠিত হয়।

ii) শিশু প্রথম যে ধ্বনিসমূহ তৈরী করে তা তার মায়ের কথাকে (কথনকে বচনকে) মনে করিয়ে দেয় (যা খাদ্য গ্রহণের সময় সংগঠিত হয়)। তারপর সে তার ধ্বনিসমূহ তার মায়ের মত করে তৈরী করতে প্রয়াসী হয়।

iii) তার ধ্বনিসমূহ যতটা বয়স্কদের ধ্বনির কাছাকাছি পৌঁছে ততটা পিতামাতার উৎসাহ উদ্দীপনা ও অনুমোদন পায় এবং পরবর্তী বিকাশকে তরান্বিত করে।

iv) পরিশেষে, পিতামাতার দ্বারা আরও প্রশিক্ষণ ও অনুমোদনের মাধ্যমে সে বয়স্ক-শব্দ উৎপাদন করে যেগুলো objects-এর সাথে সংযুক্ত হয়।

সাপেক্ষীকরণ বা Operant conditioning তত্ত্বের এই ব্যাখ্যার প্রতিপক্ষগণ দাবী করেন যে প্রাথমিক শব্দসমূহের সাথে আধোবুলির কোনো যোগাযোগ নেই (babbling had no conection with early words)। তাঁরা প্রস্তাব করেন যে, শিশুরা যে-ভাষায় নিজেকে প্রকাশিত করবে আধোবুলিতে সে সেই ভাষার সম্ভাব্য সকল ধ্বনি প্রকাশ করতে অব্যাহত চেষ্টা করে; সে-ভাষা বিবেচনা না করে এবং আরও প্রস্তার করেন যে নীরবতার একটি পর্যায় আধোবুলির সমাপ্তি ও প্রথম-শব্দের আবির্ভাবের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে।[১৪]

স্পষ্টতঃ যে শিশুর পরবর্তী ভাষার বিকাশে আধোবুলি পর্যায়টি নিয়ে দু'টি মত বা দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্যণীয়। তা হল কেউ আধোবুলিকে পরবর্তী ভাষা বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করেন আর কেউ তা মনে করেন

---

[১৪] Crutterden, Alan (1979): Language in Infancy and childhood : A Linguistic Introsuction to Language Acquisition, Manchester University Press, Manchester, pp. 4 -5.

Dhaka University Institutional Repository

না। এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন ক্লার্ক এন্ড ক্লার্ক (১৯৭৭) যা 'পরম্পরা-প্রস্তাবনা' (continuity approach) ও 'অপরম্পরা-প্রস্তাবনা' (discontinuity approach) হিসেবে পরিচিত। পরম্পরা প্রস্তাবনা অনুসারে কথনের প্রত্যক্ষ পূর্ব-সূচক হচ্ছে আধোবুলি; অন্যদিকে অপরম্পরা বা পরম্পরাহীন প্রস্তাবনা মতে, ভাষার পরবর্তী বিকাশে আধোবুলির কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। পরম্পরা অনুকল্পনটির পক্ষে Mowrer (১৯৬০) মতামত তুলে ধরে বলেন— শিশুর উৎপাদিত আধোবুলিতে বিশ্বের সকল ভাষার সকল ধ্বনিই পরিলক্ষিত হয়। তারপর তাদের পিতা-মাতা, পরিচর্যাকারী কর্তৃক নির্ধারিত উদ্দীপকের (selective reinforcement) কারণে, তাদের ধ্বনিভাণ্ডার সংকুচিত হতে থাকে কেননা তারা তাদের চারপাশে কেবলমাত্র কথ্য-ভাষার ধ্বনিসমূহই উচ্চারণ করে থাকে। কিন্তু ক্লার্ক এণ্ড ক্লার্ক (১৯৭৭) দ্বি-মত পোষণ করেন। তিনি বলতে চান যে, অনেক ধ্বনিই আধোবুলিতে উৎপাদিত হয় না; বিশেষ করে সিলেবলের প্রারম্ভ ও প্রান্ত ধ্বনিগুচ্ছ; যেমন, ব্যঞ্জন ধ্বনিগুচ্ছ **str** –in string অথবা **-ngth** in strength। তাছাড়া পিতামাতা ভাষার সকল প্রকার ধ্বনি উৎপাদনে উৎসাহিত করে, সুনির্দিষ্ট কোন ধ্বনি নির্বাচিত করে দেয় না। এমনও দেখা যায় আধোবুলিতে যে সমস্ত অতিরিক্ত ধ্বনি উৎপাদন করত সেগুলোর অনেকটিই প্রথম-শব্দ বলতে শুরু করার পরও লক্ষ্য করা যায় না। যেমন, l এবং r, আধোবুলিতে পরিলক্ষিত হলেও ভাষা বিকাশের অনেক পরে শিশুর কথনে তা লক্ষ্য করা যায়।

স্বতন্ত্র দুটি স্তরের মাধ্যমে ধ্বনি উৎপাদিত হয় বলে 'অপরম্পরার প্রস্তাবনা' (discontinuity approach) মত প্রকাশ করে। 'জেকবসন (১৯৬৮)-এর মতে, প্রথমতঃ আধোবুলি পর্যায়ে শিশু একটি বৃহৎ পরিসীমার ধ্বনিক্ষেত্র তৈরী করে তবে সে ধ্বনিগুলোর কোন সুনির্দিষ্ট বিন্যাস থাকে না। সে কারণে সেগুলো কোনোভাবেই শিশুর ভাষার পরবর্তী বিকাশের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ আধোবুলির অনেক ধ্বনিই প্রথম কথনের অনেক পরে উচ্চারিত হয়; এমনকি কিছু ধ্বনি চিরকালের মত দূরীভূত হতে দেখা যায়। আবার কিছু ধ্বনি অস্থায়ী কালের জন্য সুপ্ত থাকে এবং এগুলো পুনঃবিকাশের জন্য কয়েক মাস বা বছর লেগে যায়। এই স্তরে শিশু gradually master the different contrasts in the language they are acquiring, and they do this in a relatively invariant manner. জেকবসন এই স্তরকে ধ্বনির সংশ্রয় বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন এবং এটি তখনই শুরু হয় যখন শিশুরা উপলব্ধি করে যে নির্দিষ্ট ধ্বনির একটি স্বতন্ত্র ভাষাতাত্ত্বিক মূল্য বিদ্যমান।

আধোবুলি স্তর ও পরবর্তী ধ্বনি-সংশ্রয় নির্মাণের মধ্যে একটি ফাঁক বা ছেদের পক্ষে শক্তিশালী সমীক্ষা উপস্থাপন করলেও নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা প্রয়োজন—

প্রথমতঃ অনেক শিশু কথা বলা শুরু করার পরও আধোবুলি চালিয়ে যায় এবং এই আধোবুলি ও কথন উভয়ই বেশ কয়েক মাস যুগপৎ চলতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ পরবর্তী সময়ে অর্থপূর্ণ শব্দসমূহে এমন অনেক সুনির্দিষ্ট রকমের ধ্বনিতাত্ত্বিক পরম্পরা দেখা যায়, যা আধোবুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক উপাদানে লক্ষ্যণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়তঃ কিছু শিশু শব্দ (words) ব্যবহার করার পরও অনুরোধ ও প্রত্যাখ্যানভাব প্রকাশের জন্য আধোবুলির মতো স্বর-তরঙ্গের বিন্যাস ব্যবহার করে থাকে। এটা পরম্পরা প্রস্তাবনাকেই সমর্থন করে; বিশেষতঃ supresegmental স্তরে।

পরিশেষে, ক্লার্ক এণ্ড ক্লার্ক বলেন যে, পরম্পরাগত প্রক্রিয়াই হোক আর অপরম্পরাগত প্রক্রিয়াই হোক প্রকৃত সত্য ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন। আধোবুলি ও কথনের মধ্যে সম্পর্ক হল পরোক্ষ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মুখ ও স্বরনালীর (vocal tract) সুনির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উচ্চারণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাথমিকভাবে এই আধোবুলির প্রয়োজন হতে পারে। আধোবুলি, ধ্বনির পরম্পরা উৎপাদনে এবং তাতে ছন্দবদ্ধ স্বরতরঙ্গ সংযুক্তির মাধ্যমে শিশুদের সহায়তা দিতে পারে। আধোবুলি যদি বাক-যন্ত্রের অনুশীলনের একটি প্রক্রিয়া স্বরূপ হয় তবে সামান্যতম কারণ হলেও আধোবুলি পর্যায়ে ধ্বনি উৎপাদন ও পরবর্তী ধ্বনি উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক থাকা প্রত্যাশা করা যায়। তা সত্ত্বেও এরমধ্যে কিছু অপরম্পরাগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যখন শিশু প্রথম-শব্দ ব্যবহার করতে আরম্ভ করে কেবল তখনই ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রত্যাংশে শিশুর সুনিপুণতা দেখা দেয় বা শুরু হয়।[১৫]

আধোবুলির বিস্তারিত তাত্ত্বিক আলোচনার পর, আধোবুলি সম্পর্কে এই মূল্যায়নে পৌঁছা যায় যে, আধোবুলি অবশ্যই ভাষা বিকাশের এবং ভাষা-অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় বা স্তর। শুধু তাই নয়, ভাষার পরবর্তী বিকাশ ও অর্জন এ স্তর ব্যতীতই যদি সম্ভব হত তবে কোনোভাবেই শিশুর জীবনে এ পর্যায়টির আবির্ভাব দেখা যেত না। ভাষা-অর্জনের জীবনব্যাপী প্রক্রিয়ার মধ্যে এটি একটি। এখানেই শিশুর ধ্বনি-পরম্পরা তার প্রথম-ভাষার ধ্বনির পরিপূর্ণরূপ লাভ করে যা পরবর্তী পর্যায়ের প্রথম-শব্দে রূপান্তরিত হয়। প্রথম-শব্দের পরেও আধোবুলি অব্যাহত থাকে কারণ তখনও তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় না। মস্তিষ্কের ব্রোকা'র অঞ্চল ও ভার্ণিকের অঞ্চলের বিকাশের সাথে সাথে ভাষা অর্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়; তদুপরি বলা যায়, আধোবুলির ঐ স্তরে মস্তিষ্কের ভাষা অর্জনের ক্ষমতা ঐ পর্যন্তই সীমিত। তাছাড়া বাক-যন্ত্রকে প্রথম-ভাষার উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে আধোবুলির সম্পর্ক গভীর কেননা দেখা যায় যে, শিশু তার প্রথম-ভাষা যত নিপুণতার সাথে উচ্চারণ করতে সক্ষম, দ্বিতীয় অন্য কোনো ভাষা উচ্চারণে সেই নিপুণতা লক্ষ্য করা যায় না। বিষয়টি উদাহরণ দিয়ে উপস্থাপন করা যায়, উইলিয়াম রাদিচি যার প্রথম-ভাষা ইংরেজী কিন্তু প্রথমভাষী বাঙালী অধ্যাপকের মত বাঙলা ভাষায় তাঁর দখল, সমগ্র রবীন্দ্র সহিত্য বুঝতে সক্ষম; কিন্তু তিনি যখন বাঙলা বলেন, তখন তাঁকে না দেখেই শুধু তাঁর কথা শুনেই নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাঙলা তাঁর প্রথম-ভাষা নয়। তাহলে জোর দাবী উত্থাপন করা যায় যে, যে-শিশু যে-ভাষিক পরিবেশে তার আধোবুলি পর্যায় অতিক্রম করে প্রথম-ভাষা অর্জন করবে সে-ভাষা ভিন্ন অন্য কোনো দ্বিতীয় ভাষার উচ্চারণে ঐ শিশু তার প্রথম-ভাষার অনুরূপ নিপুণতা ও সূক্ষ্মতা প্রদর্শন করতে পারবে না।

---

[১৫] Clark, Herbert H. & Clark, Eve V. (1977) : Psychology and Language : An Introduction to Psycholinguistics. Harcourt Brace Jovanovich, Inc., New York. PP. 389-391.

Dhaka University Institutional Repository

আধোবুলি পর্যায়ে শিশু তার প্রথম-ভাষার ধ্বনিসমূহ নির্বাচন করে তা অর্জন করতে সক্ষম হয় তবে ঐ ভাষার সমগ্র ধ্বনি এক সঙ্গে প্রকাশ পায় না; ধীরে ধীরে সেগুলোর আবির্ভাব ঘটে। কেননা এটা ইতোমধ্যেই প্রমাণীত যে শিশুর উপলব্ধি ও বোঝা বা জানার ভাণ্ডার থেকে প্রকাশের বা বলার ভাণ্ডার বেশ কম। কে বুলার (১৯৩০)-এর অনুরূপ মতামতকে ধ্বনিবিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত অধ্যাপক খোন্দকার আশরাফ হোসেন (১৯৮৯) চমৎকারভাবে উপস্থাপন করে, এ বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন—'কোন শিশু শুধু পৃথিবীর সকল ভাষার সকল প্রকার ধ্বনি উচ্চারণে সক্ষমই নয়; বাস্তবিক সে বিশাল সংখ্যক ধ্বনি উচ্চারণ করেও থাকে। এটি ঘটে থাকে শিশুর babbling পর্যায়ে— অর্থাৎ যখন শিশু অনবরত ধ্বনি তৈরী করতে থাকে। এ সময় আমরা বলে থাকি যে, শিশুটি কথা-বলা শেখার জন্য তার পরিপার্শ্বের বয়স্ক ব্যক্তিদের বাচন অনুকরণ করছে। প্রকৃত পক্ষে যা ঘটছে তা হলো এই যে, শিশুটি তার ইতোমধ্যে আয়ত্ত ভাষাধ্বনি-প্রপঞ্চ থেকে বিশেষ একটি ভাষার সংশ্লিষ্ট ধ্বনিগুলো বেছে নেয়ার চেষ্টা করছে মাত্র।'[১৬] আর সেই যৌক্তিক কারণেই আধোবুলির পরের পর্যায়টিই হচ্ছে ধ্বনির সমন্বয়ে অর্থপূর্ণ প্রথম-শব্দের আবির্ভাব।

তাই আধোবুলি পর্যায়ের সাথে ভাষার পরবর্তী বিকাশের যে সম্পর্ক আছে তা বাহ্যিক তথ্য-উপাত্ত দ্বারা প্রমাণের ক্ষেত্রে কিছুটা দুর্বল হলেও আভ্যন্তরীণ স্তরে বা সংগঠনের সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে পারলে এ সম্পর্কে সুদৃঢ় মত পোষণ সম্ভব বলে অনুমান করা যায়। কেননা শিশু ভাষা অর্জনের কোন একটি পর্যায় (stage) ডিঙ্গিয়ে অন্য একটি পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় না। বিশ্বের সকল ভাষার সকল শিশু ভাষা অর্জনের স্তরসমূহ একের পর এক অতিক্রম করে, নিজে বয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে একটি বয়স্ক জনগোষ্ঠীর ভাষিক সংশ্রয়ে প্রবেশ করতে দেখা যায়।

আধোবুলি : উপাত্ত ও বিশ্লেষণ

ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে আধোবুলি পর্যায়ে অন্যান্য ভাষা ও বাঙলা ভাষায় যে আধোবুলি বা ধ্বনি পরম্পরা লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল—

Werner F. Leopold (1939) তাঁর কন্যা Hildegard-এর আট সপ্তাহ বয়স থেকে দীর্ঘ সাত বছর দিনপঞ্জী রাখেন এবং তিনি তাঁর সন্তানের দ্বিভাষিকতার (ইংরেজী-জার্মান) বিকাশের ওপর গবেষণা করেন। এই গবেষণায় Hildegard-এর ছয় বছর পর জন্ম গ্রহণকারী তার বোন Karla-র তথ্য-উপাত্তও তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে উপস্থাপিত হয়েছে তবে মূল গবেষণায় নয়, তা করা হয়েছে টীকা হিসেবে। এই গবেষণায় দেখা যায় যে— Hildegard তার ৭ মাস বয়সে আধোবুলি শুরু করে এবং এই ধ্বনিগুলো ছিল পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী সুনির্দিষ্ট। ৮ম মাসে তা আরও বিকাশ লাভ করে এবং [dada], [baba]তে পরিণত হয়, তবে সেগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থ ছাড়া বেশ কিছুদিন অব্যাহত থাকে। ৯ম মাসে সে আরও কিছু নতুন ধ্বনি অর্জন করে এবং এ পর্যায়ে [dæ] ও [di] আধোবুলি হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। ১০ম মাসে ভাষার নির্দিষ্ট ধ্বনি অর্জন ও তা প্রকাশের ক্ষমতা বেশ বেড়ে যায়। তাঁর ভাষায় —

[১৬] হোসেন, খোন্দকার আশরাফ (১৯৮৯) : সাধারণ ধ্বনিতত্ত্বের ভূমিকা। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ২১।

Dhaka University Institutional Repository

'the first voiceless consonant was heard in the combination [tæ tæ] , Which alternated with [dæ dæ] [da da da] developed to two meanings : in ordinary tone. it expressed satisfaction, in a loud tone it was clearly scolding. The click recurred in the [t] position after the 'invention' of the [t] at the alveoles or front palate and developed into a game. A few days later, new fricatives appeared : [baβa], [jɛ jɛ], [dja] (all vowels short). [ai] was the first diphthong observed. In the second half of the month [yɛyɛ], [fɛ] and other fricatives similar to c were heard. [ji] was new with regard to both sounds; they remained rare. The first [k] appeared in [k∂]. The long expected [mamama] was finally introduced, with out meaning.[১৭]

সুস্পষ্টতঃ যে আধোবুলি পর্যায়ে শিশু কি দ্রুত তার প্রথম-ভাষার ধ্বনিসমূহ নিজের ভাণ্ডারে টেনে আনছে এবং ভাষার পরবর্তী পর্যায়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছে।

১৮৮২ সালে প্রিয়ের কর্তৃক দিনপঞ্জী পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষিত শিশুর যে ভাষিক তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেন, তা থেকে সংক্ষিপ্তাকারে আধোবুলির উপাত্ত নিম্নে উপস্থাপিত হল —

বয়স	আধোবুলি	উচ্চারণের সময় ও প্রসঙ্গ
৭ মাস	örrö,nteo, mija; also the labio-lingual sound	in the course of 'Lallen'
৮ মাস	mämä, mä, ämmä	While listening to music.
	nana, örrö, apa, ga-au-a, acha	In a state of comfort.
৯ মাস	ndäe, bäe-bäe, ba-ell, arrö, ma, pappa, tatta, babba tä tä, pa, uvular r	All uttered when the child was comfortable.
১০ মাস	dadada	When comfortable.
১১ মাস	anananana, uttered with en exposition of language	when something was eagerly desired.
	atta, hödda, hatta, hatai	with the meaning that something had disappeared.[১৮]

[১৭] Leopold, Werner. F. (1939): Speech Development of a Bilingual Child. In Lois Bloom (edited, 1978). Readings in Language Development. John Wiley & Sons, Inc. New York, PP. 4-12.

[১৮] Lewis. M.M. (1936) : Infant Speech : A Study of the Beginnings of Language. Routledge & Kegan Paul Ltd., London, Second Edition 1951, p. 266.

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৭ সালে C. and W. Stern কর্তৃক তাঁদের দুই সন্তানের ভাষিক উপাত্ত থেকে শুধুমাত্র Guntter Stern-এর আধোবুলির উপাত্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হল —

বয়স	আধোবুলি	উচ্চারণের সময় ও প্রসঙ্গ
৭ মাস	äbuä, uwä, papapa	In discomfort. The last-named group of sounds were rare.
	bababa, dadada tätätä, äbuä, hä, pu, papapa	In the course of 'Lallen'
৮ মাস	mamama, mememem	These sounds appeared during illness, when the child was crying.
৯ মাস	da	Had learnt to use this in game of hiding his face.
১১ মাস	papa	Seemed to utter this on seeing his father;[১৯]

এম এম লেউইস (১৯৩৬) তাঁর পর্যবেক্ষিত শিশু 'k'-এর আধোবুলি সম্পর্কে যে তথ্য উপস্থাপন করেছেন তা নিম্নরূপ—

বয়স	আধোবুলি	উচ্চারণের সময় ও প্রসঙ্গ
৫ মাস ১৩ দিন	m m m, during a chain of babbling	After a feed
৮ মাস ২০ দিন	mammam, mmm mammam	When he mildly lacks something (in a tone of mild distress) In the course of babbling when quite comfortable
৮ মাস ২৯ দিন	da da	merely articulated, but in a whisper, Seizing his father's finger.
৯ মাস ৬ দিন	m^mmam, in a very contented tone.	Lying in his mother's arms, looking up at her.
৯ মাস ৯ দিন	mama, mɛmɛ	In course of babbling, quite contented.
	papa Pr, br, bæ, ja,	- Reaching out towards his father. Before falling asleep, threshing about in his cot.
৯ মাস ১৬ দিন	baba, papa, aaa	When quite confortable when pleased.
৯ মাস ২৯ দিন	mamama	in play, while reaching for his ball.
১০ মাস ৫ দিন	papa,	On being taken up by his father.
১১ মাস ১৮দিন	dada, repeated several times	When lying comfortably in his cot.[২০]

[১৯] Ibid. P. 268.

[২০] Ibid. pp. 273-274.

Dhaka University Institutional Repository

খাতেমন আরা বেগম (১৯৫৬) তাঁর গবেষণায় ভাষিক যে তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেছেন তা থেকে তাঁর প্রদত্ত আধোবুলির নমুনা উপস্থাপন করা হল—

শিশু – ১

বয়স	আধোবুলি
৭ মাস	দা-দা-দা, মা-মা-মা, বা-ব্-বা

শিশু – ২

বয়স	আধোবুলি
৬ মাস	বু-বু-উ-উ
৭ মাস	বা-আ-আ
৮ মাস	মা-ম্-আ, মা-ম্-মা
৯ মাস	বাব্বা, মাম্মা, আপ্পা, আ-বা-বা

শিশু – ৩

বয়স	আধোবুলি
৭-৮ মাস	অ-ম্-মা, মা-ম্-মা,বা-আ-আ, দা-আ-আ,
৯ মাস	অ-ম্মা, বা-ব্-বা, বু-বু, তা-তা, দা-দ্-দা

শিশু – ৪

বয়স	আধোবুলি
৭ মাস	বু-বু
৮ মাস	বা-আ-আ
৯ মাস	মা-ম্-মা
১০-১২ মাস	মা-ম্-মা, বা-ব্-বা,[২১]

বাঙালী শিশুর আধোবুলির পর্যেষণায় বর্তমান গবেষক কর্তৃক ৬টি শিশুর আধোবুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তাদের আধোবুলির উপাত্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হল—

শিশু : অরিত্র আনান

বয়স	আধোবুলি
৭ মাস	এইত্তা এইত্তা
৮-৯ মাস	বা-ব্-বা, মা-ম্-মা, মা-মা-মা, কা-ক্-কা, না-না-না

[২১] . Begum, Khataman Ara (1956) : The Language Development of Children. Institute of Education and Research, University of Dhaka, Dhaka, pp. 14, 26, 33, 38.

Dhaka University Institutional Repository

শিশু: রোমিও

বয়স	আধোবুলি
৬ মাস	বাহ্, বুহ্- বুহ্
৭ মাস	বা-বা-বা, বু-বু-বু
৮ মাস	মাম্মা-মা, তা-তা-তা
৯ মাস	দা-দা-দা

শিশু : নদী

বয়স	আধোবুলি
৭ মাস	মা-মা-মা, বা-বা-বা
৮ মাস	না-না-না, তাতাতা
৯ মাস	বা-ব্বা, বা-ব্-বা

শিশু : প্রত্যয়

বয়স	আধোবুলি
৭ মাস	আ-আ-আ, আব্হ্-আব্হ্
৮ মাস	মা-ম্-মা, মাম্মা, বাবাবা
৯ মাস	দা-দা-দা, তা-ত্-তা, তা-তা-তা, বু-বু-বু

শিশু : কীর্তি

বয়স	আধোবুলি
৭ মাস	তাত্-তা, পাপ্-পাপ্-পা
৮ মাস	বাব্বা, বা-বা, বা-বা-বা
৯ মাস	মাম্মা, আ-ম-মা-মা

শিশু : পূর্ণা

বয়স	আধোবুলি
৭ মাস	বা-বা-বা
৮ মাস	মা-মা-মা, তা-তা-তা
৯ মাস	দা-দা-দা, না-না-না

সুতরাং বলা যায়, বাঙালী শিশু তার দ্বিতীয় ছয় মাস বয়সে আধোবুলি আরম্ভ করে এবং প্রথম শব্দ উচ্চারণের পূর্ব-সময় পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। শুধু তাই নয় প্রথম শব্দ উচ্চারণের পরেও বেশ কয়েক মাস তা অব্যাহত থাকতে দেখা যায় (তাদের মায়েদের এমনই মত)। বাঙলা স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহের মধ্যে কতিপয় ব্যঞ্জন ও স্বর ধ্বনির সমন্বয়ের প্রলম্বন বাঙালী শিশুর আধোবুলি পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায়। স্বরধ্বনিসমূহের মধ্যে সাধারণত /আ/, /ই/, /উ/, /এ/, এবং ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহের মধ্যে সাধারণত /ম/, /ব/, /প/, /ত/, /দ/, /ন/, /ক/ উল্লেখযোগ্য। উপর্যুক্ত বিস্তৃত আলোচনায় অন্যভাষী শিশুর আধোবুলি ও বাঙালী শিশুর আধোবুলির তুলনামূলক দীর্ঘ আলোচনা হতে পারে, তবে প্রস্তুত অভিসন্দর্ভে তা থেকে বিরত থাকা হল। তবে আপাতদৃষ্টিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সকল শিশুর আধোবুলির ভিত্তি একই, কেননা, তারা প্রথমে স্বরধ্বনি হিসাবে /আ/ ও ব্যঞ্জনধ্বনি হিসাবে /ম/, /ব/, /প/ এর ব্যবহার করে থাকে। বলা যায়, আধোবুলির ক্ষেত্রে এ ধ্বনিগুলো সর্বজনীন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম-শব্দ পর্যায় (১০-১২ মাস)

প্রথম-শব্দ : সংজ্ঞা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

'প্রথম-শব্দ অর্জনকে সাধারণত ভাষার আরম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[১] ভিন্ন ভিন্ন শিশুর প্রথম-শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হতে দেখা যায়। তবে সেই শব্দসমূহের সাংগঠনিক রূপ ও সংখ্যা সীমিত হতেও দেখা যায়।

শিশুর প্রথম-শব্দ অর্জনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের পূর্বে একটি শব্দ অর্জন বলতে যা বোঝায় তা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে McCarthy (১৯৫৪) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, সংক্ষিপ্তাকারে তা পরবর্তীকালে চমৎকারভাবে ডেভিড ইনগ্রাম (১৯৮৯) সংজ্ঞায়িত রূপ দিয়েছেন।

১. বয়স্ক-ভাষার একটি শব্দ যা কিছু অর্থসহ বুঝতে সক্ষম, এমনকি অর্থের এদিক-সেদিক হলেও শিশু কর্তৃক ঐ শব্দটি অর্জিত হয়েছে বলা হয়।

২. বয়স্ক-ভাষার একটি শব্দ যা বয়স্কদের অর্থের প্রায় যথাযথ বুঝতে সক্ষম হয়।

৩. শিশুর যে কোনো বাগোচ্চারণ/বাক-উচ্চারণ যা একটি সঙ্গতিপূর্ণ প্রসঙ্গে নিয়মিত ব্যবহার করে থাকে।

৪. বয়স্ক-ভাষার একটি শব্দ যা একটি সঙ্গতিপূর্ণ (পূর্বাপর একই রকম) প্রসঙ্গে নিয়মিত উৎপাদন করে থাকে।

৫. বয়স্ক-ভাষার একটি শব্দ যা বয়স্কদের মত বুঝতে ও ব্যবহার করতে সক্ষম।

৬. বয়স্ক-ভাষার একটি শব্দ যা বয়স্কদের মত বুঝতে ও ব্যবহার করতে পারে এবং সঠিকভাবে তা উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়।

যদি শব্দ-অর্জনের প্রথম সংজ্ঞাটি বিবেচনা করা হয় তবে শিশু তার জীবনের প্রথম বছরের শেষের দিকে শব্দ অর্জন করে আর যদি ৬ষ্ঠ সংজ্ঞাটি বিবেচনায় আনা হয় তবে প্রথম-শব্দ অর্জন এক বছর বয়সের অনেক পরে তা অর্জিত হবে।[২] দেখা যাচ্ছে যে, একটি শব্দের অর্থ বুঝতে পারলেই তা অর্জিত হয়েছে ধরা যায়। আবার তা বুঝতে পারলেই হবে না, উৎপাদনে বা উচ্চারণে সক্ষম হলে তবেই তা অর্জিত হয়েছে ধরা হবে। আসলে দু'টোই সত্য। কেননা শিশু প্রথমে শব্দ উপলব্ধি করে পরে উচ্চারণ করে, তাই দেখা যায়, তার উৎপাদিত শব্দের চেয়ে উপলব্ধি করতে পারার শব্দের সংখ্যা অধিক। আমরা এখানে শুধু উপলব্ধি নয় বরং উপলব্ধি ও উচ্চারণে সক্ষম এমন শব্দকেই অর্জিত শব্দ হিসাবে বিবেচনা করবো। প্রথম-শব্দের ক্ষেত্রেও শব্দ অর্জনের এই বৈশিষ্ট্যটি বিবেচিত হবে।

এম টাইনে (১৮৭৭) তাঁর কন্যা শিশুটির ভাষা বিকাশের যে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেন তাতে লক্ষ্য করা যায় যে '১০-১১ মাস বয়সে শিশুটি তার উচ্চারিত কোনো শব্দেই অর্থ সঠিকভাবে সংযোগ করতে পারে না তবে অন্যের উচ্চারিত ২ বা ৩টি শব্দে অর্থ সংযোগ করতে পারে অর্থাৎ অন্যের উচ্চারিত ঐ শব্দগুলোর বিপরীতে সে সঠিক প্রতিসাড়া দিতে সক্ষম; ১২ মাস বয়সে যখন শিশুটি be'be' শব্দটি নিজের প্রসঙ্গে এবং অন্য যে কোনো

---

[১] Ingram. David (1989) : First Language Acquisition: Method, Description and Explanation : Cambridge University Press, Cambridge, P. 139

[২] Ibid, P.139.

Dhaka University Institutional Repository

ছবির প্রসঙ্গে সঠিক অর্থে ব্যবহার করতে সক্ষম হয় তখনই এম টেইনে এই be'be' শব্দটিকেই বলছেন 'this is her first general word.'[৩] তাহলে সুস্পষ্ট যে, এম টাইনে শব্দ অর্জনের ব্যাপারে অর্থ ও উৎপাদনকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

চার্লস ডারউইন (১৮৭৭) তাঁর নিজের পুত্র-সন্তানের উপর রাখা দিনপঞ্জী পর্যেষণায় দেখা যায় যে, শিশুটির বয়স এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যে শব্দ বা ধ্বনিগুচ্ছ (যেমন, da) উচ্চারণ করেছে সেগুলোকে তিনি শব্দ অর্জনের মর্যাদায় অভিসিক্ত করেননি কারণ সেগুলোতে অর্থের সংযোগ ছিল না আবার অন্যদের উচ্চারণ শুনে অর্থ বুঝতে পারলেও যেহেতু শিশু নিজে উচ্চারণ করতে সক্ষম নয় সে কারণে সে শব্দটিও তার অর্জিত হয়নি এমন ধারণাই প্রতিফলিত হয়েছে (যেমন, his nurse's name)। ঠিক যখন ১ বছর পূর্ণ হয় তখন শিশুটি খাদ্যের জন্য একটি শব্দ আবিষ্কার করে তা হল 'mum'; এটাই তাঁর প্রথম-শব্দ হিসেবে তিনি আখ্যায়িত করতে আগ্রহী। এ বিষয়ে তিনি বলেন— Before he was a year old, he understood intonations and gestures, as well as several words and short sentences. He understood one word, namely, his nurse's name exactly five month before he invented his first word mum.[৪] এই 'mum' শব্দটি শিশু উচ্চারণ করতে সক্ষম এবং নির্দিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করতে সফলতা দেখিয়েছে।

তাহলে স্পষ্টতঃ যে, শিশুর উপলব্ধি বা বুঝতে পারার উপরে নয়, বরং উক্ত দক্ষতার সাথে উৎপাদনের ক্ষমতা যুক্ত হলেই শব্দ অর্জিত হয়েছে বলে ধরা হয়। এম. টাইনে ও চার্লস ডারউইনের উভয় শিশুই এ ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে ১ বছর বয়সে। এবং প্রথম-শব্দ অর্জনে বয়সের প্রতিটি শিশুর বেলায় কিছু তারতম্য পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়।

প্রচলিত অর্থসহ শিশুর শব্দ-অর্জন সম্পর্কে স্টার্ণ (stern)-এর মত হল—'শিক্ষিত পিতামাতার শিশুরা তাদের বয়সের দ্বিতীয় বছরের প্রথম তিন মাসে (in the first quarter of the second year) তা অর্জন করে বলে মনে করেন। কিন্তু তিনি ইংরেজ, ফ্রান্স, জার্মান, ডেনিশ, ও স্লাভোনিক পিতামাতার ২৬ জন শিশুর প্রথম অর্থপূর্ণ শব্দের উচ্চারণের তালিকায় দেখিয়েছেন যে তাদের গড় বয়স হচ্ছে সাড়ে ১১ মাস। Bateman, ২৮ জন পর্যবেক্ষকের ৩৫ জন শিশুর নথিপত্র পর্যালোচনা করে বলেন যে সাড়ে ১০ মাস বয়সে প্রথম-শব্দ দেখা যায় (occurred) এমন শিশুর সংখ্যা প্রায় ৪৩%, আর প্রথম বছরের শেষে প্রান্তের পূর্বেই তা ঘটে থাকে প্রায় ৭৫% শিশুর ক্ষেত্রে। Buhler and Hetzer ৬৯ জন শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ করে

---

[৩] Taine, M. (1877) : The Acquisition of Language by Children. Mind. No. 6, April, London. PP. 253-254

[৪] Darwin, Charles (1877) : A Biographical Sketch of an Infant. Mind, No. 7, July, P. 292-294.

Dhaka University Institutional Repository

বলেন যে তাদের মধ্যে ৩৫ জন বালকের অভিব্যক্তিমূলক শব্দ প্রকাশ সাধারণতঃ ১০ মাস বয়সে ঘটে থাকে বা দেখা যায় (occurre)।[৫]

বিরাট সংখ্যক নমুনা পর্যেষণাকালের কয়েকটি পর্যেষণায় উদ্যোগ নেয়া হয় দিনপুঞ্জীসমূহের ব্যক্তিক তথ্য-উপাত্ত নেয়ার যা শব্দ অর্জনের আদর্শ (norms)কে প্রতিফলিত করে। যেখানে উৎপাদন মুখ্য। এরূপ সবচেয়ে বেশী আলোচিত পর্যেষণায়, ৪৬ জন জার্মান শিশুর প্রথম শব্দ আরম্ভের বয়স C. Buhler (১৯৩১) পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি যে বয়স উল্লেখ করেন তা নিম্নরূপ —

প্রথম শব্দ অর্জনের বয়স	শিশুর সংখ্যা
০: ৮-০: ৯	১০
০: ১০	১৯
১:০-১;১	১০
১:২-১;৩	৫
১:৪-১;৫	২

এ থেকে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, প্রথম-শব্দ উৎপাদন ১০ মাসের মধ্যেই ঘটে।[৬]

শিশু যখন প্রথম-শব্দ উৎপাদনে সক্ষম তখন শিশুর উপলব্ধির ভাণ্ডারে বেশ কিছু সংখ্যক শব্দ থাকে। ১৯৭৯ সালে Benedict উপলব্ধি (comprehension) ও উৎপাদনের (productive) সূত্রপাত বিষয়ে পর্যেষণা করেন । Benedict ছয় মাস ধরে আটটি শিশুর উপর দীর্ঘ মেয়াদী (longitudinally) শব্দভাণ্ডার অর্জন (Vocabulary acquisition) পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি অন্যান্য দিনপঞ্জী পর্যেষণার সাথেও তা তুলনা করেন এবং পূর্বের বৃহৎ নমুনা পর্যেষণার চেয়েও তিনি একক শিশুর উপর গভীর পর্যেষণা বা অধ্যয়ন করতে সমর্থ হন। তিনি যে মন্তব্য করেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন — প্রথমতঃ উপলব্ধির সূত্রপাত উৎপাদনের চেয়ে প্রায় চার মাস অগ্রবর্তী। দ্বিতীয়তঃ প্রথম ৫০টি শব্দের উপলব্ধির হার অনুরূপ উৎপাদনের চেয়ে দ্বিগুণ (the rate of acquiring the first 50 words in comprehension was twice as fast as that for production). ... এবং শিশুর প্রায় দু'সপ্তাহ প্রয়োজন ১০টি শব্দ উপলব্ধির ক্ষমতা অর্জন করতে, পক্ষান্তরে, উৎপাদনে সময় লাগে ৪ সপ্তাহ। Benedict-এর তথ্য-প্রদানকারীদের মধ্যে দেখা যায় যে, মাইকেলের উপলব্ধি ও উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্কিত ফাঁক খুব কম; যখন সে ১০০ শব্দ উপলব্ধি করতে পারে; তখন সে ২০টি শব্দ উৎপাদন করে ফেলেছে। ডেভিড আরও কম ফাঁক প্রদর্শন করে ৪০টি শব্দ উৎপাদনের সাথে সে ৮০টি শব্দ উপলব্ধি করতে পারে। অন্যদিকে ডায়না ও এলিজাবেথ এর ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বিস্তর ফাঁক পরিলক্ষিত হয়— তারা যখন ১৫০টি শব্দ বুঝতে পারে তখন তারা কোন শব্দই উৎপাদন করতে

---

[৫] Lewis, M.M. (1936) : Infant Speech : A Study of the Beginnings of Language. Routledge & Kegan Paul Ltd., London, P.124.

[৬] Ingram, David (1989) : First Language Acquisition: Method, Description and Explanation : Cambridge University Press, Cambridge, PP. 140-141.

Dhaka University Institutional Repository

পারেনি। তাহলে সুস্পষ্টতঃ যে শিশুর গ্রহণোন্মুখ ও উৎপাদনমূলক শব্দভাণ্ডারের মধ্যে ফাঁকের বেশ ভিন্নতা দেখা দিতে পারে।

Benedict এর তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে ডেভিড ইনগ্রাম মন্তব্য করেন যে, শব্দ উৎপাদন ও উপলব্ধির মধ্যে বেশ ফাঁক লক্ষ্যণীয় এবং প্রথম শব্দ উৎপাদনের সময় শিশু প্রায় ১০০টি শব্দ বুঝতে পারে।[৭] তাই বলা যায়, শব্দ অর্জনের ক্ষেত্রে ভাষার শব্দ বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারার চেয়ে শব্দের উৎপাদন ও তাতে সঠিক অর্থ সংযোজনের উপর ভাষাবিজ্ঞানীরা বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু উভয় বিষয়ই ভাষা অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং একে অপরের পরিপূরক, একটি ভিন্ন অন্যটি সম্ভব নয়।

শিশু প্রথম যে ধরনের শব্দ অর্জন করে তার প্রকৃতি সম্পর্কে ডেভিড মেকনেইল (১৯৭০) বলেন, যখন ভাষাতাত্ত্বিকভাবে প্রথম অর্থপূর্ণ উচ্চারণ ঘটে, সেখানে একটি সম্মুখ ব্যঞ্জনধ্বনি নিহিত থাকে P অথবা m এবং একটি পশ্চাৎ স্বরধ্বনি a। শিশু যে ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে সে-ভাষার সম্মুখ ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহ (front consonants) এবং পশ্চাৎ স্বর ধ্বনিসমূহ (back vowels) কথনের (speech) প্রারম্ভিকতা দান করে। তাই ইংরেজীতে আত্মপ্রকাশকারী শিশু cut এর পূর্বে tut বলে; সুইডিস শিশু kata-এর পূর্বে tata বলে: জাপানী শিশু ka এর পূর্বে ta বলে ইত্যাদি। বাক-ধ্বনি (speech sounds) হিসেবে m এবং p এর প্রথম আবির্ভাবই (early appearence) হচ্ছে নিঃসন্দেহাতীত কারণ কেন mama এবং papa প্রথম শব্দসমূহের (first words) মধ্যে প্রথমে অর্জিত হয়।[৮] বলা যায়, শিশুর প্রথম-শব্দ অর্জন ভাষা-অর্জনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্তর; এই স্তরেই শিশুর মধ্যে ভাষিক আচরণ ও ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ ও তা বিকশিত হতে সহায়তা করে এবং শিশুকে ক্রমে জটিল থেকে জটিলতর ভাষিক সংশ্রয় অর্জনে প্রয়াসী করে তোলে।

বাঙালী শিশুর প্রথম-শব্দ : উপাত্ত ও বিশ্লেষণ

বাঙালী শিশুর প্রথম-শব্দ অর্জন বিষয়ে খাতেমন আরা বেগম (১৯৫৬) এর গবেষণায় যে তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল ঃ

	বয়স	প্রথম-শব্দ	অর্থ ও প্রসঙ্গ
শিশু – ১	৮ মাস – ৯ মাস	অ-ম্-মা, মা	'মা'কে ডাকার জন্য ব্যবহৃত
শিশু – ২	৮ মাস	মা-ম্মা	"
শিশু – ৩	৮ মাস	মাম্মা	"
শিশু – ৪	১৫ মাস	মাম্মা	" [৯]

[৭] Ibid. PP. 141-143.

[৮] McNeil. David (1970) : The Acquisition of Language : The Study of Developmental Psycholinguistics. Harper & Row, Publishers, New York, P. 131

[৯] Begum, Khataman Ara (1956) : The Language Development of Children. Institute of Education & Research, University of Dhaka, Dhaka (Published, 2001) PP. 14, 26, 33, 38.

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম তিন সন্তান ৮ মাস বয়সে প্রথম-শব্দ হিসাবে 'মাম্মা' শব্দটি অর্জন করেছে; পক্ষান্তরে, চতুর্থ সন্তান তা ১৫ মাস বয়সে অর্জন করেছে। লক্ষ্যণীয় যে, উপর্যুক্ত উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত থেকে এটাই স্পষ্ট যে শিশুরা তাদের 'মা'কে কেন্দ্র করে প্রথম-শব্দ অর্জন করেছে আর সেই প্রথম শব্দটির অর্থ 'মা' হলেও উচ্চারণ গত পার্থক্য পরিলক্ষিত; যেমন প্রথম শিশু বলেছে 'অ-ম্-মা' পরবর্তী তিন শিশু বলেছে 'মাম্মা' । অর্থাৎ অধিকাংশই প্রথম-শব্দ হিসেবে 'মাম্মা' শব্দটি অর্জন করেছে। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশক (১৯৫৬- ২০০২ সন) পর ঐ চার সন্তানকে বর্তমান গবেষক পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে যে, তারা এখনও তাদের 'মা'কে "মাম্মা' বলে ডাকে ও সম্বোধন করে।

বাঙালী শিশুর প্রথম-শব্দ অর্জনের পর্যেষণায় বর্তমান গবেষক কর্তৃক ৮টি শিশুর প্রথম-শব্দ অর্জন পর্যেষিত হয়েছে। তাদের প্রথম-শব্দের উপাত্ত, প্রসঙ্গ ও অর্থসহ নিম্নে উপস্থাপিত হল—

শিশু	বয়স	প্রথম-শব্দ	অর্থ ও প্রসঙ্গ
প্রত্যয়	১০ মাস ১৭ দিন	আবুহ্	বাবা; তার বাবাকে দেখলে বলে; অর্থাৎ বাবার মনোযোগ আকর্ষণ; বাবার কোলে যাওয়ার জন্য আবেদনও এ শব্দ দিয়ে প্রকাশিত হতে দেখা গেছে।
কীর্তি চে	১০ মাস	বাবা	বাবা; বাবাকে ডাকার জন্য ব্যবহৃত হয়।
জো'আদ	১০ মাস	দাদা	দাদা; দাদাকে দেখলেই দাদা বলে এবং দূরে থাকলে তাকে ডাকার জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করতে দেখা যায়।
নদী	১০ মাস ১৫ দিন	আম্মা	মা; মাকে সম্বোধন করতে ব্যবহার করে থাকে।
পূর্ণা	১১ মাস	আম্মা	"
সীমন্ত	১১ মাস	মা	"
মিমু	১০ মাস	মা	"
অরিত্র আনান	১০ মাস	কাক্কা	ক্যাঙ্গারু, ক্যাঙ্গারুর বাঁধাই করা ছবি দেখে এই শব্দটি উচ্চারণ করে; তবে অন্য কোনো ছবি দেখলে বলে না।

Dhaka University Institutional Repository

অরিত্র আনানের প্রথম শব্দ হিসাবে 'কাক্‌কা' শব্দটি অর্জন প্রসঙ্গে প্রসঙ্গিক কিছু কথা উপস্থাপন প্রয়োজন বলে মনে করি। তা হল– তাদের শয়নকক্ষে, তার শোয়ার জায়গার পাশে খানিক দূরে তার বাবা-মার একটি যুগল ছবি (রঙিন) ছিল; তার মায়ের ভাষ্য মতে, শিশুটি চার মাস বয়স থেকে সেই ছবিটির প্রতি আকর্ষণবোধ করত; এবং বাবা-মা বা পরিবারের অন্য কেউ– "মা-বাবার ছবি কোন্‌টা, ছবি কোথায়, আব্বু, ছবি কই" এরূপ বাক্য প্রয়োগ করলে শিশুটি ঠিক ঠিক ছবির দিকে ঘাড় ঘুরাতো; তখন তার অভিব্যক্তি কেমন হত? জিজ্ঞাসা করলে তার মা তা বলতে ব্যর্থ হন। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যে ঐ ঘরেই সংরক্ষিত একটি ক্যাঙ্গারুর ছবির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পরিবারের সবাই 'ক্যাঙ্গারু' শব্দটির ব্যবহার বাড়িয়ে দেয়; যেমন কান্নাকাটি করলে মা, বাবা এমনকি কাজের মেয়েরা পর্যন্ত ঐ ক্যাঙ্গারুর ছবি দেখাতো এবং 'ক্যাঙ্গারু' শব্দটি প্রয়োগ করত। তাই পরিবারে কাকা সম্পর্কিত কেউ না থাকলেও ৭ থেকে ৯ মাসের মধ্যে আধোবুলি হিসেবে 'কাক্‌কা' অর্জন করতে দেখা যায়; এটা যে বয়স্কদের ব্যবহৃত 'ক্যাঙ্গারু' শব্দটিরই সরল রূপ তা ধরে নেয়া অমূলক নয়। ১০ মাস বয়সে এই 'কাক্‌কা' শব্দ হিসেবে পক্বতা লাভ করে এবং সুনির্দিষ্ট ঐ ছবি দেখেই সে ঐ শব্দটি প্রয়োগ করে; অন্য কাউকে বা অন্য কোনো ছবি দেখা তা করে না। তাই 'কাক্‌কা' শব্দটি তার প্রথম-শব্দ এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তার পিতা-মাতারও অনুরূপ মত।

স্পষ্টতঃ যে, অধিকাংশ বাঙালী শিশু ৮ থেকে ১০ মাসের মধ্যে প্রথম-শব্দ অর্জন করে। আর এই প্রথম-শব্দটি সাধারণতঃ সম্বোধনসূচক, মা-বাবা কেন্দ্রিক। তবে উপর্যুক্ত উপাত্ত থেকে লক্ষ্যণীয় যে, শিশুদের একজন 'দাদা' ও একজন বস্তুগত শব্দ 'কাক্‌কা' প্রথম-শব্দ হিসাবে অর্জন করেছে। আর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, বাঙালী শিশুরাও অর্জিত প্রথম-শব্দে সাধারণতঃ সম্মুখ ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি ও পশ্চাৎ স্বরধ্বনি ব্যবহার করে থাকে।

400621

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

একক-শব্দ পর্যায় (১২-১৫ মাস)

শিশু তার প্রথম-শব্দ অর্জনের পর ক্রমে অন্যান্য একক-শব্দ অর্জন করতে থাকে। বলা হয়— ১২ থেকে ১৬ মাসের মধ্যে শিশু স্বাভাবিকভাবেই শব্দ উপলব্ধি করতে এবং একক-শব্দ উচ্চারণ ও উৎপাদন করতে আরম্ভ করে যা সচরাচর একক-শব্দ পর্যায় বা স্তর (one-word stage) হিসেবে বিবেচিত হয়। ... এই স্তরে, শিশুর উচ্চারণসমূহ কোনো ধরনের সাংগঠনিক গুণাবলী প্রদর্শন করে না তবে অর্থ (meaning) প্রাথমিকভাবে কার্যকর হতে দেখা যায়।[১]

এম স্মীথ (১৯২৬) এর ইংরেজ-শিশুদের উপর দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাপকভাবে গৃহীত পর্যেষণা ভিন্ন ভিন্ন বয়সে শিশুদের শব্দভাণ্ডারের যে গড় পরিমাণ তুলে ধরেছেন, সরলভাবে তা উপস্থাপন করলে বয়সের প্রাথমিক মাসগুলোর বিকাশ পরিস্ফুট হয় :

বয়স	শব্দভাণ্ডারে শব্দের সংখ্যা
০: ৮	০
০:১০	১
১:০	৩
১:৩	১৯
১:৬	২২

এই তালিকাটি প্রদর্শন করে যে, উৎপাদনমূলক শব্দভাণ্ডার ১০ মাস বয়সে সূত্রপাত হয়ে খুব যে দ্রুত বৃদ্ধি পায় তা সুস্পষ্ট নয়। শব্দ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৮ মাস বয়সের পূর্বে শব্দের আকস্মিক স্ফুরণ পরিলক্ষিত হয় না; এটা একটা কয়েক মাসের পর্যায়কাল।[২]

১৬ থেকে ১৮ মাস বয়সের মধ্যে Agent (ঘটক), Action (ক্রিয়া/কর্ম), object (উদিষ্ট বস্তু)সহ একক শব্দ উচ্চারণ শুরু হয় যেখানে অর্থতাত্ত্বিক রীতির প্রতিফলন ঘটে থাকে। যদিও শিশুদের উচ্চারণসমূহে বয়স্কদের অর্থ কাঠামো যথাযথভাবে নির্দিষ্ট করা কঠিন, তবে অভাষাতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ প্রায়ই এতে সাহায্য করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ যখন একজন বয়স্ক ব্যক্তি শিশু-শব্দগুলো এভাবে অনুবাদ করে যে— /de p/'boat' এই অর্থে যে 'look, a boat' বা 'there's a boat'; /it n/'it on' এই অর্থে যে 'Put it on' বা 'it is/has been put on' বা 'I want it (put) on', এটা সন্দেহজনক এবং এই ধরনের 'অনুবাদ' নির্দিষ্ট করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত: আমরা কিভাবে এত নিঃসন্দীহান হতে পারি, যে শিশু ঠিক যে ধারণা করছে বয়স্করা যা অনুবাদ বা ইঙ্গিত করছে? তবে স্পষ্ট মনে হয়, যে শিশু এই স্তরে objects, actions প্রভৃতি নামের চেয়ে অনেক বেশী অর্থ প্রকাশ করে থাকে; তাই অনেক গবেষক এই স্তরকে holophrastic stage হিসেবে

---

[১] Malmkjaer, Kristen (1991) : The Linguistics Encyclopedia. Routledge, London, Reprinted 1996, P. 244.

[২] Ingram, Devid (1989) : First Language Acquisition: Method, Description and Explanation. Cambridge University Press, Cambridge, P.141.

Dhaka University Institutional Repository

অবহিত করতে পছন্দ করেন। আর এই একক-শব্দ এবং holophrastic স্তরে অনেক শিশুর প্রবণতা হল over-extention- এর দিকে: ধরা যাক, ball শব্দটি শিশু শিখেছে, ball-কে

নির্দেশ করার জন্যেই, কিন্তু শিশু ball শব্দটি নির্দেশ করতে পারে অন্য যে কোনো গোল বস্তু দেখে। একটি শিশুর শব্দের নির্দেশের পরিসীমাকে বলা হয় এর associative complex, এবং এটা সচরাচর নির্ধারিত হয় এরূপ প্রত্যক্ষণযোগ্য যেমন, আকৃতি (shape), আকার (size), ধ্বনি (sound), চলন (movement), স্বাদ (teste) এবং বস্তুর সাংগঠনিক উপাদানসমূহের বিন্যাস প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যসমূহ দ্বারা । একটি শিশুর শব্দভাণ্ডার সীমিত হওয়ার কারণে সে over-extend করে থাকে; তার মানে, যদি এটা একটি নতুন object-সহ উপস্থাপিত হয় বা প্রকাশিত হয় তবে এটা একটি শব্দ দ্বারা নির্দেশিত হবে, এটা আগেই কোন কিছুর জন্য জানা হয়েছে যা নতুন object এর সদৃশ, ঠিক যেমনটি বয়স্করা করে। কিছু overextension খুবই উৎপাদনমূলক বা কার্যকরী যাতে একটি শিশু ঠিক ঠিক objectটি ধরতে বা প্রকাশ করতে সক্ষম হয় যেমন, motorcycle, bike, truck, plane নির্দেশিত হয় car হিসেবে আর এমনটি করার কারণ শিশুর শব্দভাণ্ডারে সঠিক শব্দের অভাব।[৩]

বাঙালী শিশু তার প্রথম-শব্দ অর্জনের পর পরই অন্যান্য একক-শব্দ অর্জনের দিকে অগ্রসর হয় এবং তা ১৫ মাস বয়সের পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী হয় বলা যায়; কেননা বাঙালী শিশুরা তারপর দুই-শব্দ সমন্বয়ের দিকে অগ্রসর হয়ে থাকে। নিম্নে বাঙালী শিশুর অর্জিত একক-শব্দসমূহ প্রসঙ্গসহ বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হল—

বাঙালী শিশুর একক-শব্দ : উপাত্ত ও বিশ্লেষণ

শিশু : কীর্তি চে	বয়স	একক শব্দ ও প্রসঙ্গ
	১১ মাস	'মাম্' যার অর্থ ও প্রয়োগ পানি সংক্রান্ত
		অর্থাৎ মাম্= পানি
	১২ মাস	'আম্মু' যার অর্থ 'মা'
	১৩ মাস	'ববি' যার অর্থ ছবি; এটা তার খালার নাম যে তাকে
		অধিকাংশ সময় সঙ্গ দেয়। এছাড়া দুদু (দুধ) ও বই বলতে পারে।

তার শব্দভাণ্ডারে এর বেশী শব্দ লক্ষ্য করা যায় না। তবে এ শব্দগুলোর ব্যবহারও বেশ দীর্ঘ সময় পর পর লক্ষ্য করা গেছে। যেমন, একবার 'বাবা' অর্থপূর্ণভাবে উচ্চারণ করার পর তা আর অধ-ঘন্টার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। তবে উচ্চারণ সীমিত হলেও এ বয়সে অনেক শব্দের অর্থ বুঝতে পারে। যেমন, এদিকে এসো, আমার কোলে এসো, এটা নাও, পুতুলটা আনো, টিভি কোথায়? এখানে হাত দিও না প্রভৃতি বাক্য যে বুঝতে পারে।

---

[৩] Malmkjaer, Kristen (1991) : The Liguistics Encyclopedia. Routledge, London, P. 244.

Dhaka University Institutional Repository

শিশু : মিমু	বয়স	একক-শব্দ	অর্থ ও প্রসঙ্গ
	১৪ মাস ২ দিন	বাবা	বাবা
		মামা	মামা
		কাকা	চাচা
		মাম্‌ই	মিমু (নিজের নাম)
		জ'	জল
		দে	দাও

তাছাড়া নিজে বলতে পারে না কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা করলে ঠিক ঠিক দেখাতে সক্ষম হয়; যেমন, মাথা, কান, দাঁত, হাত, পা, মুখ, টিভি প্রভৃতি। দুই শব্দের বাক্যও বুঝতে পারে; যেমন, এটা নাও, আমাকে দাও, মায়ের কাছে যাও, বাবা কোথায়, এদিকে আসো প্রভৃতি।

শিশু : অরিত্র আনান

বয়স	একক-শব্দ	বয়স্ক শব্দ	অর্থ ও প্রসঙ্গ
১১ মাস ২০ দিন	বাব্‌বা	বাবা	বাবা
	মা	মা	মা
	নানা	নানা	নানা
	নেএনা	রেহানা	কাজের মেয়ের নাম যে তাকে nursing করে।
	মামা	মামা	মামা
	ব-য়া	বুয়া	কাজের মহিলা
১২ মাস ১০ দিন	খা	খালা	খালা
	বি, বিতি	বিউটি	কাজের মেয়ের নাম যে তাকে কোলে নেয় nursing-এ সহযোগিতা করে।
১৩ মাস ৫ দিন	চা	চা	কাপে চা থাকলেও 'চা' বলে এবং যে কোনো কাপ দেখলেই 'চা' বলে।
	ভা	ভাত	ভাত দেখলে 'ভা' বলে।
	খগো,	খরগোশ	খেলনা খরগোশ ও বইয়ে খরগোশের ছবি দেখে বলে।
১৩ মাস ২০ দিন	কক্‌ক্‌	কুকুর	বাসার পোষা কুকুর দেখলে বলে।
	চাদ	ছাদ	মাঝে মাঝে আঙ্গুল উপরে দিয়ে এ শব্দটি বলে; অর্থাৎ সে ছাদে যেতে চায়; তাকে ছাদে নিয়ে কখনো পরিবারের সদস্যরা বা কাজের মেয়ে এমনকি তার খালাও খেলা করে সময় কাটায়; যেখানে একটি দোলনা আছে এবং ছোট ছোট গাছ গাছালিতে উদ্যানের মত মনে হয়। তাছাড়া এ শব্দ দিয়ে উপর তলা (দ্বিতীয় তলা)কেও বোঝায়, অর্থাৎ সেখানে যেতে চায়; তার খালারা সে-তলায় থাকে; খালাকে সে পছন্দ করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৪ মাস ২৬ দিন	গান	গান	খালাকে দেখলেই সে ক্যাসেট প্লেয়ারের কাছে গিয়ে বার বার 'গান গান' বলতে থাকে। অর্থাৎ তাকে এখন গান শোনাও এমন মনোভাব প্রকাশ করে; শুধু তাই নয় গান শুরু হলে সে হাত পা নেড়ে নাচার মত অঙ্গ-ভঙ্গি করে এবং তার সাথে তার খালাকেও নাচতে ইঙ্গিত দেয় তা না হলে কাঁদে।
	পেপাল	পেপার	খবরের কাগজ দেখলে বলে।
	নান্	নানী	ডাইনিং রুমের পাশে একটা ক্যাকটাসের টব আছে; তার নানী এ গাছটির যত্ন নেয়। এই টবটি দেখলেই মাঝে মাঝে 'নান্' বলে; অর্থাৎ 'এটা নানীর' মনে হয় এমনটি বোঝাতে চায়। এবং নানীকেও 'নান্' বলে।
	আমাম	আরাম	সোফায় উঠে বসে বলে।
	অত্ত	অরিত্র	সে তার নিজের নাম এভাবে উচ্চারণ করে; তবে তোমার নাম কি? এর উত্তরে নয়। শুধুমাত্র যখন তার বাবা, তাকে লক্ষ্য ও সম্বোধন করে বলে— 'বাবা, এটা কোন্ বাবা রে! তখন বলে— অত্ত অর্থাৎ আমি তোমার অরিত্র-বাবা। সবার ধারণা, আর কিছুদিন পর তার নাম জিজ্ঞাসা করলে এটাই বলবে; কেননা এ যে তার নাম অর্থাৎ সে নিজে তা বুঝে ফেলেছে।
১৫ মাস ১০ দিন	বই	বই	বই, খাতা, এমনটি দৈনিক পত্রিকা দেখলেও 'বই' বলে।
	গাই	গাড়ী	গাড়ী (car) ও খেলনা গাড়ী দেখলে বলে।
	মা	মাছ	মাছ দেখলে এমনটি বলে।
	বাক	বাঘ	বইয়ের ছবিতে বাঘ দেখে বলে
	হিসি	প্রস্রাব	প্রস্রাব করার পরে বলে, আগে বলে না।
	তাইত	লাইট	বৈদ্যুতিক বাল্বকে বলে; টেলিফোনকেও বলে কারণ তা ring হলেই উপরে এক জায়গায় আলো জ্বলে ওঠে।
	নানা	নানা	নানাকে দেখলে বলে, অ্যাসট্রে (Astray) দেখলেও বলে কারণ নানা ধূমপান করে তাই Astray দেখলেই বলে নানা এবং এই অ্যাসট্রেগুলোকে সে বেশ পছন্দ করে।
	বা	বাস	রাস্তায় বড় বাস, ট্রাক দেখলে বলে।
	বিবি	baby	পুতুলকে বলে; নিজেকে বাদ দিয়ে অন্য শিশুকে দেখলে বলে, TVতে ছোট শিশু দেখলে বলে।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, তার নাম 'অরিত্র আনান' এবং ডাক নাম 'সাম্য'। তাকে অরিত্র বলে ডাকলে সে নিজেকে দেখিয়ে (আঙ্গুল দিয়ে) 'এইত্তা', 'এইত্তা' উচ্চারণ করে। কিন্তু সাম্য বলে ডাকলে 'জী'/'ঝী' বলে 'সাড়া দেয়। 'না'-এর ব্যবহার করতে সক্ষম তবে তার সাথে ক্রিয়ায় কোন সংযোগ ঘটাতে পারে না।; যেমন; এদিকে আসো এর উত্তরে বলছে- 'না' অর্থাৎ আসব না অনুরূপভাবে খাব না, যাব না প্রভৃতি না-সূচক অর্থ প্রকাশ করতে দেখা যায় শুধু 'না' শব্দটি প্রয়োগ করে।

অনেক সময় লক্ষ্য করা গেছে যে সে তার শুধু 'বই' উচ্চারণ দিয়ে 'বইটি দাও' অর্থাৎ 'দাও' ক্রিয়া প্রকাশ করতে চেয়েছে আবার অনুরূপভাবে 'বইটি আমার কাছ থেকে এখন তুমি নাও' অর্থাৎ 'নাও' ক্রিয়াটিকেও প্রকাশ করতে চেয়েছে। 'নেএনা' (রেহানা), বি/বিতি (বিউটি), বয়া (বুয়া), এই তিন কাজের মেয়ের উক্ত বিশেষ্যসূচক নাম উচ্চারণ করে অধিকাংশ সময়েই 'এদিকে আস' 'আমাকে বাইরে নিয়ে যাও' 'এটা দাও' অর্থাৎ আস, যাও, নাও, দাও এই ক্রিয়াগুলোর অর্থ প্রকাশ করতে চেয়েছে। পরিবারের অনেকেই মজা করার জন্য অ্যাসট্রে (Astray) দেখিয়ে বলে 'এটা কি'; সে উত্তর দেয় 'নানা'; উপস্থিত পরিবারের সবাই হেসে ওঠে সেও হাসে। কেন অ্যাসট্রেকে নানা বলে তা পূর্বেই উল্লেখ করা হলেও এখানে আর একটু ব্যাখ্যা দেয়া হল- অনেক বড় ড্রইং রুম সেখানে প্রায় প্রতিটি টেবিলেই একটি করে অ্যাসট্রে আছে, অন্য ঘরেও আছে এবং তার (শিশুর) নানা বেশী রকমই ধুমপান করে, এবং ওগুলো ব্যবহার করে তাই তার নানার উপস্থিতিতেই হোক আর অনুপস্থিতিতেই হোক অ্যাসট্রে দেখলেই বলে 'নানা'। আবার নানাকেও বলে নানা। অর্থাৎ অ্যাসট্রে বোঝাতে একক-শব্দ 'নানা' ব্যবহার করে সে আসলে বোঝাতে চায়- 'এটা নানার', এটা নানার অ্যাসট্রে, 'এটা নানার জিনিস'।

শিশুরা একক-শব্দ পর্যায়ে ও holophrastic পর্যায়ে এমনটিই করে থাকে। বাঙালী শিশু অরিত্রও তাই করেছে এবং একক-শব্দের over extension প্রবণতাও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। উল্লেখ্য যে, ক্যালেন্ডারে গ্রামীণ বয়স্ক মহিলার ছবি দেখে 'বোয়া/বয়া' বলে; অনুরূপভাবে ছবিতে যুবক ও যুবতী দেখলে 'মামা' ও 'খা' (অর্থ খালা) বলে। কারণ হতে পারে যে, এই বয়সের নারীপুরুষগুলোর মধ্যে সে পরিবার পরিজনদের সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পায়।

শিশু: প্রত্যয়

সেশন-১

বয়স : ১৬ মাস ২০ দিন

পর্যবেক্ষণ কাল : সকাল ১১টা থেকে ২টা মোট ৩ ঘন্টা।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত বিশ্লেষণ

প্রথমে সে আমার দিকে বেশ কয়েকবার চোখ তুলে তাকালো এবং আমার কাছ থেকে দূরে অবস্থান করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করছিল। তার বাবা আমাকে তার মামা বলে পরিচয় করিয়ে দিয়ে 'মামা' বলে সম্বোধন

Dhaka University Institutional Repository

করতে বার বার উৎসাহিত করছিল। তাকে আমার কাছে জোর করে পাঠালে কান্না ও রাগ মিশ্রিত তীব্র চিৎকার আঁ, আঁ করে উঠে। তবে সে ভয় পাচ্ছিল না, বলা যায় কিছুটা লজ্জা বা দ্বিধার ভাব তার মধ্যে কাজ করছিল কেননা, আমার সাথে চোখাচোখি হতেই সে ফিক্ করে হেসে দিচ্ছিল। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে (১৫ মিঃ) আমার সাথে স্বাভাবিক হতে আরম্ভ করল। সে মুড়ি খাচ্ছিল; আমি তার মুখে মুড়ি তুলে দিতে লাগলাম কিন্তু কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না: বুঝলাম দূরত্ব কমছে। ২০ মিনিটের মধ্যে সে আমার সাথে স্বাভাবিকভাবে খেলতে আরম্ভ করল; যেন আমি তার কত পরিচিত!

লক্ষ্য করলাম, রঙিন ছবি বা দৃশ্যের প্রতি তার আকর্ষণ বেশী; তার বাবাও আমাকে সমর্থন করল। সে টেলিভিশনের রঙিন দৃশ্য বা ছবির দিকে একটানা তাকিয়ে থাকে; হঠাৎ টিভি বন্ধ করে দিলে (আমি পরীক্ষা করার জন্য বন্ধ করলাম) সে বিরক্ত বোধ করে। এ সময় সে 'আহ্ আহ্ উহ্ উহ্' ধ্বনিসমিষ্ট উচ্চারণ করে। কখনো কখনো এসব ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণ করতে করতে মারতেও এসেছে।

কলিং বেল বাজলে সে দরজার দিকে দৌড়ে যায় এবং উচ্চারণ করে 'হুহ্ হুহ্'।

একটি জিনিসের বা বিষয়ের প্রতি তার আগ্রহ কিছুক্ষণের। যেমন- একটি খেলনা (পুতুল বা গাড়ী) নিয়ে খেলছে ; কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া বা খেলার পর সেটা ত্যাগ করে অন্য একটি জিনিসের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। কাছে পাওয়ার পর তা নাড়াচাড়া করে আবার তা ত্যাগ করে, সেটা তার আশেপাশে পড়ে থাকলেও সেটা আর স্পর্শ করে দেখে না।

চামুচ দিয়ে খেতে হয় এ বোধ তার আছে কিন্তু এটা কি জিজ্ঞাসা করলে তার নাম বলতে পারে না কিন্তু সেটা আনতে বললে দূর থেকে তা ঠিকই আনতে পারে; অর্থাৎ চামুচ সে চেনে, ব্যবহার জানে কিন্তু তা উচ্চারণ করতে পারে না। একটি ছোট্ট বল (ball) নিয়ে খেলার সময় একই ঘটনা ঘটল তবে 'বল' উচ্চারণে শুধু 'ব' ধ্বনির প্রাধান্য ছিল 'ল' উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায় না ।

একটু দূরে তার বাবার সেন্ডেল জাতীয় বাটার জুতা ছিল– সে এক পায়ে একটা জুতা ঢুকিয়ে হাঁটতে চেষ্টা করছে কিন্তু ভারী বিধায় উচ্চারণ করল– উহ্ উহ্। বাধা সত্ত্বেও কয়েকবার এমনটি করে তা বাদ দিল।

একটি খেলনা ঘর, সেটার নির্দিষ্ট একটি বোতামে টিপ দিলে ঘরের দরজা খুলে যায় এবং একটি কুকুর বের হয়। সে ঠিক ঐ বোতামটিতে টিপ দিয়ে বেশ কয়েকবার কুকুরটিকে বের করল কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে অন্য একটি বিষয়ে আগ্রহ দেখাল। তবে যখন যে জিনিসটির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে তখন তা থেকে বিরত করা যায় না, জোর করে করলে কান্না জুড়ে দেয় এবং তা পুনরায় করার জন্য জেদ ধরে।

আব্বু, টিভি বন্ধ কর, শিশুকে তার বাবা এমনটি বললে সে (শিশু) উঠে গিয়ে ঠিকই টিভি বন্ধ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে টিভিটি চালুও করল। হাসি মুখে উচ্চারণ করল— আহ্ আহ্; হাহ্ হাহ্— নিজের কৃতিত্ব-সূচক ধ্বনি।

Dhaka University Institutional Repository

মাথা নেড়ে 'না' বোধক অর্থ প্রকাশ করতে পারে। পর্যবেক্ষণ কালে 'না' শব্দটি শুনিনি তবে তার বাবার মতে 'না' উচ্চারণ খুবই কম, সারাদিনে দুই এক বার বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার করে; তবে 'না'-এর সফল ব্যবহারেই সে করে।

তার নাম ধরে ডাকলে সে তা বুঝতে পারে এবং যে ডাকছে তার দিকে তাকায় এবং হাসে; কাছে ডাকলে কাছে আসে: কিন্তু সে তার নাম জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারে না, কখনও হাসে কখনও চুপ করে থাকে।

যখন তার বাবা তাকে কাপড় পরাচ্ছিল, আমি তার পাশে ছিলাম। সে আমার দিকে, এবং কাপড়ের দিকে তাকাচ্ছিল। এ সময় সে দুটি শব্দ উচ্চারণ করে— আব্‌বে, আম্‌মে। শব্দ দুটির ব্যাখ্যা এভাবে দাঁড় করানো যেতে পারে— আমাকে হয়ত সে বোঝাতে চাচ্ছে যে, এখন তার বাবা তাকে জামা-কাপড় পরিয়ে দিচ্ছে এবং অন্য সময় তার মাও তাকে এভাবে জামা-কাপড় পরিয়ে দেয়। শব্দ দুটি বাবা ও মা অর্থ প্রকাশের সাথে সাথে বর্তমানে যে প্রসঙ্গে শব্দ দুটি উচ্চারণ করল সে প্রসঙ্গের অর্থ নিহিত আছে। কিন্তু সে সেটা বাক্য দিয়ে প্রকাশ করতে পারছে না। উল্লেখ্য যে, এখন বাবা কাপড় পরাচ্ছে তাই 'আববে' শব্দটি আগে এবং মাও এমনটি করে তা প্রকাশের জন্য 'আম্‌মে' শব্দটি পরে উচ্চারণ করেছে। এই দু'শব্দের নিহিতার্থ বিষয়ে উপর্যুক্ত ধারণা অমূলক নয়।

সেশন-২

বয়স : ১৭ মাস ২৩ দিন

পর্যবেক্ষণকাল: সকাল ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত মোট ৪ ঘন্টা।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত বিশ্লেষণ

ভাষা অর্জনে বেশ অগ্রগতি লক্ষ্য করলাম। পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী কথা বলতে আগ্রহী; পূর্বে সে নীরবতাই বেশী পছন্দ করত এবং তার সাথে অনেক কথা বলার পর সে একটা শব্দ উচ্চারণ করত এবং তিন শব্দের বয়স্ক-বাক্যও অনুকরণ (imitation) করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করত না। কিন্তু আজ এসব ব্যাপারে তাকে বেশ আগ্রহী ও নিবেদিত মনে হল। প্রথম দর্শনেই আমাকে চিনতে পারল এবং হাসতে হাসতে আমার কাছে এলো। তার বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করল– কে এস্‌ছে আব্‌বু? প্রত্যয় বলল– 'মামা'। উক্ত পর্যবেক্ষণকালে আর যে শব্দগুলো সে উচ্চারণ করেছিল তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল—

শিশু-শব্দ	বয়স্ক শব্দ
তিবি	টিভি
তাম্‌উ	চামুচ
বুই	বই

Dhaka University Institutional Repository

শিশু-শব্দ	বয়স্ক শব্দ
বাত	ভাত
মামা	মামা
দুদ্	দুধ
কম	কলম
পুতু	পুতুল
দুতা	জুতা
পেন	প্যান্ট
তা	চা
মুই	মুড়ি
আব্বু	আব্বু/বাবা
মাম্নী	আম্মু/মা
দে	দাও
দেও	দাও

উপর্যুক্ত শব্দগুলো ছাড়াও আরও অনেক জিনিসের ও বিষয়ের নাম সে বুঝতে পারে, বয়স্ক অনেক বাক্য বুঝতে পারে। তবে সাধারণ হাঁ-বোধক ও না-বোধক বাক্যগুলো প্রশ্নবোধক বাক্যের চেয়ে বেশী বুঝতে পারে (যেমন, ভাত খাও, টিভি দেখ, এদিক যেও না ইত্যাদি)।

স্পষ্টতঃ যে বাঙালী শিশু ১১মাস থেকেই একক-শব্দ অর্জনে সমর্থ হয় এবং তা ১৭-১৮ মাস বয়স পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। যেহেতু ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো শিশু সাময়িকভাবে দ্রুতগতি সম্পন্ন, কোনো শিশু ধীরগতি সম্পন্ন। তাই কেউ উক্ত বয়সের (১৮ মাস) পূর্বেই বাক্য পর্যায়ে উন্নীত হতে দেখা যায় (যা বাক্য পর্যায়ে আলোচিত হবে)। একক-শব্দ স্তরে দেখা যায় যে শিশু সাধারণতঃ তার চারপাশের পরিবেশের বস্তু ও বিষয় সম্পর্কিত শব্দসমূহই অর্জন করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

দুই-শব্দ সমন্বয় পর্যায় বা বাক্য পর্যায় (১৫-৩৩ মাস)

শিশু তার জীবনের প্রায় ১৮ বা ২০ মাস বয়সে ভাষার দুটি শব্দ সমন্বয় করতে সক্ষম হয় আর এটা ২৪ মাস বা ২ বছর বয়স পূর্ণের পূর্ব পর্যন্ত বজায় থাকে। শিশুর ভাষা অর্জনের এ পর্যায়কে দুই-শব্দ পর্যায় বা স্তর (two-word stage) বলে।[১] তবে একে দুই-পদ সমন্বয় পর্যায় হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। কেননা এই সময়ে, সাধারণতঃ বিশেষ্য-বিশেষ্য পদ বা বিশেষ্য-ক্রিয়া পদের সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। 'এই সময়কালে, শিশুর শব্দভাণ্ডার দ্রুত বেড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, স্মিথ (১৯২৬)-এর তথ্য-দাতাদের ১৮ মাস বয়সে উৎপাদনক্ষম শব্দভাণ্ডারের গড় ছিল ২২টি শব্দ, যেখানে ২১ মাস বয়সে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১৮টি শব্দে এবং ২ বছরে ২৭২টি শব্দে।[২] ১৮ মাস ও ২ বছর বয়সী বাঙালী শিশুদের উৎপাদনক্ষম শব্দের গড় যথাক্রমে ৩৮ ও ১৬৫টি শব্দ[৩] । দেখা যাচ্ছে যে এই বয়সে শিশু দ্রুত শব্দ অর্জন করে এবং তার শব্দভাণ্ডারে যথেষ্ট শব্দ থাকে বিধায় সে তখন এই শব্দগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে এবং সফল হতে চেষ্টা করে।

এই বয়সে বাঙালী শিশুও দুই-শব্দ স্তরে নিজেকে উন্নীত করে; তবে এ বয়সে একক-শব্দের ব্যবহার যে করে না তা নয় বরং একক-শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি মাঝে মাঝে দুই-শব্দের উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া অনেক সময় উপর্যুক্ত বয়সের নীচেও বাঙালী শিশুর ক্ষেত্রে দু'শব্দ সমন্বয়ের অর্জন ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ ১৫ মাস বয়স থেকেই এ ক্ষমতা অর্জনে বাঙালী শিশুকে সফল হতে দেখা গেছে।

বর্তমান গবেষক কর্তৃক পর্যবেক্ষিত বাঙালী শিশুদের দুই-শব্দ সমন্বয় বা বাক্য পর্যায়ের উপাত্ত উপস্থাপন করা হল। তবে উল্লেখ্য যে, এখানে ১৪ মাস ২৬ দিন থেকে ৩৩ মাস ১৫ দিন বয়স পর্যন্ত ৪ জন শিশুর ভাষিক উপাত্তে একক-শব্দ, দুই-শব্দের বাক্য ও ততোধিক শব্দের বাক্যের উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে।

শিশু : অরিত্র আনান

অরিত্র আনানকে ১৮ মাসের পূর্বেই দুই-শব্দের সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হতে দেখা যায়। এমনকি তিন শব্দের সমন্বয় ঘটানোর কৃতিত্বও সে দেখিয়েছে। অরিত্রের ক্ষেত্রে যে ভাষিক উপাত্ত পর্যবেক্ষিত হয়েছে তা নিম্নরূপ

---

১ Malmkjear, Kirsten (1991) : The Linguistics Encyclopedia. Routledge, London, P. 244.

২ Ibid, P. 244.

৩ Begum. Khataman Ara (1956): The Language Development of Children. Institute of Education and Research, University of Dhaka, Dhaka, First Published 2001, PP. 15-40.

Dhaka University Institutional Repository

সেশন ১

বয়স : ১ বছর ২ মাস ২৬ দিন = ১৪ মাস ২৬দিন
পর্যবেক্ষণকাল : সকাল ২টা থেকে ৩টা, মোট ১ ঘন্টা

দুই শব্দের বাক্য	বয়স্ক বাক্য	প্রসঙ্গ ও সম্ভাব্য অর্থ
এইতা বাবা	এটা বাবা	তার আশেপাশে তার বাবা থাকলে তাকে দেখে এবং কেউ জিজ্ঞাসা করলে যে বাবা কোথায়? তখন সে বাবাকে দেখিয়ে বলে।
এইতা মা	এটা মা	একইভাবে মাকে দেখিয়ে এমনটি বলে।

সেশন—২

বয়স : ১৫ মাস ২ দিন

পর্যবেক্ষণকাল : সকাল ১১টা থেকে ১২টা, মোট ১ ঘন্টা

দুই শব্দের বাক্য যেমন 'পাঁচটা মাছ' 'রেহানা ধর', 'উপরে যাব', 'বাবা যাব', 'মা যাব'— এগুলো মা-বাবা, নানা-নানী, খালা বা কাজের মেয়ের সাথে অনুকরণ-উচ্চারণে (imitation) যা বলত— তা হল 'পাচ্তা মা', 'নেয়না ধ', 'ইপ-যাব', 'বাবা যাব', 'মা যাব'; কিন্তু নিজে নিজে এগুলো উচ্চারণ ও প্রয়োগ করতে পারত না। তবে চা দেখলে 'চা দে' শব্দদুয়ের সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হত।

সেশন—৩

বয়স : ১৬ মাস -২ দিন

পর্যবেক্ষণকাল : বিকাল ৩টা থেকে ৪টা, মোট ১ ঘন্টা

'নেয়না ধর' এবং 'বাষা যাব' — দুই শব্দের এই বাক্য দুটিকে সফলতার সাথে ব্যবহার করতে দেখা যায়। তার হাতে একটি খেলনা বা অন্য কোনো জিনিস আছে কিছুক্ষণ পর রেহানাকে (কাজের মেয়ে) বলল— 'নেয়না ধর' অর্থাৎ এটা আমার প্রয়োজন নেই এখন এটা তুমি নিয়ে যাও। সে বাবাকে মায়ের চেয়েও পছন্দ করে (মায়ের ভাষ্য অনুসারে); বাবা সকালে অফিস চলে যাওয়ার সময় সে দেখে ফেললে কান্নাকাটি করে, বাবার সাথে যেতে চায়। তাই তার বাবার অফিসে যাওয়ার সময় তাকে অন্য ঘরে নিয়ে কাজের মেয়ে খেলা করে বা উপরে (উপর তলায়, দোতলায়) খালার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে বাবার প্রসঙ্গ উঠলে সে বলে— 'বাবা যাব' অর্থাৎ বাবা কোথায়, আমি বাবার কাছে যাব (বয়স্ক-সম্ভাব্য অর্থ)।

সেশন—৪

বয়স : ১৭ মাস ২৮ দিন

পর্যবেক্ষণকাল : দুপুর ২ টা থেকে ৩ টা

'এতা কার পা?' 'বাবার পা'— তার বাবা শুয়ে আছে, পাশে সে খেলছে; হঠাৎ পায়ের কাছে এসে পা দেখিয়ে নিজে নিজেই বার বার বাক্য দু'টো বলছে আর তার বাবার পায়ের আঙ্গুল ধরে টানছে। এ শুনে তার বাবা বেশ উচ্ছ্বাস ও আনন্দ প্রকাশ করে কারণ পূর্বে অনুরূপ কোনো বাক্য বলেনি; বিশেষ করে তিন শব্দের বাক্য।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু : প্রত্যয়

সেশন–১

বয়স : ২০ মাস ৭ দিন

পর্যবেক্ষণ: সকাল ১১:৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ২টা; মোট ২ ঘন্টা ১৫ মিনিট

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

শব্দ	প্রসঙ্গ ও অর্থ
মাম্নি	মায়ের কোলে বসে বা কাছ থেকে মাকে সম্বোধন করে।
আম্মু	মাকে ডাকে বা সম্বোধন করে মা যখন তার কাছ থেকে বেশ দূরে এমনকি দৃষ্টির অগোচরে অর্থাৎ অন্য কোনো ঘরে (ৎড়ড়স) অবস্থান করে। এ শব্দের অর্থ এমন হতে পারে যে আম্মু তুমি কোথায়?
জিয়া /জিয়া আব্বুজী/ আব্বু	এটা তার বাবার ডাক নাম কিন্তু সে প্রায়ই তার বাবাকে 'জিয়া' বলে ডাকে। তবে দৃষ্টির আড়ালে বা দূরে অবস্থান করলে 'জিয়া আব্বুজী' বলে চিৎকার করে। অনেক সময় বাবার কোলে বসেও এমন উচ্চারণ করে থাকে: তবে তখন কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক ও তুলনামূলক নীচু থাকে। অনেক সময় তার বাবাকে 'আব্বু' বলেও সম্বোধন করে।

এটা কার মোবাইল? জিজ্ঞাসা করলে বলে— 'জিয়া', 'জিয়ার' বলতে পারে না। অর্থাৎ বলা যায় বিভক্তি-জ্ঞান এখনো অর্জিত হয়নি।

ওহ্	মা তার শরীরে পাউডার দিচ্ছিল তখন উচ্চারণ করল, হয়ত শরীরের কোনো জায়গায় আঘাত লেগেছিল তাই এমনটি উচ্চারণ, এটাকে আঘাতজনিত শব্দ বা অভিব্যক্তিমূলক শব্দ বলা যেতে পারে।
গলা	পাউডার যখন তার গলায় দেয়া হচ্ছিল তখন সে উচ্চারণ করল 'গলা' অর্থাৎ 'গলায় আরও দাও' বা 'পাউডার গলায় দেয়া হচ্ছে' এমন একটি অর্থ (meaning) এই 'গলা' শব্দটির মধ্যে নিহিত আছে। তার মা বলল— হ্যাঁ, আব্বু গলায় গলায়। প্রত্যয় বার বার বলছে 'গলা' 'গলা' তবে -য় সংযোগ করতে পারেনি অর্থাৎ বিভক্তি জ্ঞান অর্জিত হয়নি।
ইতা	সে যে শার্টটি পরবে আঙ্গুল উঁচিয়ে তা দেখিয়ে বলল।
তামিম	তাদের নীচের ফ্ল্যাটে শামীমদের বাসায় বেড়াতে যাবে এমন ভাব প্রকাশ করল। শামীমকে 'তামিম' বলে ডাকে।
পায়	পায়ে কি যেন লাগতেই বলল– 'পায়'। তার মা বলল– বালু বাবা! সে বলল– 'না'।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ যে, 'পা' শব্দের সাথে -য় বিভক্তি যুক্ত করতে সমর্থ হয়েছে এবং না-বোধক উত্তর দিতে সফল হয়েছে।

মামুন	কাজের ছেলের নাম; সঠিকভাবেই উচ্চারণ করেছে এবং এ নামেই তাকে ডাকে।
গান	বাইরে থেকে গানের সুর ভেসে আসছিল, তখন সে তার মাকে বলল– 'গান'।

মা বলল– হ্যাঁ, বাবা, গান। প্রত্যয় গান শুনবে? তার মায়ের সাথে সাথে সে বলল—— প গান শোন্।

পাই	পানিকে 'পাই' বলে।
দাম/বাদাম	'বাদাম'কে 'দাম' বলে। তবে সংশোধন করে দিলে 'বাদাম' বলতে পারে। একটু পরেই পুতুলসহ অন্যান্য খেলনা সামগ্রী মাথায় নিয়ে চিৎকার করে বলল—— 'বাদাম বাদাম'।
মামা	আমার (গবেষক) Micro Tape Recorder-টি আমার দিকে এগিয়ে ধরে বলল——'মামা'। এর অর্থ হতে পারে, এটা মামার; এটা তোমার: মামা নাও: মামা এটা তোমাকে দিলাম প্রভৃতি।
চা	কাপে চা দেখে বলল।
থতে	গোসলের পর তার মা মুখে মাখার cream আনলে, সে নিজে নিজে তার ঠোঁট দেখিয়ে বলল– 'থতে'। অর্থাৎ cream ঠোঁটে দিতে বলছে। এবং এটা যে ঠোঁটে দিতে হয় এটাও জানে অর্থাৎ cream- এর ব্যবহার জানে।
পত্ত	তার নাম জিজ্ঞাসা করলে বলে 'পত্ত', 'প্রত্যয়' উচ্চারণ করতে পারে না। কিছুক্ষণ পর তার মা তার জন্য কিছু খাবার এনে বলল – কে খাবে?

প্রত্যয় বলল– পত্তয়। তবে 'য়' এর উচ্চারণ স্থলে 'ই' ধ্বনির রেশও লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ যে, 'আমি' শব্দটি এখনও অর্জিত হয়নি। 'আমি'-র স্থলে নিজের নাম ব্যবহার করে।

মো	তার চাচাতো বোনের নাম 'মৌ' তাকে সে ডাকে 'মো' বলে।
অক/অকো	তার চাচাতো ভাইয়ের নাম 'অর্ক' তাকে ডাকে 'অক' বলে।
বাতাত	'বাতাস' কে বলে।
গোতল	'গোসল'কে বলে। নিজে গোসল করার আগে বা কেউ গোসল করে বের হলে এমনটি বলে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

বেলুন	বেলুনকে বেলুনই বলে।
গালি	গাড়ীকে 'গালি' বলে; অনেক সময় তা 'দালি'-ও শোনা গেছে। সে তার খেলনা গাড়ী ও বাইরে রাস্তায় Private Car/ Micro car-সহ সকল বাস-ট্রাককেই 'গালি' বলে।
ভুত	'ভুত' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহার করে— ক) অন্ধকার (অর্থাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলে) খ) কালো বোরখা-পরা লোক দেখলে গ) কালো রঙের গাড়ী দেখলে ঘ) কালো কালির লেখা দেখলে। অর্থাৎ যে কোনো কালো জিনিস দেখলেই সে 'ভুত' বলে।

একটি উচ্চারিত শব্দের অনেক অর্থ বয়স্করা করে নিতে দেখা যায়; আর তা করতে উচ্চারিত শব্দের পাশাপাশি অভাষাতাত্ত্বিক কিছু প্রসঙ্গ সহায়তা করে যা উপর্যুক্ত 'মামা' ও 'গলা' শব্দটির ব্যবহারে লক্ষ্যণীয়। এটাকে অনেক গবেষকই holophrastic stage বলতে আগ্রহী। যদিও শিশু এই স্তরে পৌঁছে ১৬-১৮ মাসের মধ্যেই। আবার শিশু একটি শব্দ একাধিক অর্থেও ব্যবহার করে; যেমন 'ভুত' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। শিশুদের এটা একটা প্রবণতা যে তারা একক-শব্দের over extension ঘটায়।

প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ আর একটি বিষয় বিদ্যমান। তা হল – দেয়ালে টাঙ্গানো যে কোনো ছবি দেখলেই বলে 'ছবি', তার নিজের, এমনকি পিতা-মাতার ছবি দেখলেও বলে 'ছবি'; ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা হয় এটা সে দেখেছে, তাই ক্যামেরা দেখলেই বলে 'ছবি'।

প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে এই বয়সেও দু'শব্দের বাক্য বা দু'পদের সমন্বয় পর্যাপ্ত নয়; একক-শব্দ দিয়েই সে সব কিছু বোঝাতে চায়; এবং পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্যান্যরা ঐ এক-শব্দ দিয়েই শিশুর সকল ভাব ও চাহিদা বুঝতে পারে। তবে দু'শব্দের বা দু'পদের সমন্বয় যে একেবারেই ঘটায় না তা নয়; এ দীর্ঘ ২ ঘন্টা ১৫ মিনিটে অনুরূপ দু'টি বাক্য লক্ষ্য করা গেছে তা'হল—

হাত বাচ্চা	হাঁসের একটি বাচ্চা (খেলনা)কে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে এ দু'শব্দের ব্যবহার করে। এখানেও-এর বিভক্তি যুক্ত করতে সমর্থ হয়নি।
মামা কাও (বয়স্ক :মামা খান)	সে খই খাচ্ছিল ; তার পাশে আমাকেও খই থেকে দেয়া হল; তখন সে আমাকে উদ্দেশ্য করে এটা বলল অর্থাৎ আমাকে খেতে বলছে।

Dhaka University Institutional Repository

বয়স : ২৪ মাস ১৭ দিন

পর্যবেক্ষণ কাল : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২ : ৩০ মিঃ, মোট ৩ ঘন্টা ৩০ মিঃ।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

শিশু শব্দ	বয়স্ক শব্দ	প্রসঙ্গ ও অর্থ
বালিত	বালিশ	খাটের উপর বসে, বালিশের উপর দিয়ে সে তার খেলনা-গাড়ী চালাচ্ছে আর বার বার এটি বলছে; এটি একক-শব্দ হলেও বহুপদ বিশিষ্ট বাক্য হিসাবে ব্যবহার করছে অর্থাৎ সে আমাদের বলতে চাচ্ছে— 'আমি বালিশের উপর গাড়ী চালাই বা আমি বালিশের উপর দিয়ে গাড়ী চালাচ্ছি'।
গন্দ	গন্ধ	রিফ্রিজারেটর খুললে (মা কর্তৃক) সে তার নাক কাছে নিয়ে গন্ধ শুকে বলল।
ভুত	ভুত	টিভি দেখতে দেখতে কোনো দৃশ্যে কালোর পরিমাণ বেশী হলে বলে। সে কলম দিয়ে খাতায় (আমার note book) লিখছে; কালো লেখা বের হতেই বলে ভুত।
ভাবী	ভাবী	পাশের ফ্ল্যাটের এক মাহিলাকে তার মা ভাবী বলে সম্বোধন করে; আজ যখন তা পুনরায় করল তখন প্রত্যয়ও তার মায়ের সাথে সাথে ঐ মহিলাকে বলল— 'ভাবী'। তার মা তাকে নিষেধ করল এবং বলল— আন্‌টি (aunty) বল, কিন্তু সে তা না বলে 'ভাবী' বলতে বলতে হাসতে লাগল।
পত্‌তয়	প্রত্যয়	আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছবি দেখে নিজে নিজেই বলে 'পত্‌তয়'।

সংলাপ

সংলাপ —১ : শয়ন-কক্ষের দেয়ালে টাঙ্গানো তার মায়ের বাঁধানো ছবির দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে বললাম—

প্রত্যয়, ওটা কার ছবি?

সে বলল— 'মাম্‌নি'।

ড্রইং রুমে তার নিজের বাঁধানো ছবি দেখিয়ে বললাম—

ওটা কার ছবি?

সে বলল— 'পত্‌তয়'।

উল্লেখ্য যে, উভয় উত্তরের শব্দ দু'টিতে যথাক্রমে -র ও -এর বিভক্তির ব্যবহার ছিল সমীচীন। কিন্তু তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেনি ।

Dhaka University Institutional Repository

সংলাপ –২ : সে নিজে বিস্কুট খাচ্ছে এবং তার খেলনা গাড়ী নিয়ে খেলছে; এক সময় সে গাড়ীর মুখে বিস্কুট ধরে বলল— গালি খাও!

পাশে তার বাবা বললেন— গাড়ী খাবে না; তুমি খাও।

সে বলল— গালি খাবে (২ বার)।

সংলাপ– ৩ : জিজ্ঞাসা করলাম — তোমার নাম কি?

বলল— পত্তয়

বললাম— তোমার আব্বুর নাম কি?

বলল— জিয়া আব্বুজী

বললাম— তোমার মাম্নির নাম কি?

সে বলতে পারলো না তবে হাসলো এবং তার বাবার দিকে তাকালো।

দুই শব্দের বাক্য	প্রসঙ্গ ও অর্থ
গালি চলি	খেলনা গাড়ী নিয়ে খেলছে এবং বলছে। এর অর্থ হতে পারে— 'আমি গাড়ী চালাই' বা 'আমি গাড়ী চালাচ্ছি'।
আব্বুজী বিত্কিত্	একটি বিস্কুট হাতে ধরে আছে; খাচ্ছে না; মাঝে মাঝে হাতটি সামনে পিছনে নিচ্ছে আর তার বাবাকে লক্ষ্য করে বলছে। সম্ভবত এর অর্থ হতে পারে— — আমি বিস্কুটটি খাব না — আমি বিস্কুটটি ফেলে দেব —বিস্কুটটি তুমি (বাবা) নাও — বিস্কুটটি তুমি (বাবা) খাও প্রভৃতি।
পত্তয় পরে	খাটের উপর বিছানায় খেলছে; মাঝে মাঝে বালিশের উপর উঠে সেখান থেকে High Jump এর মত করে লাফ দিয়ে বিছানায় পড়ছে; আমি বললাম কি করো? সে বলল— 'পত্তয় পরে'— এর অর্থ হতে পারে— 'প্রত্যয় লাফ দিয়ে পড়ে বা পড়তে পারে'।
আব্বুজী ছবি	দেয়ালে টাঙ্গানো তার বাবার ছবির দিকে আঙ্গুল দিয়ে হঠাৎ বলল— 'আব্বুজী ছবি'— এ বিষয়ে এখন তাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয়নি হয়ত ছবি সংক্রান্ত আমার জিজ্ঞাসিত পূর্বের প্রশ্নগুলো তার মনে উদয় হয়েছে এবং তার বাবার ছবি দেখে তাই কোনো জিজ্ঞাসা ছাড়াই আপন মনে বলছে 'আব্বুজী ছবি' অর্থাৎ আমার আব্বুজীর ছবি বা আমার বাবার ছবি।
মাম্নি বোকা	হঠাৎ তেমন কোনো প্রসঙ্গ ছাড়াই আমাকে লক্ষ্য করে বলল। আমি ইতিবাচক সাড়া দিলে সে খুশী হল অর্থাৎ হেসে দিল।
ওই, কলম, কলম কুই	কাজের ছেলের কাছে তার বাবা কলম চাইলে প্রত্যয় সঙ্গে সঙ্গে কাজের ছেলের দিকে তাকিয়ে এবং কলম দেখিয়ে বলল— 'ওই, কলম' অর্থাৎ ওই যে কলম; কিন্তু ঐ বাক্সে কলম না থাকায় পরক্ষণেই বলল— 'কলম কুই' অর্থাৎ কলম কোথায়।

Dhaka University Institutional Repository

আব্‌বুজী গেন্‌জি পরচে : তার বাবা শার্ট গায়ে দিচ্ছে তা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠল ; যার অর্থ (বয়স্ক : আব্‌বুজী গেঞ্জি পরছে) বাবা শার্ট পরছে কিন্তু শার্ট না বলে 'গেন্‌জি' বলেছে।

উল্লেখ্য যে, পূর্বে তিন শব্দের বাক্য লক্ষ্য করা যায়নি। তার বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করলে তিনিও অনুরূপ সিদ্ধান্তই দিলেন। তিন শব্দের এ দীর্ঘ বাক্য শুনে তার বাবাও আশ্চর্য ও আনন্দিত হলেন।

সেশন- ৩

বয়স : ২৪ মাস ২৩ দিন
পর্যবেক্ষণকাল : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত মোট ২ ঘন্টা

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

শব্দ	বয়স্ক শব্দ	প্রসঙ্গ ও অর্থ
পছ্‌ছাপ্‌	প্রস্রাব	প্রস্রাব করার ইচ্ছা হলে এটি উচ্চারণ করে; সাথে অন্য কোনো শব্দ যুক্ত করে না।

দুই শব্দের বাক্য

	বাক্য	প্রসঙ্গ ও অর্থ
	আম্‌নি কোলে মা	মায়ের কোলে ওঠার জন্য বলে থাকে। এর অর্থ এমন হতে পারে আমাকে কোলে নাও।
	চক্‌কেত্‌ খাব	কি খাবা? জিজ্ঞাসা করলে বলল 'চক্‌কেত্‌ খাব' অর্থাৎ চকলেট খাব।
	আম্‌নি তুক্‌কি	ঘরের কোণে লুকিয়ে জোরে জোরে চিৎকার করে বলছে – 'আম্‌নি তুক্‌কি' অর্থাৎ 'আম্মু টুকি– এটা এক প্রকার লুকোচুরি খেলা।

সংলাপ

সংলাপ– ১ : আমি বাসায় প্রবেশ করেই প্রথমে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম – বাবা কোথায়?

সে বলল– বক্‌রায়। (কি এক কাজে তার বাবা কয়েকদিনের জন্য বগুড়ায় গিয়েছিল। সে সঠিক উত্তরই দিতে পারল।)

আমি বললাম– মামা কোথায়?

উত্তর দিল– বক্‌রায়।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম; একই উত্তর দিল।

আমাকে সে মামা বলে সম্বোধন করে; মনে করেছিলাম এ প্রশ্নের উত্তরে আমাকে দেখিয়ে বলবে– এই যে, অথবা অন্তত আঙ্গুল উঁচিয়ে আমাকে দেখাবে। কিন্তু আমার ধারণা ব্যর্থ হল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ের এমন উত্তরের পিছনে একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। তা হল– সে বাবার খুব ভক্ত কারণ মা চাকুরীজীবী হওয়ায় দিনের অধিকাংশ সময় বাবাই তার দেখাশোনা করে। একদিন বাবাকে না দেখলে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কয়েকদিন তার বাবা ব্যবসায়িক কাজে বগুড়ায় অবস্থান করার কারণে বাবার অভাব অনুভব করছে। তাই যখন প্রথম 'বাবা কোথায়' বলেছি তখন সে সঠিক উত্তরই দিয়েছে; কিন্তু পরে 'বাবা'র স্থানে 'মামা' প্রতিস্থাপন করলেও সে 'মামা' শব্দটিকে গুরুত্ব না দিয়ে 'কোথায়' শব্দটিকে গুরুত্ব দিয়েছে, বিধায় পূর্বের উত্তরই তার কাছে ফিরে এসেছে, কারণ সে বাবাকে পাবার জন্য অধীর হয়ে আছে।

সেশন-৪

বয়স : ২৪ মাস ২৯ দিন

পর্যবেক্ষণকাল : সকাল ১১ টা থেকে ১২টা পর্যন্ত মোট ১ ঘন্টায়

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

শব্দ	বয়স্ক-শব্দ	প্রসঙ্গ ও অর্থ
পাকি	পাখী/ পাখি	গাছের ডালে পাখি দেখে বলল।
দুমপান	ধূমপান	টিভিতে Gold Leaf সিগারেটের বিজ্ঞাপন দেখলেই বলে 'দুমপান' অর্থাৎ ধূমপান : এই বিজ্ঞাপনটি তার প্রিয়; এটা দেখে সে বেশ আনন্দ পায়; যদি কান্নাকাটি করে তখন এই বিজ্ঞাপনটি দেখাতে পারলে ঐ সময়টুকু সে কাঁদে না, এটি তার এমন পছন্দের বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনটি এত পছন্দ করার কারণ হিসেবে একটা যুক্তি দাঁড় করানো যায়। তা হল— তার বাবাও ধূমপান করে কিন্তু আমি যতটুকু জানি তিনি তার পুত্রের আড়ালে গিয়ে ধূমপান করেন; হলে কি হবে— হয়ত শিশুটি কখনও তা দেখেছে এবং যেহেতু সে বাবার ভক্ত তাই ঐ বিজ্ঞাপনে সে তার বাবার প্রতিচ্ছবি হয়ত খুঁজে পায়। তাই এটা তার প্রিয় বিজ্ঞাপন— এমন ধারণা হয়ত একেবারেই অমূলক নয়।

দুইশব্দের বাক্য

বাক্য	প্রসঙ্গ ও অর্থ
পাকি যাব	গাছের ডালে পাখি দেখে সে বলল— 'পাখি যাব' অর্থাৎ পাখির
বয়স্ক :পাখির কাছে যাব	কাছে যাব; তাছাড়া 'পাখি ধরব' এমনও হতে পারে।
আব্বুজী যাব (বয়স্ক : বাবার কাছে যাব)	তার বাবাকে দেখে বলল।
মতা মাত্তি (বয়স্ক : মশা মেরেছি)	মশা উড়ছে তা দেখিয়ে দু'হাতে বড়দের মত মারার ভঙ্গি করে এবং আমার দিকে তাকিয়ে এমনটি বলল। আসলে মশা কিন্তু মারতে পারেনি তবু মশা মেরেছি বলছে।

Dhaka University Institutional Repository

তিন- শব্দের বাক্য	প্রসঙ্গ ও অর্থ
আম্নি পিপ্‌রা মাত্‌তি	ফ্লোরে পিঁপড়া দেখে এবং কারো নির্দেশ ছাড়াই জোরে থাপ্পড় দেয়
(বয়স্ক : আম্মু পিঁপড়া মেরেছি)	এবং এমনটি বলে।

সেশন - ৫

বয়স : ২৫ মাস ০ দিন :

পর্যবেক্ষণকাল : সকল ১১:৩০ মিনিট থেকে দুপুর ২:০টা, মোট ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত :

শব্দ	বয়স্ক-শব্দ	প্রসঙ্গ ও অর্থ
দুইতা	দুইটা	'কয়টা' এমন প্রশ্ন করলে যতটাই থাক, বলে 'দুইতা' অর্থাৎ দুইটা; এখনও ক্রমিক সংখ্যা গণনা করতে পারে না।
পকেত	পকেট	আমার পকেটে কলম ছিল তা দেখে বলল। এর সম্ভাব্য অর্থ হতে পারে — ১. পকেটে কলম আছে ২. পকেটে কলম থাকে, তবে 'কলম দাও' এমন অর্থ প্রকাশ করেনি, তা বোঝা গেল তার অভিব্যক্তিতে।
লাত্‌তি	লাথি	কারো প্রতি রেগে গেলে এবং সে কাছে থাকলে তাকে লাথি মারে এবং সাথে সাথে এ শব্দটি বলে। অনেক সময়, শুধু মুখে উচ্চারণ করে কিন্তু লাথি মারে না।
কুত্‌তি	কুত্তি	রেগে গেলে এটা সে গালি হিসেবে ব্যবহার করে।
পচা	পচা	হঠাৎ পরিবারের কাউকে ভাল না লাগলে বা পছন্দ না করলে এটা বলে। অর্থাৎ কেউ তার বিরক্তির উদ্রেক করলে এমনটি বলে। এ থেকে তার বাবা, মাও রেহাই পায় না।

দুই-শব্দের বাক্য	প্রসঙ্গ ও অর্থ
দুইতা তাকা (বয়স্ক : দুইটা টাকা)	খেলনা নিয়ে খেলার সময় 'কয়টা' বলে জিজ্ঞাসা করেছিলাম; তখন সে শুধু 'দুইতা' 'দুইতা' বলছিল যা পূর্বে শব্দ পর্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে। খেলনা (Toy) নিয়েই খেলছে; টাকার কোনো প্রসঙ্গই উঠেনি; সে হঠাৎ এ দুই শব্দের উচ্চারণ করল। আমি বললাম 'টাকা কই'? তবুও সে ঐ দু'শব্দই উচ্চারণ করল। হয়ত পূর্বের কোনো প্রসঙ্গ তার মনে পড়েছে এবং আপন মনে তা প্রকাশ করছে।
এখানে বতো (বয়স্ক: এখানে বস)	আমাকে তার পাশে বসতে বলছে, হাত দিয়ে তার পাশে স্থান দেখিয়ে।
বুজি না (বয়স্ক : বুঝি না)	এই শব্দ দু'টি একাধিক অর্থে প্রয়োগ করতে দেখা যায়— ১. সে কোনো বিষয় বা জিনিস না বুঝলে বা না চিনলে এমনটি বলে।

Dhaka University Institutional Repository

২. কারো প্রতি বিরক্ত মনোভাবাপন্ন হলে, ঐ ব্যক্তি তার সাথে যে-প্রসঙ্গেই কথা বলুক না কেন সে এই শব্দ দু'টি প্রয়োগ করে।

মাম্‌নি কুই? (বয়স্ক : মামনি কই?)	মাকে দেখতে না পেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল। বললাম Bath room-এ; তখন সে আবার খেলায় মন দিল।

সংলাপ

সংলাপ – ১ : পরিবারের কর্তা ব্যক্তিরা মজা করার জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করে—

আব্‌বু বলতো, কে গাধা?

তখন সে তার আশেপাশের ব্যক্তিদের আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করে বলে—

— জিয়া আব্বু গাদা

—মামা গাদা

তবে কেউ যদি কাউকে দেখিয়ে দেয় তখন সে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ সেই সম্বোধনসূচক শব্দটি প্রয়োগ করে যেমন, কে গাধা? বলে আমি তার মায়ের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করলে, সে বলল—

— আম্‌নি গাদা

এতে তার মা তাকে ধমক দিলে সে হেসে ওঠে অর্থাৎ এ ঘটনাটি তাকেও আনন্দ দেয়।

সংলাপ – ২ : মা তাকে খাইয়ে দিচ্ছে। এমন সময় আমার দিকে তাকিয়ে বলল—

— পত্‌তয় খাচ্চে।

আমি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলাম। পরক্ষণে সে বলল—

— পানি খাচ্চে; মামা খাচ্চে।

আমি বললাম, কই, আমি তো খাচ্ছি না। তখন সে আবার সেটাই বলল— মামা খাচ্চে। তবে এবার 'খাচ্চে' শব্দটিতে একটু বেশী জোর দিয়ে বলল। আমি প্রতিবাদ করলাম না পাছে তার পুরো খাওয়াই পণ্ড হয়ে যায়।

সেশন-৬

বয়স : ২৭ মাস ২দিন

পয়বেক্ষণকাল : সকাল ১১:১৫ মিনিট থেকে দুপুর ১:০০ টা পর্যন্ত মোট ২ ঘন্টা ৪৫ মিনিট

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত :

দুই-শব্দের বাক্য	প্রসঙ্গ ও অর্থ
কাপেন দোলো (বয়স্ক : কাপড় তোল)	বারান্দায় কাজের ছেলে কাপড় তুলছিল তা দেখে বলল।
আলেকতা মুলগি (বয়স্ক :আরেকটা মুরগি)	একটি মুরগি আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল; কিন্তু প্রথমে তা দেখে কিছুই বলেনি; কিছুক্ষণ পর ঐ মুরগিকে দেখিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

Dhaka University Institutional Repository

দু'তা বাজে (বয়স্ক : দু'টা বাজে)	দেয়াল ঘড়ি বা হাত ঘড়ি দেখিয়ে ক'টা বাজে জিজ্ঞাসা করলে এমনটি বলে; তখন ১২টার মত বাজছিল ঘড়িতে। যতটাই বাজুক না কেন, সে সব সময় এমনটি বলে থাকে।
কলম কুই? (বয়স্ক: কলম কই?)	আমি কলম দিয়ে লিখছি তা দেখছে এবং আমাকে কিজ্ঞাসা করছে, কলম কুই? যদিও তার সামনেই কলম দিয়ে আমি লিখছি। আমি বললাম এই তো, তখন সে আমার হাত থেকে কলমটা নিল তারপর আমার খাতার উপর কিছু আঁকা বাঁকা রেখা টেনে কলমটি আমাকে দিয়ে চলে গেল। চলে যাওয়ার সময় তার মুখে হাসি ছিল।
ওশুত তোলো (বয়স্ক: ঔষধ তোল) (ঔষধ খোল)	টেবিলে একটি ট্যাবলেটের পাতা ছিল; তা হাতে নিয়ে এমনটি বলল। অর্থাৎ সে বলতে চায়— ১. ট্যাবলেটের মোড়ক খোল ২. ট্যাবলেটের মোড়ক খুলে দাও ৩. ঔষধ খাও।
আম্নি যাব	তার মা একটু দূরে অর্থাৎ bed room-এ ছিল, তখন সে বলল।

তিন-শব্দের বাক্য	প্রসঙ্গ ও অর্থ
আম্নি কোলে যাব	পূর্বে বলেছে 'আমনি যাব' তার পরপরই এ বাক্যটি বলল। মা ব্যস্ত ছিল তাই ঘর থেকেই বলল, 'মামার কাছে বস, পরে বাবা পরে।' সে আমার সঙ্গে খেলায় মন দিল।
মতা কামল দে (বয়স্ক : মশা কামড় দেয়)	ড্রইং রুমে একটা মশা উড়ছে এবং তা সে দেখতে পেয়েছে তখন সে আমাকে লক্ষ্য করে এমনটি বলল। আমি হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিলে সে খুশী হল।
পত্তয় পানি খাচ্চে (বয়স্ক : প্রত্যয় পানি খাচ্ছে)	সে নিজে নিজে পানি খাচ্ছে এবং বলছে।
মামা, পানি খাও	সে নিজে পানি খাচ্ছে/পান করছে, আর আমাকে তার পানির গ্লাস দেখিয়ে বলছে। অর্থাৎ বলতে চায়— ১. মামা, তুমিও পানি খাও। ২. দেখ, এভাবে পানি খেতে হয়।
আলেকতা পানি খাব (বয়স্ক : আরেকটা পানি খাব, আরও পানি খাব)	তার গ্লাসের পানি শেষ হয়ে গেলে বলল; তাকে আরও পানি দেয়া হল; সে তা কিছুটা পান করে রেখে দিল।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু : কীর্তি চে

সেশন-১

বয়স : ২৯ মাস ২৮ দিন
পর্যবেক্ষণকাল : দুপুর ২টা থেকে ৩টা, মোট ১ ঘন্টা।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

দুই-শব্দের বাক্য	প্রসঙ্গ ও অর্থ
ঝড়-বৃষ্টি	ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল তা দেখে বলল।
এটা কার?	হাতে কলম নিয়ে বলল
এই আম্মু, কোথায়?	তার মা দূরে ছিল তখন এ বাক্যটি বলল একটু চীৎকার করে।
এখানে কত বই!	টেবিলে অনেক বই দেখে বলল
এটা তোমার না	সে বই নিয়ে খেলছিল অন্য একজন তা দাবী করলে সে এমনটি বলল।
দু'টা বই, পাঁচটা বই	অনেক বই দেখে আঙ্গুল উঁচিয়ে বলল।
শয়তানের বাচ্চা	কারও উপর রাগ করলে বা বিরক্তবোধ করলে এটা বলে তাকে গালি দেয়। মুখাবয়বেও অনুরূপ অভিব্যক্তি ফোটে ওঠে।
কী সুন্দর!	বইয়ের প্রচ্ছদের ছবি দেখে বলল।
বৃষ্টি নরতেছে	বৃষ্টি শেষে গাছের পাতা থেকে বৃষ্টি পড়া দেখে বলল; আসলে বাতাসে গাছের পাতা নড়ছিল।
আবার আসবা	একজনের সঙ্গে খেলছিল সে চলে গেলে তাকে বলল।
কাকুর সাথে কথা বললাম	আমার সঙ্গে কথা বলছিল তার মা তাকে জিজ্ঞাসা করল কার সাথে কথা বললে, তখন সে বলল।
আম্মু বই	তার মায়ের নাম বুলি, আমি বললাম এটা বুলির বই তখন সে প্রতিবাদ করে এটা বলল।
আবার কারেন চলে গেছে	বিদ্যুৎ এসে তৎক্ষণাৎ চলে গেলে সে এমনটি বলল।

১-১০ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যা বলতে পারে কিন্তু সংখ্যার ধারণা হয়নি ওগুলো তোতাপাখির মত মুখস্থ করেছে এর বেশী কিছু নয়। কারণ কোনোবার বলতে সক্ষম হয় আবার কোনো বার উলোট-পালোট করে ফেলে।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু : পূর্ণা

পর্যবেক্ষণ কালে পূর্ণা যে বাক্যসমূহ উচ্চারণ করেছে সেগুলো অধিকাংশ বাবার সাথে; মা ভিতরে পারিবারিক কাজে ব্যস্ত ছিল এবং মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গ দিয়েছে। পর্যবেক্ষণের প্রতি সেশন (মোট সেশন : ৬; ১৮ ঘন্টা) ছিল সাধারণত দুপুর ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত। তাছাড়া পর্যবেক্ষণ কালে কিছু বাক্য উচ্চারণ করেনি এরূপ কিছু বাক্যের উপাত্ত প্রসঙ্গসহ তার বাবা-মা পরে আমাকে লিখিতভাবে সরবরাহ করেছেন। এ দু'ভাবে প্রাপ্ত ভাষিক উপাত্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হল—

সেশন– ১

বয়স : ৩০ মাস ১৫ দিন
ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত :

বাক্য	বয়স্ক-বাক্য	সম্ভাব্য অর্থ ও প্রসঙ্গ
বাহির যাব	বাহিরে যাব	বেড়াতে যাব
মোম দাও	মোমবাতি দাও বা মোম দাও	মোমবাতি নিয়ে এসো
বাক্য	**বয়স্ক-বাক্য**	**সম্ভাব্য অর্থ ও প্রসঙ্গ**
লাইট জালাও	লাইট জ্বালাও	মোমবাতি জ্বালাও; বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলেছে
বাদাম দাও	বাদাম দাও	বাদাম কিনে দাও; নীচে বাদামওয়ালার ডাক শুনে বলেছে।
আম্মু একটু ধর	মা/আম্মু একটু ধর	মাকে তার হাতের গ্লাসটি ধরতে বলছে; তার পানি খাওয়া শেষ হলে।
টিভি দাও	টিভিটা চালু কর বা টিভিটা অন কর	বাবাকে টিভি চালু করতে বলছে।
মানি দাও	একগ্লাস পানি দাও	পানি খাব/পান করব
ভাত খাব না	ভাত খাব না	দুপুরে ভাত খেতে বললে এমনটি বলল; তবে কেন খাবে না তার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করা কঠিন; এর অর্থ এমন হতে পারে যে সে এখন ভাত খাবে না একটু পরে খাবে বা আমার (গবেষকের) সামনে খাবে না; পরে আমি চলে এলে হয়ত খাবে।
আম্মু বলে থাপ্পর মারবে	আম্মু নাকি আমাকে থাপ্পড় মারবে	তার মা রান্না ঘরে কাজ করছিল; তখন কি হয়েছে জানিনা. ড্রইং রুমে এসে তার বাবাকে অভিযোগ করল।
রান্না হয়ছে(?)	রান্না হয়েছে(?)	এ বাক্যটি দিয়ে সে তার মাকে প্রশ্ন করেছে এবং একটু পরে তার বাবাকে যখন এসে বলেছে তখন সাধারণ বিবৃত বাক্য হিসেবে ব্যবহার করেছে অর্থাৎ intonation ব্যবহার করে ঐ বাক্যটি প্রশ্নবোধক করেছে তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

ফ্যান দাও	ফ্যানটা চালু/অন কর ফ্যানের সুইচটা অন কর	তার বাবাকে ফ্যান চালু করতে বলছে একটু গরম বোধ আমরাও করছিলাম, যাইহোক, সে আমাদের মনের কথাটাই যেন বলল।
শিশ্ করবো	প্রস্রাব করবো	প্রস্রাব অনুভব করলে আমার সামনেই তার বাবাকে বলল।
আব্বু খাবা	আব্বু/বাবা খাবেন/খাবা	সে একটা ফল খাচ্ছিল তা দেখিয়ে তার বাবাকে বলল, তুমি এটা বা এরূপ আর একটা ফল খাবা কিনা অর্থাৎ সম্মতি জানতে চাইল।
আমি খাব না	আমি খাব না	নুডুল্‌স্ খেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন; তবে একটু জোর করাতে সে ঠিকই খেলো।
তুমি খাও	তুমি খাও	তার বাবাকে খেতে বলল
নাস্তা খাব	নাস্তা খাব	নাস্তা খেতে ইচ্ছা প্রকাশ করল।
মশারি দাও	মশারি টাঙিয়ে দাও	রাতে শোয়ার সময় বলে; তার বাবা আমাকে এ তথ্য দিলেন।

সেশন– ২

বয়স : ৩১ মাস ২ দিন
ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত :

বাক্য	বয়স্ক-বাক্য	সম্ভাব্য অর্থ ও প্রসঙ্গ
গোসল করবো	গোসল করব	তার মা তাকে গোসল করিয়ে দিতে চাইলে সে এমনটি বলল; অর্থাৎ এটা গোসলের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করছে।
আম্মু দেন	আম্মু, আমাকে দিন	মায়ের কাছে একটি জিনিস চাইলো; সম্মান সূচক ক্রিয়া ব্যবহার করেছে।
লাগাও না	লাগিয়ে দাও	সে তার বাবাকে একটি কার্টুনের স্ট্রিকার লাগিয়ে দিতে বলছে; 'না' শব্দটি এখানে না-বোধক নয় বরং আবদার বোঝাচ্ছে।
পানি খাব	পানি খাব	বিস্কিট খেতে খেতে তার বাবাকে বলল।
গ্লাস দাও	গ্লাসটা দাও	গ্লাসটি ড্রইং রুম থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সে আগ্রহী, বাবাকে তাই বলছে, ' গ্লাস দাও নিয়ে যাব' কিন্তু 'নিয়ে যাব' যুক্ত না করে শুধু 'গ্লাস দাও' বলছে।
ভাত খাব না, গোততো খাব	ভাত খাব না কিন্তু গোস্ত খাব	তার বাবা তাকে গোস্ত-ভাত খাইয়ে দিচ্ছিল, তখন সে এ দু'টি বাক্য পর পর বলল; বাক্য দুইটি উচ্চারণের মাঝে সামান্য একটু সময়ের gap লক্ষ্য করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

ডিম পোজ দাও	একটা ডিম পোজ করে দাও	সকালে নাস্তার সময় এ বাক্যটি বলেছে; নাস্তায় ডিম পোজ দেওয়া হয়নি, কিন্তু তার চাওয়ার প্রেক্ষিতে তাকে একটি ডিম পোজ করে দেয়া হল (তার বাবা সকালের এ ঘটনাটি আমাকে বললেন)
ক্লিপ আনো	আমার মাথার ক্লিপটা আনো	সে মাকে তার ক্লিপ আনতে বলেছে কারণ সে চুলে দেবে। যদিও চুলে ক্লিপ দেয়ার মত কোনো ঘটনা ছিল না। সে খেলছিল এবং তার চুল মুখের উপর এসে পড়ছিল তখন সে এ বাক্যটি বলেছে।
পেন পরবো না, থুইয়ে এসো	প্যান্ট পরবো না, রেখে এসো	সে যে প্যান্ট পরে ছিল তা পরিবর্তন করে একটি ভাল প্যান্ট পরিয়ে দিতে চাইলে বলল; তখন সে খেলছিল এ জন্য হয়ত অস্বীকৃতি জানালো।
আম্মু এটা রাখো	মা/আম্মু এটা রেখে দাও	সে তার মাথা থেকে ক্লিপটি নিজে নিজে খুলে পাশে বসা তার মাকে বলল।
ছবি দাও	হিন্দি ফিল্মটাই চলুক	টিভিতে একটি হিন্দি ছবি/ফিল্ম চলছিল, মাঝে তার বাবা রিমোট কন্ট্রোলার দিয়ে অন্য চ্যানেল-এ কি হচ্ছে তা দেখার জন্য চ্যানেল পরিবর্তন করছিল; তখন সে বলল।
পেপার আনি, পথম আলো	আমাদের প্রথম আলো পত্রিকাটি নিয়ে আসি	আমি তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা পেপার রাখেন না? তখন শিশুটি তার বাবাকে লক্ষ্য করে এ বাক্যটি বলল।
বাবু প্লেন	খেলনা প্লেন/উড়োজাহাজ	তার খেলনা প্লেন দেখিয়ে বললাম, এটা কি, সে বলল বাবু প্লেন; তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম এর মানে কি? তিনি বললেন, এটা তারই খেলনা, কিন্তু এখন তার চেয়ে ছোট সব শিশুকে বাবু বলে। মনে মনে ভাবলাম, নিজেকে সে এখন বড় মনে করে, যখন সে ছোট ছিল এটা তখনকার প্লেন এমনটি সে আমাকে বোঝাতে চাচ্ছে।

সেশন–৩

বয়স ঃ ৩১ মাস ১৮ দিন

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

বাক্য	বয়স্ক -বাক্য	সম্ভাব্য অর্থ ও প্রসঙ্গ
চলো, সীমা যাই	চলো, সীমাদের বাসায় বেড়াতে যাই	পাশের ফ্ল্যাটে বেড়াতে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ তার পরিচিত সীমা (সমবয়সী)দের বাসায় যেতে চাইলে তার মাকে এটা বলেছে; হয়ত তখন সীমার সঙ্গে খেলতে তার ইচ্ছা হচ্ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

বাক্য	বয়স্ক -বাক্য	সম্ভাব্য অর্থ ও প্রসঙ্গ
মামা কই?	মামা কোথায় গেছে?	তার মামা এসেছে বেড়াতে; মামাকে সে পছন্দও করে; তার মামা কিছুক্ষণের জন্য বাইরে কাজে বের হলে বেশ কিছুক্ষণ পর সে এ প্রশ্নটি তার বাবাকে করেছে।
মিলি আপু	মিলি আপু এসেছে/ এসেছেন	তার বাবা দরজা খোলার শব্দ শুনে বলল, কে এলো দেখতো, সে দেখে এসে বলল— মিলি আপু; (পাশের ফ্ল্যাটের একটি মেয়ে)।
পারবো না	এটা করতে পারবো না	তাকে অন্যঘর থেকে একটা জিনিস আনতে বলা হল— তখন সে বলল, পারবো না; অর্থাৎ জিনিসটি আনতে সে অস্বীকৃতি জানালো।
আমি পড়ছি	আমি বই পড়ছি	সে তার বর্ণপরিচয় বইটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, জিজ্ঞাসা করলাম, কি করছো? তখন সে বলল। কিন্তু সে কিছুই পড়ছিলো না শুধু বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিল।
আবার!	আবার!	সে তার বই নিয়েই নাড়াচাড়া করছিল; আমি কিছুক্ষণ পর আবার জিজ্ঞাসা করলাম কি করছো? তখন সে কোনো উত্তর না দিয়ে বলল—আবার! অর্থাৎ 'আবার ঐ একই প্রশ্ন করছো; আগেই তো বলেছি 'আমি পড়ছি' এখন আবার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে কেন?' এ শব্দটি অর্থ এরূপ করলে খুব একটা অযৌক্তিক হবে না।
আমি ঘুমোবো না	আমি ঘুমোবো না	দুপুরে তাকে ভাত খাওয়ার পর ঘুমাতে বলা হলে সে তার বাবাকে বলল।
মশা কামড় দিছে	মশা কামড় দিয়েছে	সত্যি সত্যি মশা কামড় দিলে সে সেই স্থান তার বাবাকে দেখিয়ে বলল।

সেশন – ৪

বয়স ঃ ৩২ মাস ০ দিন
ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

বাক্য	বয়স্ক -বাক্য	সম্ভাব্য অর্থ ও প্রসঙ্গ
বেতা পাইছে	ব্যথা পেয়েছি	পা দেখিয়ে তার বাবাকে বলল।
আম্মু দরজা বেতা পাইছি	আম্মু, দরজায় ব্যথা পেয়েছি	একটু দূরে তার মা ছিল, ব্যথা পাওয়ার বিষয়টি তার মাকে সে দৌড়ে গিয়ে বলল; কিসে ব্যথা পেয়েছে এবার এটাও সে বলল তবে 'দরজা' শব্দটিতে '-য়' বিভক্তি প্রয়োগে সফল হয়নি। কিন্তু এ বিভক্তির ব্যবহার অন্যত্র সফলভাবে লক্ষ্য করেছি। যেমন – 'বাসায় চলো'।

Dhaka University Institutional Repository

বাক্য	বয়স্ক -বাক্য	সম্ভাব্য অর্থ ও প্রসঙ্গ
গান করি	গান গাই	সে গুন গুন করে কি যেন বলছিল, তার বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করল— মা. তুমি কি করো? তখন সে বলল; তার বাবা বলল— কি গান, জোরে বলো, আমরাও শুনি। সে লজ্জা পেয়ে অন্য ঘরে তার মায়ের কাছে গেল। প্রায় ১০-১৫ মিঃ পর আবার আমাদের কাছে এলো, স্বেচ্ছায়।
আম্মু নাচো	-	তার বাবা আমাকে বলল— টিভিতে সে বেশীর ভাগ সময় নাচ দেখে। আমি পূর্ণাকে বললাম, আম্মু নাচো, সে তার মাকে বলল— আম্মু নাচো। এই নিয়ে বেশ হাসাহাসি হল।
ইন্তি নেছে	ইন্তি নিয়েছে	কাজের মেয়ের নাম ইন্তি; তার বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করল, বই কোথায় রেখেছো; তখন সে বলল। অর্থাৎ 'ইন্তিকে রাখতে দিয়েছি' না বলে সে বলল–'ইন্তি নেছে'।
আম্মু শাড়ী পরো	আম্মু শাড়ী পরে নাও	তার মা সালোয়ার-কামিজ পরেছিল; পাশের ফ্ল্যাটে কি যেন অনুষ্ঠান সম্ভবত birth day উদযাপন; তারা সবাই সেখানে যাবে; তার বাবা, সে নিজে নতুন কাপড় পরেছে; তার মা তখনো প্রস্তুত হয়নি; তখন সে অধৈয্য হয়ে বার বার বলছে।
বাতরুমে শিশি করছি	বাথরুমে (toilet) প্রস্রাব করছি।	তার বাবা তাকে জোরে জোরে ডাকলো তার নাম ধরে; তখন সে বাথরুম থেকেই উত্তর দিল।
বারান্দায় চলো	বারান্দায় চলো	তার বাবাকে সে বারান্দায় নিয়ে যেতে চাচ্ছে, কারণ একমাত্র সেই জানে, তার বাবা তাকে বোঝাতে সক্ষম হল যে বারান্দায় এখন রোদ বিকালে যাব; তখন সে আমাদের সাথে টিভি দেখতে লাগলো।
ওটা কেটে যাবি, বুঝছেন।	ওটা কেটে যাবে, বুঝেছেন।	আমি চাকু দিয়ে আপেল কাটছিলাম; কাটা শেষ হলে এক পর্যায়ে চাকুটি নিয়ে আমি নাড়াচাড়া করছি তখন সে আমাকে লক্ষ্য করে বরল; অর্থাৎ সে বলতে চাইছে যে, ওটা ওভাবে নাড়াচাড়া করবেন না, আপনার হাত কেটে যাবে, বুঝেছেন।
এটা পা ধুয়ে দাও তো	এই পাটা ধুয়ে দাও তো	পায়ে কি যেন লেগেছে কিন্তু আমরা কিছুই দেখতে পেলাম না, তার বাবাকে এসে এই বাক্যটি বলল।
গামছাটা দেও তো	গামছাটা দাও তো	পা ধোয়ার পর কাজের মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল।
ছিরে যাবে	ছিড়ে যাবে	গামছা দিয়ে পা মুছিয়ে দেয়ার সময় বলল; হয়ত বা জোরে জোরে পা মুছে দিচ্ছিল তাই এমনটি বলল। কিন্তু এমনটি বলার প্রসঙ্গ এছাড়া আর অন্য কি-বা হতে পারে!

Dhaka University Institutional Repository

বাক্য	বয়স্ক -বাক্য	সম্ভাব্য অর্থ ও প্রসঙ্গ
তোমাকে তুলে দিই	তোমাকে তুলে দিই	আমরা একসঙ্গে ভাত খাচ্ছিলাম তখন ভাতের চামুচ হাতে নিয়ে সে তার বাবাকে বলল। অর্থাৎ মেয়েলী স্বভাব যে বিকিশিত হচ্ছে তা এর চেয়ে উপযুক্ত বাক্য আর কি হতে পারে।
আম খাব	আম খাব	আম খাবে এমন আবদার তার বাবাকে করছে কারণ সে জানে ফ্রিজে আম রাখা আছে।
দুধ দিয়ে খাব	দুধ দিয়ে খাব	আম এনে দিলে আবার তার বাবাকে বলল; অর্থাৎ সে দুধ দিয়ে আম খাবে, তার বাবা তাকে তার মায়ের কাছে যেতে বলল এই বলে যে— তোমার আম্মুকে বল, যাও। সে চলে গেল।
দুটো চকলেট আনবে	দুটো চকলেট আনবে	তার বাবা সাংসারিক কিছু দ্রব্য (লবণ) কেনার জন্য নীচে নামছে, তখন সে তার বাবাকে এ বাক্যটি বলল।
আম্মু মারবে	—	ড্রইং রুমে আমরা (গবেষক, শিশুর মা-বাবা) টিভি দেখছি, আমি একটু ইচ্ছা করেই বললাম— পূর্ণা, যাও টিভিটা বন্ধ করে দাও তো! তখন সে আমার দিকে তাকাল, তার মায়ের দিকে তাকালো এবং বলল—'আম্মু মারবে'। আশ্চর্য 'বাবা মারবে' এটা বললো না। বোঝা যাচ্ছে, বাবা তাকে কম শাসনে রাখে এবং মাকে একটু বেশী ভয় পায়।
আমি প্লেন গেছি	আমি প্লেনে চড়েছি	সে বিমানের আভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে সৈয়দপুর গিয়েছিল, কয়েকমাস আগে, টিভিতে প্লেন দেখতেই বলল, 'আমি প্লেন গেছি'। যদিও প্লেন/ উড়োজাহাজকে সে কি বলে তা জানার জন্য আমিই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলাম যে, পূর্ণা, তোমার এরকম (টিভিতে দেখাচ্ছিল) প্লেন আছে? তখন সে এটা বলেছে।
মার দিব	মার দেব	তার সঙ্গে কাজের মেয়েটি দুষ্টমি করলে এক পর্যায়ে সে তাকে উদ্দেশ্য করে বলল।
দারাও না! আমাকে নিয়ে চলো	দাঁড়াও না! আমাকে নিয়ে চলো।	কাজের মেয়েটিকে পাশের ফ্ল্যাটে পাঠানো হচ্ছিল কি এক কাজে; তখন সেও যাবে এমন ভাব প্রকাশ করে তাকে পর পর দু'বার বাক্যটি বলল।
সেন্দেল পরে দাও	সেন্ডেল পরিয়ে দাও	কাজের মেয়েকে বলল। কারণ সে জানে বাইরে গেলে সেন্ডেল পরে যেতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বয়স ঃ ৩২ মাস ২০ দিন

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

বাক্য	বয়স্ক -বাক্য	সম্ভাব্য অর্থ ও প্রসঙ্গ
নানু বাড়ী যাব	নানী বাড়ী যাব	তার খালা তাদের বাসায় বেড়াতে এসেছে; দু'এক দিনের মধ্যে তারা নানার বাড়ী যাবে। এ নিয়ে কথা হচ্ছিল তার বাবা ও খালার সাথে। আমি পূর্ণাকে জিজ্ঞাসা করলাম– তোমরা কোথায় যাবে? তখন সে এটা বলল।
খালামনি চকলেট দাও	খালামনি চকলেট দাও	সে তার খালার কাছে চকলেট চাইলো, খালার হাতে কয়েকটি চকলেট ছিল।
ভাইয়া আসো, বল খিলি	—	পাশের ফ্ল্যাটের একটি ছেলে (৬ বছর প্রায়) যাকে সে ভাইয়া বলে সম্বোধন করে; মাঝে মাঝে তার সাথে খেলা করে; তার (পূর্ণা) যে-খেলনা বলটি আছে তা দিয়ে সে তাকে আহ্বান জানালো বল খেলতে; সেও রাজী হল, দু'জনে বল খেলছে তবে পা দিয়ে নয় হাত দিয়ে। পা দিয়ে খেলার মত space কোথায়?
আম্মু ছাদে চলো না	—	বিকাল হলে সে ছাদে যাওয়ার জন্য সঙ্গী খোঁজে, কাজের মেয়ে বা তার বাবা না নিয়ে গেলে তখন আম্মুর শাড়ীর আঁচল ধরে বলতে থাকবে– 'আম্মু ছাদে চলো না' (তার বাবা আমাকে বললেন)।
আম্মু চলো টিভি দিখি	আম্মু চলো/চলেন টিভি দেখি	বাসায় একা থাকলে এবং তার সাথে টিভি দেখার কেউ না থাকলে মাঝে মাঝে সে মাকে এমনটি বলে।
রুটি ছিঁড়ে দাও	রুটি ছিঁড়ে দাও	রুটি সে নিজেই ছিঁড়তে পারে তারপর তার বাবাকে এমনটি বলল; কণ্ঠে আবদারের সুর।
আম্মু নিয়ে যাই	আম্মু নিয়ে যাই	চা-নাস্তা খাওয়া হলে একটি পিরিচ হাতে নিয়ে বলল। তার মা অসম্মতি দিলে সে তা রেখে দিল। কাজের মেয়ে এসে সব নিয়ে গেল।
আমার টিপ দাও	আমার টিপ কোথায় এনে দাও	সে নিজে নিজে চিরুণি দিয়ে মাথা/চুল আঁচড়াচ্ছে কিছুক্ষণ পরে তার মাকে উদ্দেশ্য করে বলল। কাজের মেয়েটি তার টিপের একটি পাতা এনে দিলে লাল টিপটি তাকে পরিয়ে দেয়ার জন্য মায়ের কাছে গেল (তার মা আমার পাশেই বসেছিল)।
আব্বু দেখ ভাত খাচ্ছি	—	তার মা তাকে ভাত খাইয়ে দিচ্ছে; মুখে ভাত নিয়ে খেতে খেতে সে আমাদের এখানে এসে তার বাবাকে সম্বোধন করে এমনটি বলছে।

Dhaka University Institutional Repository

বয়স ঃ ৩৩ মাস ১৫ দিন

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

বাক্য	বয়স্ক -বাক্য	সম্ভাব্য অর্থ ও প্রসঙ্গ
আচার দাও	আচার দাও	সে ভাত খাচ্ছিল, টেবিলে আচারের বোতল ছিল; খেতে খেতে বলল; 'আচরণ দাও' অর্থাৎ আচার দিয়ে ভাত খাব।
চিমটি দিয়ে ভাত দাও	চিংড়ি মাছ দিয়ে ভাত দাও	ভাত খাওয়ার সময় বেশ কয়েক পদের তরকারী ছিল, তার মা তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে কোনটা দেব? তখন সে এটা বলল।
শাক দিয়ে ভাত খাব না	শাক দিয়ে ভাত খাব না	ভাতে শাক দিতে চাইলে এবং জোর করলে এমনটি বলল।
অন্নো জামা দাও	অন্য জামা দাও	গোসল করানো শেষ হলে তাকে যে জামা পরানো হচ্ছিল তা তার পছন্দসই না হওয়ায় বলল।
অন্নো পেন্ দাও	অন্য প্যান্ট দাও	একইভাবে সে আরেকটি প্যান্ট দেখিয়ে বলল।
বটি দিয়ে হাত কেটেছে	বটি দিয়ে হাত কেটেছে	কাজের মেয়ের হাত (আঙ্গুল) কাটা গেছে, সেই জায়গায়টি/আঙ্গুলটি বেঁধে রেখেছে। তার বাবা (পূর্ণার বাবা) দেখে জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছে? তখন সে (পূর্ণা) বলল কাজের মেয়েকে আর কিছুই বলতে হল না।
তোমার ভাত আনো, আনচো!	তোমার ভাত আনো, এনেছো!	সে যখন ভাত খাচ্ছিল, ভাত খাওয়া শেষ হয়ে গেলে; কাজের মেয়েটিকে লক্ষ্য করে এ বাক্যটি বলল; অর্থাৎ আমাদের খাওয়া শেষ এখন তুমি ভাত এনে খেয়ে নাও।
ছড়া পরবো	ছড়া পড়ব	ড্রইং রুমে তার দু'তিনটি বই-খাতা নাড়াচাড়া করছে, তার বাবা বলল — কি পড়বা, এদিকে আনো, তখন সে বলল।
চেলেন আই দেখবো	চ্যানেল আইতে দাও	টিভি দেখছিলাম; সে তার বাবাকে বলল চ্যানেল আই-এ দিতে, কারণ সে মাঝে মাঝে ঐ চ্যানেলের নাটক দেখে এবং নাটক নাকি সে পছন্দ করে।
গা মুছে দাও	গা মুছে দাও	পানি খেতে খেতে তার শরীরে একটু পানি পড়ল; তখন তার বাবাকে বলল।
টুনি কেমন আছে?	টুনি কেমন আছে?	তার এক সম্পর্কিত চাচা বেড়াতে এলে ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা হল এবং তার চাচা তাকে জিজ্ঞাসা করল তুমি কেমন আছো? সে কোনো উত্তর দিল না বরং সে বলল— 'টুনি কেমন আছে?' টুনি তার চাচাতো বোন, তার চেয়ে কয়েকমাসের বড়।

Dhaka University Institutional Repository

বাক্য	বয়স্ক -বাক্য	সম্ভাব্য অর্থ ও প্রসঙ্গ
আপনি খান	আপনি খান	আমাকে মিষ্টি খেতে দেয়া হল, আমি পূর্ণাকে বললাম, আমি খাব না, তুমি খাও; তখন সে আমাকে এমনটি বলল।
তুমি খাও তো	তুমি খাও তো	আমি তাকে খেতে জোরাজুরি করলে তখন সে এমনটি বলল। অর্থাৎ আমাকে 'আপনি' ও তুমি উভয় সম্বোধনই করেছে। হয়ত জোরাজুরি করাতে আমাকে তার কাছের জন মনে করেছে আর প্রথমে হয়ত সে অভ্যাগত মনে করেছে।

দেখা যাচ্ছে যে, বাঙালী শিশুর মাস বয়সের পর থেকেই দুই-শব্দের সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয় যদিও তখনও একক-শব্দ পর্যায় থেকে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হতে পারে না; তবে উপস্থাপিত উপাত্ত লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ২ বছরের পর থেকে শিশুর ভাষিক উপাত্তে বাক্যের ব্যবহার বেড়ে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের বাক্য (বিবৃত, হ্যাঁ-সূচক, না-সূচক, আশ্চর্যবোধক, প্রশ্নবোধক প্রভৃতি) ব্যবহার করতে সক্ষম হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাক্য ও কথোপকথন (৩৪-৬০ মাস)

ছাড়ানীড় শিশু যত্ন কেন্দ্রের নির্বাচিত শিশুদের ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত বিশেষতঃ তাদের কথোপকথন উপস্থাপন করা হল (শিশুদের অস্পষ্ট শব্দ ও বাক্য তৃতীয় বন্ধনির মধ্যে বয়স্ক উচ্চারণে দেয়া হয়েছে)। প্রতিটি সেশনে ক্রমান্বয়ে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেই ধারাবাহিকতাই রক্ষা করা হয়েছে।

সেশন -১

তারিখ ঃ ২২-০৫-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু :

মাইশা, বয়স : ২ বছর ১০ মাস ১১ দিন = ৩৪ মাস ১১ দিন;

সেঁজুতি বয়স: ৩ বছর ৮ মাস ৭ দিন = ৪৪ মাস ৭ দিন;

ফাইজা বয়স : ৪ বছর ৩ মাস ১৬ দিন = ৫১ মাস ১৬ দিন

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

১. সেঁজুতি, মাইশা, ফাইজা ও আরো দু'তিন জন মিলে হাঁড়ি-পাতিল প্রভৃতি খেলনা জিনিস নিয়ে খেলছে। তারা একে অপরকে বলছে—

সেঁজুতি : কলসি থেকে জল আনো

ফাইজা : ছোট একটি খেলনা বালতি তার হাতে দিল; কোনো কথা না বলে

সেঁজুতি : জল আনছো

ফাইজা : মাথা উপর-নীচ করে হ্যাঁ-সূচক জবাব দিল।

সেঁজুতি : রান্না শেষ, চলো দোলনায় যাই

সেঁজুতি দৌড়ে চলে গেল, মাইশা, ফাইজা ও আরো কয়েকজন তখনও হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে খেলছিল।

২. একটি গোল টেবিলে ৮ জন; এঁকে দেয়া ছবিতে রঙ করছে। শিক্ষক সেঁজুতিকে এক শীট (sheet) কাগজে পেন্সিলে-আঁকা একটি ফুল গাছ দিতেই সে আমাকে তা দেখিয়ে বলল—

সেঁজুতি : আমার বুই (২ বার)

গবেষক : এটা তো বই না, এটা খাতা

সেঁজুতি : কাগজ (২ বার)

গবেষক : ঠিক বলেছো।

সেঁজুতির চোখে-মুখে দীপ্তি বেড়ে গেল। পাশে মাইশা ছিল তার ছবির দিকে তাকিয়ে বলল—

Dhaka University Institutional Repository

— তোমারটা এ-রকম কেন?

— একটা একটা রঙ দিবা

— লাল রঙ নাই?

মাইশা : ডানে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে না-সূচক উত্তর দিল।

সেঁজুতি : কমলা দাও

কিছুক্ষণ পর আবার মাইশার ছবির দিকে তাকিয়ে শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল—

সেঁজুতি : ফুলের মধ্যে কালো দিয়েছে।

শিক্ষক তাকে তার ছবিতে রঙ দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলে সে তার ছবিতে রঙ দিতে মনোযোগী হল।

শিক্ষক ফাইজাকে লক্ষ্য করে বলল— তোমারটা কই?

ফাইজা : জেসমিন আপুর কাছে।

অর্থাৎ রঙ করতে দেয়া ছবির কাগজটি জেসমিন (আয়া)কে দিয়েছে।

শিক্ষক : যাও, নিয়ে আসো।

ফাইজা জেসমিনের দিকে ছুটে গেল।

গবেষক মাইশাকে জিজ্ঞাসা করল—

— তোমার ছবি কোথায়?

মাইশা : আমার বইটা নিয়াসি।

গবেষক : থাক; এখন গানের ক্লাসে যাও। (গানের ক্লাসের প্রস্তুতি চলছিল)।

সবাই ছোট ছোট চেয়ারে বৃত্তাকারে বসেছে। এখন গান ও গল্প শেখানো হবে। শিক্ষক বললেন— একদিন তোমাদের ছোট ছোট গল্প বলেছিলাম মনে আছে!

মাইশা : মাথা উপর-নীচ করে হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিল।

শিক্ষক : খুব তো বুড়ির মত হুঁ হুঁ করছো।

মাইশা : মাথা নীচু করে লাজুকভাবে মুখ টিপে হাসলো।

কিছুক্ষণ পর (গানের ক্লাস চলছে) মাইশা চেয়ার ছেড়ে উঠল এবং পাশে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল; শিক্ষক বললো—

—মাইশা, চেয়ারে বস

মাইশা : সে চেয়ারের দিকে গেল কিন্তু তাতে না বসে চেয়ারের পাশ দিয়ে দোলনায় গিয়ে দোল খেতে লাগল এবং ওখান থেকেই গানে কণ্ঠ মেলাতে লাগল।

মাইশা গানের সাথে হুবহু কণ্ঠ মেলাতে পারছিল না; যেমনটি সেঁজুতি ও ফাইজা পারছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সেশন – ২

তারিখ ঃ ২৩-৫-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু :

তামিম: বয়স–৩ বছর ৯ মাস ২৮ দিন = ৪৫ মাস ২৮ দিন।

ময়ূখ ; বয়স –৩ বছর ৮ মাস ১৪ দিন = ৪৪ মাস ১৪ দিন।

সৌমিক ; বয়স – ৩ বছর ৫ মাস ১৯ দিন = ৪১ মাস ১৯ দিন।

সেঁজুতি : বয়স– ৩ বছর ৮ মাস ৮ দিন = ৪৪ মাস ৮ দিন।

মাইশা : বয়স– ২ বছর ১০ মাস ১২ দিন = ৩৪ মাস ১২ দিন।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত :

১. তামিম, সৌমিক ও সেঁজুতি গোল হয়ে খেলছে; তাদের মাঝখানে অনেক খেলনা (বিভিন্ন রকমের হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল, ছোট ছোট প্রাণী প্রভৃতি)। আমি তাদের কাছে গিয়ে বসলাম। বললাম, তোমরা কি খেলছো?

সেঁজুতি : খেলনা খেলছি।

ময়ূখ এসে তাদের সাথে খেলায় অংশ নিল কিন্তু সে যখন খেলনাগুলো নিজের দিকে টেনে নিচ্ছিল তখন সেঁজুতি তাকে বাধা দিল, খেলনাগুলো নিয়ে উভয়ের মধ্যে টানাটানি শুরু হল, সৌমিক ও তামিম সেঁজুতির পক্ষ হয়ে ময়ূখের কাছ থেকে খেলনাগুলো টেনে নিতে লাগল। আমি মধ্যস্থতা করতে চাইলে সেঁজুতি তার দলকে (তামিম ও সৌমিক) বলল—

— চল্, এখানে একটা খেলাও খেলব না।

সেঁজুতি ও তামিম চলে গেল। ময়ূখ ও সৌমিক খেলনাগুলো সাজাতে লাগল; আমি ময়ূখকে বললাম— এখানে কয়টা? সে বলল—

— তিনটা (অথচ সেখানে সাতটি খেলনা ছিল)

সৌমিক বলল—অনেক। তখন ময়ূখও বলল— অনেক। সেঁজুতি একটি আংশিক ভাঙ্গা (পুতুলের খুলে যাওয়া একটা হাত) খেলনা নিয়ে তাদের দেখিয়ে বলল—

—ভাঙা

তামিম তার পিছু পিছু এসে বলল—

— পলে গেতে [পড়ে গেছে]

সৌমিক বলল— মরেছে.....?

Dhaka University Institutional Repository

২. ময়ূখ, তামিম ও কয়েকজন (নির্বাচিত নয়) খেলছে: তাদের সামনে ভাল্লুক, পান্ডা, গিনিপিগ, পুতুল ও বর্গাকৃতি প্লাস্টিকের অনেক টুকরা। ময়ূখ হঠাৎ ভাল্লুকের মুখে হাত দিয়ে বলল—

— আমাকে কামড় দিছে

অন্য কয়েকজনও একই কথা বলল। আমি ভল্লুক দেখিয়ে বললাম, এটা কি?

ময়ূখ : ভুত

সবাই একসঙ্গে বলল— ভুত

ময়ূখ সব কয়টি খেলনা নিয়ে পাশে ফেলে দিল এবং বলল—

— মরে গেছে

তামিম একা একা প্লাস্টিকের বর্গাকৃতি টুকরোগুলো দিয়ে সোজা একটা সারি (line) তৈরী করছে; বললাম— কি করছো? সে কিছুই বলল না।

বললাম, এটা কি রেলগাড়ী? তখন সে বলল—

— হ্যাঁ, লেলগালী [রেলগাড়ী]

আমি পাশে একজনের সঙ্গে কথা বলছি তখন তামিম অন্য একজনকে বলছে—

— দেখ, টেন চলছে [ট্রেন চলছে], তবে 'ছ' এর উচ্চারণ সুস্পষ্ট নয়।

দূর থেকে মাইশার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, সে শিক্ষককে অভিযোগ করে বলছে—

— টিচার, আমার চেয়ারে বসেছে।

অন্য একটি মেয়ে ঝাড়ু দেয়ার অনুকরণ করছে: সেঁজুতি তা দেখে আমাকে বলল—

— দেখেন, ঝাড়ু দিচ্ছে।

৩. বোর্ডে চক দিয়ে যার যা ইচ্ছা তাই আঁকছে ও লিখছে। মাইশাকে বললাম— কি আঁকছো?

মাইশা : মাছ আকছি। (নাসিক্য আ অর্থাৎ আঁ উচ্চারণ না করে 'আ' উচ্চারণ করেছে বলে মনে হল)

তার আঁকা দেখে পাশে দাঁড়ানো তামিম বলল—

— মাত অয় নাই [মাছ হয় নাই]

আমি তামিমকে বললাম, তুমিও মাছ আঁকছো নাকি ? সে বলল—

— আমি A B আকতি [আঁকছি]

মাইশাকে আমার হাতের চক দেখিয়ে বললাম, এটা কি?

সে বলল- 'চপ'। মাইশা চককে 'চপ' বলে, সংশোধন করে দিলেও 'চপ' বলে। সে আমাকে বলল—

— কি করো?

আমি তার জবাবে বললাম— আমি তোমার মত A B লেখা শিখি। সে হেসে দিল।

Dhaka University Institutional Repository

৪. সেঁজুতি এঁকে দেয়া উড়োজাহাজের ছবিতে রঙ করছে। তার পাশে বসে তা দেখছি। তাকে বললাম — এটা কি? সে বলল—

— প্লেন।

আমি বললাম— উড়োজাহাজ। সে উত্তর দিল.

— না, এটা প্লেন।

বললাম, তোমার প্লেন আছে। সে বলল—

— বাসায়, আমি নষ্ট করে ফেলেছি।

আমি তার পা দেখিয়ে বললাম, তোমার পায়ে কি? সে বলল— নুপুর, নুপুর-না বাজে।

সে নুপুরে হাত দিয়ে আমাকে তা বাজিয়ে শোনালো।

সেশন—৩

তারিখ : ২৫-৫- ২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু :

জেমিমা, বয়স : ২ বছর ১১ মাস ২০ দিন = ৩৫ মাস ২০দিন।
তামিম, বয়স : ৩ বছর ১০ মাস ০০ দিন= ৪৬ মাস।
সঞ্চি, বয়স : ৪ বছর ৭ মাস ২৯ দিন= ৫৫ মাস ২৯ দিন।
ইমরান, বয়স : ৪ বছর ৭ মাস ১৮ দিন = ৫৫ মাস ১৮ দিন।
সুজয়, বয়স : ৪ বছর ৯ মাস ১২ দিন = ৫৭ মাস ১২ দিন।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত :

১. জেমিমা দোলনায় দোল খাচ্ছে, কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি? কোনো কথা বলল না। বললাম, তোমার নাম কি ময়ূখ? তখন সে বলল—

—না, আমার নাম জেমি।

তার নাম জেমিমা হলেও সে নিজে নিজেকে 'জেমি' বলে পরিচয় দেয়।

২. একটি সিংহের ছবি সম্বলিত লাল গেঞ্জি পরিহিত তামিম স্লীপার বেয়ে নামছে আর উঠছে, ইমরানও তার সাথে সাথে; গেঞ্জির ছবি দেখিয়ে তামিমকে বললাম, এটা কি? সে বলল

— লাওন (Lion)।

পাশ থেকে ইমরান বলল— সিংহ।

তামিমকে আবার একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম।

তখন সে বলল— তিংগ [সিংহ]

Dhaka University Institutional Repository

৩. জেমিমা এক দোলনায়, অন্য একটি দোলনায় অন্তু (নির্বাচিত নয়) ও তামিম দোল খাচ্ছে। জেসমিন অর্থাৎ আয়া একটু দূরে ছিল। জেমিমা আয়াকে ডেকে বলল—

—— জেমিন আপু, দোল দেন।

আমি কাছেই ছিলাম, বললাম— আমি দোল দেই। সে মাথা ডানে-বায়ে নেড়ে না-সূচক উত্তর দিল। আবার জেসমিনকে ডাক দিল তবে এবার বলল—

—— বুয়া, বুয়া, দোল দেন।

পাশের দোলনা থামিয়ে তামিম অন্তুকে বলল—

—— একতু নামো তো।

অন্তু নামলো না, তামিম কিছুটা বিরক্ত প্রকাশ করল, এটা রাগও হতে পারে, সে নিজেই নেমে অন্যত্র চলে গেল। একটু দূরে সেঁজুতি কাঠের ঘোড়ায় চড়ে দোল খাচ্ছে, পাশে তামিম, ফয়সাল ও রফিক (নির্বাচিত নয়) বসে ছিল। ইচ্ছা করেই হতে পারে অন্তু দোলনা থেকে পড়ে গেল; তারা সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। সেঁজুতি বলল—

—— বেথা পাইছো [ব্যথা পেয়েছো]

তামিম নিজে নিজে বলল— বেতা পাইতে [ব্যথা পেয়েছে]।

৪. সঞ্চি, ইমরান, সুজয় গোল টেবিলে ছবি আঁকছে—

ইমরান গাড়ী আঁকছে, সুজয় বলল—

—— ও ডরাইবার হবে [ও ড্রাইভার হবে]

ইমরান বলল— আমি পুলিশ হবো, এটা পুলিশের গাড়ী।

সঞ্চি বলল —— পুলিশের গাড়ী হয়নি, উপরে লাল বাতি থাকে।

সুজয় বলল— আগুন ধরলে পাগলা-গাড়ী আসে।

ইমরান বলল— পানি দিয়ে আগুন নিভায়।

সঞ্চি বলল— পাগলা গাড়ী!

মনে হল, সঞ্চি পাগলা গাড়ী কি তা বুঝতে পারেনি, তাই পাগলা গাড়ী কি এটা সে জানতে চায় তার শেষের ঐ খন্ড বাক্যাংশে এমন অর্থই নিহিত ছিল বলে মনে হয়েছে।

সঞ্চি তার নিজের রঙ করা ছবি দেখে একে একে বলল—

—— তারা (star), আপেল, পজাপতি, ফুল।

সুজয় ইমরানও তাই বললো। তারা সবাই প্রজাপতির উচ্চারণ করল— পজাপতি।

Dhaka University Institutional Repository

৫. জেমিমা আমার পাশে বসা। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার চশমাটি খুলে তার হাতে দিলাম এবং বললাম—

— এটা কি?

সে বলল— চস্‌মা [চশ্‌মা]

— আব্বু একটা চস্‌মা দিবে।

বললাম, তুমি বড় হলে তোমার আব্বু তোমাকে কিনে দেবে, তাই না? সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিল। আমি তার মাথায় হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি?

সে বলল— মাতা [মাথা], এভাবে পর পর জিজ্ঞাসা করলে সে পর পর বলল—

— চোক [চোখ)

— কান

— মুক [মুখ]

— দাত [দাঁত]

— হাত

— পা

পেট (belly) দেখিয়ে বললাম, এটা কি?

সে বলল— বুক [বুক, বক্ষ]

বুক দেখিয়ে বললাম, এটা কি?

সে বলল—গা [গা, শরীর]

দেয়ালে টাঙ্গানো বন্যপ্রাণীর ছবির পোষ্টার দেখিয়ে এক এক করে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিল—

— হাতি

— বাক [বাঘ]

—ঘোরা [ঘোড়া]

কিন্তু সিংহকে বলল— কুত্তা।

Dhaka University Institutional Repository

সেশন – ৪

তারিখ : ২৯-০৫-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু :

জেমিমা, বয়স : ২ বছর ১১ মাস ২৪ দিন = ৩৫ মাস ২৪দিন।

তামিম, বয়স : ৩ বছর ১০ মাস ৪ দিন= ৪৬ মাস ৪ দিন।

মারিয়া, বয়স : ৩ বছর ৪ মাস ২৮ দিন= ৪০ মাস ২৮ দিন।

সেঁজুতি, বয়স : ৩ বছর ৮ মাস ১৪ দিন = ৪৪ মাস ১৪ দিন।

মাইশা, বয়স : ২ বছর ১০ মাস ১৮ দিন = ৩৪ মাস ১৮ দিন।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত :

১. জেমিমা একা একা হাঁটাহাঁটি করছে, কাছে গিয়ে বললাম — দোলনায় চড়বে? হ্যাঁ, না কিছুই বোঝা গেল না, ধীরে ধীরে এদিক ওদিক হাঁটছে, বললাম— কাল এখানে এসেছিলে? মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিল এবং আপনা থেকেই বলল—

—ছাতা নিয়ে।

বললাম, কার সাথে এসেছিলে? সে বলল—

— আম্মুর সাথে

বললাম, তোমাদের বাসায় কে কে আছে? সে বলল—

—কেউ নাই।

২. মারিয়া , সেঁজুতি পাশাপাশি দাঁড়ানো, মারিয়াকে তার নাম জিজ্ঞাসা করলে, সে তার নাম 'মারিয়া' বলল। সেঁজুতি আপনা থেকেই বলল—

— ওর নাম মারিয়া।

৩. তামিম পায়ে ব্যথা পেয়েছে, খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছে; তাকে দোলনার কাছে পেয়ে বললাম— তামিম, তুমি পায়ে ব্যথা পেয়েছো? সে বলল—

— তাইকেলে তরে বেতা পেয়েতি [সাইকেলে চড়ে ব্যথা পেয়েছি]

— তাইকেলে পরে গেতি [সাইকেলে পড়ে গেছি]

— আমার একতা লাল তাইকেল আতে।

একটানা এ কথাগুলো বলে গেল। পাশে মারিয়া বলল—

Dhaka University Institutional Repository

—— আমার সাইকেল আছে

বললাম—— তোমারটার রঙ কি?

সে বলল—— আমারটা লাল [হেসে দিল]।

পাশে সেঁজুতিকে বললাম, তোমার সাইকেল আছে? সে বলল——

—— নষ্ট, ময়লা,

বললাম, তোমার আম্মুকে পরিষ্কার করে দিতে বলবে। সে বলল——

—— বাড়ীতে না, গাড়ী বাইরে।

আমি দেখেছি তাদের বাড়ীর বাইরে একটা নষ্ট গাড়ী (car) অনেক দিন ধরে পড়ে আছে; সে আমার কথায় ঐ গাড়ীকেই যে বুঝেছে, তা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম।

৪. (চ্যানেল আই) শিশু যত্ন কেন্দ্রের উপর একটি রিপোর্ট তৈরীর এক পর্যায়ে ছায়ানীড়ের শিশুদের নিয়ে তারা তাদের পরিকল্পনা অনুসারে ভিডিও করছিল; ভিডিও করা শেষ হয়ে গেলে এক পর্যায়ে আমি মাইশার কাছে গিয়ে বললাম——

—— ওরা তোমার ছবি তুলেছে, তুমি দেখেছো

সে বলল—— কেন ছবি তুলবে?

আমি বললাম—— টিভিতে দেখাবে তাই। সে কিছুই বলল না, চলে গেল।

সেশন – ৫

তারিখ : ৩০-০৫-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু :

তামিম, বয়স : ৩ বছর ১০ মাস ৫ দিন = ৪৬ মাস ৫দিন।

সেঁজুতি, বয়স : ৩ বছর ৮ মাস ১৫ দিন = ৪৪ মাস ১৫ দিন।

মাইশা, বয়স : ২ বছর ১০ মাস ১৯ দিন = ৩৪ মাস ১৯ দিন।

মারিয়া, বয়স : ৩ বছর ৪ মাস ২৯ দিন= ৪০ মাস ২৯ দিন।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

১. কক্ষে প্রবেশ করেই তামিমের সঙ্গে দেখা, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম——

—— তামিম, তোমার ব্যথা ভাল হয়েছে।

মাথা নাড়িয়ে না-সূচক উত্তর দিল এবং বলল——

——তাইকেল তালাতে গিয়ে বেতা পাইতি [সাইকেল চালাতে গিয়ে ব্যথা পাইছি]

Dhaka University Institutional Repository

২. সেঁজুতি ও মাইশাসহ নয় জন গোল টেবিলে বসে আছে শিক্ষক গল্প বলছেন তারা শুনছে, কেউ অমনোযোগী হয়ে অন্য কিছু করছে; যেমন, দোলনায় যে-দুলছে কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে, স্লীপারে যারা উঠা-নামা করছে কেউ তাদের দিকে তাকিয়ে আছে, কেউ তার পাশের জনের সাথে কথা বলছে, শিক্ষক যখন তাদেরকে অন্যদিকে না তাকিয়ে তার গল্প শোনার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন তখন তারা মনোযোগী হচ্ছে আবার কিছুক্ষণ পর অনেকেই অমনোযোগী হচ্ছে, কেউ হুট করে চেয়ার ছেড়ে ওঠে দৌড় দিয়ে অন্য দিকে চলে গিয়ে অন্যদের খেলার সাথে নিজেকে সাথী করছে। এমনি এক অবস্থায় শিশুরা যে ছোট ছোট চেয়ারে বসে আছে সেই চেয়ারগুলোর রঙ কি শিক্ষক তা জিজ্ঞাসা করল এভাবে— ওর, চেয়ারের রঙ কি?

সেঁজুতি বলল— সবুজ; লাল; হলুদ

সেঁজুতি ঠিক ঠিক রঙের নাম বলতে পারলো; এভাবে অনেকেই ঠিক ঠিক বলতে পেরেছে অনেকে পারেনি।

মাইশা সবুজকে বলল— শাপলা

শিক্ষক তা সংশোধন করে দিলেও বলল— শাপলা।

৩. সেঁজুতি, মারিয়া পাশাপাশি খাতায় বাঙলা বর্ণ লেখার চেষ্টা করছে, মারিয়ার ইরেজার দেখে সেঁজুতি বলছে—

— আমার একটা রবার আছে,

— আমারটা বাসায়, আমারটা বড়

মারিয়া পেনসিল দিয়ে সেঁজুতির খাতায় একটু স্পর্শ করতেই সেঁজুতি বলল—

— এটা আমার খাতা!

৪. কিছুক্ষণ আগে শিক্ষক গোল টেবিলে বসা শিশুদের হাঁসের ডাক, গরুর ডাক, ছাগলের ডাক, মুরগীর ডাক প্রভৃতির অনুশীলন করিয়েছে। মারিয়া ও আমি বসে আছি বেশ ক্ষাণিকক্ষণ হবে, অন্যরা কি করছে তাই দেখছি; হঠাৎ মারিয়া বলল—

— হাঁস পেক্ পেক্ করে।

এটি বলেই হেসে দিল; আমার চোখাচোখি হল: কি পবিত্র হাসি!

বসেই আছি, কিছুক্ষণ পরে মারিয়াকে বললাম—

— তোমার মাথা কোথায়?

সে বলল— কেটে ফেলেছি।

সম্প্রতি সে মাথার চুল নেড়া করেছে। আমি বুঝতে পারিনি যে সে তার চুল কাটার প্রসঙ্গে কথা বলছে, পরে বুঝতে পারলাম যখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম—

— ও মারিয়া, তোমার মাথা তো আছে, শুধু চুল কেটেছো।

সে বলল— আবার বড় হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. সেঁজুতি, মাইশা, তামিম, ময়ূখ হামাগুড়ি দিচ্ছে আর মুখে হাম্-হাম্-হাম্ শব্দ উচ্চারণ করছে অর্থাৎ তারা বাঘ সেজেছে, বাঘ-বাঘ খেলছে; পর পর দু'বার আমাকে খেতেও এসেছে, অনেক চিল্লাচিল্লি করে নিজেকে রক্ষা করতে হয়েছে। এক সময় সেঁজুতি হামাগুড়ি অবস্থা থেকে দাঁড়িয়ে বলল—

—আমি মানুষ হয়েছি।

তার কথা শুনে একইভাবে তামিম ও ময়ূখ একই কথা বলল। শুধু মাইশা কিছু না বলে উঠে দাঁড়ালো। আমি বললাম— মাইশা, তুমি মানুষ হবে না, বলো— আমি মানুষ হয়েছি। সে কিছুই বলল না, মুখ নীচু করে মুখ টিপে হাসতে লাগল; এটা তার লাজুক হাসির সাথে তুলনীয়।

৬. সবুজ বোর্ডে (১৭×৭) চক্ দিয়ে যে যার ইচ্ছা আঁকছে। কেউ নির্দিষ্ট কোনো ছবি আঁকতে পারছে না বা বাঙলা, ইংরেজী কোনো বর্ণও লিখছে না (তবে অন্য কোনোদিন কেউ কেউ মাছ আঁকে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ লিখে থাকে), শুধু হাত ঘোরাচ্ছে ফলে রেখার উপর রেখা পড়ে একটা মাকড়সার জালের মত দেখাচ্ছে।

মাইশা বোর্ডের কাছ থেকে দৌড়ে এসে আমার হাতে তার চকটি দিল। কিছু বলল না। আমি বললাম—

—মাইশা, তোমার আঁকা শেষ?

মাথা নেড়ে (উপর-নীচ করে) হ্যাঁ- সূচক উত্তর দিল। আমি চেয়ারে বসে আছি আর মাইশা আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। সে আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল—

—তোমার জুতা কই?

গবেষক : আছে

মাইশা : কোতায়? [কোথায়]

গবেষক : ঐ যে, (দরজার কাছে খুলে রাখা জুতাগুলো দেখিয়ে বললাম)

মাইশা : কে কিনে দিছে?

গবেষক : আমার আব্বু

মাইশা : আমরও আব্বু আছে।

— তোমার আব্বু কি করে।

গবেষক : অফিসে চাকুরী করে।

মাইশা আর কোনো কথা বলল না, ধপ্ ধপ্ করে পা ফেলে ম্যাডামের (শিক্ষক) দিকে এগিয়ে গেল।

৭. সেঁজুতি বোর্ডে ছবি এঁকেছে— ২টি ঘর, ১টি ফুল, ১টি সূর্য, ১টি মাছ ও ১টি মানুষ (শুধু মানুষের মাথা)। বললাম, কয়টি ছবি? সে বলল—

—পাচটি [পাঁচটি] (ছবি কিন্তু ছিল ছয়টি; যদিও তার সংখ্যার ধারণা আছে)

এক এক করে ছবিগুলোর নাম জানতে চাইলাম, সে ঠিক ঠিক বলল, শুধু সূর্যকে বলল—

—সুজ্জি মামা।

Dhaka University Institutional Repository

সে বলল— আমি নৌকা আঁকতে পারি।

বললাম— আঁকো।

কোনো রকমে আঁকা-বাঁকা করে একটি নৌকা আঁকলো। পাশের কে একজন বলল— 'হয়নি'। তখন সেঁজুতি আমাকে বলল—

— এই এই, ও ও বলছে নৌকা হয়নি।

গবেষক : সুন্দর হয়েছে, কে বলে হয়নি!

সেঁজুতি : আমি লন্চ আকবো [আমি লঞ্চ আঁকবো]

গবেষক : আঁকো।

কিন্তু সে তা না এঁকে A, B, C লিখলো।

সেঁজুতি : আমি এ, বি, সি (A, B, C) আঁকছি।

ইমন (অনির্বাচিত) ময়ূখকে চিমটি দিয়েছে; ময়ূখ আমার কাছে এসে তা আমাকে দেখালো। বললাম — সেরে যাবে, যাও এখন খেল। মাইশা আমার পাশেই ছিল সে ইমনকে চিমটি দিয়ে এসে আমাকে বলল—

—আমি খামচি দিয়েছি।

আমি তাকে বললাম— খামচি দিতে হয় না। এই বলে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। সে আমার কোলে বসলো। ময়ূখ কিছু না বলে চলে গেল। মাইশাকে বললাম—

—ফাইজা কোথায়?

সে চার দিক দেখে আঙ্গুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে বলল—

— ঐ যে ফাইজা।

সে 'ফাইজা' 'ফাইজা' বলে তাকে ডেকে আমার কাছে আনতে চেষ্টা করল কিন্তু ফাইজা এলো না; আরো দূরে চলে গেল। ফাইজা আমার কাছে আসতে চায় না, আমি তার সাথে মেশার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি এবং সে কথাও কম বলে।

৮. ম্যাডাম একটা ছড়া আবৃত্তি করে শোনালো, সেখানে ইঁদুর, বিড়ালের প্রসঙ্গ আছে। ম্যাডাম বলল— ইঁদুর বিড়ালকে নাকি বিড়াল ইঁদুরকে ভয় পায়? ফয়সাল (অনির্বাচিত) বলল— 'ইঁদুর বিড়ালকে ভয় পায়'। মাইশা আস্তে আস্তে আমাকে বলল (তার পাশে বসেছিলাম) —

—ইদুর দৌড়ায় (ইঁদুর দৌড়ায়)

একটু দূরে তামিম ছিল, সে বলল—

— আমাদের বাতায় ইদুর আতে। [আমাদের বাসায় ইঁদুর আছে]।

Dhaka University Institutional Repository

সেশন – ৬

তারিখ : ০৩-০৬-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু :

সেঁজুতি, বয়স : ৩ বছর ৮ মাস ১৯ দিন = ৪৪ মাস ১৯ দিন

ইমরান, বয়স : ৪ বছর ৭ মাস ২৬ দিন= ৫৫ মাস ২৬ দিন

তামিম, বয়স : ৩ বছর ১০ মাস ৮ দিন = ৪৬ মাস ৮ দিন

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত :

১. সেঁজুতি : আমি একটা চকলেট আনছি। (একটা = এক প্যাকেট)

জেসমিন [আয়া] : কোথায়....

সেঁজুতি : বেগে [ব্যাগে]

আয়া ব্যাগ থেকে চকলেটের প্যাকেটটি বের করে দিল এবং সেঁজুতি তা নিয়ে অন্যান্যদের দেখিয়ে বলল—

—বিদিশি [বিদেশী]

— বিদিশি চকলেট্।

ইমরান বলল— আমার বাসায় অনেক চক্‌লেট আছে।

সেঁজুতি ম্যাডামের পাশে গিয়ে বসল এবং বলল—

তুমি তোমার চকলেট খেয়েছ। সেঁজুতি হ্যাঁ-না কিছুই বলল না, সে বলল—

— আমি কাল এয়ারপোট যাব [এয়ারপোর্ট]

ম্যাডাম : কেন?

সেঁজুতি : বিদেশ মামাকে আনতে। এই বলে সে দোলনার দিকে দৌড়ে গেল।

তার মামা বিদেশে থাকে, আগামীকাল আসবে, সেঁজুতি তার বাবা মার সাথে এয়ারপোর্টে মামাকে রিসিভ করতে যাবে; হয়ত এরূপ কথা-বার্তা বাসায় পরিবার-পরিজনদের মধ্যে হয়েছে। এখানে তার 'বিদেশ মামা' এই খন্ডবাক্যাংশটির প্রয়োগে তা এত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে আমাদের আর কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হল না। ম্যাডাম মন্তব্য করল— কথাও জানে একেবারে বুড়ির মত।

২. সেঁজুতি, ইমরান হাত ধরাধরি করে হাটছে। ইমরান মাঝপথে তার হাত ছেড়ে দিয়ে অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল, সেঁজুতি গোল বড় টেবিলের কাছে এসে চিৎকার করে— ইমরান, ইম্‌-রান। ইমরান এলো, সেঁজুতির হাতে যে চকলেটের কাভার ছিল তা দেখিয়ে ইমরানকে বলল—

— ভুত, ভুত

মনে হয় কাভারের উপরে যে কার্টুন জাতীয় ছবি ছিল সেটাকেই বোঝাতে চেয়েছে। টেবিলের উপর ছড়ানো অনেক খাতা ছিল, সেগুলো সরিয়ে দিল, খাতাগুলোতে সূর্যমুখী ফুলের ছবি ছিল, তা দেখিয়ে বলল—

— কদম ফুল, কদম ফুল।

Dhaka University Institutional Repository

৩. সেঁজুতি আমাকে ডেকে বলল—

— ও, ওয়াসিক (ওয়াসিকের দিকে আঙ্গুল দিয়ে)

— মাইশা বলে ওসিপ

গবেষক : মাইশা ভুল বলে?

সেঁজুতি: হ্যাঁ, মাইশা ভুল বলে।

গবেষক : সেঁজুতি, তুমি কাল এয়ারপোর্টে যাবে, তামিমকে বলেছো?

সেঁজুতি : ওয়াসিক কথা বলতে পারে।

বুঝতে পারলাম, আমি যে ওদের কথা শুনি এবং লিখে রাখি তা হয়ত সেঁজুতি বুঝতে পেরেছে তাই ওদের মত যেন ওয়াসিকের কথাও শুনি ও লিখি এমন মনোভাবেই সেঁজুতি প্রকাশ করতে চাচ্ছে। পাশে তামিমকে বললাম— সেঁজুতি কাল এয়ারপোর্টে যাবে, তোমাকে বলেছে?

তামিম— বলেনি।

সেঁজুতিকে আবার বললাম—সেঁজুতি তুমি এয়ারপোর্টে যাবে, তামিমকে বলনি কেন?

সেঁজুতি : বিদেশ মামাকে আনতে যাব।

গবেষক : সেঁজুতি, এয়ারপোর্টে কি আছে?

সেঁজুতি : চক্‌লেট আছে। একটু থেমে বলল—

— অনেক পাকি আছে। [পাখি]

তামিম : এয়ার, এয়ারপোতে শুদু প্লেন আতে। [এয়ারপোর্টে শুধু প্লেন আছে]

৪. কয়েকজনকে পাখা (তালপাতার পাখা যেমন) আঁকতে দেয়া হয়েছে, অনেকে এঁকেও ফেলেছে। আমি তাদের পাশে বসে তা দেখছি। সেঁজুতি অন্যদের আঁকা-পাখা দেখে বলল—

— এটা পাখা না

— এটা বাংলাদেশের পতাকা।

সে চলে গেল; কিছুক্ষণ পরে আবার আমার কাছে দৌড়ে এসে বলল—

— আমি খেলব।

বললাম— যাও, ঐ যে ওদের সঙ্গে খেলো।

সেঁজুতি আমার হাত ধরে বলল— আসো।

বুঝলাম, তাদের মধ্যে কোনো গন্ডগোল হয়েছে এবং সেঁজুতিকে ওরা খেলায় নিচ্ছে না, সে আমার মধ্যস্থতা প্রত্যাশা করছে।

বললাম : তুমি যাও, আমি আসছি।

সে দৌড়ে চলে গেল।

Dhaka University Institutional Repository

সেশন –৭

তারিখ ৫-৬-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু :

সেঁজুতি, বয়স: ৩ বছর ৮ মাস ২১ দিন = ৪৪ মাস ২১ দিন।

মাইশা, বয়স : ২ বছর ১০ মাস ২৪ দিন = ৩৪ মাস ২৪ দিন।

মারিয়া, বয়স : ৩ বছর ৫ মাস ৪ দিন = ৪১ মাস ৪ দিন।

জেমিমা, বয়স : ৩ বছর ০ মাস ০ দিন = ৩৬ মাস।

ফাইজা, বয়স : ৪ বছর ৩ মাস ২৯ দিন = ৫১ মাস ২৯ দিন।

তামিম, বয়স : ৩ বছর ১০ মাস ১১ দিন = ৪৬ মাস ১১ দিন।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত :

১. আজ কাগজের এক পাতায় সাপ এঁকে শিশুদের রঙ করতে দেয়া হয়েছে। সেঁজুতি রঙ করছে, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম এটা কি? সে বলল—

— সাপ, সাপ, সাপ

সাপের মুখে হাত দিয়ে বলল— জিব্বা।

গবেষক : সাপের রঙ কি?

সেঁজুতি : একটা একটা রং করি। (সাপের একেকটা খোপে ভিন্ন ভিন্ন রঙ দিয়েছে— সবুজ, আকাশী, হলুদ, লাল, কালো, বাদামী)

গবেষক : সাপের রঙ কি?

সেঁজুতি : কালো

— দেখ, এখানে কালো রঙ করব। (সাপের একটি খোপ দেখিয়ে)

মাইশা : আর রঙ করব না।

গবেষক : নোট খাতায় তাদের কথা লিখছিলাম; আমার লেখা দেখে মাইশা তার কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—

মাইশা : তুমি এখানে লেখে দাও।

সেঁজুতি: শেষ আমার রঙ। (অর্থাৎ তার রঙ করা শেষ হয়েছে)।

মাইশা ও মারিয়া পাশে রঙের বাক্স নিয়ে টানাটানি করছে

মাইশা : এটা আমার

মারিয়া : এটা আমার

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাডাম এসে মধ্যস্থতা করে দিল; ওটা আসলে ছিল মারিয়ার।

এঁকে দেয়া সাপে রঙ করা শেষ হলে এবার ক্রিকেট খেলার বল ও ব্যাট দেয়া হল রঙ করার জন্য।

সেঁজুতিকে ছবি দেখিয়ে বললাম—

গবেষক : এটা কি?

সেঁজুতি : বল

গবেষক : এটা কি?

সেঁজুতি : বেট [ব্যাট]

গবেষক : বল-ব্যাট দিয়ে কি করে?

সেঁজুতি : খেলে

গবেষক : কি খেলে?

সেঁজুতি : আউট

তারপর কোনটাতে কি রঙ করবে এই নিয়ে ব্যস্ত হল।

মাইশা আমার পাশে বসে তার ছবিতে রঙ করছে, আমি বসে বসে দেখছি। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—

মাইশা : তুমি এই শাট পরছো কেন? [শার্ট]

গবেষক : আজকে গরম, তাই সাদা শার্ট পরেছি, কেন?

মাইশা : না

গবেষক : তাহলে কি পরতে হবে!

মাইশা : নতুন শাট।

—— আংকেল একটু গোল আঁকি। [আঁকি]

গবেষক : আঁকো।

২. সেঁজুতির বল-ব্যাটে রঙ করা শেষ হলে তা ম্যাডামের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—

—— শেষ আমারটা, দেখেন।

গবেষক : তুমি এয়ারপোর্টে গিয়েছিলে?

—— তোমার বিদেশ-মামাকে আনতে

সেঁজুতি : না, আজকে যাব না কালকে যাব।

গবেষক : তোমার চেয়ারে আমি বসি?

Dhaka University Institutional Repository

সেঁজুতি : শুধু ডান দিকে মাথা কাত করে হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিল।

মাইশা দৌড়ে এসে আমার হাতে তার চকের টুকরাটি দিল।

গবেষক : এটা কি,

মাইশা : চপ, চোপ।

৩. জেমিমা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনো কথা বলছে না কারো সাথে; সে এমনিতেই একটু কম কথা বলে। সে দাঁড়িয়ে দোলনার দিকে তাকিয়ে আছে। তখন তাকে বললাম —

— ঘোড়ায় ওঠো।

জেমিমা : মাথা ডানে–বায়ে নাড়িয়ে না-সূচক উত্তর দিল এবং আঙ্গুল দিয়ে দোলনা দেখালো।

গবেষক : দোলনায় উঠবে?

জেমিমা : হ্যাঁ,

দুই দোলনায় দু'জন দোল খাচ্ছে। বললাম, তন্ময়ের (অনির্বাচিত) পাশে বস; তন্ময় তাকে বসাতে রাজীও হল। কিন্তু সে কারো সাথে share করতে চাইলো না। সে বলল—

জেমিমা : আমি একা একা চরবো। [চড়বো]

পাশেরটাতে সেঁজুতি দোলছিল; সে দৌড়ে স্লীপারের দিকে গেল। আমি জেমিমাকে দোলনায় তুলে দিলাম। জেমিমা বলল—

—দোল দেন।

পাশের দেয়ালে লাগানো সিংহের ছবি দেখে সে নিজে নিজেই বলল—

— সিংগ [সিংহ]

— নাক বড়, মুখ বড়।

গবেষক : তোমার মত সিংহের কি হাত আছে?

সে সিংহের সামনের পা দু'টো দেখিয়ে বলল—

—ঐ তো।

মারিয়া, সেঁজুতি এক দোলনায় দোল খাচ্ছে। দু'জনেই নেমে গেল, তামিম দৌড়ে এসে তা দখল করল। বললাম— দোল দেবো।

তামিম : না, আমি পারি। [র-এর উচ্চারণ স্পষ্ট নয়]

Dhaka University Institutional Repository

৪. আমি গোল টেবিলে বসে নোট খাতায় লিখছি ; পাশে ম্যাডাম বসে আছেন। মাইশা কাছে এসে বলল—

— কি করছো?

গবেষক : আমি তোমার মত টিচারের কাছে লেখা শিখছি। সে মুখ টিপে টিপে হাসলো এবং টিচারকে দেখিয়ে আমাকে বলল—

— এটা কার টিচার?

গবেষক : আমার টিচার

মাইশা আমার বুকের উপর হাত দিয়ে আঘাত করতে করতে বলল—

— না, তোমার টিচার না,

— শুধু আমার টিচার, [ধু স্পষ্ট নয়]

ম্যাডাম তাকে আদর করে দিল। সে চলে গেল। একটু পরে মাইশা ও ফাইজাকে একসাথে হাঁটতে দেখলাম; তাদের কাছে গেলাম। ফাইজা এমনিতেই আমার কাছে কম আসে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম— কাল আসনি কেন?

ফাইজা : কাল আমি একটা আইসক্রীম খাইছি।

গবেষক : তাই, আমিও খেয়েছি।

মাইশা : আমি একটা ইগগু খাইছি। [ঈগলু]

৫. স্লীপারের উল্টো দিক থেকে ১ ফুট উচ্চতা পরিমাণ উঠে সেখান থেকে মেঝেতে লাফ দিয়ে পড়ছে মাইশা; এতে সে আনন্দ পাচ্ছে বার বার এমনটি করছে। পাশে মারিয়া ছিল; আমি একটু দূর থেকে তা দেখছিলাম; কিন্তু সে আমাকে 'আংকেল' সম্বোধনে ডাকছিল; আমি কাছে গেলাম। মারিয়াও মাইশার মত করতে প্রস্তুত হল এবং বলতে গেলে আমি তাকে এমনটি করতে প্রভাবিত করলাম। কিন্তু মারিয়া মাইশার মত পারছিল না, দু'বার করতেই তৃতীয়বারে পায়ে আঘাত পেল। কান্নার ভাব চোখে মুখে ফুটে উঠলো, মাইশা ও অন্যান্যরা হাসতে লাগলো, আমি তার কাছে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত জায়গায় হাত বুলাতে চাইলে সে আমাকে মারার জন্য উদ্যত হল। যেন সব দোষ আমার ! সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একা গিয়ে ছোট চেয়ারে বসল। আমি তার কাছে গেলে সে আমাকে হাত দিয়ে ইশারা করে দূরে সরে যেতে বলল; মুখ গম্ভীর, কোনো কথা বলল না। মনে হল— খেলায় তার বিজয় হয়নি, তাই সে লজ্জা পেয়েছে আর আমার সামনে এই লজ্জা মিশ্রিত পায়ের ব্যথা সামাল দিতে তার এই আচরণ।

Dhaka University Institutional Repository

সেশন – ৮

তারিখ : ৬-৬-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু

সেঁজুতি , বয়স : ৩ বছর ৮ মাস ২২ দিন = ৪৪ মাস ২২ দিন।

মাইশা , বয়স : ২ বছর ১০ মাস ২৫ দিন। ৩৪ মাস ২৫ দিন।

আরশি, বয়স : ৩ বছর ২ মাস ২৭ দিন = ৩৮ মাস ২৭ দিন।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত :

১. রুমে প্রবেশ করতেই প্রথমে মাইশা আমার দিকে তাকালো, এবং আনন্দসূচকভাব তার চোখে মুখে ফুটে উঠলো। ম্যাডামের সাথে মাইশা, ফাইজা ও শফিকুর (অনির্বাচিত) বসে ছিল; মাইশা ওখান থেকে উঠে আমার কাছে এলো। ম্যাডাম বললেন— খুব খাতির না! মাইশা তার দু'হাত আঁকাবাঁকা (নাচের ভঙ্গির মত) করতে লাগল, মুখে মৃদু হাসি। সে আমাকে বলল—

— তুমি ওখানে যাও।

সে একটা ছোট্ট খেলনা বল আমার দিকে ফিকে দিল, সেটা আমিও আবার তার দিকে ফিকে দিলাম। এভাবে বেশ কয়েকবার করলাম। অন্যান্যরা এসে যোগ দিল।

২. সেঁজুতি দোলনায় দোল খাচ্ছে একা একা। আমি পাশে দাঁড়ানো, সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বলল—

— এই এই

আমি তার দিকে তাকালাম এবং বললাম কি?

সেঁজুতি : দেখ, পট্টা না ঘোরার উপর উঠেছে, দেখ। [ঘোড়ার]

দেখলাম, কে যেন একটা Water pot ঘোড়ার উপর রেখে দিয়েছে।

৩. আরশি, ওয়াসিক (অনির্বাচিত) পাশাপাশি ছবিতে রঙ করছে; সে ওয়াসিককে বলল—

— একটু সরো তো।

তার পাশে মাইশা বসেছে। ওয়াসিককে দেখিয়ে আরশি মাইশাকে বলল—

— এটা আমার ভাইয়া, তোমার ভাইয়া কই,

— তোমার ভাইয়া বাসায়?

মাইশা কিছুই বলল না, সে ছবিতে রঙ করা নিয়েই ব্যস্ত। আমি পাশে নোট খাতায় লিখছি, তা দেখে মাইশা বলল—

— আপনি কি লেখেন?

Dhaka University Institutional Repository

সেশন – ৯

তারিখ ৮-৬-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু

মাইশা, বয়স : ২ বছর ১০ মাস ২৮ দিন = ৩৪ মাস ২৮ দিন।

জেমিমা, বয়স : ৩ বছর ০ মাস ১ দিন = ৩৬ মাস ১ দিন।

তামিম, বয়স : ৩ বছর ১০ মাস ১৪ দিন = ৪৬ মাস ১৪ দিন।

মারিয়া, বয়স : ৩ বছর ৫ মাস ৭ দিন = ৪১ মাস ৭ দিন।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত :

১. কক্ষে প্রবেশ করতেই তামিম দৌড়ে এসে আমার হাত ধরল। আমি টেবিলে আমার ব্যাগ ও নোট খাতা রেখে কার্পেটের উপর হাঁটাহাঁটি করছি, এখন শিশুদের টিফিন খাওয়ার সময়, সবাই যে যার নিয়ে আসা টিফিন খাচ্ছে। জেমিমাও অন্যান্যদের সঙ্গে খাচ্ছে। আমি তার সামনে যেতেই সে একটি কেক্ আমার দিকে এগিয়ে দিল, খাওয়ার জন্য— আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম— তুমি খাও।

মারিয়া-অন্তর (অনির্বাচিত) বসে আছে পাশাপাশি, মারিয়া খাচ্ছে, অন্তর ছবিতে রঙ করছে। মারিয়া বলল—

—- ওদিকে বৃশ্টি [বৃষ্টি] পড়তেছে

চেয়ার থেকে উঠে জানালার দিকে গেল, এক হাত সামনে এগিয়ে দিয়ে আবার বলল—

—বৃশ্টি পড়তেছে তো। [বৃষ্টি]

জানালার পাশে এক এক করে মাইশা, তামিম, মারিয়া, অন্ত (অনির্বাচিত), ওয়াসিক (অনির্বাচিত) এসে দাঁড়ালো, তারাও বৃষ্টি পড়া দেখছে। তামিম আমার কাছে এসে বলল—

— আমি দেক্তে পারি না। [দেখতে]

গবেষক : কি দেখতে পারো না?

তামিম : বিত্তি দেক্তে পারি না তো। [বৃষ্টি দেখতে]

আমি তাকে কোলে নিয়ে বাইরে বৃষ্টি পড়া দেখালাম; সবাই মেঝেতে দাঁড়িয়েই বৃষ্টি পড়া দেখছে মাথা ঈষৎ উপরে উচু করে ; কিন্তু তামিম মাটিতে পড়া বৃষ্টি দেখতে চায় তাই সে হয়ত বলেছে যে সে বৃষ্টি পড়া দেখতে পারছে না।

এ সময় মারিয়া আমার হাত ধরে টেনে কার্পেটে বসাল, সেও বসল। বললাম, এখন কি করতে হবে। সে হেসে দিল। ইতোমধ্যে অন্যরাও গোল হয়ে বসে পড়েছে। তামিম আমার কোলে এসে বসল। বলল—

— একন গুমাবো। [এখন ঘুমাবো]

সবাই ঘুমানোর ভান করল। ম্যাডাম সবাইকে ডাকলো ছবি আঁকতে; সবাই দৌড়ে সেদিকে গেল।

Dhaka University Institutional Repository

২. মাইশা টেবিলে রাখা টেলিফোনের রিসিভার কানে ধরে আছে এক হাতে; অন্যহাতে বোতাম টিপছে এলোমেলোভাবে; এমনটি করেই যাচ্ছে। আমি তার কাছে এসে বললাম—

—মাইশা, তুমি কি করছো?

মাইশা : টেলিফোন

গবেষক : কার সাথে কথা বলছো, কাকে টেলিফোন করছো,

মাইশা : কারো সাথে না।

আমাকে রিসিভার দিয়ে বলল—

—তুমি কথা বল।

গবেষক : কার সাথে কথা বলবো?

মাইশা : কারো সাথে না।

পাশে জেমিমা এলো। বললাম— গান শেখা শেষ। সে মাথা নেড়ে না-সূচক উত্তর দিয়ে দোলনার দিকে চলে গেল। জেমিমা দোলনায় উঠে চিৎকার করতে লাগল—

— দোল দেন, দোল দেন।

আমি দোল দিয়ে চলে এলাম। দোলনা থেমে গেলে আবার চিৎকার করে বলল—

—আংকেল দোল দেন।

সেশন – ১০

তারিখ : ১৩-৬-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু

মাইশা, বয়স : ২ বছর ১১ মাস ৩ দিন = ৩৫ মাস ৩ দিন।

জেমিমা, বয়স : ৩ বছর ০ মাস ৬ দিন = ৩৬ মাস ৬ দিন।

মারিয়া. বয়স : ৩ বছর ৫ মাস ১২ দিন= ৪১ মাস ১২ দিন।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত :

১. মারিয়া, মাইশা পাশাপাশি কাগজে ছবিতে রঙ করছে। মাইশা মারিয়ার কাগজে হাত দিতেই মারিয়া বলল—

— এটা আমার, আমার, আমার।

পরক্ষণেই আবার বলল—

— আমার আম্মু না অনেক নিতে বলেছে

নীচু স্বরে আরো কি যেন একটানা বলল, কিন্তু বোঝা গেল না; এবং পূর্বোক্ত বাক্যটিও এ প্রসঙ্গের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক মনে হল না, হয়ত তাদের বাসায় ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা প্রসঙ্গে এ কথাগুলো সে বলল।

Dhaka University Institutional Repository

২. আমি চেয়ারে বসে নোট লিখছি। মাইশা আমার পাশ দিয়ে যেয়ে পাশের বড় চেয়ারে উঠে জানালায় উঁকি দিচ্ছে, ম্যাডাম এসে ধমক দিয়ে তাকে কোলে করে নামিয়ে দিল; সে অন্যত্র চলে গেল।

একটু পরে আবার আমার পাশে এসে বসল এবং বলল—

—টিচার কি বলে?

আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই আবার বলল—

—টিচার তোমার কি হয়?

গবেষক : আমারও টিচার হয়।

মাইশা : না, মেডাম হয়। [ম্যাডাম]

আমি ম্যাডাম বলে ডাকি তাই হয়ত এমনটি বলল। কিন্তু আমি বললাম—

—না, আমারও টিচার হয়।

মাইশা : সব আমার টিচার

গবেষক : আমারও টিচার।

মাইশা : না, তোমার ভাগ্নি হয়।

প্রসঙ্গ উল্টিয়ে কেন 'ভাগিনি' বলল বুঝতে পারলাম না; বললাম—

গবেষক : তোমাকে কে বলেছে?

মাইশা : আব্বু বলছে, এটা জামাই।

এবার বুঝতে পারলাম, প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে তাদের পরিবারের কোন প্রসঙ্গের সঙ্গে জড়িত এই কথাগুলো সে আমাকে বলছে।

৩. একজন মা বসে আছেন; তার কাছে গিয়ে মাইশা বলল—

—আপনার বাচ্চা কোথায়?

মা তার শিশুকে দেখিয়ে বললেন— ঐ যে,

মাইশা মাথা নীচু করে হাসল; আমি তাকে বললাম,

—চলো, আমরা যাই

মাইশা : কোথায়?

গবেষক : কোথায় যাবা?

মাইশা : চকলেট খাব।

৪. জেমিমা দোলনার কাছে দাঁড়িয়ে আছে; দোলনা তখনও টাঙ্গানো হয়নি। বললাম—

—আজ তো দোলনা নাই

জেমিমা নীচে পড়ে থাকা দোলনাগুলোর দিকে আঙ্গুল দিয়ে বলল—

Dhaka University Institutional Repository

—— এই যে

বললাম—— পরে যখন দোলনা টাঙ্গানো হবে তখন দোলনায় চড়বে; এখন যাও খেলো। কিন্তু সে ঘোড়ার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালো। বললাম—— যাও, উঠো। সে মাথা নেড়ে না-সূচক উত্তর দিল। আমি বললাম—— তোমাকে ঘোড়ায় তুলে দেবো। তখন সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিল। তার দেখা দেখি মাইশা এসে বলল——

—— আমাকে বসায় দেন।

আমি আর একটা ঘোড়া দেখিয়ে বললাম—— ওটা নিয়ে আস। মাইশা বলল——

—— আপনি আনেন।

সেশন –১১

তারিখ : ১৭-০৭-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু

মারিয়া , বয়স: ৩ বছর ৬ মাস ১৬ দিন = ৪২ মাস ১৬ দিন।
তামিম, বয়স : ৩ বছর ১১ মাস ৩ দিন = ৪৭ মাস ৩ দিন।

মাইশা, বয়স : ৩ বছর ০ মাস ৭ দিন = ৩৬ মাস ৭ দিন।

জেমিমা, বয়স : ৩ বছর ১ মাস ১০ দিন = ৩৭ মাস ১০ দিন।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

১. সকল শিশুরা খেলছে যার যা ইচ্ছা, কেউ দোলনায়, কেউ ঘোড়ায় চড়ে, কেউ স্লীপারে উঠা-নামা করে, কেউ খেলনা নিয়ে ; বেশ কয়েকজন খেলনাগুলোকে (পুতুল, প্লেট, চামচ, ভাল্লুক, পান্ডা প্রভৃতি) বন্দুক/পিস্তল মনে করে 'পিস্তল-পিস্তল' খেলছে। মারিয়া, তামিম, মাইশাসহ অনেকেই এতে অংশ নিয়েছে; তারা একে অপরকে গুলি করছে কিন্তু গুলি ছোঁড়ার শব্দ করছে মুখে মুখে, চিৎকার-চেঁচামেচি করছে, এপাশ থেকে ওপাশে দৌড়াদৌড়ি করছে। অনির্বাচিত শিশুদের অনেকে বলেছে—— 'তোমাকে গুলি লেগেছে তুমি মরছো না কেন?' ম্যাডাম সবাইকে ধমক দিলেন 'পিস্তল-পিস্তল' খেলা বন্ধ করতে। ম্যাডাম বললেন—— এই পিস্তল বানাবে না, তোমরা কি সন্ত্রাসী যে পিস্তল-পিস্তল খেলো। শিশুরা আপাততঃ চুপ হল; কিন্তু কিছুক্ষণ পর কয়েকজন আবার একই খেলা শুরু করল।

মারিয়া কার্পেটে বসে একা একা আপন মনে প্লাস্টিকের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে ঘর বানাচ্ছে, ঘর বানানো শেষ হলে সে দূরে খেলারত মাইশাকে তার নাম ধরে ডাকলো, দীপকে (অনির্বাচিত) ডাকল; তারা এলো। সে মাইশাকে তা আঙ্গুল দিয়ে দেখালো এবং হাসলো; পরক্ষণেই বলল—

—— বাতরুম বানাবো [বাথরুম]

মাইশা তার কথাকে তেমন গুরুত্ব দিল না; সে তার কথা শুনে দৌড়ে অন্যত্র চলে গেল; সেখানে দৌড়াদৌড়ি করছে অনেকে।

Dhaka University Institutional Repository

মাইশা, জিতুকে (অনির্বাচিত) দৌড়ে ধরার জন্য চেষ্টা করছে, সারাকক্ষে কার্পেটের উপর তারা এদিক ওদিক দৌড়াচ্ছে কিন্তু তাকে ধরতে পারছে না; এক পর্যায়ে মাইশা খেলনা ঘোড়ার সামনে দাঁড়ালো, সেটাতে হাত বুলালো, স্লীপারের পাশে দরজার কাছে রাখা তার জুতা পরলো, জুতা পরে আবার অন্যদের মাঝে খেলায় মিশে গেল; ওদিকে জিতু মাইশাকে দূর থেকে অনুসরণ করছে কিন্তু যখন বুঝলো মাইশা আর তাকে ধরবে না তখন সে অন্যদের সাথে খেলায় যোগ দিল এমনকি মাইশার পাশেই বসে পড়ল। পাশে জিতুকে বলল—

—— গরম।

এই বলে সে গলার ঘাম হাত দিয়ে মুছতে লাগল।

২. জেমিমার জামা ভিজে গেছে তাই সে খালি গায়ে বসে আছে, ম্যাডাম গল্প বলছে তা অনেকের সাথে সেও শুনছে। মাইশা কাছে এলো; সে জেমিমাকে লক্ষ্য করে ম্যাডামকে বলল—

—— কেন জামা পড়ছে না?

৩. তামিম আজ একটু অধিক শান্ত-শিষ্ট মনে হচ্ছে; হাঁটাহাঁটি দৌড়াদৌড়িও করছে কম। ম্যাডামকে তামিমের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে জানলাম সে দু'তিন দিন ধরে আসেনি। আমি তামিমের কাছে গিয়ে বললাম—

—— এতদিন আসোনি কেন?

তামিম : অতুক হইতে লো। [অসুখ হয়েছিল]

উল্লেখ্য যে, ম্যাডাম গল্প বলার সময় বা অন্য সময়ও শিশুদের সাথে অনেক সময় শিশুদের মত করে কথা বলার ভঙ্গি করে থাকে। এটাকে Baby Talk বা শিশুবুলি বলা যেতে পারে। তবে এ সংক্রান্ত কোনো তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ থেকে বিরত থাকা হয়েছে।

সেশন– ১২

তারিখ : ১৯-৭-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু

মাইশা, বয়স : ৩ বছর ০ মাস ৯ দিন = ৩৬ মাস ৯ দিন।

মারিয়া , বয়স: ৩ বছর ৬ মাস ১৮ দিন = ৪২ মাস ১৮ দিন।

সেঁজুতি, বয়স : ৩ বছর ১০ মাস ৫ দিন = ৪৬ মাস ৫ দিন।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

১. মাইশা ছোট চেয়ারে বসে একবার, টেবিলে বসে একবার; পেনসিল দিয়ে খাতায় লিখতে চেষ্টা করছে (বাঙলা বর্ণমালা), পাশে অন্তু (অনির্বাচিত) আরও কয়েকজন শিশু। জেসমিন (আয়া) একটি বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে (বাচ্চাটির বয়স ২ বছরের নীচে, ছায়ানীড় কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করছে তাকে ভর্তি করাবে

Dhaka University Institutional Repository

কি না; গতকালও বাচ্চাটিকে তার পরিবার রেখে গিয়েছিল আজ তার দ্বিতীয় দিন)। বাচ্চা কোলে জেসমনি টেবিলের কাছে আসতেই মাইশা বলল—

—হাসাই দেই [হাসিয়ে দিই]

জেসমিন : ও হাসে না শুধু কাঁদে

আসলে তাই, শুধু কাঁদে তবে আয়া কোলে করে নিয়ে ঘুরে বেড়ালে কাঁদে না। কাঁদার এ ব্যাপারটি মাইশা জানতো বলেই সে এমনটি বলেছে। জেসমিনের কথা শেষ হতেই পরক্ষণে মুখ নীচু করে, নীচু স্বরে আবার বলল—

— তোর বাচ্চা নিয়ে তুই যা

জেসমিন বলল— বুড়ির মত কথা শিখছে দিন দিন, সে অন্যত্র চলে গেল।

মাইশা মাথা নীচু করে পেনসিল দিয়ে রাবার (ইরেজার) খোটাতে লাগল। ম্যাডাম বলল— দাও, পেনসিলটা দাও।

মাইশা : না, আমি লিকব। [লিখব)

মাইশা খাতায় নয় টেবিলের উপর নিজে নিজে হিজিবিজি কি সব লিখে নিজে নিজেই বলছে—

— কে লিকেছে? [লিখেছে]

পাশে অন্তু ছিল; সে বলল— তুমি। তার দেখা দেখি অন্তুও টেবিলে লিখলো। অন্তু মাইশাকে দেখিয়ে ম্যাডামকে বলল— 'মাইশা লিখেছে'। অন্তুর লেখার উপর হাত দিয়ে মাইশা ম্যাডামকে বলল—

— অন্তু লিক্ছে। [লিখছে]

এই টেবিলে মারিয়াও তার খাতায় লিখছে । টেবিলের পাশেই হার্ডবোর্ডে পিন দিয়ে আঁটা বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন ছবি, তার একটি একটি করে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম— এগুলো কি?

মারিয়া : ছবি

গবেষক : এটা কি (নির্দিষ্ট একটি দেখিয়ে)

মারিয়া : বল (লাল রঙের বৃত্ত)

— জানালা (হলুদ রঙের একটি বর্গক্ষেত্র)

— জানিনা (নীল রঙের ত্রিভুজ)

— আম (সবুজ রঙের আম)

— গাছ (একটি গাছের ছবি, কয়েক রঙের)।

Dhaka University Institutional Repository

মাইশা চেয়ার থেকে উঠে গেলে সে চেয়ারে বসার জন্য মারিয়া সেখানে গেল; মাইশা তা দেখে দৌড়ে এসে বলল—

—— আমি বসছিলাম তো।

২. সেঁজুতি বেশ কিছুদিন পর এসেছে। তাকে বললাম—

—— এতোদিন আসোনি কেন?

সেঁজুতি : বাড়ী ছিলাম।

সম্ভবতঃ গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিল। তানাহলে বাড়ী না বলে বাসা বলত, কিংবা অসুখের কথা বলত। আমার সঙ্গে কথা বলতে আজ তাকে খুব বেশী আগ্রহী দেখলাম না। কয়েকবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি, ভাবলাম, কাল ঠিক হয়ে যাবে। কয়েকদিন পর এসেছে, এ কারণে হতে পারে।

সেশন– ১৩

তারিখ : ১৯-৭-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু

ইমরান, বয়স : ৪ বছর ৯ মাস ১৭ দিন = ৫৭ মাস ১৭ দিন।
তামিম, বয়স : ৩ বছর ১১ মাস ২৯ দিন = ৪৭ মাস ২৯ দিন।
আরশি, বয়স : ৩ বছর ৪ মাস ১৫ দিন = ৪০ মাস ১৫ দিন।
সঞ্চি, বয়স : ৪ বছর ৯ মাস ২৮ দিন = ৫৭ মাস ২৮ দিন।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

১. ইমরান হামাগুড়ি দিয়ে একটি খেলনা গাড়ী (car) নিয়ে সামনে আগাচ্ছে, ডানে-বায়ে যাচ্ছে। তামিম ইমরানের কাছে এসে বলল—

—— বাক, এই বাক [বাঘ, এই বাঘ]

ইমরান : আমি বাঘ না। আমি খেলছি।

২. আরশি দু'হাতে দু'টি খেলনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সঞ্চি তার হাত থেকে একটি খেলনা নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলে, আরশি মন খারাপ করল, চোখে-মুখে কাঁদো-কাঁদো ভাব ফুটে উঠলো। সঞ্চি তাকে বলল—

—— পরে তোমাকে দিব।

আরশি শুধু বামে মাথা কাত করল। মনে হয় বোঝাতে চাচ্ছে—

'আচ্চা, ঠিক আছে'।

Dhaka University Institutional Repository

৩. তামিমকে দুধ (Feeder-এ করে) খাওয়ানো কঠিন। সে তা খেতেই চায় না, এখানে যেমন বাসাতেও তাই। আয়া (জেসমনি) অনেক কষ্টে বলে কয়ে বিশেষতঃ অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে তার বাসা থেকে আনা দুধ খাওয়াতো। অর্থাৎ আয়ার ভাষ্য অনুযায়ী সে সবার সামনে দুধ খেতে চায় না; অন্য ঘরে নিয়ে গেলে সে দুধ খায়। আজ সে নিজেই Feeder হাতে করে সবার সামনে দুধ খাচ্ছে; কাঠের ঘোড়ায় দুলছে আর এক হাতে Feeder –এ করে দুধ খাচ্ছে। বললাম, তামিম তুমি কি করছো?

তামিম : দুদ্ কাই। [দুধ খাই]

৪. শিশুদের তিন গ্রুপে (৫ জন করে) ভাগ করে প্রতি গ্রুপে এক ব্যাগ করে খেলনা (Bricks, Ages-3 and up) দেয়া হল; এগুলো প্লাস্টিকের তৈরী ভিন্ন রঙ, বর্গাকৃতি সাইজের, দেখতে ইটের মত, এ দিয়ে অনেক কিছু তৈরী করা যায় যেমন, গাড়ী, রকেট, বাড়ী, ব্রীজ ইত্যাদি। সবাই যে যার মত কিছু একটা বানানোর চেষ্টা করছে কিন্তু কেউ তেমন কিছুই সুনির্দিষ্ট করে বানাতে পারছে না, শুধু একটার সাথে আরেকটা জোড়া দিচ্ছে; তবে সবাই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে, মজাও পাচ্ছে। তামিম বেশ কয়েকটা একত্রে করে লম্বা একটা কি যেন তৈরী করেছে ওই জানে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি বানাচ্ছো তামিম, চার বার বললাম; তারপর সে বলল—

—রেলগাড়ী; উল্লেখ্য যে, র ও ড় স্পষ্টই মনে হল যা পূর্বে পারেনি।

সঞ্চি তামিমের তৈরী সারিতে হাত দিয়েই তামিম আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল—

— বেঙে পেলে [ভেঙে ফেলে]

— বেঙে যাবে [ভেঙে যাবে]

— বেঙে পেলবে না। [ভেঙে ফেলবে না]

তামিম পর পর এভাবে বলল। সঞ্চি অন্যত্র চলে গেল। পাশে জেসমিন (আয়া) একটা বাড়ীর মত বানাতে চেষ্টা করছে; তামিম তাকে বিজ্ঞাসা করল—

— এতা কি বানান আপনি, মতদিত [এটা কি বানানা আপনি, মসজিদ]

Dhaka University Institutional Repository

সেশন – ১৪

তারিখ : ২৬-০৮-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু

সেঁজুতি, বয়স : ৩ বছর ১১ মাস ১৩ দিন = ৪৭ মাস ১৩ দিন।

ফাইজা, বয়স : ৪ বছর ৬ মাস ২০ দিন = ৫৪ মাস ২০ দিন।

তামিম, বয়স : ৪ বছর ১ মাস ২ দিন = ৪৯ মাস ২ দিন।

মাইশা, বয়স : ৩ বছর ১ মাস ১৭ দিন = ৩৭ মাস ১৭ দিন।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

১. দোলনা তখনও টাঙ্গানো হয় নাই; মেঝেতে রাখা দোলনার উপর দাঁড়িয়ে সেঁজুতি বলল—

—— আমি আমার দোলনায় চড়বো

এরপর আয়ার নাম ধরে বলল—

—— পারভীন বুয়া, দোলনায় চড়বো।

আয়া : আগে খেয়ে নাও তারপর উঠবে।

ওখানে দাঁড়িয়েই সেঁজুতি বলল—

—— আমি দোলনায় চড়ি না (২ বার)

—— আমি দোলনায় চড়ি নাই (১ বার)।

সেঁজুতি খাওয়ার জন্য টেবিলে এসে বসল; আয়া তার টিফিন বের করে দিলেন। ম্যাডাম জিজ্ঞাসা করলেন, সেঁজুতি কি এনেছো আজ?

সেঁজুতি : পেয়ারা, শসা, নুডুলস্ আনছি।

ম্যাডাম : সব খেয়েছো?

সেঁজুতি : না

ম্যাডাম : স্কুলে এসে সব খেতে হয় তা না হলে বুদ্ধি বাড়বে না।

২. ফাইজা ও সেঁজুতি খেলছে; বেশ হাসিখুশি মুখ দু'জনের; কিন্তু কি কথা হচ্ছে বুঝতে পারছি না কারণ তাদের কাছ থেকে আমি ১০-১২ হাত দূরে অবস্থান করছিলাম। আমি তাদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, দেখি ওরা কি করে। কিন্তু যা ভাবছিলাম ঠিক তাই হল; ফাইজার চোখে চোখ পড়তেই সে অন্য পাশে ঘুরে দাঁড়ালো এবং সেঁজুতিকে ছেড়ে অন্যদিকে ধীরগতিতে হাঁটতে লাগল। তার চোখে মুখে লজ্জার ভাব নাকি ভীতির ভাব; তার এ আচরণের রহস্য উদঘাটন করতে পারিনি। সে কখনোই আমার কাছে স্বেচ্ছায় আসেনি; এ পর্যন্ত শিশুদের মধ্যে একমাত্র ফাইজা-ই আমার কাছে স্বেচ্ছায় আসেনি; আমি তার সাথে সহজ হতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি, সে আমাকে তার কাছে দেখলেই সে দূরে সরে গিয়েছে; এবং অন্যদের সাথেও খুব

Dhaka University Institutional Repository

একটা দলবদ্ধভাবে খেলে না, সব সময় মাইশার (তারা causin) কাছে কাছে থাকে; কিন্তু মাইশা চঞ্চল, কথাবার্তায় স্বতঃস্ফূর্ত, অন্যদের সাথে মিশে খেলতে পছন্দ করে তাই ফাইজা প্রায় একা একা থাকে এবং দলছুট থাকতে পছন্দ করে।

ফাইজা বোর্ডে চক দিয়ে একা আঁকছে, ছবি নয় রেখা টানছে; একা একা কি যেন বলছে কারণ তার ঠোঁট নড়ছিল: আমি খুব আস্তে আস্তে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম; বুঝতে পারলাম শব্দ করছে কিন্তু কি শব্দ বা বাক্য বলছে তা বুঝতে পারলাম না। ফাইজার এ ধরনের আপনমনে কথা বলাকে monologue (স্বগতোক্তি) হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সে আমার অবস্থান টের পাওয়া মাত্র অন্যদিকে দৌড়ে চলে গেল। আমি তার সাথে সহজভাবে কথা বলেছি তখনও সে চুপ থেকেছে। তবে লক্ষ্য করেছি, যখন আমি অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলি বা অন্যদের নিয়ে ব্যস্ত থাকি তখন সে আমাকে পর্যবেক্ষণ করে।

ওয়াসিক (অনির্বাচিত) বোর্ডে মাছ আঁকছে; পাশে ফাইজা তার আঁকা মাছের লেজ মুছে দিচ্ছে তখন ওয়াসিক রেগে তাকে দূরে সরে যেতে বলল। ফাইজার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম না; সে ধীরে ওখান থেকে সরে গেল।

৩. তামিম, ওয়াসিম ও জিতু (অনির্বাচিত) স্লীপারে উঠে বসে আছে। আমি তাদের কাছে গিয়ে বললাম— তামিম কি করছো? সে কিছুই বলল না। আয়া তাদের কাছে আসল, তখন তামিম জিতুকে দেখিয়ে বলল—

— ও না ওকে মাততিল (জিতু ওয়াসিককে মেরেছিল, এটা বলল)।

তামিম কিছুক্ষণ পর আমার কাছে এলো, আমি ও মাইশা এক জায়গায় বসেছিলাম। তামিম এসে মাইশাকে দেখিয়ে আমাকে বলল—

— ও আমাকে তিম্‌তি দিতে, দুইবার দিতে। [ও আমাকে চিমটি দিছে, দুইবার দিছে]

সে সেঁজুতিকে দেখিয়ে বলল—

— ওকেও দিতে। [ওকেও দিছে]

আমি তাকে তার স্বরে বললাম— কি দিতে?

তামিম : চিম্‌তি, চিম্‌তি দিতে। [চিমটি চিমটি দিছে]

৪. জিতুর হাতে একটা বড় চক; সেঁজুতির হাতে দু'টুকরা চক একটা ছোট অন্যটা একটু বড় তবে জিতুর চেয়ে তারগুলো অনেক ছোট। সেঁজুতি তার ছোট টুকরাটা জিতুকে দিতে চাইলো বলল—

— ভাঙাটা নাও।

জিতু রাজী হল না, এবার তার (সেঁজুতির) বড় টুকরাটা দিতে চাইলো তবুও সে রাজী হল না। সেঁজুতি জিতুর হাত থেকে চকটি কেড়ে নিল এবং তারটা মেঝেতে ফেলে দিল। জিতু সেটা তুলে নিয়ে বলল—

— এটা বড় না।

সেঁজুতি তার একটি আঙ্গুল (তর্জনী) উঁচিয়ে বলল—

— এত্‌ত বড়।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু জিতু রাজী হল না; সেঁজুতি তাকে তারটা ফেরত দিল। এবং ম্যাডামের কাছে গিয়ে বড় চক চাইলো। সেঁজুতি একটি দোলনা একাই দখল করে রেখেছে। মাইশা কাছে এলে মাইশাকে বলল—

—— এটা ভাল না।

পাশের অন্য দোলনাটি দেখিয়ে বলল—

—— ওটা ভাল।

মাইশা সেঁজুতির দোলনা ধরলে সেঁজুতি তাকে ধাক্কা দিল। ম্যাডাম বলল—— এমন করবে না। মাইশা কিছু না বলে, অন্যদিকে চলে গেল। সেঁজুতি দোলনায় দোল খেতে লাগল; দোলনার গতি বেড়ে গেল।

সেশন- ১৫

তারিখ : ২৮-৮-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু

সেঁজুতি, বয়স : ৩ বছর ১১ মাস ১৫ দিন = ৪৭ মাস ১৫ দিন।
তামিম, বয়স : ৪ বছর ১ মাস ৪ দিন = ৪৯ মাস ৪ দিন।
জেমিমা, বয়স : ৩ বছর ২ মাস ২৩ দিন = ৩৮ মাস ২৩ দিন।
মারিয়া, বয়স : ৩ বছর ৭ মাস ৩ দিন = ৪৩ মাস ৩ দিন।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

১. সম্প্রতি সেঁজুতির কান ফোঁড়ানো হয়েছে, এতদিন সুতা দিয়ে বাঁধা ছিল; আজ প্রথম তার কানে সোনার দুল (রিং) দেখলাম। তাকে মানিয়েছে বেশ। তার কানে হাত দিয়ে বললাম – সেঁজুতি এটা কি? সে বলল –

—— কানের দুল।

সে তার নিয়ে আসা পানি সব খেয়ে ফেলল, pot-এ আর পানি নেই; তা দেখে আয়া বলল—— তুমি সব পানি খেয়েছো, পরে কি খাবে? তখন সে বলল——

—— ময়লা জল।

উল্লেখ্য যে, পানিকে সে 'জল' বলল কারণ তারা পরিবারে পানিকে জল বলে।

২. তামিম ইংরেজী বর্ণমালা লিখছে; মারিয়া একটা কার্টুনের স্টিকার নিয়ে এসে তাকে দিল। তামিম সেটা হার্ডবোর্ডে লাগাতে চেষ্টা করছে কিন্তু তা লাগছে না, তখন সে পাশে ম্যাডামকে বলল——

—— টিচার গাম নাই কেন?

ম্যাডাম তাকে তা আয়াকে বলার জন্য বললে, সে জেসমিন (আয়া) কে বলল——

—— গাম লাগায় দেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩. সেঁজুতিকে দেখিয়ে জেমিমাকে বললাম— দেখেছো, সেঁজুতি কানে দুল পরেছে। সে নীরব তবে তার মধ্যে যে একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা তার মুখাবয়বে ফুটে উঠেছে। তাকে বললাম—

— তুমি বড় হলে তোমার দুল হবে।

জেমিম : আমার চুল বড় হবে।

কিছুদিন আগে সে নেড়া হয়েছে তখনও অনুরূপ কথা বলেছিল; দুলের ধারণা তার না থাকায় সে দুলকে চুল মনে করল। তানাহলে এর উত্তর অন্য কোনো বাক্য হত।

৪. মারিয়া, তামিম এক সাথে একটি ঘোড়ায় চড়ে ইজি চেয়ারের মত দোল খাচ্ছে। তামিম সামনে মারিয়া পিছনে। বললাম— ঘোড়ায় দোল খাচ্ছ? তামিম পাশের দোলনা দেখিয়ে বলল—

— ওকানে দোল কায় [ওখানে দোল খায়]

গবেষক : ঘোড়া কিভাবে চলে?

তামিম: তপ্‌বক্ (২বার) [টকবক]

ইতোমধ্যে সেঁজুতি পাশে এসে হাজির; তাকেও একই প্রশ্ন করলাম—

সেঁজুতি কোনো উত্তর না দিয়ে সে দু'পা এক সাথে তুলে লাফাতে লাগলো।

তামিম : আমি গোরার গারী দেকতি [আমি ঘোড়ার গাড়ী দেখছি]

গবেষক : কোথায়?

তামিম : একতা রাত্‌তায় [একটা রাস্তায়]

সে নিজে নিজে আরও বলল : আব্‌বু বলে, গোরার গারীতে উতবো [ঘোড়ার গাড়ীতে উঠবো]

— আম্‌মু উতবে [আম্মু উঠবে]

— আব্‌বু উতবে আর দাদু। [আব্বু উঠবে আর দাদু]

৫. মারিয়া চিপ্‌স খাচ্ছে: চিপ্‌স-এর প্যাকেটে আঁকা মুরগীর মাংস (রান) তামিমকে দেখিয়ে বলল—

— তামিম, মাংত (২ বার)

তামিম : আমি মুরগীর মাংত কাইতি। [আমি মুরগীর মাংস খাইছি]

মারিয়া আঙ্গুল, কমলা, লেবু, চিপ্‌স [আঙ্গুর] (প্যাকেটের গায়ে ছবি দেখে বলল)।

আমি তাদের কাছ থেকে চলে আসছি এমন সময় তামিম বলল

—আংকেল

গবেষক : কি?

তামিম : মেক্ আত্‌তে [মেঘ আসছে]

— বিত্‌তি আতবে [বৃষ্টি আসবে]

Dhaka University Institutional Repository

—— দর বিত্তি [ঝড় বৃষ্টি]

—— আমি বয় পাই [আমি ভয় পাই]

গবেষক : ঝড়-বৃষ্টি এলে আমি তোমার কাছে আসবো কেমন, এখন যাও।

৩. তামিম দুধ খাচ্ছে (ফিডারে করে), তবে একটু খেয়ে আর খেতে চায় না, আয়া জোর করছে খাওয়ার জন্য; তখন জেমিমা বলল—

—— না খেলে আম্মু আসবে না।

সেশন – ১৬

তারিখ : ৯-৯-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু

তামিম , বয়স : ৪ বছর ১ মাস ১৪ দিন = ৪৯ মাস ১৪ দিন।

সেঁজুতি. বয়স : ৩ বছর ১১ মাস ২৪ দিন = ৪৭ মাস ২৪ দিন।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

১. সকল শিশু বৃত্তাকারে বসেছে। পিছনে রুমাল রাখা খেলা চলছে। যার পিছনে রুমাল রাখা হবে সে সেটা নিয়ে দৌড়াবে এবং যে কোনো একজনের পিছনে রাখবে তখন সে উঠে দৌড়াবে ঐ জায়গায় পূর্বোক্তজন বসবে। সবাই আনন্দ পাচ্ছে, ম্যাডাম আয়া সবাই নির্দেশনা দিচ্ছে এবং কেউ যেন উঠে অন্যত্র না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখছে। শিশুদের মধ্য থেকে অনেকেই বলছে— 'আমাকে দিবে না'। অনেকক্ষণ খেলা চলল; এখন সবাই আনন্দ পাচ্ছে, অনেকেই পূর্বের কথার বিপরীত কথা বলছে; যেমন সেঁজুতি বলল—

—— সুজয়, আমাকে দাও।

খেলা শেষ হলে, তামিম জানালার দিকে গেল; বাইরে রিমঝিম বৃষ্টি হচ্ছে। তামিম আমাকে বলল—

—— আংকেল, বিত্তি পত্তেতে। [বৃষ্টি পড়তেছে]

Dhaka University Institutional Repository

সেশন – ১৭

তারিখ ১০-৯-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু

তামিম, বয়স : ৪ বছর ১ মাস ১৫ দিন = ৪৮ মাস ১৫দিন।

জেমিমা, বয়স : ৩ বছর ৩ মাস ৫ দিন = ৩৯ মাস ৫দিন।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

১. দোলনাগুলো এখনও টাঙ্গানো হয়নি। তামিম দোলনার শিকলগুলো লম্বা লম্বা করে রেখে পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তামিম আমাকে ডাকলো—

— আংকেল

আমি তার কাছে গিয়ে শিকলগুলোর দিকে তাকিয়ে বললাম—

— এগুলো কি করেছো?

তামিম : থাপ (২ বার) [সাপ]

গবেষক : এগুলো কি?

তামিম : থাপ, থাপ, [সাপ, সাপ]

উল্লেখ্য যে, তামিম 'স'-কে ইতোপূর্বে 'ত' উচ্চারণ করেছে; আজ লক্ষ্য করলাম সে তা সুস্পষ্টভাবে 'থ' উচাচরণ করতে।

তামিমকে খাওয়ার জন্য আয়া জোর করছে ; কিন্তু সে এখন খাবে না বলছে; সে আমাকে আংকেল বলে ডাকছে; আমি দূর থেকে বললাম— তুমি না খেলে আমি যাব না।

তামিম বলল— পরে খাবো।

তামিম, 'র' ও 'খ'-এর উচ্চারণ আগে পারতো না আজ 'র' ও 'খ' এর উচ্চারণ শুনে বার বার তা পরীক্ষা করতে লাগলাম; মনে হল 'র' ও 'খ'-এর সঠিক উচ্চারণই করছে।

২. জেমিমা ছোট্ট চেয়ারে বসে পেনসিল দিয়ে খাতায় 'অ' লেখার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। ম্যাডাম তাকে 'অ ' এঁকে দিয়েছেন সে তার উপর হাত ঘুরাচ্ছে; কিন্তু নিজে নিজে তা লিখতে পারছে না। আমি তার পাশ থেকে উঠে আসছি, সে তার লেখা বাদ দিয়ে আমাকে বলল—

— একানে বছেন। [এখানে বসেন]

আমি বসলাম, সে আবার লিখতে শুরু করল।

Dhaka University Institutional Repository

সেশন – ১৮

তারিখ : ১৬-৯-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু

সেঁজুতি, বয়স : ৪ বছর ০ মাস ১ দিন = ৪৮ মাস ১ দিন।

তামিম , বয়স : ৪ বছর ১ মাস ১২ দিন = ৪৯ মাস ১২ দিন।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

১. সেঁজুতি দূর থেকে দৌড়ে এসে ম্যাডামকে বলল—

— টিচার, টিচার, আমাকে শফিকুর রহমান মারছে।

এমন অভিযোগ করে কোনো উত্তরের প্রতিক্ষা না করেই চলে গেল। ক্ষাণিক দূরে আবার এই প্রসঙ্গ উঠলো; তামিম সেঁজুতিকে বলল—

— কে মারে?

সেঁজুতি : শফিকুর রহমান আমাকে থাপ্পর দিবে।

সেঁজুতি ইমরানের কাছে দৌড়ে গিয়ে বলল—

— ইমরান, ইমরান, তুমি না শফিকুর রহমানকে থাপ্পর দিবে হে.....।

তামিম সেঁজুতির কাছে এলে তাকেও অনুরূপ কথা বলল।

২. সেঁজুতি নাস্তা খাচ্ছে, পাশে বেবী (অনির্বাচিত) তাকে বলল—

— কি খাচ্ছো?

সেঁজুতি : পেয়ারা।

—কালকে না আমি পেয়ারা খাইছি জানো।

— আমাদের বাসায়, আমাদের বাসায় না পেয়ারা গাছ আছে।

সেশন– ১৯

তারিখ : ১৭-১০-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু

এই সেশনে অনির্বাচিত কিছু শিশুর ভাষিক আচরণ নথিবদ্ধ করা হয়েছে; তেমন কোনো তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য না থাকায় এ সেশনের কোনো ভাষিক আচরণ উপস্থাপন করা হল না।

Dhaka University Institutional Repository

সেশন – ২০

তারিখ : ১৯-১০-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু

সেঁজুতি; বয়স: ৪ বছর ১ মাস ৪ দিন = ৪৯ মাস ৪ দিন

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

১. আমি (গবেষক) টেবিলে রাখা আমার নোট খাতায় লিখছি; সেঁজুতি আমার কাছে এসে বলল—

— কি করেন?

— কি লেখো ?

— একটা মোটা কাটুন একে দেন। [কার্টন এঁকে]

তার কথা শেষ হলে আমি বললাম— তোমার নাম লিখি?

সে তৎক্ষণাৎ বলল— চন্দ বিন্দু দিয়ে [চন্দ্র বিন্দু]

বললাম, হ্যাঁ এবং নোট খাতায় তার নাম লিখে দেখালাম। সে বাঙলা বর্নমালা ভালভাবে জানে না তবে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) চেনে এবং তা লিখতেও পারে; তবে তার পুরোনাম সে লিখতে পারে না।

সে আমার কলম দিয়ে আমার খাতায় লিখতে চায় কিন্তু পাশে ম্যাডাম বসে থাকায় সে ম্যাডামের দিকে তাকাচ্ছে আবার আমার দিকে তাকাচ্ছে; কলমটি তার হাতে দিয়ে অভয় দিলাম সে আমার খাতায় শুধু চন্দ্রবিন্দু (ঁ) আঁকলো।

সেশন – ২১

তারিখ : ২১-১০-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু

তামিম, বয়স : ৪ বছর ২ মাস ২৬ দিন = ৫০ মাস ২৬ দিন।

সেঁজুতি, বয়স : ৪ বছর ১ মাস ৬ দিন = ৪৯ মাস ৬ দিন।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

১. তামিম ও রাতুল (অনির্বাচিত) খেলছে। তামিম আমাকে দেখেই বলে উঠল—

— বেথা পাইচি [ব্যথা পাইছি]

গবেষক : কোথায়?

তামিম : এখানে (পায়ের একটি জায়গা আঙ্গুল দিয়ে দেখালো)

— ও না আমাকে বেথা দিচে [ব্যথা দিছে]

গবেষক : ওর নাম কি?

Dhaka University Institutional Repository

তামিম : রাতুল

উল্লেখ্য যে, 'ছ' এর উচ্চারণ ঠিক হচ্ছিল না তবে তা 'চ'-এর মত মনে হচ্ছিল।

২. সেঁজুতি ও মারিয়া তাদের হাত উবুড় করে কার্পেটের উপর রেখেছে; সেঁজুতি মুখে চড়া বলছে—

ইচিং বিচিং তিচিং চা

প্রজাপতি উড়ে যা—

.....

এ ছড়া কাটছে আর মুষ্টিবদ্ধ এক হাতে তাদের অন্য তিন হাতের পিঠে আস্তে আস্তে পর পর আঘাত করছে, এটা একটা মজার খেলা, কিছুক্ষণ পর আরও দু'জন এসে যোগ দিল। পুরো ছড়াটি সেঁজুতির মুখস্থ।

৩. সেঁজুতি আগের চেয়ে বেশ চঞ্চল হয়েছে। আগেও তুলনামূলক চঞ্চল ছিল। এখন তার চঞ্চলতা একটু ভিন্ন ধরনের; যেমন গান হচ্ছে সে চেয়ার থেকে উঠে অন্যত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। ম্যাডাম ছড়া বলছেন সে দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়ত এগুলো তার শুনতে একঘেয়েমি লাগছে তাই সে অন্যত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে সব কিছু অন্যদের চেয়ে আগে আয়ত্ত করতে পারে; তাছাড়া তার উপস্থিত বুদ্ধিও অন্যদের চেয়ে বেশী (তার সমবয়সীদের চেয়ে)। যেমন ম্যাডাম একটা গল্প বলল; তারপর ম্যাডাম শিশুদের গল্প বলতে বললে প্রথমেই সেঁজুতি হাত তুলে বলবে— আমি বলব। ম্যাডাম কিছুক্ষণ আগে যে গল্প বলেছে তা না বলে অন্য একটি অনেক আগে শোনানো বা বাসায় শুনেছে এরূপ কোনো একটি গল্প ছাড়াআড়া করে দু'চার লাইন বলল। ম্যাডাম মাঝে মাঝে মন্তব্য করেন আমাকে লক্ষ্য করে — দেখলেন, কেমন নিজে নিজে বানিয়ে বললো।

সেশন – ২২

তারিখ : ১২-০২-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু

জেমিমা, বয়স : ৩ বছর ৮ মাস ৭ দিন = ৪৪ মাস ৭ দিন

তামিম, বয়স : ৪ বছর ৬ মাস ১৭দিন = ৫৪ মাস ১৭ দিন

মারিয়া, বয়স : ৪ বছর ১ মাস ১১ দিন = ৪৯ মাস ১১ দিন

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

১. জেমিমা বেশ কিছুদিন পর আজ ছায়ানীড়ে এসেছে। আমি তার কাছে যেতেই সে আমাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করল এবং কোনো প্রসঙ্গ ছাড়াই সে আমাকে বলল—

— আমাদের মগ হারিয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

২. জেমিমা একটা গোলাপ ফুল নিজে নিজেই তার কানে গুঁজে দেয়ার চেষ্টা করছে; আমি তার দিকে তাকাতেই একটু লজ্জার ভাব তার চোখে মুখে ফুটে উঠলো। বললাম— কোথায় পেলে?

জেমিমা : শহীদ মিনার থেকে আনছি।

'শহীদ মিনার' বলল কেন তাও বুঝতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পর সত্যি সত্যি ফুলটি কানে গুজে আমার সামনে এলো, আমি বললাম— 'খুব সুন্দর হয়েছে' এবং গালে একটু আদর করে দিলাম, সে খুশি হল, এবং হাসলো।

মারিয়ার হাতে ফুল দেখে বললাম কোথায় পেয়েছো?

মারিয়া : জেমিমা

বুঝলাম, জেমমিা তাকে দিয়েছে। বললাম— জেমিমার মত কানে দাও। সে একটু লাজুক হাসি হাসলো এবং ঘাড় নেড়ে না-সূচক উত্তর দিল।

৩. অনিন্দ্য (নির্বাচিত) শিক্ষকের চেয়ারে বসেছে। আমি বললাম, এখানে বসেছো কেন; এখনে তো টিচার বসবেন? সে হাসলো এবং নেমে এলো। পাশে জেমিমা ছিল সে বলল—

— আমি বসি না, আমি এখানে বসি

'এখানে' বলার সময় নিজের ছোট চেয়ারের উপর হাত দিয়ে কয়েকবার আস্তে আস্তে আঘাত করল অর্থাৎ তার চেয়ারকে নির্দেশ করল।

৪. তামিম ম্যাডামকে বলল—

— সুন্দর বই কিনছি।

তার 'স'-র উচ্চারণ আমার কানে আসতেই তার কাছে গেলাম; বললাম, কোথা থেকে? সে বলল—

— বই মেলা থেকে।

গবেষক : কি বই মেলা।

ইতোমধ্যে দিব্য, সৌমিক (অনির্বাচিত) এসে হাজির। তারা কেউ বলতে পারল না। আমি বললাম— একুশে বই মেলা। তিনজনই একসঙ্গে বলল—

— একুশে বই মেলা

তামিম জোরে চিৎকার করে বলল— একুশে ফেবরুয়ারী [ফেব্রুয়ারী]

সৌমিক : আমি ফুল দিছি। (অর্থাৎ সে শহীদ মিনারে ফুল দিয়েছে তা বোঝাতে চাচ্ছে)

তামিম ও দিব্য তারাও জোরে বলল— 'আমিও দিছি, আমিও দিছি।

গবেষক : কার সাথে দিয়েছো?

দিব্য : বাবা, দিদির সাথে

Dhaka University Institutional Repository

তামিম : আববুর সাথে, পরক্ষণেই তামিম দিব্যকে বলল——

——দিদি কে?

তাদের কাছ থেকে তামিমকে আলাদা করে কিছুক্ষণ কথা বললাম, তাতে সে 'সাইকেল'কে সুস্পষ্টভাবে 'সাইকেল' উচ্চারণ করল; তার সাইকেলের রঙ 'লাল' এবং ছাতার রঙ 'হলুদ' তাও বলল। উল্লেখ্য যে ইতোপর্বে সে 'স' কে 'ত' উচ্চারণ করত। তবে এখনও সে 'ট' কে 'ত' বলেঃ যেমন আতা (আটা), রুতি (রুটি)।

সেশন— ২৩

তারিখ : ১৮-১০-২০০০

অংশগ্রহণকারী শিশু

সেঁজুতি, বয়স : ৫ বছর ১ মাস ৪ দিন = ৬১ মাস ৪ দিন।

ভাষিক আচরণ ও উপাত্ত

১. সেঁজুতি ম্যাডামকে বলল——

—— টিচার, বক্স্ নিয়ে বসবো।

ম্যাডাম হ্যাঁ-সূচক জবাব দিতেই সে সবার উদ্দেশ্যে জোরে জোরে বলল——

—— এই, বক্স্ নিয়ে বসতে বলেছে।

সেঁজুতি ও মাহিন (অনির্বাচিত) পাশাপাশি বসেছে, সেঁজুতিকে বললাম, সেঁজুতি, মাহিন তোমার কে হয়? পাশে দিব্য (অনির্বাচিত) ছিল সে চট করে বলল—— 'বোন'।

সেঁজুতি বলল—— বন্ধু।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষিক উপাত্ত বিশ্লেষণ

ভাষিক উপাত্ত বিশ্লেষণে শিশুর ভাষার ব্যাকরণ নয়, বিশেষতঃ বাঙালী শিশু কোন্ বয়সে কোন্ ধরনের ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য অর্জন করেছে সেগুলোর একটি সাধারণ বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা, পর্যবেক্ষিত শিশুসমূহের উপস্থাপিত ভাষিক উপাত্ত থেকে বাঙালী শিশুর ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের আলোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

ধ্বনিতত্ত্ব

ধ্বনিবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯৬৪; পৃ. ২২, ৪৭) বাঙলা ভাষার স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহের উচ্চারণগত অবস্থান ও স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যাবলী নির্ণয় করেছেন যা নিম্নে মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোকে কার্ডিনাল স্বরধ্বনির কাঠামোতে ও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে একটি ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল —

ক) স্বরধ্বনি

খ) ব্যঞ্জনধ্বনি

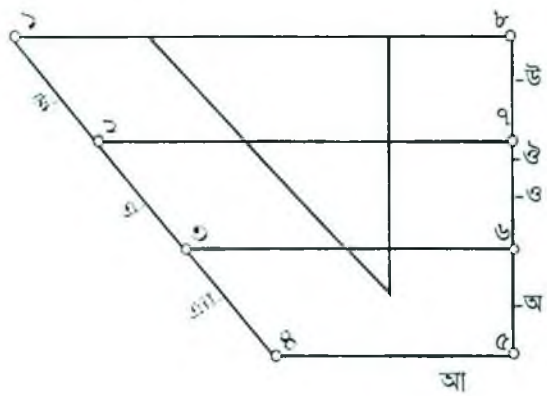

উচ্চারণের রীতি	জিহ্বামূলীয়	প্রশস্ত দন্তমূলীয়	পশ্চাৎ দন্ত মূলীয়	দন্তমূলীয়	দন্তমূলীয় মূর্ধন্য	দন্ত্য	ওষ্ঠ্য	দন্তৌষ্ঠ্য	আন্তঃস্বর যন্ত্রীয় বা কণ্ঠনালীয়
স্পৃষ্টধ্বনি অঘোষ ঘোষ	অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ ক খ গ ঘ	অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ চ ছ জ ঝ	অল্পপ্রাণ	অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ ট ঠ ড ঢ	অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ ত থ দ ধ	অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ প ফ ব ভ	অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ	মহাপ্রাণ
অঘোষ উষ্ম বা শিসধ্বনি ঘোষ			শ	স য	(ষ)		(ফ) (ব) (ভ)	(ফ) (ভ)	ঃ হ
নাসিক্য ঘোষ	ঙ	(ঞ)		ন [illegible]	(ণ)		ম	ম্	
পার্শ্বিক ঘোষ				ল					
কম্পন-জাত ঘোষ				র					
তাড়ন-জাত ঘোষ					ড় ঢ়				

Dhaka University Institutional Repository

বাঙলা ভাষার উপর্যুক্ত স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহ একজন পূর্ণ বয়স্ক বাঙালীর ব্যবহৃত বা উচ্চারিত বাঙলাভাষার গবেষণাগারে আধুনিক যন্ত্রপাতির (কাইমোগ্রাম ও প্যালেটোগ্রাম-এর) সহায়তায় নির্ণিত। অনুরূপভাবে শিশুদের ক্ষেত্রেও উক্ত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করে বাঙালী শিশুর উচ্চারিত বাঙলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী আবিষ্কার করা সম্ভব। কিন্তু প্রস্তুত অভিসন্দর্ভের মূল একক লক্ষ্য তা না হওয়ায় উক্ত বিষয়ে গভীর দৃষ্টিপাত না করে বরং স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহ অর্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে বাঙালী শিশুর ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপটি বিশ্লেষিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, স্বরধ্বনি/আ/ বা ব্যঞ্জনধ্বনি /ব/ এর যে ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী বিদ্যমান তা শিশুদের উচ্চারিত স্বরধ্বনি / আ/ বা ব্যঞ্জনধ্বনি /ব/-র ক্ষেত্রেও উক্ত বৈশিষ্ট্যাবলী প্রযোজ্য, এরূপ অনুমান অবৈজ্ঞানিক নয় কেননা, '/আ/-র উচ্চারণে ঠোঁট থাকে নির্লিপ্ত এবং দুই চোয়াল মাঝামাঝি অবস্থা থেকে কিছু প্রশস্ত হয়' আর /ব/-র ক্ষেত্রে 'দু'ঠোঁট বন্ধ করে বায়ুপথ যথাক্রমে রুদ্ধ ও মুক্ত করে উচ্চারণ করা হয়' অর্থাৎ /ব/-এর বৈশিষ্ট্য হল — ঘোষ, অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য স্পৃষ্ঠ ধ্বনি; তাই বলা যায় উপর্যুক্ত শর্ত ও বৈশিষ্ট্যাবলী যে কেউ যখনই পূরণ করবে তখন ঐ ধ্বনিটি উচ্চারণে সক্ষম হবে। এ কারণেই একই বৈশিষ্ট্যাবলী সমন্বয়ে বয়স্ক ও শিশু কর্তৃক উচ্চারিত যে ধ্বনি, তাতে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও স্থূল বিশ্লেষণে খুব একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং শিশু যখন /আ/ বা /ব/ ধ্বনি উচ্চারণ করে তখন উক্ত ধ্বনিসমূহের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যসমূহই সংরক্ষণ করে। তবে এ স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটু শিথিলতা থাকে। যদি ঐ স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যাবলী সংরক্ষণ না করত তবে উক্ত ভাষী কেহই শিশুর ঐ ধ্বনিসমূহ বুঝতে সক্ষম হত না।

বাঙালী শিশু প্রথমে দ্বি-স্বরধ্বনি উচ্চারণ করে এবং তিনমাস বয়স পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকতে দেখা যায়। তারপর একক স্বরধ্বনির আর্বিভাব লক্ষ্য করা যায়। আধোবুলির পূর্ব পর্যন্ত এই একক ও দ্বি-স্বরধ্বনির উচ্চারণ করে থাকে তবে আধোবুলির সাথে সাথে এমনকি প্রথম-শব্দ উৎপাদনের পূর্ব পর্যন্ত, এই একক ও দ্বি-স্বরধ্বনির অনুশীলন বজায় থাকে। শিশু তার একক শব্দ পর্যায় ও বাক্য পর্যায়েও বাঙলা ভাষার সকল স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি অর্জন করতে সক্ষম হয় না। তবে পাঁচ বছরের মধ্যে শিশু তা অর্জন করতে সক্ষম হয়; কদাচিৎ কিছু শিশু তা করতে পারে না তবে যে ধ্বনিটি আয়ত্ত করতে পারে না সে-ধ্বনিটির স্থানে অন্য কোনো একটি ধ্বনির রীতিবদ্ধ (regular) ব্যবহার দেখা যায়। বাঙালী শিশুর ১ মাস বয়স থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত অর্জিত ধ্বনিসমূহের একটি তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হল—

Dhaka University Institutional Repository

বয়স	দ্বি-স্বরধ্বনি	একক স্বরধ্বনি
১ মাস	/ওয়া/ /ওঁয়া/	
২ মাস	/ও-ও/ওয়/	
	/অও/, /আও/.	
৩ মাস	/উম/ /ওম/ /ওউ/	
৪ মাস	/ আউ/	/আ/ /ও/
৫ মাস	/এ/, /এ/, /আ-আ/	/এ/

উপর্যুক্ত দ্বি-স্বরধ্বনি ও একক স্বরধ্বনিসমূহ ছাড়া অন্য স্বরধ্বনির উচ্চারণ তেমন লক্ষ্য করা যায় না। তবে উক্ত বয়সের পরে শিশু দ্বি-স্বরধ্বনি উচ্চারণ করলেও একক স্বরধ্বনি ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। দেখা যায় যে, ৬ মাস বয়স থেকে শিশু এককভাবে তেমন ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করে না তবে কিছু কিছু ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে স্বরধ্বনিযুক্ত করে উচ্চারণ করে থাকে; যেগুলোকে শিশুর আধোবুলি হিসেবে অবহিত করা হয়। ব্যঞ্জন ও স্বরধ্বনির সমন্বয় নিম্নরূপ—

বয়স	ব্যঞ্জন-স্বর সমন্বয়	র-ব্যঞ্জন সমন্বয়	ব্যাখ্যা
৬ মাস	বা		cv.
	বাহ্		cvc
		উহ্	vc.
		ওহ্	vc.
	বুহ		cvc.
৭ মাস		এইত্তা	vvccv
	বু		cv
	মা		cv
		আব্হ্	vcc
	তাত্তা		cvccv
	পাপ্পা		cvccv
৮ মাস	কা		cv
	না		cv
	তা		cv
৯ মাস	দা		cv

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত যে দ্বি-স্বরধ্বনি, একক স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জন-স্বর সমন্বয় ও স্বর-ব্যঞ্জনধ্বনি সমন্বয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেখানো হল এগুলো ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ধ্বনি শিশুরা উক্ত বয়সে অর্জন যে করে না তা নয়; বরং ভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির অর্জন লক্ষ্য করা যায়। ইতোমধ্যে তা শিশুর প্রাক-ভাষাতাত্ত্বিক বিকাশ পর্যায়ে এবং আধোবুলি পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। পর্যবেক্ষিত বিভিন্ন শিশুর স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনির অর্জনের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহ ছিল সাধারণ; তাই এরূপ একটি অনুকল্পনে পৌঁছা যায় যে সাধারণত বাঙালী শিশু তার জীবনের প্রথম পর্যায়ে (প্রথম-শব্দ অর্জনের পূর্বে) উক্ত স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহই অর্জন করে থাকে।

শিশু তার প্রথম-শব্দ স্তর পেরিয়ে একক-শব্দ স্তরে যখন বিভিন্ন বস্তু ও সম্বোধনসূচক শব্দ অর্জন করতে থাকে তখন কিছু কিছু শব্দের কিছু কিছু ধ্বনি উচ্চারণে শিশুকে ব্যর্থ হতে দেখা যায়। আবার কিছুদিনের মধ্যেই তা অর্জনে শিশু সমর্থ হয়। তাই বলা যায়, শব্দ অর্জনের সাথে সাথে তার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিকাশও অব্যাহত থাকে। যেমন —

শিশু : অরিত্র আনান

বয়স	একক শব্দ	বয়স্ক শব্দ
১১ মাস	১. নেএনা	রেহানা
১৩ মাস ১৫ দিন	২. চাদ	ছাদ
১৪ মাস ২৬ দিন	৩. খামা	খালা
	৪. পেপালু	পেপার
	৫. আমাম	আরাম
	৬. অততত	অরিত্র
১৫ মাস ১০ দিন	৭. গাই	গাড়ী
	৮. বাক	বাঘ
	৯. তাইত	লাইট

উল্লেখ্য যে, শিশু /র/ ধ্বনির পরিবর্তে /ন/ /ল/ ও /ম/ ধ্বনি ব্যবহার করেছে (১; ৪; ৫নং শব্দ)।

/র/ -এর পরিবর্তে /ন/ ও /ম/ ধ্বনির ব্যবহার উক্ত শব্দদ্বয়ের (১ ও ৫ নং) শেষের /ন/ ও /ম/ ধ্বনির প্রভাব বলা যায়। /র/ ধ্বনির পরিবর্তে /ল/ ধ্বনি ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও (৪নং), 'খালা' ও 'লাইট' শব্দের /ল/ ধ্বনি উচ্চারণের পরিবর্তে /ম/ ও /ত/ ধ্বনি উচ্চারণ করতে দেখা যায়। এছাড়া-

২. /ছ/ এর পরিবের্ত /চ/ ধ্বনির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

৮. /ঘ/ এর পরিবর্তে /ক/ ধ্বনির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

৯. /ট/ -এর পরিবর্তে /ত/

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ দন্তমূলীয় মূর্ধন্য স্পৃষ্ট ধ্বনি /ট/, দন্ত ধ্বনি /ত/ হিসেবে; জিহ্বামূলীয় ক-বর্গীয় স্পৃষ্ট ধ্বনিসমূহের মধ্যে ঘোষ-মহাপ্রাণ /ঘ/, অঘোষ অল্পপ্রাণ /ক/ হিসেবে এবং প্রশস্ত দন্তমূলীয় চ-বর্গীয় স্পৃষ্ট ধ্বনিসমূহের মধ্যে অঘোষ মহাপ্রাণ /ছ/, অঘোষ অল্পপ্রাণ /চ/ হিসেবে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। শিশু তখন ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্তমূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি /ড়/ উচ্চারণ করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হতে দেখা যায় (৭নং)।

আবার কিছু কিছু শব্দের ধ্বনির লোপ ঘটতেও দেখা যায়। যেমন,

বয়স	একক শব্দ	বয়স্ক একক শব্দ
১২ মাস	১০. বিতি	বিউটি
১৩ মাস	১১. খগো	খরগোশ

শিশু : প্রত্যয়

বয়স	একক-শব্দ		বয়স্ক-একক-শব্দ
১৭ মাস ২৩ দিন	১. তিবি		টিভি
	২. দুদ		দুধ
	৩. দুতা		জুতা
ধ্বনিলোপ :			
	৪. তাম্উ	চামুচ	-/চ/
	৫. কম	কলম	-/ল/
	৬. পুতু	পুতুল	-/ল/
	৭. মুই	মুড়ি	-/ড়/

উল্লেখ্য, /ট/ এর পরিবর্তে /ত/

/ধ/ এর পরিবর্তে /দ/

/জ/ এর পরিবর্তে /দ/ ধ্বনির ব্যবহার রক্ষ্য করা যায় (১,২, ও ৩ নং) এবং /ড়/ ধ্বনির উচ্চারণে সফল হয়নি (৭নং) ।

শিশুর প্রথম স্বরধ্বনি /আ/ দ্বি-স্বরধ্বনি /ওয়া/। বাঙালী শিশু বাঙলা স্বরধ্বনিসমূহের সব কয়টিই সাধারণত জন্মমুহূর্ত থেকে ৬ মাসের মধ্যে অর্জন করতে সমর্থ হয়। তবে /ই/ স্বরধ্বনি আরও পরে অর্জিত তে দেখা যায়। পরবর্তী সময়ে আধোবুলি পর্যায়ে ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে স্বরধ্বনির সমন্বয় ঘটে এবং প্রায় ১৮ মাস বয়স পর্যন্ত শিশু যে ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহ অর্জন করতে সক্ষম হয়, তা হল সাধারণত — /ক/ /খ/ /গ/ /চ/ /ত/ /দ/ /ন/ /প/ /ব/ /ম/। উল্লেখ্য যে, ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহের মধ্যে প্রথমে /ব/ ও /ম/ অর্থাৎ ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য স্পৃষ্টধ্বনি ও ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য নাসিক্যস্পৃষ্ঠ ধ্বনি দু'টি অর্জন করতে দেখা যায়। তার পরই অর্জিত হয় দন্ত অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনিসমূহ।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু প্রত্যয় তার ২০ মাস থেকে ২৭ মাস বয়স পর্যন্ত পূর্বোক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যতীত অন্যান্য যে ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহ অর্জন করে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল —

বয়স	ব্যঞ্জনধ্বনি	শব্দ	বয়স্ক-শব্দ
২০ মাস ৭ দিন	/জ/	জিয়া	জিয়া
	/থ/	থতে	ঠোঁটে
	/ল/	গলা	গলা
		কলম	কলম
২৪ মাস ১৭ দিন	/ভ/	ভুত	ভুত
		ভাবী	ভাবী
	/র/	পরচে	পরছে
	/ছ/	ছবি	ছবি
২৭ মাস ২ দিন	/শ/	ওশুত	ঔষধ

উল্লেখ্য যে, /শ/ ধ্বনি অর্জনের পূর্বে /স/-কে /ত/ দ্বারা, /শ/-কে /ত/ দ্বারা প্রকাশ করতে দেখা গেছে। যেমন, গোসল > গোতল: বাতাস>বাতাত; বিস্কিট > বিত্কিত; বালিশ > বালিত। তাছাড়া /র/ ধ্বনি অর্জিত হওয়ার পরও দেখা গেছে কিছু কিছু শব্দে /র/-এর সংযোগ ঘটাতে পারে না; যেমন মুরগি > মুলগি। /ড়/ তখনও অর্জিত হয়নি; এর পরিবর্তে শিশু /ল/ এবং কখনো কখনো /র/ ব্যবহার করে; যেমন, কামড়> কামল; গাড়ী > গালি; পড়ে>পরে; আবার /ন/ -এর ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়; যেমন, কাপড়>কাপেন। সম্ভবতঃ শব্দের /ড়/-এর পূর্ব-পর অনুসঙ্গী ধ্বনিসমূহই ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি ব্যবহারের কারণ হতে পারে।

শিশুরা ট-বর্গীয় ধ্বনি অর্থাৎ দন্তমূলীয় মূর্ধন্য স্পৃষ্টধ্বনিসমূহ ও তাড়নজাত ধ্বনি/ড়/ অতিসহজে অর্জন করতে পারে না। শিশু প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে ২৭ মাস বয়স পর্যন্ত এ ধ্বনিগুলোর অর্জন লক্ষ্য করা যায়নি। তবে ৩০ মাস বয়সে শিশু পূর্ণা /ট/ ধ্বনি ও ৩১ মাস বয়সে /ড়/ ধ্বনি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। নিম্নে তা উদাহরণসহ দেখানো হল—

বয়স	ধ্বনি	বাক্য
৩০ মাস ১৫ দিন	/ট/	আম্মু একটু ধর
		টিভি দাও
		লাইট জালাও
৩১ মাস ১৮ দিন	/ড়/	আমি বই পড়ছি
		মশা কামড় দিছে

/ড়/-এর উচ্চারণ রীতিমত পরিলক্ষিত হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে /ড়/-এর পরিবর্তে /র/-এর উচ্চারণ লক্ষ্য করা গেছে। যেমন- ছিড়ে যাবে> ছিরে যাবে (৩২ মাস ০ দিন)।

অনুরূপভাবে মাইশা ও জেমিমার ভাষিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে—

Dhaka University Institutional Repository

মাইশা ৩৪ মাস ১১ দিন বয়সে /র/ /স/ /ছ/ /ট/ ধ্বনি এবং ৩৪ মাস ১৯ দিন বয়সে /ড়/ ধ্বনি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে (সেশন-১)। তাছাড়া অঘোষ মহাপ্রাণ /খ/, ঘোষ অল্পপ্রাণ /গ/ ও অন্যান্য অনুরূপ বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র ধ্বনিসমূহ অর্জিত হলেও ঘোষ মহাপ্রাণ /ঘ/ জাতীয় ধ্বনিসমূহ আরও পরে অর্জিত হতে দেখা যায়।

জেমিমা ৩৫ মাস ২০ দিন থেকে ৩৫ মাস ২৪ দিন বয়সের মধ্যে /স/ /ছ/ /ট/ ধ্বনিসমূহ অর্জন করলেও /খ/ ও /ঘ/ ধ্বনি ও /ড়/ ধ্বনি অর্জন করতে পারেনি। তবে ৩৬ মাস বয়সে /খ/ ও /ড়/ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

তাহলে বলা যায় যে— জন্মমুহূর্ত থেকে ৩০ মাস বা ৩১ মাসের মধ্যে বাঙালী শিশু বাঙলা ভাষার সকল স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জন ধ্বনি অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং ৩৬ মাস বা ৩ বছরের মধ্যে তা নিপুণভাবে উচ্চারণ ও ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জন করে। তবে কোনো কোনো শিশুর ক্ষেত্রে কিছু কিছু ধ্বনি অর্জন বিষয়ে কিছুটা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। আর এই ধ্বনিগুলো হল— ট-বর্গীয়, /ড়/ এবং /শ/, /স/ /ছ/। তামিম ৩ বছর ৯ মাস ২৮ দিন অর্থাৎ ৪৫ মাস ২৮ দিন বয়সেও /ট/ /স/ /শ/ /ছ/-এর পরিবর্তে /ত/ ধ্বনি এবং /ড়/-এর পরিবর্তে /ল/ ধ্বনি ব্যবহার করেছে এবং তা তার ৪ বছর ১ মাস ২ দিন অর্থাৎ ৪৯ মাস ২ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে দেখা গেছে। তারপর ৪৯ মাস ১৫ দিন বয়সে /স/ কে /থ/; ৫০ মাস ২৬ দিন বয়সে /ছ/-কে /চ/ হিসেবে উচ্চারণ করতে দেখা যায় এবং পরিশেষে ৪ বছর ৬ মাস ১৭ দিন অর্থাৎ ৫৪ মাস ১৭ দিন বয়সে /স/ ও /ছ/ ধ্বনির সঠিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তবে তখনও সে ট-বর্গীয় ধ্বনি ও /ড়/ অর্জন করতে পারেনি। তখনও সে /ট/=/ত/ এবং /ড়/ =/র/-এর ব্যবহার করেছে।

তামিম ৪৬ মাস ৪ দিন বয়সে /র/ ধ্বনি অর্জিত হতে দেখা যায় এবং নিপুণতা পায় ৪৭ মাস ৩ দিন বয়সে। তাছাড়া সে ৫০ মাস ২৬ দিন বয়সের পূর্বে অঘোষ মহাপ্রাণ /খ/, /থ/ /ফ/ ধ্বনিসমূহের পরিবর্তে অঘোষ অল্পপ্রাণ /ক/, /ত/, /প/ ধ্বনি ব্যবহার করেছে। উক্ত বয়সের পরে উক্ত ধ্বনিসমূহের সঠিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে।

তাহলে এরূপ শিশুর ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, কমপক্ষে ৫ বছর বা ৬০ মাসের মধ্যে বাঙলা ভাষার সকল ব্যঞ্জনধ্বনি নিপূণভাবে অর্জন করতে সক্ষম হয়।

উপর্যুক্ত বাঙালী শিশুর ধ্বনিতাত্ত্বিক অর্জনের বিচার-বিশ্লেষণে একটি সরল মন্তব্য করা যায় — শিশুরা স্বরধ্বনিসমূহের মধ্যে পর্যায়ক্রমে /আ/ /ও/ /এ/ /উ/ ও /ই/ অর্জন করে ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহের মধ্যে প্রথমে ওষ্ঠ্য স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহ অর্জন করতে দেখা যায়; তন্মধ্যে সর্বপ্রথমে ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য নাসিক্য /ম/ এবং ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য /ব/, ও অঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য /প/ অর্জিত হতে দেখা যায়। ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি হলেও অঘোষ মহাপ্রাণ ওষ্ঠ্য /ফ/ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ওষ্ঠ্য /ভ/ অর্জিত হয় অনেক পরে এবং অনুরূপ

Dhaka University Institutional Repository

স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের সকল ব্যঞ্জনধ্বনি অর্থাৎ জিহ্বামূলীয় /খ/ /ঘ/. প্রশস্ত দন্তমূলীয় /ছ/ /ঝ/ দন্ত্য /থ/ /ধ/ এর ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে।

ওষ্ঠ্য ধ্বনির পর শিশু দন্ত্য ধ্বনি অর্জন করে। তন্মধ্যে ঘোষ অল্পপ্রাণ /দ/ আগে এবং অঘোষ অল্পপ্রাণ /ত/ তার পরে অর্জিত হতে দেখা যায়। দন্ত্য ধ্বনির পর জিহ্বামূলীয় ধ্বনি বিশেষতঃ অঘোষ অল্পপ্রাণ /ক/ ও ঘোষ অল্পপ্রাণ /গ/ অর্জিত হয়। এর পরপরই প্রশস্ত দন্তমূলীয় অঘোষ অল্পপ্রাণ /চ/ ও ঘোষ অল্পপ্রাণ /জ/ অর্জিত হতে দেখা যায়। উপরোক্ত ধ্বনিসমূহ সাধারণত ২০ মাসের মধ্যেই শিশু অর্জন করে; তার পর যে ধ্বনিসমূহ অর্জিত হতে দেখা যায় তাহল— দন্তমূলীয় পার্শ্বিক ঘোষ /ল/ ও কম্পনজাত ঘোষ /র/ এবং ৩০ মাস বয়সের পর দন্তমূলীয় মূর্ধন্য স্পৃষ্ঠধ্বনি অঘোষ/ট/ ও তাড়নজাত ধ্বনি/ড়/ এবং পাশাপাশি অঘোষ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিসমূহ যেমন, /খ/, /ঘ/, /ছ/ /ঝ/, /থ/, /ধ/, /ফ/, /ভ/ অর্জনে প্রয়াসী হতে দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

রূপতত্ত্ব

শিশু যখন অর্থপূর্ণভাবে তার প্রথম-শব্দ অর্জন করে তখন থেকেই মূলতঃ শিশুর ভাষায় রূপতত্ত্ব বা শব্দতত্ত্বের বিকাশ শুরু হয়।

বাঙালী শিশু সাধারণতঃ ১০-১১ মাসের মধ্যেই প্রথম-শব্দ অর্জন করে। সে শব্দগুলো সাধারণতঃ বিশেষ্যবাচক। শব্দগুলো হল প্রধানতঃ মা, বাবা, আম্‌মা, আবুহ, দাদা অর্থাৎ সম্বন্ধবাচক বিশেষ্য; এছাড়া প্রাণীবাচক বিশেষ্যও প্রথম-শব্দ হিসেবে কোনো কোনো শিশুকে অর্জন করতে দেখা যায়; যেমন, অরিত্র আনান প্রথম-শব্দ হিসেবে অর্জন করেছে 'কাক্‌কা' – ক্যাঙ্গারু বোঝোতে।

শিশু সাধারণতঃ প্রথম-শব্দ অর্জনের পর একক-শব্দসমূহ অর্জনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আর এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে দুই-শব্দ স্তরে উন্নীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

দুই-শব্দ স্তরে উন্নীত হওয়ার পর শিশু ক্রমান্বয়ে সরল ও জটিল বাক্য অর্জনে প্রয়াসী হয়। আর তখনই শুরু হয় মূলত রূপতত্ত্বের প্রধান ভূমিকা। কেননা 'শুধু শব্দের গঠনই রূপতত্ত্বের আলোচনার শেষ কথা নয়। বাক্য-মধ্যে শব্দ কি ভূমিকা গ্রহণ করে এবং তার সেই ভূমিকা কিভাবে চিহ্নিত হয়, তাই রূপতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়। শব্দকে বাক্যে ব্যবহার করলে শব্দের এই ভূমিকা শুরু হয়। ... বিশেষ্য এবং ক্রিয়ার রূপবৈচিত্র্যই বাংলা রূপতত্ত্বে প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। ... বচন, লিঙ্গ, পুরুষ, কারক, কাল, প্রভৃতি রূপবৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রিত করে।[১]

একক-শব্দ পর্যায়ের পর্যবেক্ষিত তিনটি শিশুর (কীর্তি চে, ১১-১২ মাস; অরিত্র আনান) ১২ মাস থেকে১৫ মাস ১০ দিন; প্রত্যয় ১৭ মাস ২৩ দিন – ২০ মাস ৭ দিন) ভাষিক উপাত্ত থেকে শব্দ বা মুক্ত রূপমূলসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হল—

সম্বন্ধবাচক বিশেষ

শিশু-শব্দ	বয়স্ক-শব্দ
নানা	–
মামা	–
খা	খালা
নান্	নানী

[১] শ', রামেশ্বর (১৯৯২): সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃঃ ৩৭৭.

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুবাচক বিশেষ

শিশু-শব্দ	বয়স্ক -শব্দ	শিশু-শব্দ	বয়স্ক -শব্দ
মাম	পানি	দুদ্	দুধ
চা	—	কম	কলম
বা	ভাত	পুতু	পুতুল
চাদ	ছাদ	দুতা	জুতা
পেপাল	পেপার	পেন	প্যান্ট
বই	—	তা	চা
গাই	গাড়ী	মুই	মুড়ি
হিসি	প্রস্রাব	গলা	—
তাইত	লাইট (বাল্ব)	পাই	পানি
বা	বাস	দাম	বাদাম
বিবি	বেবী (পুতুল)	বাতাত	বাতাস
তিবি	টিভি	গালী	গাড়ী
তামুউ	চামুচ	বেলুন	বেলুন
বুই	বই	ভুত	—
বাত	ভাত		

নামবাচক বিশেষ

শিশু-শব্দ	বয়স্ক-শব্দ
নেএনা	রেহানা
বয়া	বুয়া (কাজের মহিলা)
বিতি	বিউটি
অত্ত	অরিত্র
জিয়া	জিয়া
তামিম	শামীম
মামুন	মামুন
পত্ত	প্রত্যয়
মো	মৌ
অক	অর্ক

প্রাণীবাচক বিশেষ্য

শিশু-শব্দ	বয়স্ক-শব্দ
কক্ক	কুকুর
মা	মাছ
বাক	বাঘ
খগো	খরগোশ

বিশেষণ

শিশু-শব্দ	বয়স্ক-শব্দ
আমাম	আরাম

সর্বনাম

শিশু-শব্দ	বয়স্ক-শব্দ
ইতা	এটা

ক্রিয়া

শিশু-শব্দ	বয়স্ক-শব্দ
দে	দাও
দও	দাও
কাও	খাও

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত ১১ মাস থেকে ২০ মাস বয়স পর্যন্ত তিনটি শিশু (কীর্তি চে, অরিত্র আনান, প্রত্যয়) যে একক-শব্দ অর্জন করেছে তাতে দেখা যায় যে— সম্বন্ধবাচক বিশেষ্য-৪; বস্তুবাচক বিশেষ্য-২৯ নামবাচক বিশেষ্য-১০; প্রাণীবাচক বিশেষ্য-৪; বিশেষণ-১; সর্বনাম-১ এবং ক্রিয়া-৩ সংখ্যক শব্দ। শব্দগুলো মৌল শব্দ অর্থাৎ এক একটি মুক্ত রূপমূল।

উক্ত বয়সের পর শিশু ক্রমান্বয়ে দুই বা ততোধিক শব্দ সমন্বয় ঘটাতে প্রয়াসী হয়; পাশাপাশি কোনো কোনো ক্ষেত্রে একক-শব্দও ব্যবহার করে থাকে। শিশু প্রত্যয় তার ২৪ মাস থেকে ২৭ মাস বয়স পর্যন্ত প্রাপ্ত ভাষিক উপাত্ত থেকে যে শব্দ ও পদ পাওয়া যায় তার শ্রেণীকরণ নিম্নরূপ (পূর্বে উপস্থাপিত শব্দের পুনরাবৃত্তি না করে)-

বিশেষ্য	বিশেষণ	সর্বনাম	অব্যয়	ক্রিয়া
বালিত (বালিশ)	বোকা	—	—	খাও
গন্দ (গন্ধ)	—			খাবে
ভাবী				চলি (চালাই)
মাম্‌নি (মা)				পরে (পড়ে)
বিত্‌কিত (বিস্কিট)				পরচে (পরছে)
ছবি				খাব
কলম				যাব
গেন্‌জি				মাত্‌তি (মেরেছি)
চক্‌কেত (চকলেট)				
পাকি (পাখি)				
মতা (মশা)				
আম্‌নি (মা)				
পিপরা (পিঁপড়া)				
পকেত (পকেট)	কুত্‌তি (কুত্তি)			বন্‌দো (বন্ধ)
লাত্‌তি (লাথি)	পচা			বতো (বসো)
তাকা (টাকা)				খাচ্চে (খাচ্ছে)
গাদা (গাধা)				দোলো (তোল)
কাপেন (কাপড়)				কামল দে (কামড় দেয়)
মুলগি (মুরগি)				
ওশুত (ওষুধ)				

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ্য ও ক্রিয়া পদের ব্যবহার অধিক। বিশেষণ সেই তুলনায় খুবই কম। সর্বনাম ও অব্যয় লক্ষ্য করা যায় না। এছাড়া বিভক্তিযুক্ত বিশেষ্যও লক্ষ্যণীয়, যেমন, বক্‌রায় (বগুড়ায়); কোলে [অর্থাৎ বক্‌রা +য়: কোল+এ] । সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও তা অর্থপূর্ণ নয়, যেমন, দুই তা (দুইটা), যত সংখ্যক বস্তুই থাকুক না কেন শিশু উক্ত সংখ্যাটিই ব্যবহার করে। উল্লেখ্য যে শিশু 'টি' এর চেয়ে 'টা' আগে অর্জন করেছে; যেমন, দুইতা=দুইটা, আলেকতা= আরেকটা।

শিশু পূর্ণার ৩০ মাস থেকে ৩৩ মাস ১৫ দিন বয়স পর্যন্ত যে ভাষিক উপাত্ত পাওয়া যায় সেগুলো সবই এক একটি বাক্য: বাক্যগুলোতে বিশেষণ পদের ব্যবহার তেমন লক্ষ্যণীয় নয় তবে সর্বনাম ও ক্রিয়ায় ব্যবহারে বেশ নিপুণতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ্যগুলো বাদ দিয়ে এখানে সর্বনাম ও ক্রিয়াগুলো নিম্নরূপ—

সর্বনাম	**অব্যয়**	**ক্রিয়া**	**ক্রিয়া বিশেষণ**
আমি	দিয়ে	যাব	একটু ধর
তুমি		দাও	
এটা		জালাও	
আপনি		খাব	
তোমাকে		মারবে	
আমার		করবো	
তোমার		খাবা	
		খাও	
		দেন (দিন)	
		আনো	
		এসো	
		রাখো	
		আনি	
		যাই	
		পারবো	
		পড়ছি	
		ঘুমাবো	
		দিছে [দিয়েছে]	
		পাইছি [পেয়েছি]	
		খিলি [খেলি]	
		খাচ্ছি	
		দেখবো	
		আছে	
		খান	

Dhaka University Institutional Repository

শিশু মাইশা ৩৪ মাস ১১ দিন থেকে ৩৬ মাস ৯দিন বয়স পর্যন্ত উপাত্তে বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ার ব্যবহার বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বিশেষ্যের সাথে 'টা' বদ্ধরূপমূলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যেমন বইটা (বই+টা)। বিশেষণ হিসেবে 'একটা' ও 'নতুন' রূপমূলটির ও অব্যয় হিসেবে 'আর' রূপমূলটির ব্যবহার দেখা যায়। বাক্যে যে সর্বনাম ও ক্রিয়াগুলো ব্যবহার করেছে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল—

সর্বনাম	ক্রিয়া
আমি	নিয়াসি (নিয়ে আসি)
আমার	আকছি (আঁকছি)
আমাকে	তুলবে
তুমি	দিয়েছি
তোমার	লেখে দাও (লিখে দাও)
আপনি	লেখেন—
তুই	খাব
তোর	হাসাই দেই (হাসিয়ে দিই)
কারো	বসছিলাম

শিশু জেমিমার ৩৫ মাস ২০ দিন থেকে ৪৪ মাস ৭ দিন বয়স পর্যন্ত যে ভাষিক উপাত্ত পাওয়া গেছে তা থেকে পূর্বোক্ত আলোচিত পদসমূহ ব্যতীত অন্য যে পদগুলো লক্ষ্যণীয় তা হল– বিশেষণ হিসেবে 'একটা' 'বড়'; সর্বনাম হিসেবে 'আমাদের' এবং অব্যয় হিসেবে 'থেকে'; এগুলো এক একটি মুক্ত রূপমূলও বটে।

শিশু সেঁজুতির ৪৪ মাস ৭ দিন বয়স থেকে ৬১ মাস ৪ দিন বয়স পর্যন্ত যে ভাষিক উপাত্ত উপস্থাপিত হয়েছে তার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিম্নরূপ -

বিশেষ্য	মুক্তরূপমূল + বদ্ধরূপমূল
দোলনায়	দোলনা +য়
ফুলের	ফুল + এর
বাসায়	বাসা+য়
বাড়ীতে	বাড়ী +তে
বাইরে	বাইর + এ (বাহির)
বেগে (ব্যাগে)	বেগ্+এ
মামাকে	মামা+কে
বাংলাদেশের	বাংলাদেশ +এর
আজকে	আজ+কে
কালকে	কাল +কে
কানের	কান+এর

Dhaka University Institutional Repository

ও অব্যয় স্বল্প হলেও অর্জনে প্রয়াসী ও সক্ষম হয়েছে। তবে মাইশা এ বয়সেও বিশেষ্যের রূপবৈচিত্র্য আনতে পারেনি। তবে অতীত কালের ক্রিয়া ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। সেঁজুতির ৪৪ মাস থেকে ৬১ মাসের ভাষিক উপাত্তে বিশেষ্য ও ক্রিয়ার রূপবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়; যা বাংলা রূপতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়ও বটে। তার ভাষিক উপাত্তে বদ্ধরূপমূলযুক্ত জটিল শব্দই নয় একাধিক মুক্তরূপমূল সমন্বয়ে সমাসবদ্ধ শব্দও লক্ষ্যণীয়। তাহলে সরল সিদ্ধান্তে আসা যায় যে তিন বছরের পূর্ব-বয়স থেকে রূপতত্ত্বের রূপবৈচিত্র্যময় বিকাশ বা অর্জিত হতে শুরু করে এবং তা ৫ বছর বয়সে এসে পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

বাক্যতত্ত্ব

শিশু যখন দুই বা ততোধিক শব্দের সমন্বয় করার ভাষিক ক্ষমতা অর্জন করে, বলা যায় তখনই বাক্যতত্ত্বের সূচনা ঘটে। বাংলা বাক্যের সাধারণ গঠন হচ্ছে — কর্তা + কর্ম+ ক্রিয়া। বাক্যতত্ত্বের বাঙলা বাক্যসমূহ অর্জনে বাঙালী শিশুরা ক্রমান্বয়ে যে কৃতিত্বের পরিচয় দেয় তা উপস্থাপিত ভাষিক উপাত্ত থেকে কিছু বিশিষ্ট বাক্য নিয়ে একটি সাধারণ বাক্যতাত্ত্বিক আলোচনা করা হল।

শিশু অরিত্র আনান ১৪ মাস থেকে দুই শব্দের সমন্বয় করতে সক্ষম হয় এবং ১৬ মাস বয়স পর্যন্ত যে বাক্যগুলো ব্যবহার করে, সেগুলো হল —

১. এইতা বাবা
২. এইতা মা
১৬ মাস ০ দিন ৩. নেএনা ধর্
৪. বাবা যাব।

কিন্তু শিশু প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে ২০ মাসের পূর্বে দুই শব্দের বাক্য অর্জন লক্ষ্য করা যায় না। ২০ মাস ৭ দিন বয়সে প্রথম যে বাক্যটি পর্যবেক্ষণ করা হয় তা হল —

৫. মামা কাও (খাও)।

অতঃপর ২৪ মাস ১৭ দিনে যে বাক্যগুলো পর্যবেক্ষিত হয়েছে তা হল —

৬. গালি খাও (গাড়ী খাও)
৭. গালি খাবে (গাড়ী খাবে)
৮. গালি চলি (গাড়ী চালাই)
৯. পত্তয় পরে (প্রত্যয় পড়ে)
১০. মাম্নি বোকা
১১. কলম কুই? (কলম কই?)
১২. আব্বুজী গেনজি পরচে (আব্বুজী গেঞ্জি পরছে)।
২৪ মাস ২৯ দিন - ১৩. পাকি যাব (পাখি যাব)
১৪. আব্বুজী যাব
১৫. মতা মাততি (মশা মেরেছি)
১৬. আম্নি পিপ্রা মাততি (মা পিঁপড়া মেরেছি)।
২৫ মাস ০ দিন - ১৭. বুজি না (বুঝি না)
১৮. জিয়া আব্বু গাদা (জিয়া আব্বু গাধা)
১৯. পত্তয় খাচ্চে (প্রত্যয় খাচ্ছে)
২০. পানি খাচ্চে (পানি খাচ্ছে অর্থাৎ প্রত্যয় পানি খাচ্ছে)
২৭ মাস ০২ দিন- ২১. আম্নি কোলে যাব
২২. মতা কামল দে (মশা কামড় দেয়)
২৩. পত্তয় পানি খাচ্চে (প্রত্যয় পানি খাচ্ছে)
২৪. মামা, পানি খাও
২৫. আলেকতা পানি খাব (আরেকটা পানি খাব। শুদ্ধ : আরও পানি খাব)

শিশু পূর্ণার ব্যবহৃত বাক্যসমূহ (দুই-শব্দের বাক্য ব্যতীত)

৩০ মাস ১৫ দিন —

২৬. আম্মু একটু ধর
২৭. ভাত খাব না
২৮. আম্মু বলে থাপ্পর মারবে (বয়স্ক : আম্মু নাকি আমাকে থাপ্পর মারবে)

Dhaka University Institutional Repository

৩১ মাস ২ দিন — ২৯. বাত খাব না, গোত্‌তো খাব (বয়স্ক : ভাত খাব না কিন্তু গোস্ত খাবো)
৩০. পেন্ পরবো না, থুইয়ে এসো
৩১ মাস ১৮ দিন — ৩১. চলো, সীমা যাই (বয়স্ক : চলো সীমাদের বাসায় যাই)
৩২ মাস ০ দিন — ৩২. আম্মু দরজা বেতা পাইছি (বয়স্ক : আম্মু দরজায় ব্যথা পেয়েছি)
৩৩. ওটা কেটে যাবে, বুঝছেন! (বয়স্ক : ওটা কেটে যাবে, বুঝেছেন)
৩৪. এটা পা ধুয়ে দাও তো (শুদ্ধ : এই পাটা ধুয়ে দাও তো)
৩৫. গামছাটা দেও তো
৩৬. দুধ দিয়ে খাব
৩৭. দুটো চক্‌লেট আনবে
৩২ মাস ২০ দিন — ৩৮. ভাইয়া আসো, বল খিলি
৩৯. আম্মু ছাদে চলো না
৩৩ মাস ১৫ দিন — ৪০. শাক দিয়ে ভাত খাব না
৪১. তোমার ভাত আনো, আনচো!
৪২. টুনি কেমন আছে?

শিশু মাইশা

৩৪ মাস ১১ দিন — ৪৩. আমার বইটা নিয়াসি।
৩৪ মাস ১৮ দিন — ৪৪. কেন ছবি তুলবে?
৩৪ মাস ১৯ দিন — ৪৫. তোমার জুতা কই?
৪৬. কে কিনে দিছে?
৪৭. আমারও আব্বু আছে।
৪৮. তোমার আব্বু কি করে?
৩৪ মাস ২৪ দিন — ৪৯. আর রঙ করব না।
৫০. তুমি এখানে লেখে দাও।
৫১. তুমি এই শার্ট পরছো কেন?
৫২. আংকেল একটু গোল আকি।
৫৩. কি করছো?
৫৪. না, তোমার টিচার না, শুধু আমার টিচার।
৫৫. আমি একটা ইগ্‌গু খাইছি।
৩৪ মাস ২৫ দিন — ৫৬. আপনি কি লেখেন?
৩৫ মাস ৩ দিন— ৫৭. টিচার তোমার কি হয়?
৫৮. আপনার বাচ্চা কোথায়?
৩৬ মাস ৭ দিন — ৫৯. কেন জামা পরছে না?
৩৬ মাস ৯ দিন — ৬০. তোর বাচ্চা নিয়ে তুই যা।
৬১. আমি বসছিলাম তো।

শিশু জেমিমা

৩৫ মাস ২০ দিন — ৬২. আব্বু একটা চস্‌মা দিবে।
৩৬ মাস ০ দিন— ৬৩. আমি একা একা চরবো (চড়বো)।
৩৮ মাস ২৩ দিন — ৬৪. আমার চুল বড় হবে।
৪৪ মাস ৭ দিন — ৬৫. আমাদের মগ হারিয়ে গেছে।
৬৬. শহীদ মিনার থেকে আনছি।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু সেঁজুতি

৪৪ মাস ৭ দিন —	৬৭. কলসি থেকে চল আনো।
	৬৮. রান্না শেষ, চলো দোলনায় যাই।
	৬৯. তোমারটা এ রকম কেন?
	৭০. ফুলের মধ্যে কালো দিয়েছে।
৪৪ মাস ৮ দিন —	৭১. চল্, এখানে একটা খেলাও খেলব না।
	৭২. বাসায়, আমি নষ্ট করে ফেলেছি।
	৭৩. নুপুর, নুপুর না বাজে।
	৭৪. বাড়ীতে না, গাড়ী বাইরে।
৪৪ মাস ১৫ দিন—	৭৫. আমার একটা রবার আছে।
	৭৬. আমারটা বাসায়, আমারটা বড়।
	৭৭. আমি মানুষ হয়েছি।
	৭৮. এই, এই, ও-ও বলছে নৌকা হয়নি।
৪৪ মাস ১৯ দিন —	৭৯. আমি কাল এয়ারপোর্ট যাব।
	৮০. ও, ওয়াসিক, মাইশা বলে ওসিপ।
	৮১. ওয়াসিক কথা বলতে পারে।
	৮২. এটা বাংলাদেশের পতাকা।
৪৪ মাস ২১ দিন —	৮৩. দেখ, এখানে কালো রঙ করব।
	৮৪. না, আজকে যাব না কালকে যাব।
৪৪ মাস ২২ দিন —	৮৫. দেখ! পট্টা না ঘোরার উপর উঠেছে, দেখ। (ঘোড়ার)
৪৬ মাস ৫ দিন—	৮৬. বাড়ী ছিলাম।
৪৭ মাস ১৩ দিন—	৮৭. আমি আমার দোলনায় চড়বো।
৪৮ মাস ১ দিন —	৮৮. টিচার, টিচার, আমাকে শফিকুর রহমান মারছে।
	৮৯. শফিকুর রহমান আমাকে থাপ্পর দিবে।
	৯০. ইমরান , ইমরান, তুমি না শফিকুর রহমানকে থাপ্পর দিবে হে...।
	৯১. কালকে না আমি পেয়ারা খাইছি জানো।
	৯২. আমাদের বাসায় না পেয়ারা গাছ আছে।
৪৯ মাস ৪ দিন—	৯৩. একটা মোটা কাটুন একে দেন।
৬১ মাস ৪ দিন —	৯৪. টিচার, বক্স নিয়ে বসবো?
	৯৫. এই, বক্স নিয়ে বসতে বলেছে।

দেখা যাচ্ছে যে— বাঙালী শিশুরা ১৪ মাস থেকে দুই শব্দের সমন্বয়ে বাক্য অর্জন করতে সক্ষম হলেও তা ২০ মাসের পূর্বে বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে না। এ বাক্যগুলো সরল ও হ্যাঁ-বোধক। বাঙলা বাক্যের দু'টি মূল উপাদান উদ্দেশ্য ও বিধেয় অনুসারে বাক্যগুলোকে ভাগ করলে পাওয়া যায়—

Dhaka University Institutional Repository

বাক্য-৩

বাঙলা বাক্যের পদের স্বাভাবিক ক্রম হল কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া। বাঙলা বাক্যের পদের এই ক্রম শিশু ২৪ মাস বা দু'বছরের পূর্বে অর্জনের কোনো তথ্য-উপাত্ত পরিলক্ষিত হয়নি; উক্ত সময়ের পরে তা লক্ষ্য করা যায়। বাক্য -১২ ;

২ বছর বয়স থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত পর্যবেক্ষিত সকল প্রকার বাক্যের মধ্যে, শুদ্ধ বাক্যের ত্রি-সূত্র হিসেবে বিবেচিত আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তির ব্যত্যয় ঘটতে দেখা যায়নি। তবে (২৫) ও (৩৪) নং বাক্য দু'টিতে খানিকটা আসত্তির ব্যত্যয় ঘটতে দেখা যায়। এ বয়সে শিশুরা কেহই পরোক্ষ উক্তি ব্যবহারে সক্ষম হয়নি; তবে সেঁজুতির ৫ বছর ৪ দিনের ভাষিক উপাত্তে (বাক্য-৯৫) পরোক্ষ উক্তির নমুনা পাওয়া যায়। ঘটনাটি এমন, টিচার, সেঁজুতিকে বলল, বক্স নিয়ে বস। সেঁজুতি এসে সকল শিশুদের উদ্দেশ্য বলল, 'এই বক্স নিয়ে বসতে বলেছে'। অর্থাৎ শিক্ষকের কথাটি যে সফলভাবে উপস্থাপন করেছে। এটা একটা পরোক্ষ উক্তিই বটে।

২ বছর বয়সই প্রশ্নবোধক বাক্যের (বাক্য-১১) ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও ৩৩ মাসের পর এ ধরনের বাক্যে রূপবৈচিত্র্য ঘটতে দেখা যায় (বাক্য- ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৮, ৫১, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬৯)। না-বোধক বাক্য ২৫ মাস বয়সে (বাক্য-১৭) লক্ষ্য করা গেলেও ৩০ মাস বয়সের পর এ ধরনের বাক্যের সফল ব্যবহার দেখা যায় (বাক্য-২৭, ৪০, ৪৯, ৭১)। প্রশ্নবোধক ও না-বোধক বাক্য লক্ষ্য করা যায় ৩৬ মাস ৭ দিন বয়সে (বাক্য-৫৯)। তাছাড়া ৩০ মাস বয়সের পূর্বে সকল বাক্যই সরল বাক্য (Simple sentence) এবং তারপর মিশ্র বা জটিল বাক্যের (complex sentence) (বাক্য-২৯, ৩০, ৩৮, ৮৪) ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে ৫ বছর পর্যন্ত কোনো যৌগিক বাক্যের (Compound Sentence)) ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়নি।

২ বছর পূর্বে, ২ বছরের পরে, ৩ বছরের পরে ও ৪ বছর বয়সের কয়েকটি বিশিষ্ট বাক্য চমস্কীর রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ বা সঞ্জননী ব্যাকরণের আলোকে বৃক্ষচিত্রাকারে বিশ্লেষণ করা হল—

Dhaka University Institutional Repository

বয়স ২০ মাস ৭ দিন
বাক্য : মামা কাও

সংকেত
বিপ → বিশেষ্য পদ
বি→ বিশেষ্য
ক্রিপ → ক্রিয়াপদ
ক্রিরূ→ক্রিয়া রূপ
ক্রিমূ→ ক্রিয়া মূল
ক্রিস → ক্রিয়া সহযোগী
বিভ→ বিভক্তি
নি→ নির্দিষ্ট
সং→ সংখ্যা
অনু→ অনুসর্গ
বিক→ বিমূর্ত প্রতীক

বয়স : ২৪ মাস ২৯ দিন
বাক্য : আম্‌নি পিপ্‌রা মাত্‌তি মারছি

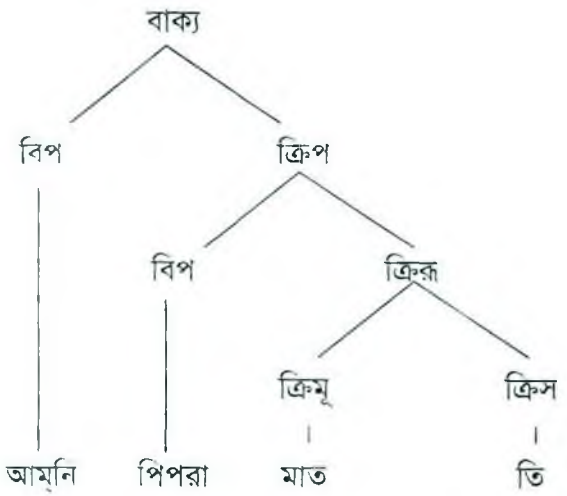

বয়স : ৩৬ মাস ৯ দিন
বাক্য : আমি বসছিলাম তো

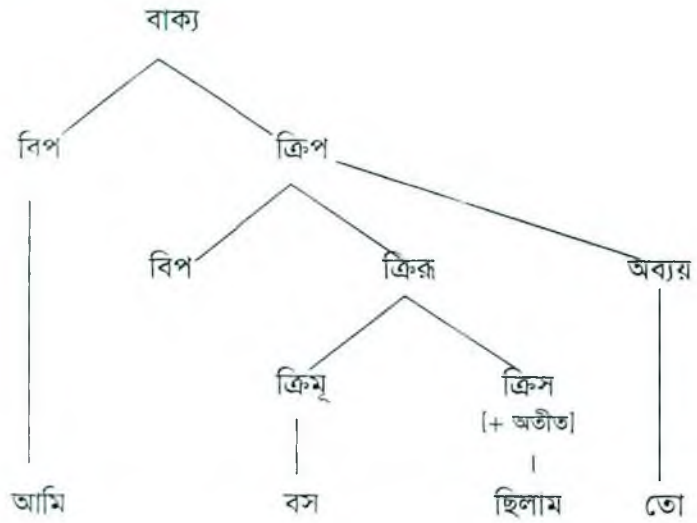

Dhaka University Institutional Repository

বয়স: ৪৪ মাস ৭ দিন

বাক্য : কলসি থেকে জল আনো

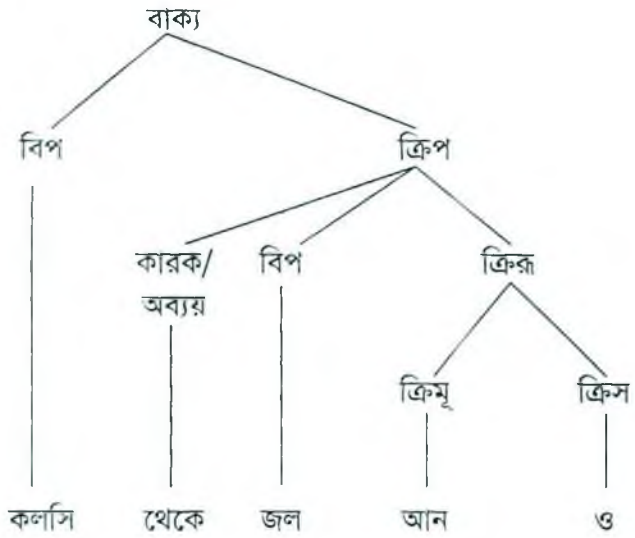

বয়স : ৪৪ মাস ১৫ দিন

বাক্য : আমার একটা রবার আছে

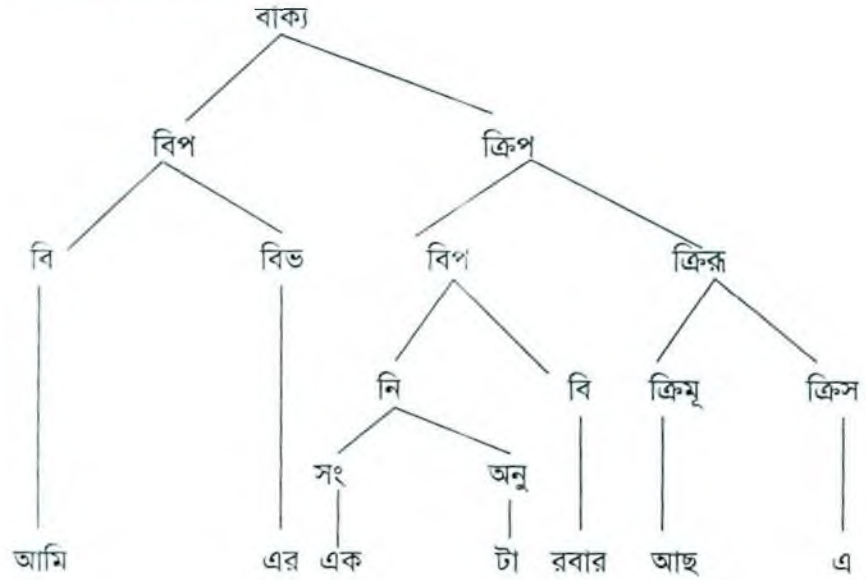

Dhaka University Institutional Repository

বয়স : ৪৮ মাস ১ দিন

বাক্য : আমাদের বাসায় না পেয়ারা গাছ আছে।

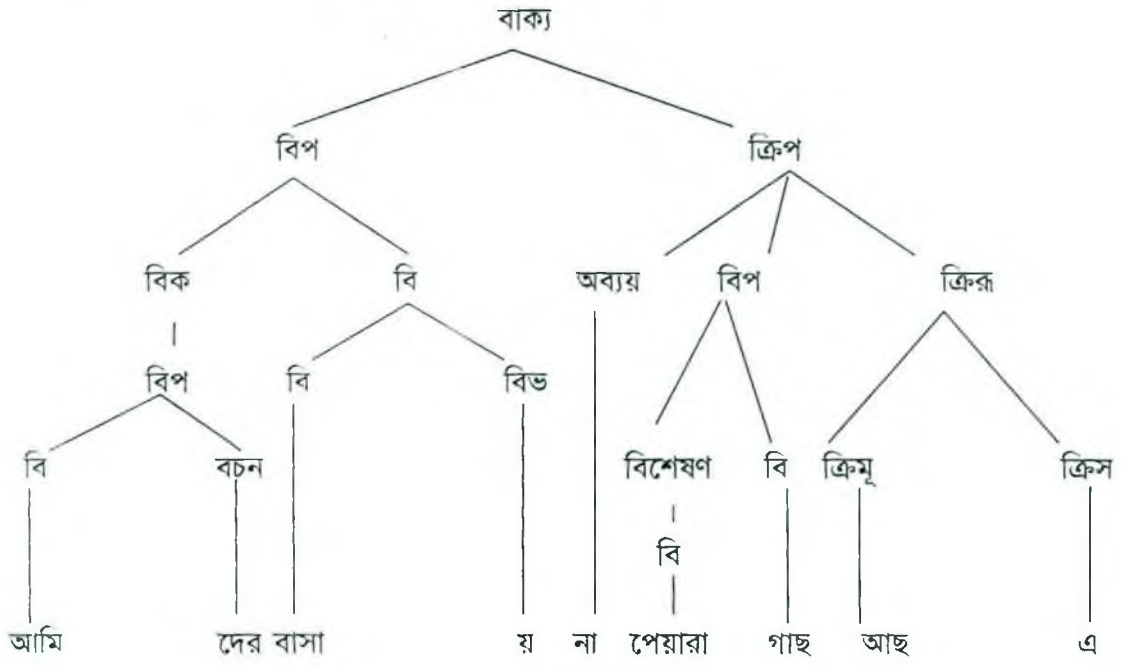

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ভাষা মানুষের এক অনন্য স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য। আর ভাষাবিজ্ঞানের তুলনামূলক নবীন শাস্ত্র মনোভাষাবিজ্ঞান, যা মানুষের মানস-প্রক্রিয়াকে ভাষার সাথে সম্পর্কিত করে ব্যাখ্যা করে। এই জ্ঞান শাস্ত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আন্তঃশৃঙ্খলা এলাকা হিসাবে বর্তমানে বিশ্বে বিবেচিত হচ্ছে।

শিশুর ভাষা-অর্জনের বিষয়টি মনোভাষাবিজ্ঞানেই বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। ভাষা-অর্জন একটি জীবন-ব্যাপী প্রক্রিয়া বিধায় এর কালগত একক ধরে বিচার বিশ্লেষণের গুরুত্ব তাই অপরিসীম। প্রতীচ্যে ভাষাবিজ্ঞানীগণ শিশুর ভাষা-অর্জনের বিভিন্ন বিধা নিয়ে গবেষণা করেছেন। কিন্তু বাঙালী শিশুর প্রথম-ভাষা হিসেবে বাঙলাভাষা অর্জনের প্রক্রিয়াটি নিয়ে।

কেবল একটি দিনপঞ্জী পর্যেষণয় দেখা যায়; যেখানে ভাষা-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চেয়ে শব্দ-ভাণ্ডার বিকাশের দিকটি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে কিন্তু বাঙালী শিশুর প্রথম-ভাষা হিসেবে বাঙলাভাষার অর্জন বিষয়ে ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষতঃ মনোভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি; সেদিক থেকে প্রস্তুত গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে বাংলাদেশে অদ্বিতীয় হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তবে এ বিষয়ে আরো একাধিক গবেষণা পরিচালিত হওয়া দরকার। এখনও অনেক অনুদ্‌ঘাটিত দিক বা বিধা রয়েছে সেদিক থেকে বাঙালী শিশুর প্রথম-ভাষা অর্জন বিষয়ে প্রস্তুত অভিসন্দর্ভটিকে একটি প্রাথমিক গবেষণা কর্ম হিসেবে বিবেচনা করলে গবেষণা কর্মটি অনেক দায় ও সীমাবদ্ধতার অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবে। এখনও বাঙালী শিশুর অর্জিত বাঙলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে গবেষণা করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এখনো এ বিষয়ে অডিও-ভিডিও প্রয়োগ করে কোনো গবেষণা হয়নি। তাছাড়া শিশুর ভাষার মধ্যে সমাজভাষাতাত্ত্বিক অনেক উপাদানই রয়েছে (যেমন, ভাষায় সামাজিক স্তর বিন্যাস, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রভৃতি) যা এ গবেষণায় বিচার বিশ্লেষণ করা হয়নি। শিশু কিভাবে নতুন নতুন শব্দ তৈরী করে সে বিষয়টিও ব্যাখ্যা করা হয়নি তবে উপাত্তে শুধুমাত্র অনুরূপ কিছু শব্দ উপস্থাপন করা হয়েছে মাত্র।

যেমন, শিশু প্রত্যয়ের কাছে যে কোনো কালো জিনিস বা রঙই 'ভুত'। তাছাড়া এক শিশুকে (কীর্তি চে) দেখেছি সে তার ১৮ মাস বয়সে লোকালয়ে মায়ের স্তন পান করার জন্য 'দুধ খাব' না বলে বলেছে 'খা করবো' অথচ অন্য সময়ে 'দুধ' শব্দটিই প্রয়োগ করে; গোপন জিনিসের গোপনীয়তা রক্ষা করার এ এক অপূর্ব সৃষ্টিশীলতার প্রকৌশল; যা শিশু নিজে নিজেই সৃষ্টি করেছে। উল্লেখ্য যে, এ শিশুটিই ৩১ মাস বয়সে (তখন মায়ের স্তন আর পান করে না) এক সময় হাসিমুখে মাকে বলেছে 'বকা খাবো', মা প্রথমে বুঝতেই পারেনি শিশু কি বোঝাতে চাচ্ছে, মা ভেবেছিল হয়ত কেউ তাকে বকা দিয়েছে তাই এমনটি বলছে কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

কিছুক্ষণ পরেই রহস্য ভেদ হল আসলে সে মায়ের দুধ পান করতে চায় কিন্তু যেহেতু এ বয়সে শিশুর এ ইচ্ছা মা পূরণ করতে নারাজ এবং মাঝে মাঝে এ বিষয় উত্থাপিত হলে মা শিশুকে 'বকা' দিয়েছে; তাই শিশু কি চমৎকারভাবে শব্দটি রপ্ত করে তা প্রয়োগ করছে আবার মুচকি হাসিও হাসছে! শিশুর নিজস্ব ও নতুন শব্দ ব্যবহারের মনোভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হতে পারে যা এ অভিসন্দর্ভে খুব একটা বিশ্লেষিত হয়নি। তাই বাঙালী শিশুর ভাষা-অর্জন বিষয়ে বিভিন্ন বিধা নিয়ে এক একটি গবেষণা কর্ম হওয়া প্রয়োজন।

বাঙালী শিশুর প্রথম-ভাষা হিসেবে বাঙলা ভাষা অর্জনের মনোভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যে বিস্তৃত আলোচনা প্রস্তুত অভিসন্দর্ভে উত্থাপিত হয়েছে তা থেকে বাঙালী শিশুর বাঙলা ভাষা অর্জন বিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে বলা যায়– বাঙালী শিশু ৬ মাস পরে পরেই বাঙলা ভাষার স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি অর্জনে অগ্রসর হয় এবং ১১ মাসের মধ্যে প্রথম-শব্দ অর্জন করে। ১২ মাস থেকে বা তারপর থেকে একক-শব্দ অর্জন শুরু হয়, ১৬ মাসের একটু আগে-পরে দু'শব্দ সমন্বয় করতে পারলেও দেখা গেছে ২৪ মাসের আগে খুব একটা সফলতা ও কৃতিত্ব দেখাতে পারে না। ৩৬ মাস বা ৩ বছরের মধ্যেই বাঙলা ভাষার প্রায় সকল ধ্বনি, বাঙলা শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া ও কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া সম্বলিত বাক্য অর্জনে সক্ষম হয়। ৫ বছরের মধ্যে বাঙলা ভাষার সমগ্র ব্যাকরণের ধারণা শিশুদের মধ্যে বৃহৎ অর্থে লক্ষ্য করা যায় (ভাষা-বোধের মধ্যে তা থাকতে পারে)। যদিও তখনও শিশু ভাষার অনেক কিছুই ভাষা প্রয়োগে প্রকাশ করতে পারে না কিন্তু বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারে; যেমন, যৌগিক বাক্য। এক এক শিশুর ভাষা অর্জন ক্ষমতা এক এক রকম হলেও একটি সাধারণ মাপকাঠি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কোনো শিশু ১১ মাস বয়সে প্রথম-শব্দ অর্জন না করতে পারলে তা হয়ত ১২, ১৩ বা ১৪ মাসে করবে, ২৪ মাস লাগবে না। অর্থাৎ বলা যায় কোনো শিশু ভাষা দ্রুত অর্জন করে, কোনো শিশু ধীরে অর্জন করে। এ বিষয়টি সর্বজনীন।

বাঙালী শিশুর প্রথম-ভাষা অর্জন বিষয়ে প্রস্তুত অভিসন্দর্ভের বক্ষমান তাত্ত্বিক আলোচনা ও তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের আলোকে কয়েকটি মন্তব্যের মধ্য দিয়ে উপসংহারে উপনীত হওয়ার প্রয়াস পাচ্ছি—

১. বাঙালী শিশুর প্রথম-ভাষা অর্জন প্রক্রিয়াটি ভাষাতাত্ত্বিক ও মনোভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যা পূর্বে দুর্লভ ছিল।

২. বাঙালী শিশুদের ভাষা-চিন্তার একটি সাধারণ রূপরেখার আভাস বিধৃত হয়েছে।

৩. প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুর শব্দভাণ্ডারের প্রকৃতি ও বাক্যের স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যাবে।

৪. প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি নির্ধারণ এবং উপযোগী পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও রচনা করতে এ গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৫. শিশু-সাহিত্যিকগণকে শিশুদের উপযোগী ছড়া, কবিতা, গল্প প্রভৃতি লিখতে সহযোগিতা করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. মনোভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিশুর মানস-বিকাশ ও চিন্তার কাছাকাছি পৌঁছা কিছুটা হলেও সম্ভব হয়েছে যা সকল বাঙালী শিশুর ক্ষেত্রে সাধারণ পরিমাপক হিসাবে কাজ করবে; ফলে তাদের মানস-উন্নয়নে, ভাষার উন্নয়নে ও চিন্তার উন্নয়নে পথ-নির্দেশ দেয়ার জন্য এ গবেষণা থেকে একটি সহজ সরল রূপরেখা দাঁড় করানো সম্ভব হতে পারে।।

৭. বাঙালী শিশুদের বাঙলা ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য বিকশিত হওয়ার কালাকানুক্রমিক ইতিবৃত্ত রচনায় এ গবেষণা বর্তমানে ও ভবিষ্যতে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করবে।

সুতরাং বাঙালী শিশুর প্রথম-ভাষা অর্জনের মনোভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এ গবেষণা বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্ব চর্চায় বিশেষতঃ মনোভাষাবিজ্ঞানের পর্যেষণার ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করবে এবং প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভিত্তিমূলক ভূমিকা পালন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

Aaronson, Doris & Rieber. R.W, (1979), Psycholinguistics Research : Implications and Applications. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Hillsdale, New Jersey.

Asher. R.E., (1994), The Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 1, ergamon Press, Oxford.

Asher. R.E., (1994), The Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 6, Pergamon Press, Oxford.

Bartsch. Renate & Vennemann, Theo. (1975), Linguistics and Neighboring Disciplines. North-Holland Publishing Company, Amsterdam.

Beadle. Muriel, (1970), A Child's Mind: How Children Learn During the Critical Years from Birth to Age Five. Mehtuen & Co. Ltd, London. Reprinted, 1977.

Begum. K. A. (1956), The Language Development of Children. Institute of Education and Research, University of Dhaka, Dhaka (First Published, 2001).

Bloom. Lois, ed. (1978), Readings in Language Development. John Wiley & Sons, Inc, New York.

Bloomfield, Leonard, (1933), Language, George Allen & Unwin Ltd., London Reprinted, 1962.

Brown. Roger. (1958), Words and Things, Free press, Glencoe.

Caplen. David, (1987), Neurolinguistics and Linguistic aphasiology : An Introduction. Cambridge University Press, Cambridge, Reprinted, 1995.

Cecco. John P. De, (1967). The Psychology of Language, Thought and Instruction : Reading. Holt, Rinehart and Winston, Inc., London.

Chomsky, Noam, (1957). Syntactic Structures. The M.I.T Press. Massachusetts.

——— (1959), Review of Skinner's Verbal Behavior. Language, 35.

——— (1965), Aspects of the Theory of Syntax. The M.I.T. Press, Massachusettes, Forth Printing 1967.

——— (1968). Language and Mind. Harcourt Brace Jovanovich, New York.

Clark. Herbert H. & Clark Eve V,(1977), Psychology and Language. Harcourt Brace Jovanovich, Inc., New York.

Cook. V.J, (1988), Chomsky's Universal Grammar : An Introduction. Basil Black well, Inc., Cambridge, Reprinted, 1991.

Cruttenden, Alan, (1979) . Language in Infancy and Childhood.Manchester University Press, Manchester, Reprinted, 1985.

Diamond, A. S., (1959), The History and Origin of Language. Methuen & Co. Ltd., Reprinted 1968, London.

Dhaka University Institutional Repository

Foss, Donald J. & Hakes, David T., (1978), Psycholinguistics : An Introduction to the Psychology of Language. Prentice-Hall, Inc., New Jersey.

Fred, D'Agostino, (1986), Chomsky's System of Ideas. Clarendon Press, Oxford, Reprinted, 1988.

Fromkin, Victoria & Rodman, Robert, (1974), An Introduction to Language. Holt, Rinehart and Winston, New York, Reprinted 1978.

Garman, Michael, (1990), Psycholinguistics. Cambridge University Press, Cambridge, Reprinted 1991.

Garnham, Alan, (1985), Psycholinguistics : Central Topics. Routladge, London.

Gesell, Arnold, ed. (1950), The First Five Years of Life : A Guide to The Study of The Preschool Child. Methuen & Co. Ltd., London. Reprinted, 1978.

Ginsburg, Herbert & Opper, Sylvia, (1969), Piaget's Theory of Intellectual Development : An Introduction. Prenticew-Hall, Inc., New Jersey.

Glees, Paul, (1988), The Human Brain. Cambridge University Press, Cambridge.

Glucksberg, Sam & Danks, Joseph H., (1975), Experimental Psycholinguistics : An Introduction. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New Jersey.

Greenberg, Joseph H. (ed, 1966) Universals of Language . The M.I.T. Press, Massachuesetts.

Hai, Muhammad Abdul (1960), A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Nasalization in Bengali. University of Dacca, East Pakistan.

Hai, M.A. & Ball, W.J (1961),The Sound Structures of English and Bengali. University of Dacca, East Pakistan.

Houston, Susan H., (1972), A Survey of Psycholinguistics. Mouton, The Hague.

Ingram, David , (1989), First Language Acquisition : Method, Description and Explanation. Cambridge University Press, Cambridge, Reprinted, 1996.

Kantor, J. R., (1936), An objective Psychology of grammar. Indiana University Publications, Bloomington.

Karmiloff-Smith, Annette, (1979) , A Functional Approach to Child Language. Cambridge University Press, Cambridge. First paperback edition 1981,

Klausmeier, Herbert J. & Allen, Patricia S.,(1978), Cognitive Development of Children and Youth : A Longitudinal Study. Academic Press, Inc., New York.

Kolb, Bryan & Whishaw Ian Q., (1980), Fundamentals of Human Neuropsychology. W.H. Freeman and Company, New York. Reprinted 1996.

Lenneberg, E.H.,(1967), Biological Foundtion of Language. John Wiley & Sons, Inc., New York.

Lewis, M.M., (1936), Infant Speech : A Study of The Beginnings of Language. Routledge & Kegan Paul Ltd., London. Second Edition 1951.

Luria, Alexander R, (1981), Language And Cognition. John Wiley & Sons., New York.

Lyons, John, ed, (1970), New Horizons in Linguistics. Harmondsworth, Penguin.

Macdonell, Arthur A, (1900), A History of Sankskrit Literature. William Heinamann, London. Reprinted, 1917.

Malmkjaer, Kirsten (ed. 1991), The Linguistics Encyclopedia. Routledge, London, Reprinted, 1996.

Maniruzzaman, Md. (1998), A Socio-Psycholinguistic Study of the Interaction Between Attitude and Motivation of Under graduates and their proficiency in E.F.L. Ph.D Thesis, Unpublished, University of Dhaka. Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

McNeill. David, (1970), The Acquisition of Language : The Study of Developmental Psycholinguistics. Harper & Row, Publishers, New York.

Mecacci. Luciano, (1979). Brain and History. Brunner/Mazel, Publishers, New York.

Menyuk. Paula, (1977), Language and Maturation. The MIT Press., Massachusetts. Reprinted, 1978.

Miller. George A.,(1957), Language and Communication. MeGraw-Hill Book Company, Inc., New York.

Miller. John F., (1981), Assessing Language Production in Children : Experimental procedures. University Park Press, London.

Mitra. Shib K., (1972), A Survey of Research in Psychology. Popular Prokashon, Bombay.

Neisser. Ulric, (1976), Cognition and Reality : Principles and Implications of Cognitive Psychology. W.H. Freeman and Company, San Francisco.

Newmeyer, Frederick J.(ed. 1988), Linguistics : The Cambridge Survey. Vol-III, Language : Psychological and Biological Aspects. Cambridge University Press, Cambridge.

Oldfield. R.C. & Marshall.J.C., ed. (1968), Language. Penguin Books Ltd., Reprinted, 1970.

Pareek. Udai, (ed. 1981), A Survey of Research in Psychology, 1971-76. Part II, Popular Prokashon, Bombay.

Perrz-Pereira. Miguel & Conti-Ramsden, Gina, (1999), Language Development and Social Instraction in Blind Children. Psychology Press Ltd., East Sussex.

Piaget. Jean, (1926), The Language and Thought of the Child Routledge & Kegan Paul Ltd. London. Reprinted , 1952.

Piaget Jean, (1953), The Origin of Intelligence in the Child. Routledge & Kegan Paul Ltd., London.

Piattelli-Palmarini, Massimo, (ed. 1980), Language and Learning : The Debate Between Jean Piaget and Noam Chomsky. Routledge & Kegan Paul, London.

Prideaux. Gary D., (1985). Psycholinguistics : The Experimental Study of Language. The Guilford Press, New York.

Pronko. N.H., (1946), Language and Psycholinguistics: A review. Psychological Bulletin, 43.

Reynolds, Allan G. & Flagg, Paul W., (1983), Cognitive Psychology. Little, Brown and Company, Boston.

Saporta. Sol, (ed.1966), Psycholinguistics : A Book of Readings. Holt, Rincehart and Winston, New York.

Skinner. B.F., (1957), Verbal Behavior. Applton-Century-Croft. Inc., New York.

Slobin. D.I., (1971) Psycholinguistics. Scott, Foresman and Company. London. Reprinted, 1974.

—(1985), The Crosslinguistic Study of Language Acquisition : Volumn 1: The Data, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Hillsdale, New Jersey.

আজাদ, হুমায়ুন, (১৯৮৪), বাক্যতত্ত্ব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

আলম, শফিউল (সমন্বয় ১৯৯৩), স্তর ভিত্তিক শব্দভাণ্ডার : প্রতিবেদন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

খান, মোহাম্মদ ফেরদাউস ও বেগম, খাতেমন্ আরা, (১৯৮৫), শিশু। বাংলা একাডেমী, ঢাকা

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, (১৯৩৯), ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

চৌধুরী, মঞ্জুশ্রী, (১৯৯৩), শিশুর জীবন বিকাশ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩১০ বঙ্গাব্দ), শিশু। কলকাতা, আশ্বিন

ভট্টাচার্য, প্রশান্ত, (১৩৮৯ বঙ্গাব্দ), সুকান্ত-সমগ্র। সারস্বতী লাইব্রেরী, পঞ্চদশ মুদ্রণ, কলিকাতা

মনিরুজ্জামান, (১৯৮৫), ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন। বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুসা, মনসুর, (১৯৮৪), ভাষা-পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ। মুক্তধারা, ঢাকা

— (১৯৯১), ভাষা চিন্তা প্রসঙ্গ ও পরিধি। বাংলা একাডেমী, ঢাকা

— (১৯৮৫), ভাষা পরিকল্পনার সমাজভাষাতত্ত্ব। বাংলা একাডেমী, ঢাকা

শ', রামেশ্বর, (১৯৯২), সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। পুস্তক বিপণি, কলকাতা

শিশির ভট্টাচার্য্য (১৯৯৮), সঞ্জননী ব্যাকরণ। চারু প্রকাশনী, ঢাকা।

হক, মহাম্মদ দানীউল, (১৯৯৪), ভাষাবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতর প্রসঙ্গ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা

হাই, মুহম্মদ আবদুল, (১৯৬৪), ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব। মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, (পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৯৩)

হাই, হুমায়ুন কে. এম. এ, (১৯৯০), মানবমস্তিষ্ক। বাংলা একাডেমী, ঢাক

হোসেন, খোন্দকার আশরাফ, (১৯৮৯), সাধারণ ধ্বনিতত্ত্বের ভূমিকা। বাংলা একাডেমী, ঢাক

প্রবন্ধাবলী (Articles)

Bloom, Lois, Lifter, Karin & Hafitz, Jeremie, (1980), Semantics of Verbs and the Development of Verb Inflection in Child Language. Language, Vol-56, No-2, pp. 386-412.

Bloom Paul, (1990), Subjectless Sentences in Child Language. Linguistic Inquiry, Vol-21, No-4, Fall, PP. 491-504.

Chalfe, Wallace L., (1973), Language and Memory. Language, Vol-49, No-2 PP. 261-281.

Clark, Ruth; Hutcheson, Sandy & Buren Paul Van, 1974 : Comprehension and Production in Language Acquisition. Journal of Linguistics, Vo-x, No-1. PP. 39-54.

Darwin, Charles, (1877), A Biographical Sketch of an Infant. Mind, No-7, July.

Dil, Afia, (1978), Bengali Baby Talk. Bangla Academy Journal, Vol-6, No-12,, Dacca. P. 83-102. [Reprinted from WORD Vol.-27, No-1-3, April-December 1971.]

Gesell, Arnold, (1950), Infant Vision. Scientific American, Vol-182. No-2. PP.20-22.

Hyams, Nina & Wexler Kenneth, (1993),On the Grammatical Basis of Null Subjects in Child Language. Linguistic Inquiry, Vol-24, No-3, Summer, PP. 421-457.

Ingram, David, (1971), Transitivity in Child Language. Language, Vol-47, No-4 PP. 888-910.

Irwin, Orvis C., (1949), Infant Speech. Scientific American, Vol-181, No-3, PP. 22-24.

Dhaka University Institutional Repository

Moskowitz, Arlene I., (1970), The Two-Year-Old Stage in the Acquisition of English Phonology. Language, Vol-46. No-2, PP. 426-441.

Olmsted. D. L., (1966), A Theory of the Child's Learning of Phonology. Language, Vol-42, No-2, PP. 531-535.

Piaget. Jean, (1953), How Children Form Mathematical Concepts. Scientific American, Vol-189, No-5 PP. 74-79.

Smith. Clement A., (1963), The First Breath. Scientific American, Vol-209. No-4, PP. 27-35.

Stevenson, Harold W., (1954) , Latent Learning in Children. Journal of Experimental Psychology, Vol. 47, No-1, PP. 17-21.

Subrahmanyam, S.P., (1975), Deep Structure and Surface Structure in Panini. Indian Linguistics, Vol-36, No. 5.

Taine. M., (1977), The Acquisition of Language by Children. Mind, No-6. April.

Velten. H.V., (1943), The Growth of Phonemic and Lexical Patherns in Infant Language. Language, Vol. 19, No-IV, PP. 281-292.

Wood. Charles C.,(1975), Auditory and Phonetic Levels of Processing in Speech Perception : Neurophysiological and Information-Processing Analyses. Journal of Experimental Psychology, Vol-104, No-1, PP-3-20.

Zingg. Robert M., (1941). Indian's Wolf-Children: Two Human Infants Reared by Wolves. Scienctific American, Vol-164, No-3 PP. 135-137.

গোলাম, মোস্তাফা, (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) শিশুর শিক্ষা। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলিকাতা

মুসা, মনসুর, (১৯৮৫), মনোভাষাবিজ্ঞানের কথা। ভাষাপত্র, ৩য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী

— (২০০১), বাঙালী শিশুর বাঙলা ভাষা অর্জন সম্পর্কিত প্রথম অভিসন্দর্ভ। বই, ৩২ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

পর্যবেক্ষিত শিশুদের পারিবারিক পরিচিতি

১. অরিত্র আনান
জন্ম : ১৬-০১-২০০১
পিতা : এস এম মনিরুজ্জামান রাজু
চাকুরী (ব্যবসায়ী প্রশাসক)
মাতা : রানা সুলতানা
এমফিল গবেষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢা. বি.

২. প্রত্যয়
জন্ম : ২৬-০৮-১৯৯৯
পিতা : জিয়াউল হক জিয়া
রাজনীতিক
মাতা : শামস্ আরা রানা (এম.এ)
চাকুরী (এন.জি.ও, কর্মকর্তা)

৩. জুহায়ির বিনতে জহুরুল (পূর্ণা)
জন্ম : ১৮-৯-১৯৯৭
পিতা : জহুরুল ইসলাম
সহকারী নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
মাতা : পারভীন আক্তার (গৃহিণী) বি. এড

৪. পূষণ
জন্ম : ৮-১০-২০০১
পিতা : জহুরুল ইসলাম
সহকারী নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
মাতা : পারভীন আক্তার (গৃহিণী) বি. এড

৫. কীর্তি চে
জন্ম : ২৮-১০-১৯৯৯
পিতা : মোহাম্মদ আলী
প্রকাশক ও ব্যবসায়ী
মাতা : জেসমিন বুলি
পিএইচডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, ঢা. বি.

Dhaka University Institutional Repository

৬. সীমন্ত

জন্ম : ১৬-৮-২০০০

পিতা : তানিভির ফিত্তিন আবীব
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

মাতা : মিসেস গীতি
চাকুরী

৭. জো' আদ আহসান

জন্ম : ২২-৬-২০০১

পিতা : বদরুল আহসান
চাকুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মাতা : মারুফা সুলতানা খুকুমনি
গৃহিণী (এম.এ)

৮. জাবীর আহসান

জন্ম : ২২-৬-২০০১

পিতা : বদরুল আহসান
চাকুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মাতা : মারুফা সুলতানা খুকুমনি
গৃহিণী (এম.এ)

৯. রিসাম আহমেদ ভুঁইয়া (রোমিও)

জন্ম : ৫-২-১৯৯৮

পিতা : মোশতাক আহমেদ ভুঁইয়া
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা কলেজ।

মাতা : রুখসানা সুলতানা শিরিন (এম এ)
গৃহিণী

১০. ঐন্দ্রিজা রেজা (নদী)

জন্ম : ৪-৯-১৯৯৮

পিতা : রেজাউল ইসলাম রেজা
চাকুরী

মাতা : হাবিবা আজিজ হ্যাপী
গৃহিণী (এম.এ)

১১. বিনতা বনচ্ছবি (মিমু)

জন্ম : ৫-৪-২০০১

পিতা : মিল্টন বিশ্বাস
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মাতা : নেনসি মুক্তা বৈদ্য
এমফিল গবেষক, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ছায়ানীড় শিশু যত্ন কেন্দ্রের নির্বাচিত শিশুদের পরিচিতি

১. মাইশা মরিয়ম রহিম (মাইশা),
জন্ম : ১১-৭-৯৭
পিতা : মোঃ জিয়াউর রহিম
সহযোগী বৈজ্ঞানিক (আইসিডিডিআরবি)
মাতা : তানিয়া রহমান
সহকারী অধ্যাপক
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢা. বি.

২. ফাইজা মেহরাব চৌধুরী (ফাইজা)
জন্ম : ৬-২-৯৬
পিতা : মোঃ ইসমাইল চৌধুরী
মেজর, সি.এম. এইচ (কুমিল্লা)
মাতা : তাসনিনা রহমান
প্রোগ্রাম অফিসার, গ্রামীণ ট্রাস্ট

৩. তামিম আল ওমর (তামিম)
জন্ম : ২৫-৭-৯৬
পিতা : মোঃ ওমর আল ফারুক
সহকারী অধ্যাপক, ফিন্যাস ও ব্যাংকিং বিভাগ, ঢা. বি.

৪. আরাবী হোসেন (জেমিমা)
জন্ম : ৫-৬-৯৭
পিতা : আরমান হোসেন
উচ্চমান সহকারী, রেজিস্ট্রারের অফিস, ঢা. বি.
মাতা : আনজুয়ারা পারভীন
উচ্চমান সহকারী, রেজিষ্ট্রারের অফিস, ঢা. বি.

৫. সেঁজুতি বালা (সেঁজুতি)
জন্ম : ১৫-৯-৯৬
পিতা : স্বপন কুমার বালা
সহকারী অধ্যাপক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, ঢা. বি.

৬. আফবা নাওয়ার রায়না (ময়ূখ)
জন্ম : ৯-৯-৯৬
পিতা : এ কে এম শামসুদ্দীন
মাতা : ফাওজিয়া বানু
প্রভাষক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ
জগন্নাথ কলেজ।

Dhaka University Institutional Repository

৭. সারা শেনীন সঞ্চি (সঞ্চি)
জন্ম : ২৬-৯-৯৫
পিতা : ডঃ শেখ আব্দুস সালাম
অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, ঢা. বি.

৮. সাবিক ইসরাক তইমুর (সৌমিক)
জন্ম : ৪-১২-৯৬
পিতা : সাজ্জাদ আহমেদ তইমুর
ব্যবসায়ী

৯. সৈয়দ ফাতিউল হক (সুজয়)
জন্ম : ১৩-৮-৯৭
পিতা : সৈয়দ আজিজুল হক
সহযোগী অধ্যাপক
চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢা. বি.

১০. সৈয়দ ইমরান আহমদ (ইমরান)
জন্ম : ৭-১০-৯৫
পিতা : ডাঃ সৈয়দ মামুন মুহাম্মদ আলী আহাদ
পি. জি. হাসপাতাল, ঢাকা।
মাতা : ডাঃ নাহিদ ইলোরা
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা

১১. মারিয়া নুসরত (মারিয়া)
জন্ম : ৩১-১২-৯৬
পিতা : এ. বি. এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী
সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢা. বি.

১২. আরশি
জন্ম : ৯-৩-৯৭
পিতা : মনিরুল ইসরাম জোয়ারদার
ব্যবসায়ী

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

ছায়ানীড়ের শিশুদের পর্যবেক্ষণকালের একটি সারণী

তারিখ	পর্যবেক্ষণ কাল	মোট পর্যবেক্ষিত সময়
২২শে মে ২০০০	১১:৩০-১:০০	১ ঘন্টা ৩০ মিঃ
২৩শে মে ২০০০	১০:০০-১২:০০	২ ঘন্টা ০ মিঃ
২৫শে মে ২০০০	১১:৩০-১:৩০	২ ঘন্টা ০ মিঃ
২৯শে মে ২০০০	১০:৪৫-১১:৩০	০ ঘন্টা ৪৫ মিঃ
৩০শে মে ২০০০	১১:০০-১২:৩০	১ ঘন্টা ৩০ মিঃ
৩রা জুন ২০০০	১০:০০ – ১২:০০	২ ঘন্টা ০ মিঃ
৫ই জুন ২০০০	১০:০০-১২:০০	২ ঘন্টা ০ মিঃ
৬ই জুন ২০০০	১০:৩০-১২:৩০	২ ঘন্টা ০ মিঃ
৮ই জুন ২০০০	১১:০০ – ১২:৩০	১ ঘন্টা ৩০ মিঃ
১৩ই জুন ২০০০	১১:০০ – ১২:১৫	১ ঘন্টা ১৫ মিঃ
১৭ই জুলাই ২০০০	১১:০০-১২:০০	১ ঘন্টা ০ মিঃ
১৯শে জুলাই ২০০০	১১:৩০-১২:৩০	১ ঘন্টা ০ মিঃ
২৪শে জুলাই ২০০০	১১:৩০-১২:৩০	১ ঘন্টা ০ মিঃ
২৬শে আগস্ট ২০০০	১১:০০-১২:০০	১ ঘন্টা ০ মিঃ
২৮শে আগস্ট ২০০০	১১:০০-১:০০	২ ঘন্টা ০ মিঃ
৯ই সেপ্টেম্বর ২০০০	১০:০০-১২:১৫	২ ঘন্টা ১৫মিঃ
১০ই সেপ্টেম্বর ২০০০	১১:১৫-১২:১৫	১ ঘন্টা ০ মিঃ
১৬ই সেপ্টেম্বর ২০০০	১১:০০-১২:১৫	১ ঘন্টা ১৫ মিঃ
১৭ই অক্টোবর ২০০০	১১:০০-১২:০০	১ ঘন্টা ০ মিঃ
১৯শে অক্টোবর ২০০০	১১:৩০-১:০০	১ ঘন্টা ৩০ মিঃ
২১শে অক্টোবর ২০০০	১১:৪৫-১২:৪৫	১ ঘন্টা ০ মিঃ
১২ই ফেব্রুয়ারী ২০০১	১১:০০-১২:৪৫	১ ঘন্টা ৪৫ মিঃ
২২শে ফেব্রুয়ারী ২০০১	১১:৩০-১:০০	১ ঘন্টা ৩০ মিঃ

পরিশিষ্ট-৩

Dhaka University Institutional Repository

শিশুর পারিবারিক তথ্য ও ভাষিক পরিবেশ জরিপ

১। শিশুর নাম (ডাক নাম সহ) :

২। লিঙ্গ পরিচিতি : ☐ ছেলে ☐ মেয়ে

৩। শিশুর জন্ম তারিখ : বর্তমান বয়স :

৪। শিশুর জন্মক্রম :

৫। শিশুর অন্য ভাই-বোনদের ক্রম (যদি থাকে) :

ক্রম	ছেলে	মেয়ে	বয়স(বছর)
☐ প্রথম	☐	☐	☐
☐ দ্বিতীয়	☐	☐	☐
☐ তৃতীয়	☐	☐	☐
☐ চতুর্থ	☐	☐	☐
☐ পঞ্চম	☐	☐	☐

৬। পিতার নাম :

স্থায়ী ঠিকানা :

জন্মস্থান :

শিক্ষা :

পেশা :

বর্তমান ঠিকানা :

কয়টি ভাষা জানেন (বুঝতে, বলতে ও লিখতে পারেন) :

☐ বাংলা
☐ ইংরেজী
☐ আরবী
☐ ....

৭। মাতার নাম :

স্থায়ী ঠিকানা :

জন্মস্থান :

শিক্ষা :

পেশা :

বর্তমান ঠিকানা :

কয়টি ভাষা জানেন (বুঝতে, বলতে ও লিখতে পারেন) :

☐ বাঙলা
☐ ইংরেজী
☐ আরবী
☐ ....

৮। দাদার নাম :

স্থায়ী ঠিকানা :

Dhaka University Institutional Repository

৯। দাদীর নাম :

স্থায়ী ঠিকানা :

১০। পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা :..... জন

শিশু কেন্দ্রিক সম্পর্ক	নাম	শিক্ষা	বয়স
ক)			
খ)			
গ)			
ঘ)			
ঙ)			

১১। পরিবারে সার্বক্ষণিক কাজের ছেলে বা মেয়ে থাকলে তার বিবরণ :

নাম	স্থায়ী ঠিকানা	শিক্ষা	বয়স	ভাষা
				☐ চলতি বাঙলা ☐ আঞ্চলিক বাঙলা

১২। পরিবারের সদস্যগণ কোন্ ভাষায় কথা বলেন :

☐ চলতি বাঙলা (S.C.B.)

☐ আঞ্চলিক বাঙলা অঞ্চলের নাম :.....

☐ .....

☐ অন্যান্য

১৩। শিশুটি সার্বক্ষণিক কার তত্ত্বাবধানে থাকে :

(মা ব্যতীত অন্য কেউ হলে তার পূর্ণ বিবরণ)

সম্পর্ক	নাম	শিক্ষা	ভাষা	বয়স

১৪। শিশু পরিবারে কাকে বেশী পছন্দ করে :

১৫। পারিবারিক বিনোদনের জন্য পরিবারে কোন্ ধরনের সামগ্রী আছে –

☐ টিভি ☐ রেডিও/ক্যাসেট প্লেয়ার অন্যান্য :.....

১৬। পরিবারে কেউ নিয়মিত সঙ্গীত চর্চা করে কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না

কোন ধরনের সঙ্গীত :

স্বাক্ষর

তারিখ :